ভিডিও বক্তৃতা মডিউল:
দশটি আজ্ঞা

১৮ টি বক্তৃতা

বক্তৃতা উপস্থাপক: রেভ. এ.টি. ভার্গুনস্ট

The John Knox Institute
of Higher Education

Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

John Knox Institute of Higher Education
Entrusting our Reformed Inheritance to the Church Worldwide

© 2019 by John Knox Institute of Higher Education

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means for profit, except in brief quotations for the purposes of review, comment, or scholarship, without written permission from the publisher, John Knox Institute, P.O. Box 19398, Kalamazoo, MI 49019-19398, USA

Unless otherwise indicated all Scripture quotations are from the Authorized King James Version. Visit our website: www.johnknoxinstitute.org

Rev. A.T. Vergunst is minister of the Gospel and plans to serve the Reformed Congregation of Carterton, New Zealand, June 2020. Currently he serves the Netherlands Reformed Congregation of Waupun, WI, USA.

www.nrcwaupun.org www.rcnz.org

মডিউল

দশটি আজ্ঞা

১৮টি বক্তৃতা

রেভ. এ.টি. ভার্গুনস্ট

১। ভূমিকা...১

২। বিধানদাতা ঈশ্বর...৫

৩। পরমদেশ এবং বিধান...১১

৪। যীশু এবং বিধান..১৫

৫। বিধান এবং পাপী...১৯

৬। বিধান এবং সন্ত...২৪

৭। সীনয় পর্বতের বিধান...২৯

৮। প্রথম আজ্ঞা..৩৪

৯। দ্বিতীয় আজ্ঞা...৩৮

১০। তৃতীয় আজ্ঞা..৪৩

১১। চতুর্থ আজ্ঞা...৪৮

১২। পঞ্চম আজ্ঞা...৫৩

১৩। ষষ্ঠ আজ্ঞা..৫৮

১৪। সপ্তম আজ্ঞা..৬২

১৫। অষ্টম আজ্ঞা..৬৭

১৬। নবম আজ্ঞা...৭২

১৭। দশম আজ্ঞা...৭৭

১৮। শাশ্বতকালের বিধান..৮২

প্রথম বক্তৃতা

ভূমিকা

পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ দেখতে মনমুগ্ধকর। প্রায় অন্তহীন সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া আপনাকে ছোট ক্ষুদ্রতাকে অনুভব করায়। কোটি কোটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মহাবিশ্বের মধ্যে উঁকি দেওয়া। তবুও, তাঁর মহিমা দেখা আরও অনেক বেশি অনুপ্রেরণাদায়ক, যিনি কেবল এই জিনিসগুলিকে শূন্য থেকে তৈরি করেননি বরং তাঁর ঐশ্বরিক বিধান অনুসারে সবকিছুকে গতিশীল করেছেন!

ঈশ্বরের বিধানের এই প্রথম মডিউলে, আমরা ঈশ্বরের বিধানের উপর এই পাঠে কী অধ্যয়ন করতে আশা করি তা বিবেচনা করব। আমাদের এই অধ্যয়নের সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত উদ্দেশ্য গীতসংহিতা ১১৯:৭২ পদে গীতরচকের স্বীকারোক্তির দ্বারা প্রতিধ্বনি করব, ‘‘তোমার মুখের ব্যবস্থা আমার পক্ষে উত্তম, সহস্র সহস্র স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা অপেক্ষা উত্তম।’’

প্রতিলিপি বক্তৃতা ১

প্রিয় বন্ধুরা, আমি আশা করি আপনার ভ্রমণের প্রতি ভালোবাসা আছে বা অন্ততপক্ষে ঈশ্বরের বাক্যের সত্যের কিছু নতুন দিক আবিষ্কার করা ভালোবাসেন, কারণ আমি আপনাকে ঈশ্বরের পবিত্রতার সাথে সম্পর্কিত ঈশ্বরের মহিমা সম্পর্কে চিন্তা করার একটি ভ্রমণে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছি। বিধান বক্তৃতাগুলির এই সীরিজটি প্রস্তুত করা এবং প্রভুর বিধানের সত্যতার নতুন দিকগুলি আবিষ্কার করা আমার জন্য একটি দুর্দান্ত আনন্দের বিষয় এবং আমি আশা করি যে আমি আপনার কাছে যে সৌন্দর্যগুলি আবিষ্কার করেছি তার মধ্যে থেকে কিছু দিতে সক্ষম হব। আমরা আজকে একটি গল্প দিয়ে শুরু করছি, যেমনটি কয়েক বছর পুর্বে আমার দেখা হয়েছিল একজন যুবতী মহিলার সঙ্গে, সম্ভবত তিনি তখন ৩০ বছরের ছিলেন, একজন সফল, তরুণ ব্যবসায়ী মহিলা এবং আমরা যখন একসাথে কথা বলছিলাম তখন তিনি আমার সাথে তার ঘটনা শেয়ার করেছিলেন। তিনি খুব ধার্মিক পরিবারে বড় হয়েছেন। তার বাবা-মা উভয়েই বিভিন্ন ধর্মের কঠোর অনুসারী ছিলেন। আর তাই, আমার কাছে তার কথা ছিল, ‘‘আমি আর ধর্মের সাথে কিছু করতে চাই না। আমি এর বাইরে।’’

আমি সেই চিন্তার প্রতিফলন করার সাথে সাথে, আমি তার সাথে আরও গভীর কথোপকথনে যেতে চেয়েছিলাম, তাই আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘‘আপনি কি এখনও ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন?’’ ‘‘হ্যাঁ। হ্যাঁ, আমি করি,’’ সে উত্তর দিল, ‘‘কিন্তু আমি ঈশ্বরের এই নিয়মগুলির সাথে [কিছুই] করতে চাই না। আমার যথেষ্ট নিয়ম ছিল। আমি আমার জীবন অনুভব করতে চাই। আমি স্বাধীনতা চাই। আমি আমার নিয়ম অনুযায়ী আমার জীবন উপভোগ করতে চাই।’’ তাই আমার উত্তরে, আমি তার প্রতি সহানুভূতি জানাতে চেষ্টা করেছি। আমি বললাম, ‘‘হ্যাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি যে বিভিন্ন ধর্মের বাবা-মা উভয়ের কাছ থেকে এই সমস্ত নিয়ম মেনে বড় হওয়া আপনার পক্ষে সহজ ছিল না এবং এমন একজন ঈশ্বরের সেবা করা যিনি শুধুমাত্র নিয়ম যা করবো এবং যা করবো না, এগুলি খুব আকর্ষণীয় নয়। আমিও এইবিষয়ে আপনার সাথে একমত। কিন্তু, আমাকে আপনার সাথে একটু গভীরে চিন্তা করার অনুমতি দিন। এখন আসলে ধর্ম কী? ধর্ম কি নিয়ম পালন করে ঐশ্বরিক ব্যক্তিকে খুশি করার জন্য, নাকি তাঁকে রাগান্বিত হতে বা তাঁকে শান্ত করার জন্য? ধর্মকে একটা সম্পর্ক হিসেবে ভাবলে কেমন হয়? আপনার ঈশ্বর, আপনার সৃষ্টিকর্তা, আপনার সৃষ্টিকর্তার সাথে একটি সম্পর্ক। আর সেই সম্পর্কটি হারিয়ে ফেলতে গিয়ে, যা আমরা মূলত হারিয়েছি বা হারাচ্ছি তা হল জীবনের সৌন্দর্য। আমরা আমাদের ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে আমরা আনন্দ এবং তৃপ্তি, বেঁচে থাকার আনন্দ হারাচ্ছি। আমাকে এই বিষয়টিকে [একটি] বিবাহ সম্পর্কের সাথে তুলনা করতে দিন। ভালো বিয়ে মানে শুধু নিয়ম মেনে দুজন একসাথে বসবাস করা নয়। একটি ভালো বিবাহ হল দুই ব্যক্তি যারা একে অপরকে ভালোবাসে, যারা একে অপরকে সম্মান করে, যারা একে অপরকে মর্যাদা দেয়, যারা একটি কোমল, ঘনিষ্ঠ, গভীর, সুরেলা, ক্রমবর্ধমান সম্পর্কের মধ্যে থাকে। যাইহোক, সেই সম্পর্কটিকে সেই গুণবত্তায় বজায় রাখতে, আমাদের সম্পর্কের নিয়মগুলিকে সম্মান করতে হবে। কিছু নির্দেশিকা আছে, সম্পর্ক সুস্থ ও সুন্দর রাখতে কিছু নিয়ম, কিছু প্রত্যাশা, কিছু করা, কিছু না করা থাকে। সেই প্রেক্ষাপটেই এটি প্রস্ফুটিত হবে।’’

এখন, আমি ঈশ্বরের বিধানের উপর আমাদের বক্তৃতাগুলির সীরিজের জন্য এই গল্পটিকে আমাদের সূচনা বিন্দু হিসাবে ব্যবহার করতে চাই এবং এই অধ্যয়নে আমার উদ্দেশ্য হল আপনাকে আমাদের ঈশ্বরের মহিমা দেখান যেভাবে তিনি তা প্রকাশ

করেছেন তাঁর দেওয়া বিধানে। আমাদের কাছে আজকের বক্তৃতা, বক্তৃতাগুলির এই সীরিজের পুরো দৈর্ঘ্যের জন্য এটিকে পাখির চোখের দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে বিবেচনা করুন, হয়ত একটু ক্ষুধাবর্ধক খাবারের মত। সুতরাং, আমরা কোথায় শুরু করব? আমাকে এই প্রশ্ন দিয়ে শুরু করতে দিন, আপনি যখন ঈশ্বরের মহিমা সম্পর্কে চিন্তা করেন তখন আপনি কী মনে করেন? আপনার মনে কী আসে? নিঃসন্দেহে, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ভাবছেন সৃষ্টি, মহাজগৎ, ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছেন তাঁর মহিমান্বিত সৌন্দর্য। আমি একমত। এটা ঈশ্বরের মহিমার একটি সুন্দর দিক। হয়তো অন্য কেউ সুসমাচার ভেবেছিল, ঈশ্বরের প্রেমের সেই অবিশ্বাস্য গল্প যা তিনি তাঁর নিজের পুত্রের প্রতি মমতা করেননি কিন্তু তাঁকে বিদ্রোহীদের জন্য দিয়ে দিয়েছেন। আমি এতেও একমত। এটি ঈশ্বরের মহিমার একটি গল্প যা সৃষ্টির সৌন্দর্যকে ছাড়িয়ে গেছে।

যাইহোক, আমাকে বিধান সম্পর্কে আরেকটি উত্তর প্রস্তাব করতে দিন, ঈশ্বরের সেই পবিত্র বিধান। সম্ভবত আপনাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে আমরা যখন ঈশ্বরের মহিমা সম্পর্কে চিন্তা করি তখন এটি আমাদের মনে স্বাভাবিকভাবে আসেনি এবং তবুও সত্য যে ঈশ্বরের মহিমাও সুন্দরভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, যে বিধান তিনি আমাদের দিয়েছেন তাতে আরও শক্তিশালী রূপে। সৃষ্টির আগে ঈশ্বরের বিধান ছিল। যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার ঘোষণার আগেও ঈশ্বরের বিধান ছিল। ঈশ্বর সর্বদা ঈশ্বর ছিলেন যিনি পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা হিসাবে একটি সম্পর্কের মধ্যে বিদ্যমান ছিলেন এবং সেই সম্পর্কের মধ্যে, তাঁরা তাদের নিজস্ব বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলেন যে কীভাবে তাদের সম্পর্ককে সামঞ্জস্য, সৌন্দর্যে, অন্তরঙ্গতায় রাখা যায়, একে অপরের সম্মান এবং মর্যাদা এবং ভালোবাসার মধ্যে। এখন, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য যা আমাদের ধরে রাখা উচিত। আমরা যখন আমাদের যাত্রায় এগিয়ে যাচ্ছি, আসুন এই মৌলিক ভিত্তিগত বিবৃতিটি ধরে রাখি, যে বিধানে ঈশ্বরের মহিমা দেখানো হয়েছে, কারণ এটি ইতিমধ্যেই আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে সাহায্য করবে, সম্ভবত, ‘‘বিধান এবং সুসমাচার কি বিপরীত, নাকি তারা একে-অপরের পরিপূরক?’’ বা অন্য যে প্রশ্নটি প্রায়ই খ্রিস্টানরা আমাদের চারপাশে নিয়ে লড়াই করে তা হল, ‘‘পুরাতন নিয়মের কি বস্তুকেন্দ্রিক এবং তাই আজ নতুন নিয়মে আমাদের জন্য তা প্রাসঙ্গিক নয়?’’

আপনি লক্ষ্য করবেন যে আমাদের চারপাশের বেশ কিছু খ্রিস্টান মনে করে যে ঈশ্বরের বিধান আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটি আজ প্রেম সম্পর্কে, বিধান সম্পর্কে নয়। আর সেইজন্য, খুব কমই মণ্ডলীগুলি এইরূপে কোন পাঠ শেখায় যা আমরা একসাথে ঈশ্বরের বিধান এবং বিশেষ করে দশটি আজ্ঞা সম্পর্কে অন্বেষণ করতে যাচ্ছি। ঈশ্বরের বিধানকে অবহেলা করার সেই নির্দেশনা স্বাস্থ্যসম্মতও নয়, শাস্ত্রসম্মতও নয়। স্বাস্থ্যকর নয় কেন? আচ্ছা, নিজের শরীরের কথা ভাবুন। ব্যায়াম নেই, ভালো খাবার নেই, এটা আমাদের শারীরিকভাবে কী করে? এটা আমাদের মোটা, অস্বাস্থ্যকর করে তোলে। এখন আধ্যাত্মিকভাবে চিন্তা করুন, যদি আমরা ঈশ্বরের বিধানের নির্দেশনা, আমাদের জীবনের নৈতিক গুণাবলীকে বাদ দিই, তাহলে আমরা এমন খ্রিস্টান হয়ে উঠি যারা নৈতিকভাবে মোটা, অস্বাস্থ্যকর এবং আরও বেশি খ্রীষ্ট-তুল্য নয়। যীশুর কথা শোনার কারণে বিধানের শিক্ষাকে বাদ দেওয়াও শাস্ত্রীয় নয়। যোহন ১৩:৩৪ পদে, তিনি বলেছেন, ‘‘এক নূতন আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা পরস্পর প্রেম কর; আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও তেমনি পরস্পর প্রেম কর।’’ তবে এখানে আমরা প্রেমের বিষয়ে দেখছি। কিন্তু যোহন ১৪:১৫ পদে, তিনি যোগ করেছেন, ‘‘তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে।’’ সুতরাং, আপনি লক্ষ্য করেছেন যে পরিত্রাতা সেই অধ্যায়গুলির প্রায় একই প্রেক্ষাপটে প্রেম এবং বিধান, আদেশের উপর জোর দিয়েছেন।

সুতরাং, আসুন এই বিষয়টি খুঁটিয়ে দেখি আর বোঝার চেষ্টা করি যে ঈশ্বরের বিধানের এই সীরিজে আমরা কোথায় যাচ্ছি। এখানে আমরা কী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করবো? সুতরাং, প্রথম যে প্রশ্নটির সাথে আমি লড়াই করেছি এবং আপনার সাথে শেয়ার করবো তা হল, ‘‘আমরা কোথা থেকে শুরু করব? অবশ্যই, ঈশ্বরের বিধান, ১০টি আজ্ঞা দ্বারা। কোথা থেকে শুরু করব? যাত্রাপুস্তক ২০ তে যাওয়া এবং সীনয় পর্বতে ঈশ্বরের কণ্ঠের বজ্রধ্বনি শোনা যৌক্তিক বলে মনে হয়, কিন্তু এটাই কি শুরু করার বিন্দু? অথবা, আমরা কি সম্ভবত আদিপুস্তক ১:১ থেকে শুরু করব, যেখানে বাইবেল শুরু হয়? উভয়ের মধ্যে কোনটিই আমাদের সূচনা পয়েন্ট নয়। আমি প্রস্তাব করি যে আমরা যোহন ১:১ থেকে শুরু করি। আমি এটি পড়ি। ‘‘আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন।’’ এই কয়েকটি শব্দে, যোহন একটি বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরেছেন, বন্ধুরা, যা অবর্ণনীয়। তিনি আমাদের ঈশ্বরের সম্পর্কের দিকে নির্দেশ করেন। ‘‘বাক্য ঈশ্বরের সাথে (কাছে) ছিলেন’’ এই বাক্যগুলি পরামর্শ দেয় যে তাঁর একে অপরের সাথে মুখোমুখি, যোগাযোগ, সহভাগিতা, এই পবিত্র ত্রিত্বতে ইতিমধ্যেই সমস্ত অনন্তকাল থেকে একসাথে বসবাস করছেন; আর ঈশ্বর এই মধুর মিলনে একত্রে বাস করছিলেন, তাঁর নিজের পবিত্র মান অনুযায়ী জীবনযাপন করছিলেন। তাই, আমি প্রথমে বিধানের ঈশ্বরের দিকে তাকিয়ে ঈশ্বরের বিধানের উপর আমাদের শিক্ষা শুরু করা বেছে নিয়েছি।

তাই আমরা বিধান বিশ্লেষণ করার আগে, আসুন বিধানদাতার প্রতিই আমাদের চিন্তাভাবনাকে কেন্দ্রীভূত করি, আর তারপরে তিনি তাঁর পবিত্র বিধানে আমাদের কী বলছেন তা দেখার জন্য এগিয়ে যাই। এটি সম্পর্কে চিন্তা করা হয়ত আমাদের সাহায্য করে ‘‘বিধানের কার্যকারিতা আসলে কী?’’ এরূপ কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে। ‘‘ঈশ্বরের বিধান কি আমাদের জন্য একটি উপহার ছিল, নাকি আমাদেরকে সঠিকভাবে আচরণ করানো জন্য ছিল ঈশ্বরের ইচ্ছা?’’ বা ‘‘বিধান কি আমার স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য দেওয়া

হয়েছে, নাকি অন্য দিকে এটি আমার স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য দেওয়া হয়েছে?'' সুতরাং, এটি আমাদের প্রথম বিবচনার স্থানঃ বিধানদাতা ঈশ্বর।

এরপর কি? ভালো এখন আমরা যাত্রাপুস্তক ২০তে আসি। এটা যৌক্তিক মনে হয়। ঠিক আছে, সেখানেই ঈশ্বরের বিধান এবং ১০টি আজ্ঞা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। যাইহোক, যদি আমরা সরাসরি যাত্রাপুস্তক ২০তে যাই, তবে বুঝতে হবে যে আমরা জগতের ২৫০০ থেকে ৩০০০ বছরের ইতিহাস ইতিমধ্যেই এড়িয়ে যাচ্ছি। তাহলে সেই সময়ের মধ্যে ঈশ্বরের বিধানের কী হবে? অতএব, আমি প্রস্তাব করছি যে আমরা পরমদেশে ফিরে যাই এবং আমাদের বিষয় হবে আদম, প্রথম আদম এবং ঈশ্বরের বিধান। আর তাই, আমরা যেমন আদম ও হবা সম্পর্কে চিন্তা করি, তাদের জন্য কী ধরনের বিধান বা আইনকানুন ছিল? তারা কী ১০ আজ্ঞা জানতো? আর যদি তারা জানতো, তাহলে তারা কিভাবে এই ১০ আজ্ঞা জানতো? আর যদি তা তাদের অজানা ছিল তবে তারা কোন বিধান অনুসারে জীবনযাপন করেছিল? এর জন্য আমাদের দ্বিতীয় বিবেচনার স্থান হবে, পরমদেশে আদম এবং হবার সম্পর্কের বিধান।

এর পরে, আমি প্রস্তাব করি যে আমরা শেষ আদমঃ যীশু খ্রীষ্টের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধান বোঝার চেষ্টা করবো। আমরা সকলেই সুসমাচারের গল্প থেকে জানি যে যীশু খ্রীষ্ট বিধানকে সম্মান করেছিলেন যেমনটি কোনও মানুষ কখনও করেনি। তিনি বলেন, মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিগ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি (মথি ৫:১৭)। সুতরাং, যীশু খ্রীষ্ট, শেষ আদম এবং ঈশ্বরের বিধানের মধ্যে সম্পর্ককে সংক্ষেপে অধ্যয়ন করা ঈশ্বরের বিধানের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা বলে মনে হয়। সুতরাং, আসুন প্রশ্ন সম্পর্কে চিন্তা করা যাক। যীশু কীভাবে বিধানকে সম্মান করেছিলেন? আর তাঁর এবং তিনি যে সুসমাচার প্রচার করেছিলেন তার মধ্যে সেই সম্পর্ক কী? আর অবশ্যই, আমরা তখন এক মুহুর্তের জন্য এই প্রশ্নে আসি, ইতিমধ্যেই, ''যেহেতু ত্রাণকর্তা অভিশাপকে কষ্টভোগকারী ত্রাণকর্তারূপে গ্রহণ করেছিলেন, তাই তিনি কি তার অনুসারীদের জন্য বিধান বাতিল করেছিলেন, যেহেতু তিনি অভিশাপ গ্রহণ করেছিলেন?''

এর পরে, আমি আপনাদের আমাদের-পাপীদের সাথে বিধানের সম্পর্ক বিবেচনা করতে চাই। যীশু পৃথিবীতে তাঁর পরিচর্যায় ফরীশীদের সাথে অনেক কিছু করেছেন এবং আপনি বুঝতে পেরেছেন যে ফরীশীরা এমন লোক ছিল যারা তাদের চিন্তাভাবনায় ভুল করেছিল, বিশেষ করে এই বিষয়ে যে [কিভাবে] পরিত্রাণ পাওয়া যায়। তাদের মূল চিন্তা ছিল বিধান রক্ষা করলেই আমরা পরিত্রাণ পাব। তাই একটি নির্দিষ্ট উপায়ে, তারা ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে একজন পাপী হিসাবে বিধান পালনকে খুব বেশি জোর দিয়েছিল। আর সেই ত্রুটিটি, অবশ্যই, আমাদের হৃদয়ে এখনও অনেক বেশি রয়েছে এবং তাই আমাদের সকলের জন্য এখানে একসাথে থেমে বিবেচনা করা ভালো যে, ''পাপীর সাথে বিধানের সম্পর্ক কী?'' আর যে প্রশ্নগুলোর উত্তর আমি এই গবেষণায় দেওয়ার চেষ্টা করব; ''আমাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের বিধান কীভাবে কাজ করে পবিত্র আত্মার পরিচর্যার মাধ্যমে অপরিবর্তিত অবস্থায়? কিভাবে পবিত্র আত্মা বিধান ব্যবহার করে দোষী সাব্যস্ত করতে এবং আমাদের সুসমাচারে আনয়ন করেন?

তারপর, আমরা অবশ্যই আইনসর্বস্বতা/ আইনানুগত্যবাদ বা যারা বাহ্যিক নিয়ম পালনের উপরে জোর দেয় তাদের ত্রুটি মোকাবিলা করব। সেদিক থেকে, আইনকে সন্তদের সাথে সম্পর্কিত করে বিবেচনা করা যাক। কেউ পরিত্রাণ পাওয়ার পরে, শাস্ত্র তাকে একজন সন্ত হিসাবে উল্লেখ করে। আমরা ভাবতে চাই যে একবার একজন ব্যক্তি বিশ্বাসে এসেছেন এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ অনুভব করেছেন পাপের সমস্ত সমস্যা [সমাপ্ত], কিন্তু আমরা জানি যে তা নয়। বাস্তবতা প্রমাণ করে যে সংগ্রাম এবং পাপের সাথে মল্লযুদ্ধ সমস্ত ঈশ্বরের সন্তানদের জন্য একটি সংগ্রাম। সুতরাং, আসুন এক মুহুর্তের জন্য পরিত্রাণের কল্পনা করি যেটি যীশু নির্দেশ করেছেন সেই সংকীর্ণ পথ (মথি ৭:১৪), কিন্তু সেই সঙ্কির্ন পথটিকে একটি চলার রাস্তা রূপে মনে করি এবং তা থেকে বাম এবং ডানদিকে সিঁড়ি চিত্রিত করি। আমরা উভয় দিকে পড়ে যেতে পারি কারণ আমরা সেই প্রান্তে হাঁটার চেষ্টা করছি। আমরা আইনবাদের দিকে পড়তে পারি, যা বিধান রক্ষার অত্যধিক তৈরি করছে যেন এটি আমাদের রক্ষা করতে সহায়তা করে, তবে আমরা বাম দিকেও পড়তে পারি। আমরা এটিকে অ্যান্টিনোমিয়ানিজম হিসাবে উল্লেখ করি, এরাই তারা যারা বলে, ''আহ, আমাদের ঈশ্বরের বিধান নিয়ে মোটেও চিন্তা করতে হবে না। আমরা আর বিধানের অধীন নই কারণ আমরা অনুগ্রহের অধীন, যেমন রোমীয় ৬:১৪ বলে।'' সুতরাং, প্রশ্নটি প্রকৃতপক্ষে হল: একজন বিশ্বাসীকে কি এখনও বিধান রক্ষার বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতে হবে, নাকি আমরা কেবল রোমীয় ১৩:৮ পদের মতই বলছি, 'কাউকে কোন কিছুর ঘৃণা করো না, তবে একে অপরকে ভালোবাসতে হবে: কারণ যে অন্যকে ভালোবাসে বিধান পূরণ করেছে? সুতরাং, এটি শুধুমাত্র প্রেম সম্পর্কে, বিধান সম্পর্কে আর নয়।

অবশেষে, এর পরে, আমরা সীনয় পর্বতের দিকে যাই। যাত্রাপুস্তক ২০ এমন একটি ঘটনা উল্লেখ করে যা শাস্ত্রের কোনো অংশের মধ্যে নেই। ঈশ্বর নিজেকে সেই মহিমায় প্রকাশ করেছিলেন যা কেবল সমস্ত ইস্রায়েলকে কম্পিতই করেনি, [কিন্তু] এমনকি মোশিও বলেছিলেন, ''আমি অত্যন্ত আতঙ্কিত'' যখন তিনি ঈশ্বরের মহিমা দেখেছিলেন। এখন যাত্রাপুস্তক ২০ বোঝার জন্য, আমরা সেখানে পৌঁছানোর আগে অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি আপনার মনের মধ্যে থেকেই পড়া এবং ধ্যান করা শুরু করি। উদাহরণস্বরূপ, যাত্রাপুস্তক ২০ এর প্রসঙ্গ কী? এর আগে এমন কিছু অধ্যায় রয়েছে যা আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে কেন যাত্রাপুস্তক ২০ এই যাত্রাপুস্তক ২০তে রয়েছে, কেন ঈশ্বর ইস্রায়েলের ইতিহাসে সেই মুহূর্তে বিধান দিয়েছিলেন। সুতরাং, সে সম্পর্কে চিন্তা করুন। একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন যা সম্পর্কে চিন্তা করাও গুরুত্বপূর্ণ তা হল: এখন কেন ঈশ্বর নিজেকে এমন এক দুর্দান্ত মহিমায় প্রকাশ করতে বেছে

নিলেন? কেন এই শক্তি এবং বজ্র এবং বজ্রপাতের প্রদর্শন করেছেন যখন তিনি পাহাড় থেকে ঈশ্বরের বিধান প্রকাশ করেন এবং কথা বলেন? সেই প্রস্তাবনার অর্থ কী, "আমিই তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু যিনি মিশর দেশ থেকে তোমাদের বের করে এনেছেন?" এটি কি একটি ঐতিহাসিক বক্তব্যের চেয়ে বেশি? যা ঘটেছে তার একটি উল্লেখ/ পদ ছাড়া আরও কী আছে? স্পষ্টতই, আমরা কিছুক্ষণের জন্য সীনয় পর্বতের চারপাশে আটকে থাকব কারণ ১০ আজ্ঞা প্রতিটি আমরা একটি পৃথক বক্তৃতায় পরীক্ষা করব, যাতে এটি কমপক্ষে ১০টি বক্তৃতা হবে।

একটি চিত্র রূপে, ১০ আজ্ঞাকে একটি ভবন, ঈশ্বরের ভবন হিসাবে বিবেচনা করুন। প্রতিটি আজ্ঞা এই ভবন একটি অপরিহার্য অংশ। অন্য কথায়, দশটিই একত্রিত। কোনোটিই বের করা যাবে না। আমরা যদি এই দশটির মধ্যে যেকোনও একটিকে বের করি, তাহলে তা শুধু ভবনের পুরো কাঠামোকেই দুর্বল করে দেবে, তা নয়, এটি নির্মাতাকেও অসম্মান করবে, যেন তিনি অতিরিক্ত যোগ করেছেন। এছাড়াও, এটির সঙ্গে কোন কিছু যোগ করা যাবে না। এর আবার অর্থ হল যে নির্মাতা ঈশ্বরের এই বিধান খারাপভাবে গঠন করেছেন এবং এতে কিছু যোগ করতে হবে। সুতরাং এই দশটিই, এগুলি সবাই একত্রিত।

ইতিমধ্যেই প্রতিটি আদেশের বিষয়ে আমাদের নির্দেশনা দেওয়ার জন্য কয়েকটি প্রশ্ন এবং সেটিকেই আমরা আরও অন্বেষণ করব, কেন ঈশ্বর তাদের প্রায় সকলকে, তাদের মধ্যে নয়টি, নেতিবাচকভাবে বলেছেন, "তুমি করবে না"? কেন? কেন প্রতিটি আজ্ঞার শুরু এই নেতিবাচক দিয়ে হচ্ছে? দ্বিতীয়ত, আমরা যে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করতে পারি তা হল: দাউদ লিখেছেন যে বিধান অত্যন্ত বিস্তৃত; পৌল লিখেছেন যে বিধান আধ্যাত্মিক। তাহলে, বিধানের পৃষ্ঠে কি আরও কিছু আছে? এবং আমরা ইতিমধ্যে উত্তরটি জানি; যীশু নিজেই পর্বতের উপদেশে বিধানটি ব্যাখ্যা করেছেন এবং তিনি আমাদের দেখান যে "তুমি হত্যা করো না" আক্ষরিক অর্থে আপনার প্রতিবেশীকে হত্যা করার চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং, আমাদের প্রতিটি আজ্ঞাকে আধ্যাত্মিক উপায়ে দেখতে হবে এবং এর অর্থ কী তা বুঝতে হবে। আর অবশ্যই, আমরা দশটি আজ্ঞা অধ্যয়ন করার সাথে সাথে, এর থেকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেকগুলি প্রয়োগ করার আশা করি যখন আমরা ঈশ্বর এবং মানুষের সামনে জীবন যাপন করছি।

আর তারপরে, আমরা আমাদের অধ্যয়ন শেষ করার আগে, আমি আপনাকে "বিধান এবং অনন্তকাল" বিষয় আলোচনায় আরও একবার আমার সাথে যোগ দিতে বলছি। আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিধানটি সীনয় পর্বত থেকে শুরু হয়নি। আমরা আরও লক্ষ্য করি যে বিধানটি পরমদেশে শুরু হয়নি। ঈশ্বরের আইন, যেমন আপনি আমাদের দ্বিতীয় বক্তৃতায় দেখতে পাবেন, ঈশ্বর থেকে শুরু হয়। তাহলে প্রশ্ন হল, "বিধানের মর্যাদা কী হবে?" নতুন পৃথিবীতে যীশু পৃথিবীর চূড়ান্ত বিচার করে সব নতুন সৃষ্টি করবেন, সেই নতুন জগতে ঈশ্বরের বিধানের কি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য বা কর্তৃত্ব থাকবে? মুক্তিপ্রাপ্ত মানবজাতি কি একই ১০ আজ্ঞাকে সম্মান করবে যা সীনয় পর্বতে দেওয়া হয়েছিল? নিঃসন্দেহে, নতুন জগতের অনেক দিক আমাদের জন্য লুকিয়ে আছে, কিন্তু সম্ভবত আমাদের পক্ষে এই প্রশ্নে কিছু নির্দেশিকা বা নীতি স্থাপন করা সম্ভব যে ঈশ্বরের বিধান অনন্তকাল ধরে একই বিধান হিসাবে বিবেচিত হবে কিনা যা এখন আমাদের কাছে পবিত্র শাস্ত্ররূপে রয়েছে।

সুতরাং, বন্ধুরা, আমার এই বিষয়টিকে অবতরণ করার সময় এসেছে, কারণ আমরা বৃহৎ দৃষ্টিকোণ থেকে এই যাত্রাটি অন্বেষণ করেছি এবং কীট স্বরূপ হয়েছি এবং এই দিকগুলিকে ধীরে, অনুসন্ধান মুখি হয়ে, চিন্তাভাবনার মাধ্যমে বিষয়টি দেখতে শুরু করেছি। আর আমি আশা করি যে আমরা ঈশ্বরের মহিমার বিবরণ খুঁজে বের করার সাথে সাথে আপনিও এটিকে এমন একটি বিষয় হিসাবে খুঁজে পাবেন যা আমাদেরকে বিধানে ঈশ্বরের প্রশংসা এবং আনন্দে আরও বেশি করে পূর্ণ করবে। আমি আপনাকে সমাপ্তিতে মনে করিয়ে দিই, এখানে আমাদের মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান বৃদ্ধি করা নয়। ভক্তি বৃদ্ধিই মূল উদ্দেশ্য। কতই না আশ্চর্যজনক যদি শেষ ফলাফল হয় যে আমরা দাউদের সঙ্গে আরও গভীর এবং আরও ব্যক্তিগত স্তরে যোগদান করি যেমন তিনি গীতসংহিতা ১৯-এ বলেছেন, ঈশ্বরের বিধান উদযাপনে, "সদাপ্রভুর ব্যবস্থা (বিধান) সিদ্ধ, প্রাণের স্বাস্থ্যজনক; সদাপ্রভুর সাক্ষ্য জগৎসনীয়, অল্পবুদ্ধির জ্ঞানদায়ক। সদাপ্রভুর বিধি সকল যথার্থ, চিত্তের আনন্দবর্দ্ধক; সদাপ্রভুর আজ্ঞা নির্মল, চক্ষুর দীপ্তিজনক। সদাপ্রভুর ভয় শুচি, চিরস্থায়ী, সদাপ্রভুর শাসন সকল সত্য, সর্ব্বাংশে ন্যায্য।" আর তারপরে, তিনি এই আশ্চর্যজনক স্বীকারোক্তিতে আসেন, "তাহা স্বর্ণ ও প্রচুর কাঞ্চন অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, মধু ও মৌচাকের রস হইতেও সুস্বাদু। তোমার দাসও তদ্দ্বারা সুশিক্ষা পায়; তাহা পালন করিলে মহাফল হয়।"

সুতরাং, ঈশ্বর এই বাক্যগুলিকে আশীর্বাদ করুন এবং আমাদেরকে অন্যদের জন্য আশীর্বাদের উত্স করুন। ধন্যবাদ।

দ্বিতীয় বক্তৃতা

বিধানদাতা ঈশ্বর

আমাদের শৈশবকাল থেকে, আমরা অন্য কারো ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করি যখন এটি আমাদের ইচ্ছাকে প্রতিহত করে। এই অভ্যন্তরীণ মনোভাব বয়স্ক হওয়ার সাথে সাথে পরিবর্তিত হয় না কারণ আমরা ঈশ্বর এবং মানুষের বিধানের অধীন হতে পছন্দ করি না এবং হতেও পারি না। আপনি কি এখনও এইভাবে অনুভব করেন? আপনি কি এখনও বিধানকে আপনার নিষিদ্ধ বা আদেশের তালিকা হিসাবে দেখেন, যা আপনার উড্ডয়ন বা অন্বেষণের স্বাধীনতাকে বাধা দেয়?

এই দ্বিতীয় মডিউলে আমাদের ঈশ্বরের বিধানের এই দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করার জন্য চ্যালেঞ্জ করা হবে। প্রায়শই, একটি গভীর পরিচিত সত্যের নতুন দিকগুলি আবিষ্কার করবে যা সত্যিই এর সুন্দরতাকে উপলব্ধি করতে এবং এটির প্রশংসা করার দিকে আমাদের পরিচালিত করবে।

প্রতিলিপি বক্তৃতা ২

প্রিয় বন্ধুরা, ঈশ্বরের বিধানের উপর আমাদের দ্বিতীয় বক্তৃতায় আপনাদের স্বাগত জানায়। একটি নতুন যাত্রায় যাওয়া সর্বদা উত্তেজনাপূর্ণ এবং আপনার এবং আমার জন্য নতুন অঞ্চল আবিষ্কার করার আমাদের উত্তেজনা বাড়ানোর জন্য [এখানে] উপায় রয়েছে। কল্পনা করুন দুজন মানুষ বনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। একজন শুধু দর্শনীয় স্থান গ্রহণ দেখছে, শব্দ এবং গন্ধ উপভোগ করছে। তার পাশের অন্য একজন, তিনিও এটি উপভোগ করছেন, কিন্তু তিনি শব্দটি শুনতে পেয়ে তিনি জানেন এটি কী [পাখি]। যখন তিনি গাছপালা দেখেন, তিনি [জানেন] এটি কী উদ্ভিদ। তিনি ভূতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি দেখেন এবং তিনি জানেন যে এটি কী। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি ভ্রমণটি অনেক বেশি উপভোগ করবে। তাই, আমি আপনাকে উত্সাহিত করি, মাঝে মাঝে সম্ভবত, প্রথম বক্তৃতায় ফিরে যেতে এবং যাত্রার প্রতিটি জংশনে (যেখানে থামতে হবে চিন্তা করার জন্য) সেই সম্পর্কে আমি যে প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করি সেগুলি নিয়ে ভাবতে এবং সেই সঙ্গে সেই সম্বন্ধে আপনি বিবেচনা করুন এটিই কাম্য। আমরা যে বিষয়টি দেখছি তার জন্য নিজেকে কিছুটা প্রস্তুত করার জন্য আপনি যদি এই প্রশ্নগুলির উপর প্রাক্-মনন করেন তাহলে ভালো হবে।

এখন, একটি দ্বিতীয় উপদেশ হিতোপদেশ বই থেকে। হিতোপদেশ ১২:২৭ বলে, ‘‘অলস মৃগয়াতে ধৃত পশু পাক করে না; কিন্তু মনুষ্যের বহুমূল্য রত্ন পরিশ্রমীর পক্ষে।’’ প্রায়ই আমরা একটি বক্তৃতা বা উপদেশ শোনার বা ব্যক্তিগত পাঠ শোনার বড় সুবিধা হারাই যখন আমরা যা সংগ্রহ করেছি তা দিয়ে আমরা কিছু করি না, ঠিক যেমন এই প্রবাদটি এমন একজন শিকারী সম্পর্কে বলে যে সে প্রাণীটিকে রোস্ট করতে ব্যর্থ হয়। শিকারটি পচে যাবে। এটি কোন ভাবেই লাভ প্রদান করবে না। তাই, অনুগ্রহ করে আপনি যা শুনেছেন তার থেকে একটু গভীরে বক্তৃতাটি নিয়ে যেতে আমি আপনাকে উৎসাহিত করবো এবং সেই সঙ্গে শাস্ত্রে ফিরে যান, ধ্যান করুন, কথা বলুন, আপনি যা শুনেছেন তা নিয়ে একে অপরের সাথে আলোচনা করুন।

ঠিক আছে, আসুন আমাদের আজকের বিষয়ের দিকে ফিরে আসা যাক এবং দাউদের কথা শোনার সাথে শুরু করা যাক। গীতসংহিতার বিভিন্ন জায়গায়, তিনি বিধান সম্পর্কে বিস্ময়কর জিনিস বলেছেন। এক পর্যায়ে তিনি বলেন যে তারা ‘তাহা স্বর্ণ ও প্রচুর কাঞ্চন অপেক্ষা বাঞ্ছনীয়, মধু ও মৌচাকের রস হইতেও সুস্বাদু’ (গীতসংহিতা ১৯:১০)। তিনি ঈশ্বরের বিধানকে একটি খুব উচ্চ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখেছেন। আসুন নিজেদেরকে সৎভাবে জিজ্ঞাসা করি, এটি কি ঈশ্বরের বিধানের প্রতি আপনার এবং আমার অনুভূতি, প্রশংসা, ভালোবাসার প্রতিধ্বনি করে? আমরা কি সততার সাথে গান গাইতে পারি, ‘‘আমি তোমার ব্যবস্থা কেমন ভালবাসি,’’ যেমন তিনি একটি গীতসংহিতাতে করেছেন (গীতসংহিতা ১১৯:৯৭)?

আমি বুঝতে পারছিলাম না যে আমি কিসের শূন্যতার অনুভব করছি? আমি বুঝতে পারছিলাম না যে আমি কোথায় ভুল করছি। বিধানের যা করণীয় এবং করণীয় নয় সেই সব সম্পর্কে এত আনন্দদায়ক কী আছে? আপনি কেন এমন এক বিধান ভালোবাসবেন যা আপনার স্বাধীনতা সীমিত করে বলে মনে হয়? আমি বলতে চাচ্ছি, দাউদ তাঁর নিজের মধ্যে অনুভব করেনি যে হৃদয় তার বিবেকে কাঁটা দেয় যে বিধান সর্বদা একজন পাপীর জন্য দেওয়া হয়েছে? দাউদের মাঝে মাঝে কি এমন অনুভূতি ছিল না যে তিনি নিষিদ্ধ জিনিসগুলিকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন? ঠিক আছে, আমরা জানি তিনি করেছিলেন এবং আমরা এও জানি যে তিনি অনুভব করেছিলেন, আর আমরা গীতসংহিতা থেকে জানি যে তিনি আমাদের মতো একই সংগ্রাম করেছিলেন কারণ মাঝে মাঝে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ‘‘তোমার

সাক্ষ্যকলাপের প্রতি আমার হৃদয় ফিরাও, লোভের প্রতি ফিরাইও না। অলীকতা দর্শন হইতে আমার চক্ষু ফিরাও, তোমার পথে আমাকে সঞ্জীবিত কর" (গীতসংহিতা ১১৯:৩৬-৩৭)। তাই আমরা জানি যে সেও সেই সংগ্রামগুলো করছিল, তবুও সে বলে, "ওহ, আমি তোমার বিধানকে কত ভালোবাসি! এটা দিনরাত তা ধ্যান করি।" আমরা কিভাবে এর উত্তর দেবো? কেন দাউদের কাছে ঈশ্বরের বিধানের এই উচ্চ সম্মান ছিল? কারণ হল যে দাউদ ঈশ্বরের বিধানকে উপভোগ করেছিলেন কারণ তিনি বিধানদাতা ঈশ্বরকে জানতেন এবং ভালোবাসতেন।

বন্ধুরা, বিধানটি করণীয় এবং না করার তালিকা, আজ্ঞা এবং সীমানাগুলির তালিকা সম্পর্কে [তার চেয়ে] অনেক বেশি। বিধান ঈশ্বর সম্পর্কে। বিধান আমাকে আইনদাতা সম্পর্কে বলে। আমরা প্রায়ই উপেক্ষা করি যে বিধান হওয়ার আগে একজন বিধান প্রণেতা আছে। আর এখন আরও খারাপ, অবশ্যই, আমরা আজ যে পরিস্থিতিতে আধ্যাত্মিকভাবে আমাদের পতনের মধ্যে আমাদের অন্ধ চোখ দিয়ে দেখি, আমরা বিধানকে নেতিবাচকভাবে দেখি এবং আইনদাতাকে নেতিবাচকভাবে বিবেচনা করি। আর সেই কারণেই আজ আমরা বিধানটি বিবেচনা করার আগে বিধানদাতাকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখে এই বক্তৃতা শুরু করি। সুতরাং, আসুন সৎ হই। আমরা যখন ঈশ্বরের বিধান সম্পর্কে চিন্তা করি, তখন আমরা অস্বস্তি অনুভব করি। আমরা একটি নির্দিষ্ট ভয় বা প্রত্যয় অনুভব করতে পারি। আমরা হয়তো এমন কাঁপুনি অনুভব করি যেটা আমরা অনুভব করি যখন একজন বিধান কর্তৃপক্ষের লোক, পুলিশ, বিচারক আমাদের পিছনে থাকে, অথবা আমরা একটি সংযত শক্তি অনুভব করতে পারি যা আমরা বিরক্ত হই বা আমরা প্রতিরোধ করি বা আমরা বিদ্রোহ করি তার বিরুদ্ধে। কারণ আমরা মনে করি যে বিধান বাধা দেয়; বিধান সীমাবদ্ধ করে।

আমরা যখন বিধানটিকে সেভাবে বিবেচনা করি, তখন আমরা বিধানদাতা সম্পর্কে পুর্বকল্পনা করে তা প্রয়োগ করি; যে তাঁকে কঠোর হতে হবে। তিনি অবশ্যই অন্যায়ী। একজনকে অবশ্যই এটি করতে হবে কারণ তিনি তা পছন্দ করেন। তিনি কিছুটা আমার বিরুদ্ধে। আর আপনি জানেন, রোমীয় ৮:৭-৮ পদে পৌল আমাদের জন্য এই কারণটি তুলে ধরেছেন। আমাকে তা পড়তে দিন। তিনি বলেন, "দৈহিক মন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে শত্রুতা: কারণ এটি ঈশ্বরের বিধানের অধীন নয়, হতে পারে না। তাহলে যারা দৈহিক তারা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে পারে না।" আমাদের পতিত অবস্থায়, আমাদের বিধান এবং বিধান প্রণেতা সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে বাঁকানো, বিকৃত ধারণা রয়েছে।

আপনি যদি আজ আমার কথা শুনেছেন আর আপনি যদি একজন বয়স্ক ব্যক্তি হন, আপনার কি মনে আছে আপনি যখন ছোট ছিলেন তখন আপনি আপনার বাবা-মা সম্পর্কে কীভাবে ভাবতেন? সেই কারফিউ, সেই পারিবারিক নিয়ম, সেই ঘরের নিয়ম, সেই সীমানা, সেই জিনিসগুলি যা তারা আমাদের উপর চাপিয়েছিল? আমরা বড় না হওয়া পর্যন্ত এই পিতামাতাদের সম্পর্কে আমাদের সবারই কিছুটা নেতিবাচক অনুভূতি ছিল এবং এখন আমরা এটির প্রশংসা করি। এখন আমরা পিছনে ফিরে তাকাই এবং সেই সময়ে যে নিয়মগুলি ছিল আমরা এখন তার প্রশংসা করি। আর কেন? কারণ এখন আমরা বুঝতে পেরেছি, আমরা বড় হয়েছি, এই পারিবারিক নিয়মের পিছনে, একজন মা এবং একজন বাবার ভক্তিপূর্ণ ভালোবাসা ছিল যারা আমাদের রক্ষা করতে চায়, যারা আমাদের একটি নিরাপদ, স্বাস্থ্যকর, আনন্দময় জীবনযাপনের পরিবেশ দিতে চায়। এটাই আমার আশা যে আমরা আজ বিধানদাতার দিকে তাকাই যে আপনি এবং আমারও ঈশ্বরের বিধানের জন্য গভীর উপলব্ধি এবং প্রেম থাকবে এবং আমরা রোমীয় ৭:১২-তে পৌলের সাথে যোগ দেব যখন তিনি বলেছেন, "অতএব ব্যবস্থা পবিত্র, এবং আজ্ঞা পবিত্র, ন্যায্য ও উত্তম।"

সুতরাং, আমি আপনাকে আজ তিনটি প্রশ্ন নিয়ে চিন্তা করার জন্য আমার সাথে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। প্রথমত, আমাদের বিধানদাতা কে? দ্বিতীয়ত, বিধানের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক কী? আর তৃতীয়ত, এর উদ্দেশ্য কী? প্রথম বিষয়টি আমাদের অধিকাংশ সময় নিতে যাচ্ছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টির উত্তর দেওয়া অনেক সহজ হবে একবার আমরা বিস্তারিতভাবে প্রথমটির দিকে তাকালেই। তাহলে, বিধানদাতা কে? আসুন আমাদের বিধানদাতার চারটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করি।

প্রথমটি [যে] আমাদের বিধানদাতা হল প্রেম। লক্ষ্য করুন, আমি বলিনি যে আমাদের বিধানদাতা সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমিক। এটাও সত্য, কিন্তু আমি বলেছি, "তিনি প্রেম।" ১ যোহন ৪:১৬ আমাদের জানায় যে ঈশ্বর প্রেম। হ্যাঁ, তিনি প্রেমময়, কিন্তু তিনি প্রেম। যে কেউ প্রেমিক সে বিদ্বেষী হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাঁর চরিত্র, তাঁর সত্তা প্রেম, অপরিবর্তনীয়। ঈশ্বরের প্রেম তখন শুরু হয়নি যখন তিনি মহাজগৎ সৃষ্টি করতে শুরু করেছিলেন। ঈশ্বরের প্রেম চিরন্তন রয়েছে। সময়ের অনেক আগে, তিনি একটি প্রেমময় সম্পর্কের মধ্যে পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা হিসাবে বিদ্যমান ছিলেন।

প্রেমের সারমর্মে, তাঁরা যোগাযোগ করতেন। পবিত্র তিনজন একে অপরকে একেবারে, বিশুদ্ধভাবে, একচেটিয়াভাবে প্রেম করতেন। [তাঁরা] নিবিড়ভাবে একে অপরের প্রতি নিজেদেরকে নিবেদিত করেন এবং তাঁরা একে অপরের সাথে সেই মধুর যোগাযোগে বাস করেন একটি ঐশ্বরিক প্রেম, প্রেমের সম্পর্ক। আর তাঁরা একে অপরকে সম্মান করেন এবং তাঁরা একে অপরের সেবা করেন, তাঁরা সেই সম্পর্কের মধ্যে একে অপরকে মহিমান্বিত করেন। আমরা কিভাবে তা জানি? আমরা শাস্ত্র থেকে জানি কারণ শাস্ত্রে প্রত্যেক ব্যক্তি একে অপরকে সম্মান করেন, প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যকে মহিমান্বিত করেন। তাঁরা তা করে কারণ ঈশ্বরের মধ্যে প্রেম আছে।

সুতরাং, এই বিষয়ে চিন্তা করুন; প্রেম হল ঈশ্বরের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য যার চারপাশে অন্য সমস্ত গুণাবলী সূর্যের চারপাশে গ্রহের মতো ঘোরে। এটি একটি তুলনাহীন চিত্র, কিন্তু তবুও এটি একটি চিত্র যা আমাদের জন্য ঈশ্বরকে তাঁর সারমর্মে কল্পনা করার চেষ্টা করার জন্য সাহায্য করে; তা হল প্রেম। আমাদের কিছু ঈশতত্ত্ববিদরা অতীতে ঈশ্বরের প্রেমকে তাঁর অন্যান্য গুণাবলীতে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এর অর্থ হল তাঁর অন্যান্য গুণাবলী, বিশেষ করে তাঁর নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল তাঁর প্রেমের বহিঃপ্রকাশ। এটিকে এইভাবে চিন্তা করুন। তাঁর সর্বশক্তিমান প্রেমের ক্রিয়া, প্রেমের শক্তি। তাঁর সর্বজ্ঞতা প্রেমের চোখ। তার সর্বব্যাপী উপস্থিতি প্রেম তাঁর ন্যায়বিচার হল নিরপেক্ষতা এবং

প্রেম প্রদান। ঈশ্বরের ক্রোধ, প্রায়ই একটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হিসাবে দেখা হয় – এটি অত্যন্ত ইতিবাচক – তাঁর প্রেমের ঈর্ষা। প্রজ্ঞা হল প্রেমের পরামর্শ। সত্য [হল] প্রেমের জগৎস্ততা। আর তারপর, আমরা এখন পবিত্রতা শব্দে আসি, আমি এটি সংজ্ঞায়িত করতে আরও একটু সময় নেব। [পবিত্রতা] ঈশ্বরের প্রেমের অপরিহার্য মহিমার প্রকাশও।

সুতরাং, আসুন এটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক; আমাদের বিধানদাতা, যিনি বিধান লিখেছেন, যিনি আমাদের কাছে সেগুলি প্রকাশ করেছেন, তিনি অপরিহার্য প্রেমের ঈশ্বর। সুতরাং, তিনি কেবল আমাদেরকে নির্বিচারে জীবনযাপন করার নিয়ম দেননি কারণ তিনি এটি চান। বরং, তিনি আমাদের তাঁর বিধান দিয়েছেন যাতে সেগুলি পালন করার মাধ্যমে, আমরা তাঁর সাথে এবং একে অপরের সাথে আমাদের সম্পর্কের আনন্দ উপভোগ করতে পারি যেভাবে তিনি উপভোগ করছেন, একটি ঐশ্বরিক উপায়ে, পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মার মধ্যে সম্পর্ক। আমাদের বিধানদাতা হলেন প্রেম।

দ্বিতীয় কথা, আমাদের বিধানদাতা পবিত্র। এখন, পবিত্র হল সৌন্দর্যের গুণ। পবিত্রতার সৌন্দর্যে ঈশ্বরের উপাসনা করা একটি প্রায়ই পুনরাবৃত্তিমূলক বাক্যাংশ এবং বর্ণনা। পবিত্রতা হল এমন একটি গুণ যা অন্য সব গুণের উপর উজ্জ্বল। পবিত্রতাই ঈশ্বরের সৌন্দর্য। পবিত্রতা কী এবং কিভাবে তা ঈশ্বরের পবিত্র বিধানে নিজেকে প্রকাশ করে? সাধারণত আমরা নেতিবাচক দৃষ্টিকোণ থেকে পবিত্রতার কাছে যাই। এটি হচ্ছে পাপ বিহীনতা। এটি পাপের পাপেপূর্ণতা নয়। এটা পাপহীনতা। এর মূল অর্থ হল এটিই। পবিত্রতা হ'ল ঈশ্বরের পাপ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা, যে কোনও ক্রটি থেকে, যে কোনও ক্রটি যা আমরা আজ জীব হিসাবে জানি, পাপী হিসাবে, [যা] আমাদের রয়েছে। তাই পবিত্রতায়, ঈশ্বর আমাদের সকলের থেকে এমনকি তাঁর সৃষ্টি থেকেও অসীমভাবে আলাদা। এটাই তাঁর সৌন্দর্য। এটি তাঁর বিস্ময়কর সৌন্দর্য যেমন তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন এবং স্পষ্টতই ঈশ্বরের বিধান বিশুদ্ধতার সাথে সম্পর্কিত। ঈশ্বরের বিধান হৃদয়, মাথা, কাজ এবং কথার বাধ্য জীবনযাপনের সাথে সম্পর্কিত।

তবুও, পাপহীন পরিপূর্ণতার চেয়ে পবিত্রতার মধ্যে আরও কিছু রয়েছে। পূর্বপুরুষরা পবিত্রতাকে ঈশ্বরের প্রেমের তীব্রতা হিসাবে বর্ণনা করেছেন। ঈশ্বরের প্রেমের তীব্রতা হল তাঁর পবিত্রতা। আর এটি বোঝার জন্য, আমি আপনাকে যিশাইয় ৬:১,২ এবং ৩ পদে এক মুহূর্তের জন্য নিয়ে যেতে চাই। আপনার বাইবেল যদি সঙ্গে আছে, তবে পদটি বের করে আমার সাথে পড়ুন। সেই অনুচ্ছেদে, যিশাইয় প্রভুর সিংহাসনকে ঘিরে স্বর্গদূতদের, সরাফগণের একটি দর্শন দেখেন। তাঁর সবাই গাইছে, "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র সদাপ্রভু।" যিশাইয় স্বর্গে সেই পবিত্র দৃশ্যের এক আভাস পান। এখন লক্ষ্য করুন কিভাবে এই দর্শন যিশাইয়কে প্রভাবিত করেছিল।

আকস্মিকভাবে এই ভাববাদী চিৎকার করে বললেন, "হায় আমাকে! কারণ আমি অশুচি ওষ্ঠ একজন মানুষ, আর আমি অশুচি ওষ্ঠাধরযুক্ত মানুষদের মধ্যে বসবাস করি।" আর কেনই বা তিনি এমন অনুভব করছেন? কারণ তাঁর চোখ তাঁর মহিমায় রাজাকে, সর্বশক্তিমান প্রভুকে দেখেছে। তিনি কিসের বিষয়ে অপবিত্র মনে করেছিল? তার ওষ্ঠাধরের বিষয়ে। তার ওষ্ঠের বিষয়ে কী বলছেন? ওই ওষ্ঠাধর দিয়ে কী করবেন? আপনি অধ্যায় ৫ –এ পড়তে পারেন। তিনি একটি ধর্মোপদেশ প্রচার করছেন। হঠাৎ করেই তিনি নিজেকে অপবিত্র মনে করছেন। কিছুক্ষণের জন্য সেই চিন্তা ধরে রাখুন। আসুন স্বর্গদূতদের দিকে তাকাই।

স্বর্গদূতেরা কী বলে যখন তারা ঈশ্বরের সেই একই উপস্থিতিতে দাঁড়ায়, এমনকি যিশাইয়ের চেয়েও কাছাকাছি? তারা "হায় আমাদের" বলে না। স্পষ্টতই নয়, কারণ তারা পাপী নয়। তারা নিখুঁত প্রাণী। কিন্তু তবুও, তারা কী করে? তারা তাদের দুটি ডানা দিয়ে ঈশ্বরের সামনে নিজেদেরকে ঢেকে রাখে। এখন নিজেদের ঢেকে রাখার উদ্দেশ্য কী? সম্ভবত তারা লজ্জিত ছিল। সম্ভবত তারা যা দেখে তা খুব তীব্র। তারা কী দেখছে? আচ্ছা, আসুন শুনি তারা কি বলে; "পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র ঈশ্বর সদাপ্রভু।" আর তারপর তারা বলে, "সমস্ত পৃথিবী প্রভুর মহিমায় পরিপূর্ণ", সমগ্র পৃথিবী।

সেই মুহূর্তে যিশাইয়ের পৃথিবী কেমন ছিল? এটি একটি দৃশ্য ছিল অসুস্থ, একটি বিদ্রোহের জগৎ, হিংসা এবং ঘৃণা এবং অকৃতজ্ঞতার একটি জগৎ এবং এটি কেবল ইস্রায়েলের চারপাশের জগৎ নয়। এটাও ইস্রায়েলেরও অবস্থা ছিল। আর স্বর্গদূতেরা কী দেখেছেন? ঈশ্বর কী করছেন? তিনি এই জগতে নিজেকে উৎসর্গ করছেন। সমগ্র পৃথিবী প্রভুর মহিমায় ভরে উঠেছে। কী মহিমা? প্রেমের মহিমা, ভক্তির মহিমা। তিনি জায়গাটি রক্ষণাবেক্ষণ করছেন এবং তিনি প্রকাশ করছেন—কী প্রকাশ? তার প্রেমের ভক্তি। আর যিশাইয় ভাববাদীর বইটি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় যে সেই ভক্তি কতদূর যায় যখন ঈশ্বরের দাস (প্রভু যীশু) বইয়ের পাতা থেকে বেরিয়ে আসেন, যিহোবা নিজেই এই পৃথিবীতে আসেন। কী অদ্ভুদ মহিমা!

মনে রাখবেন যিশাইয় প্রচারের বিষয়ে অশুচি বোধ করেছিলেন। কেন? আপনি অধ্যায় ৫ পড়েছেন। তিনি ইস্রায়েলের লোকেদের কাছে ছয়বার "হায়!" প্রচার করেছিলেন। তার যে ভালোবাসা থাকা উচিৎ তা হয়তো তিনি করেননি। হয়তো তার বার্তায় ভালোবাসার চেয়ে বেশি রাগ ছিল। এখন নিজেকে অপরিষ্কার মনে হচ্ছে। ঈশ্বরের এই ভক্তি প্রেম দেখে তিনি অপবিত্র মনে করেন। বন্ধুরা, পবিত্রতা, ঈশ্বরের প্রেমের ভক্তি এবং ঈশ্বরের প্রেমের তীব্রতা হিসাবে পবিত্রতার এই বর্ণনাটি মথি ২২:৩৫-৪০ এ যীশুর কথা দ্বারা সমর্থিত। তিনি একজন আইনজীবীকে উত্তর দিচ্ছেন যে তাঁকে সবচেয়ে বড় আজ্ঞা কী তা বোঝাবার জন্য চ্যালেঞ্জ করেছিল।

আর যীশু প্রকৃতপক্ষে উত্তর দেন যে অন্যের চেয়ে বড় কেউ নেই। তারা সব মহান। তারা সব একই। পবিত্র বিধানের সমগ্র সারাংশ হল প্রেম। ঈশ্বরকে ভালোবাসুন এবং আপনার প্রতিবেশীকে ভালোবাসুন। না, নিরর্থক ঈশ্বরকে ভালোবাসা নয়। ঈশ্বরকে প্রেম করুন সমস্ত অন্তরঙ্গ ভক্তি, আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, আপনার সমস্ত আত্মা দিয়ে, আপনার সমস্ত মন দিয়ে। শুধু আপনার প্রতিবেশীকে ভালোবাসবেন না। আপনার প্রতিবেশীকে সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালোবাসুন, তাকে ভালোবাসুন যেমন আপনি নিজেকে ভালোবাসেন।

যোহন ১৩:৩৪-৩৫-এ, যীশু এক ধাপ আরও গভীরে যান। শুনুন তিনি কীভাবে এটি বলেছেন; "এক নূতন আজ্ঞা আমি তোমাদিগকে দিতেছি, তোমরা পরস্পর প্রেম কর।" এটা কী সত্যি নতুন? এটি কি পুরাতন নিয়মে ছিল না? হ্যাঁ, এর নতুন অংশ হল, "আমি যেমন তোমাদিগকে প্রেম করিয়াছি, তোমরাও তেমনি পরস্পর প্রেম কর।" এটি নতুন। সেই মাত্রা, সেই ভক্তির স্তর, সেই প্রেমের তীব্রতা, এখন সেই পবিত্রতা, ভক্তি, তীব্র ভক্তি, ঈশ্বরের প্রেম। অতিসুন্দর তাই না? এটা কি ঈশ্বরের বিধান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে না? আমাকে বিধান প্রণেতার তৃতীয় দিকে যেতে দিন।

আমাদের বিধানদাতা হলেন সার্বভৌম। সার্বভৌমত্ব শব্দটি নিয়ে আমাদের অনেকেরই বাজে স্বাদ আছে। এটি এমন একটি বৈশিষ্ট্য যার জন্য আমরা, পতিত মানুষেরা, সবচেয়ে বেশি অসুবিধায় পড়েছি। ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে মেনে নেওয়া এবং তাঁর কাছে সমর্পিত হওয়া, আমরা মনে করি এটি কঠোর বা সম্ভবত স্বার্থপর, অথবা আমরা মনে করি হয়তো স্বৈরাচারী। কিন্তু, এটা ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের সম্পূর্ণ অযোগ্য উপস্থাপনা। নিশ্চিতভাবে, ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের অর্থ হল আজ্ঞা দেওয়ার সমস্ত কর্তৃত্ব তাঁরই আছে যেভাবে তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সেই স্বর্গীয় অধিকার রয়েছে যা তাঁর ইচ্ছানুসারে কাজ করে এবং যা কিছু তাঁর আজ্ঞা পালন করে তার বিধান প্রণয়নের। তাঁর কাছে আমাদের সম্পূর্ণ জমা দেওয়ার জন্য তাঁর সম্পূর্ণ ঐশ্বরিক অধিকার রয়েছে।

তবুও, বন্ধুরা, বিধানদাতার সার্বভৌমত্বকে তাঁর অন্যান্য গুণাবলীর সাথে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যাখ্যা করবেন না। এটি ভয়ের হবে। যখন আমরা আমাদের জগতের ইতিহাস পড়ি, তখন আমরা জানি যে আমাদের অনেক লোক ছিল যারা সার্বভৌম ছিল, যাদের একটি ঐশ্বরিক অধিকার ছিল, তথাকথিত, যারা তাদের কর্তৃত্বের অপব্যবহার করেছিল, যারা তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা ব্যবহার করেছিল তাদের প্রজাদের খরচে নিজেদের সেবা করার জন্য। এটাই সত্য। এটা ভয়ঙ্কর, কিন্তু আমাদের সার্বভৌম বিধান প্রণেতাদের মতো তা নয়। আপনি অবশ্যই আমাদের বিধানদাতার সার্বভৌমত্বকে তাঁর অন্যান্য গুণাবলী থেকে আলাদা করবেন না; ধার্মিকতা, ন্যায়বিচার, প্রেম, পবিত্রতা ইত্যাদি। তারা সবসময় একসাথে থাকে। আর তাই, এই সার্বভৌম বিধানদাতা তাঁর বিধান তৈরি করেননি কারণ যেহেতু তিনি বিধান তৈরি করতে ভালোবাসেন।

তাঁর সার্বভৌমত্বে, তিনি আমাদের জীবন্ত পরিবেশকে তাঁর মতো করে তুলতে সার্বভৌম বিধান প্রতিষ্ঠা করেছেন; সুশৃঙ্খল, সুন্দর, সম্পর্কযুক্ত, পবিত্র, প্রেমময়। আমরা যখন প্রকৃতির সার্বভৌম নিয়ম, মাধ্যাকর্ষণ, চুম্বকত্ব, পাখির স্থানান্তর, ঋতু পরিবর্তন, ঘূর্ণন এবং পৃথিবীর বিপ্লব সম্পর্কে চিন্তা করি, সেগুলি হল সার্বভৌম বিধান যা তিনি প্রকৃতির মধ্যে স্থাপন করেছেন এই সমস্ত কিছুকে সুন্দর থাকারা স্থান করার জন্য। তাই ঈশ্বরের নৈতিক বিধানের দিকে তাকান, যা আমাদের জীবনযাপনের পরিবেশকে তাঁর মতো সুখী ও সুন্দর করে তোলার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এটি আমাকে বিধানদাতা সম্পর্কে আমার শেষ বিন্দুতে নিয়ে আসে। আমাদের বিধানদাতা ন্যায়, ন্যায়পরায়ণ, সঠিক। তাঁর বিধান ন্যায় বিধান, উত্তম বিধান। আবার, এই বৈশিষ্ট্যটি সাধারণত একটি নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য হিসাবে অনুভব করা হয় কারণ, অবশ্যই, আমাদের সহজাত পাপপূর্ণতা যা আমাদের আছে, আমরা পাপী, আমাদের অবশ্যই একজন ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের মুখোমুখি হতে হবে, এটি অস্বস্তি এবং প্রত্যয়ের একটি নির্দিষ্ট অনুভূতি তৈরি করে। কিন্তু, ঈশ্বরের ন্যায়বিচার কি নেতিবাচক? না। এটি একটি মহিমান্বিত ইতিবাচক গুণ। ঈশ্বরের ন্যায়বিচার একটি সান্ত্বনাদায়ক বৈশিষ্ট্য। গীতসংহিতা পড়ুন। একবার গীতসংহিতা ১৮ নিন, এটি পড়ে যান, আর আপনি দেখবেন দাউদ কীভাবে ঈশ্বরের ন্যায়বিচারে সান্ত্বনা পেয়েছেন যা তিনি [ন্যায়ভাবে] করবেন। শৌল তাঁকে তাড়া করে, অভিযুক্ত এবং অপবাদ দেয় যা সে কখনও করেনি। তাঁর নিজেকে রক্ষা করার বা নিজেকে প্রমাণ করার কোনো ক্ষমতা নেই, কিন্তু তিনি তা দেন ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বরের কাছে যিনি ন্যায় বিচার করবেন। তিনি জানেন যে তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে পারেন। বন্ধুরা, আমার যাজকীয় পরিচর্যায়, আমি প্রায়ই যারা কষ্টভোগী, নিপীড়িত, যারা মিথ্যা ভাবে অপবাদিত তাদের ঈশ্বরের ন্যায়বিচারের সান্ত্বনার দিকে নিয়ে যেতে পারি, যে দিন স্বর্গ ও পৃথিবীর বিচারক আসবেন, তখন তিনি সবকিছুর ন্যায় করবেন ও সব ঠিক করবেন। আমরা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করতে পারি। তিনি তাঁর বিধান রাখেন। তিনি তাঁর বিধানের ঊর্ধ্বে ভাঙ্গেন না। তিনি তাঁর নিজের বিধান অনুসারে জীবনযাপন করেন এবং শাসন করেন এবং রাজত্ব করেন। ২ বংশাবলী ১৯:৭ শুনুন, "অতএব সদাপ্রভুর ভয় তোমাদিগেতে অধিষ্ঠিত হউক; তোমরা সাবধান হইয়া কার্য্য কর, কেননা অন্যায়, কি মুখাপেক্ষা, কি উৎকোচ গ্রহণে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্মতি নাই।" তাঁকে ঘুষ দেওয়া উচিত নয়। তিনি পক্ষপাতিত্ব দেখান না। তিনি সর্বদা তাঁর তৈরি বিধানের মতই কাজ করে থাকেন।

এখন, এর সবচেয়ে প্রাণবন্ত উদাহরণ হল যখন আমরা গল্‌গথার কথা চিন্তা করি, যেখানে যীশু খ্রীষ্ট, তাঁর একমাত্র প্রিয় পুত্র, ঈশ্বরের ক্রোধের অধীনে কষ্টভোগ করতে বিদ্ধ করলেন। তিনি তাঁর কাছ থেকে এক ফোঁটাও বিরত রাখেননি। কতটা ন্যায্য, কতটা অনমনীয়, কতটা সুবিচার, এই হচ্ছে তাঁর ন্যায়বিচার। আমাদের বিধানদাতা কত মহান? কতই প্রেমময়? তিনি প্রেমিক, পবিত্র, সার্বভৌম এবং ন্যায়পরায়ণ। আর যদি আপনি আমার সাথে একমত হন যে এটি আমাদের বিধানদাতার মহান গৌরব, তাহলে আমরা যদি তাঁর বিধানকে নেতিবাচক বা সীমাবদ্ধ বা নিষিদ্ধ হিসাবে অনুভব করি, তবে সমস্যাটি আমাদের সাথে, বিধানদাতার সাথে নয় এবং তাঁর বিধানের সাথে নয়। তাঁর বিধান ন্যায়সঙ্গত, উত্তম এবং শক্তিশালী।

এখন এটি আমাকে দ্বিতীয় বিন্দুতে নিয়ে আসে। ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কের বিধান কী? এর জন্য আমাদের বেশি সময় ব্যয় করতে হবে না। বিধান হল স্বয়ং ঈশ্বরের আয়না বা প্রতিফলন। আমরা যখন সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করি তখন আমরা সবাই সেই চিন্তার সাথে পরিচিত। সৃষ্টি দর্পণ করে, প্রতিফলিত করে, ভৌত ও বস্তুগতভাবে ঈশ্বরের মহিমাকে প্রকাশিত করে। আমরা আমাদের চারপাশের পৃথিবীতে এবং আমরা যে মহাবিশ্বে বাস করি তার প্রতিটি বিবরণে তাঁর জ্ঞান, তাঁর শক্তি, তাঁর মঙ্গলময়তা দেখতে পাই রোমীয় ১:২০ পদের পৌলের কথাগুলো চিন্তা করুন, "ফলতঃ তাঁহার অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁহার অনন্ত পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিকাল অবধি তাঁহার বিবিধ কার্য্যে

বোধগম্য হইয়া দৃষ্ট হইতেছে, এ জন্য তাহাদের উত্তর দিবার পথ নাই।'' তাই আমরা ঈশ্বরের মহিমা বস্তুগতভাবে, আক্ষরিকভাবে, সৃষ্টিতে প্রতিফলিত দেখতে পাই। তাই এটা বিধানের সঙ্গে যুক্ত।

বিধান আমাদের সৃষ্টিকর্তার মহিমাকে নৈতিক ও নৈতিকভাবে প্রতিফলিত করে। এটা তার আয়না, যা বলে দেয় তিনি কে। এটি ঈশ্বরের প্রেম, পবিত্রতা, ধার্মিকতা, ন্যায়পরানয়তা, নৈতিক ও যথাযথ প্রতিফলনের-প্রতিফলন করে যা আমরা ঈশ্বরের বিধানে দেখতে পাই। অতএব, আমরা বিধানটিকে ঈশ্বরের সত্তার প্রতিলিপি হিসাবে ভাবতে পারি, তাঁর মহিমান্বিত সত্তার আয়না এবং দাউদ সত্যই দেখেছিলেন যখন তিনি গীতসংহিতা ১৯ এ প্রভুর বিধান সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি যে শব্দগুলি ব্যবহার করেন তা লক্ষ্য করুন: নিখুঁত, বিশুদ্ধ, নিশ্চিত, সঠিক, সত্য, ধার্মিক। এগুলি সমস্তই ঈশ্বরের মহিমার বর্ণনামূলক শব্দ, যেহেতু প্রেম ঈশ্বরের অপরিহার্য মহিমা, তাই সমগ্র বিধানটি প্রেমের মধ্যে সমন্বিত। পৌল যেমন রোমীয় ১৩:১০ এ লিখেছেন, ''অতএব প্রেমই ব্যবস্থার পূর্ণসাধন।'' যাইহোক, দর্পণের সীমা আছে।

আমার দিকে তাকাবার কথা চিন্তা করুন, আপনি আমার পাশে আছেন, আমরা দুজনেই আয়নার দিকে তাকাই। আপনি নিজেকে এবং আপনি আমাকে দেখতে পান। কিন্তু আপনি আমার যা দেখতে পাচ্ছেন না তা হল আমার অভ্যন্তরীণ স্থিতি, আমার উদ্দেশ্য, আমার চিন্তা, বাহ্যিক চেহারার পিছনে যা রয়েছে। সুতরাং, আয়না একটি সীমিত প্রতিফলন। ঈশ্বরের বিধানের সঙ্গেও একটি একিরূপ। ১০টি আজ্ঞার বিধানে তিনি আমাদের কাছে যা প্রকাশ করেছেন তার চেয়ে ঈশ্বরের কাছে অসীমভাবে আরও অনেক কিছু রয়েছে। প্রভু যীশু খ্রীষ্টে আমাদের কাছে সেই অসীমতা আরও বেশি প্রকাশ করা হয়েছে। যোহন ১:১৮ পদে যোহন কী পর্যবেক্ষণ করেছেন তা আসুন শুনুন, ''ঈশ্বরকে কেহ কখনও দেখে নাই; একজাত পুত্র, যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন, তিনিই [তাঁহাকে] প্রকাশ করিয়াছেন।'' তাই শুধুমাত্র যখন আমরা যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তির মধ্যে খ্রীষ্টের পূর্ণতা এবং জীবন এবং পদচারণা এবং শব্দ চাক্ষুষ দেখতে পাব, তখনই আমরা ঈশ্বরের পূর্ণতা দেখতে পাব।

আর তারপরে সেই প্রশ্নের উত্তর দেয় যা আমরা আমাদের প্রথম বক্তৃতায় জিজ্ঞাসা করেছি। বিধান এবং সুসমাচার কি বিপরীত? না, তারা বিপরীত নয়। তারা পরিপূরক। সুসমাচার বিধান বাতিল করে না। এটা বলা ভালো যে সুসমাচার বিধানকে এমন গভীরভাবে ব্যাখ্যা করে যা আমি কখনই জানতাম না। শুনুন পৌল কীভাবে এটি বলেছেন, ''বস্তুতঃ ধার্ম্মিকের নিমিত্ত প্রায় কেহ প্রাণ দিবে না, সজ্জনের নিমিত্ত হয় ত কেহ সাহস করিয়া প্রাণ দিলেও দিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন'' (রোমীয় ৫:৭-৮)। অথবা যোহন ৩:১৬ ''ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন।'' সেই ছোট্ট শব্দ ''এমন'' বাইবেলের ক্ষুদ্রতম শব্দে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ পূর্ণতা তুলে ধরে, (এমন প্রেম)। বিধান সুসমাচারে ব্যাখ্যা করা হয়। এই পবিত্র ঈশ্বরের ভক্তি প্রেম কতটা গভীর? যে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রের প্রতি মমতা করেননি। সেই বিধানদাতা। এখন, বিধানটিও আমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছার প্রকাশ।

আয়না ছাড়াও, আসুন শাসকের ছবিটি ভাবি। ঈশ্বর আমাদের জন্য তাঁর ইচ্ছা বিধানে নির্দেশ করেছেন। বিধান প্রণেতা এবং বিধান নির্মাতা কেবলমাত্র পৃথিবীর শারীরিক নিয়মগুলিই নির্ধারণ করেননি যেগুলির দ্বারা আমরা বাঁচতে পারি (এবং আমরা যদি সেগুলি সম্মান না করি তবে আমরা অসুস্থ হই, আমরা আহত হই, আমরা দুর্ঘটনাগ্রস্ত হই), তবে তিনি পরিবেশের নৈতিক নিয়মগুলিকেই আমাদের জীবনযাপনের নিয়ম রূপে নির্ধারণ করেছেন। আর আবার, স্বর্গ ও পৃথিবীর নৈতিক শাসক হিসাবে নিরঙ্কুশ অধিকার বিতর্কিত নয়। কেননা তিনি সমস্তের শাসক এতে কোন দ্বিমত নেই। দ্বিতীয় বিবরণ ১০:১৪ এ ঈশ্বর বলেছেন, ''দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ এবং পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর।'' আদিপুস্তক ১৭:১ এ, ঈশ্বর অব্রামের সাথে কথা বলছেন। আর তিনি বলেন, ''অব্রাম, আমি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর, তুমি আমার সাক্ষাতে গমনাগমন করিয়া সিদ্ধ হও।'' সুতরাং, বন্ধুরা, আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে বিতর্ক করতে পারে যে পৃথিবীর শুরু থেকে প্রাকৃতিক নিয়ম অপরিবর্তিত রয়েছে। সৃষ্টিকে শাসন করে এমন প্রাকৃতিক নিয়মের কোনো পরিবর্তন ঈশ্বর করেন না। এটি কি ঈশ্বরের নৈতিক বিধানের ভিন্ন হবে?

যে বিধানগুলি আমাদের জন্য তাঁর ইচ্ছা, আমরা কীভাবে জীবনযাপন করব, সেগুলি কি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হবে? যে বিধানগুলি তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক বা একে অপরের সাথে আমাদের সম্পর্কের কথা বলে, সেগুলি কি পরিবর্তিত হয়েছে? না। আমরা জানি যে ঈশ্বরের নৈতিক বিধান তাঁর নিজের আঙুল দিয়ে পাথরে খোদাই করা হয়েছিল। আপনি জানেন এটিই শাস্ত্রের একমাত্র অংশ যা ঈশ্বর অন্য কাউকে প্রথমে লেখার অনুমতি দেননি। পাথরে নিজের আঙুল দিয়ে লিখেছিলেন। এর তাৎপর্য কী? এর অর্থ হল যে এটি একটি প্রতীকী কাজ যার দ্বারা ঈশ্বর বলেছেন, 'এগুলি পরিবর্তন হয় না।' আর এখন আপনি জানেন কেন সেগুলি পরিবর্তন হবে না। বিধান যদি আমাদের বিধান প্রণেতার প্রতিফলন হয়, [তাহলে] বিধান পরিবর্তন হলে আমাদের বিধানদাতাকে অবশ্যই পরিবর্তনশীল হতে হবে। আর তিনি চিরন্তন, অপরিবর্তনীয়। তাই তাঁর বিধান সর্বদা অপরিবর্তনীয়।

আমি ঈশ্বরকে নেতিবাচক, সীমাবদ্ধ এবং নিষিদ্ধ হিসাবে দেখার আগে স্বীকার করতে হবে। এখন আমি তাদের নিজের প্রতিফলন হিসাবে দেখছি এবং এটি আপনার এবং আমার জন্য আরও ধ্যান করার জন্য একটি সুন্দর চিন্তাধারা। আপনি কি জানেন যে ঈশ্বর আমাদের কাছ থেকে তাঁর নিজের চরিত্র অনুসারে আলাদা কিছু চান না? তিনি তাঁর ভালোবাসার নিজস্ব মান অনুযায়ী জীবনযাপন করেন। তিনি তাঁর নিজের ভক্তি প্রেমে বেঁচে থাকেন। সুতরাং, তিনি আমাদের যা আজ্ঞা করেন তা তিনি নিজে যা করেন তার প্রতিফলন মাত্র। এটির বিষয়ে চিন্তা করুন। ঈশ্বর চান যেন আমরা আমাদের শত্রুদের ভালোবাসি। কেন? যদি আপনি তা করেন, আপনি তাঁকে প্রতিফলিত করেন কারণ তিনি তাঁর শত্রুদের ভালোবাসেন। ঈশ্বর আমাদের মন্দকে ভালো দিয়ে জয় করতে চান; কেন? কারণ তিনি মন্দকে ভালো দিয়ে জয় করেছেন। আমরা তাঁর বিধানের মহিমায় জীবনযাপন করছি, আমাদের তাঁকে প্রতিফলিত করতে হবে। এছাড়া, যীশুর শিক্ষাও সমর্থন করে

যে; ''অতএব তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও তেমনি সিদ্ধ হও'' (মথি ৫:৪৮)। অথবা, লূক ৬, ''তোমাদের পিতা যেমন দয়ালু, তোমরাও তেমনি দয়ালু হও'' (পদ ৩৬)। এটা আমাকে আমার শেষ প্রশ্নে নিয়ে আসে। কেন ঈশ্বর আমাদের তাঁর বিধান দিয়েছেন?

বিধান দাতার সম্বন্ধে জানার পর আমি মনে করি না যে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আর কঠিন বিষয়। বিধানদাতাকে দেখার পর, বিধানের উপর ঈশ্বরের দৃষ্টিকোণ দিয়ে প্রতিফলন করার পর এই তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরটি সহজ ও সরল হয়ে উঠেছে। তিনি আমাদের সুখের প্রচার ও সুরক্ষার জন্য বিধান প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর বিধানগুলি কেবল স্বেচ্ছাচারী নিয়ম নয় যার দ্বারা তিনি বলেন, 'তুমি এমনভাবে জীবনযাপন কর কারণ আমি তাই বলছি।'মহাবিশ্বের মহান পিতামাতা হিসাবে, ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করার জন্য এবং আমাদের সম্ভাব্য সর্বোত্তম জীবন্ত পরিবেশ প্রদানের জন্য তাঁর বিধানগুলি নির্ধারণ করেন। সেই বিধানগুলি নিজেকে রক্ষা করার জন্য দেওয়া হয়নি। অন্যদের মতো অথবা পৃথিবীর শাসকদের মতো বিধান জারি করে ঈশ্বরকে তাঁর নিজের অবস্থান নিশ্চিত করার প্রয়োজন নেই, পার্থিব শাসকদের তা করতে হবে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমানরূপে সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। পার্থিব শাসকদের যেমন ভয় ও চাপের সম্মুখীন হতে হয় তাই সম্ভবত বিভিন্ন নিয়ম তাদের প্রকাশ করতে হয় কিন্তু কেউ বা কিছু বিষয় ঈশ্বরের কোন চিন্তা বা চাপ সৃষ্টি করতে পারে না। কেউ ঈশ্বর এবং তাঁর শাসনের ঐশ্বরিক রাজ্যকে আক্রমণ বা ধ্বংস করতে পারে না; বরং তিনি আমাদের দেওয়া উপহারগুলি রক্ষা করার জন্য বিধানলিকে পাথরে রেখেছেন।

এই বিধানগুলিকে ঈশ্বরের সীমানা হিসাবে বিবেচনা করুন। ঈশ্বরের বিধানকে একটি প্রেমময় বেড়া হিসাবে বিবেচনা করুন যা একজন মা এবং বাবা উঠোনে খেলা শিশুদের রক্ষা করার জন্য, বাইরের অপরিচিতদের থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য এবং বিপদের মধ্যে বিচরণ করা থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য উঠানের চারপাশে রাখেন। সেই বেড়াগুলোই তার সুরক্ষা। সেগুলি আমাদের সুখ বৃদ্ধি করার জন্য রয়েছে। সেই ছোট বাচ্চারা যেমন বুঝতে পারে এবং সেই বিধানকে সীমাবদ্ধ হিসাবে অনুভব করে, সেই বেড়াটিকে সীমাবদ্ধ হিসাবে দেখে এবং সেই বেড়াটিকে তাদের অতিক্রম করতে বাধা হিসাবে অনুভব করবে, আমরাও বিধানকে সেইরূপ ভাবি। কিন্তু, সেই ভাবনাকে শেষ করুন। ঈশ্বরের বিধান [ইতিবাচকভাবে], আমাদের রক্ষা করার, আমাদের বজায় রাখার এবং তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্কের গুণমান বজায় রাখার, অন্যদের সাথে আমাদের সম্পর্ক, আমাদের চারপাশের জগতের সাথে আমাদের সম্পর্ক বজায় রাখার মতো চিন্তা করা শুরু করুন।

হিতোপদেশের একটি পদে এগুলি সত্যিই খুব সুন্দরভাবে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। হিতোপদেশ ১৩:১৪ বলে, ''জ্ঞানবানের শিক্ষা জীবনের উৎস, তাহা মৃত্যুর ফাঁদ হইতে দূরে যাইবার পথ।'' সুতরাং ঈশ্বরের আইন, ঈশ্বরের তলোয়ার, ঈশ্বরের নির্দেশ, জ্ঞানের বিধান যা আমাদের মৃত্যুর ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য জীবনের ঝর্ণা হয়ে শেষ হয়। আর এটি কত সুন্দরভাবে মোশির প্রথম পুস্তকগুলিতে দেখা যায়। আমি নিশ্চিত যে মোশির দিনের লোকেরা পুরোপুরি বুঝতে পারেনি কেন তারা সেই কিছু প্রাণীগুলিকে খেতে পারে না, কেবলমাত্র শুদ্ধ প্রানী ব্যাতিরেকে এবং কেন তাদের নিজের জামাকাপড় ধুতে হতো এবং কেন তারা যে খাবারটি খুঁজে পেয়েছিল তা তারা খেতে পারে না যখন সেটির উপর কোন মৃত ইঁদুর বা মৃত ছুঁচো থাকতো, আর তারা বীজ বপনের জন্য ব্যবহার করতে পারে কিন্তু তা সেঁকে রুটি বানাবে না। তারা সম্ভবত এই বিধানগুলির অনেক কিছুই বুঝতে পারেনি, কিন্তু আমরা আজকে তা বুঝতে পারি। কেন? কারণ আমরা আজ জানি যে ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাস আছে। আমরা সম্ভবত ৩০০ বছর আগে পর্যন্ত এটি আবিষ্কার করিনি। তারা এটি জানত না, কিন্তু বিধানদাতা জানতেন, আর তাই তিনি তাঁর লোকদের রক্ষা করার জন্য এই সমস্ত বিধান তৈরি করেছিলেন। প্রেম, ভক্তিমূলক প্রেম, বিধানে প্রকাশ করা হয়েছে।

আমাদের বিধানদাতা মহান। আমরা দেখতে শুরু করেছি কেন দাউদ বলেছেন, ''তোমার মুখের ব্যবস্থা আমার পক্ষে উত্তম, সহস্র সহস্র স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা অপেক্ষা উত্তম'' (গীতসংহিতা ১১৯:৭২)। সমস্ত সোনা এবং রূপা আপনাকে সুখ কিনে দিতে পারে না, ঈশ্বরের হৃদয়ের দরজা খুলতে পারে না। কিন্তু এটা তখনই সম্ভব যখন আমরা ঈশ্বরের বিধানকে সম্মান করবো। দুঃখের বিষয়, আমরা করিনা। ধন্যবাদ।

বক্তৃতা ৩

পরমদেশ এবং বিধান

কোন শব্দই পরমদেশে আদম ও হবার অভিজ্ঞতার সৌন্দর্য এবং আনন্দকে চিত্রিত করতে পারে না। কিন্তু একইভাবে, ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আদম ও হবার বিদ্রোহের ফলে সৃষ্ট ধ্বংসকে কোন শব্দ বর্ণনা করতে পারে না। এটি আমাদের সত্তার মূল অংশকে বিদীর্ণ করেছে এবং ঈশ্বর ও ঈশ্বরের বিধানের প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গি বিকৃত করেছে। মানবজাতির এই পতন কোন আকস্মিক পিছলে পড়া ছিল না। এটি ছিল ঈশ্বরের পবিত্র ও নিখুঁত বিধানের সচেতন ও দুষ্ট প্রত্যাখ্যান। কিন্তু আদম এবং হবা কি তখন সেই দশটি আজ্ঞা জানত যেমনটি আমাদের এখন রয়েছে? তারা কিভাবে ঈশ্বরের বিধান জানল? ঈশ্বরের বিধান সম্পর্কে এই তৃতীয় মডিউলে এই প্রশ্নগুলি অন্বেষণ করা হবে।

প্রতিলিপি বক্তৃতা ৩

প্রিয় বন্ধুরা, এই বিবৃতি সম্পর্কে আপনি কী মনে করেন? *পাপ করা মানে ঈশ্বরের মুখে সপাটে চড় মারা।* আমার শৈশবে আমি যখন এই বিবৃতিটি শুনেছিলাম, তখন আমি অনুভব করেছি যে এটি পাপের সংজ্ঞার এক এক শক্তিশালী অভিব্যক্তি। তবুও, আমি যখন ঈশ্বর এবং বিধানের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করি আমারা ধারণা পরিবর্তিত হয়, আর আমরা দেখেছি যে সেগুলি অবিচ্ছেদ্য। ঈশ্বরের বিধান হল তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন, তিনি কে এবং তাই তাঁর বিধানের কোনো প্রকার উলঙ্ঘন তাঁর ব্যক্তির ব্যক্তিগত অবজ্ঞা এবং অসম্মান সম। আর সেইজন্য, আবার একটি বার এই বিষয়ে গভীরভাবে ভাবুন। এই বিবৃতিটি নিজের মধ্যেই, যদিও এটি কিছুটা বিষয়-বস্তু, এটির একটি খুব ভালো সংজ্ঞা। অতএব, সমস্ত পাপ গুরুতর। সমস্ত পাপ আপত্তিকর এবং গুরুতর কারণ এটি আমাদের মহান, মহিমান্বিত বিধানদাতাকে অসম্মান করে যে তিনি মূলত কে। তাই এমন কোনও পাপ নেই যা আপনি ছোট্ট পাপ হিসাবে গণ্য করতে পারেন আর যীশু পর্বতের উপদেশে এটিকে খুব স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন যখন তিনি আজ্ঞাগুলিকে এমন একটি মাত্রায় সংজ্ঞায়িত করেন যা তাঁর শ্রোতাদের কাছে আশ্চর্যজনক ছিল। ‘‘তুমি হত্যা করবে না’’ এটি শুধু ‘‘তুমি হত্যা করবে না’’ নয়, কিন্তু ‘‘তুমি হত্যা করবে না’’ এর অর্থ হল আপনি কাউকে মানসীকভাবে ধ্বংস করে তার আত্মাকে চূর্ণ করবেন না এবং তার বিরুদ্ধে ছোট মন্দ কথা বলে তাঁর চিন্তাধারাকে বিনষ্ট করবেন না। সুতরাং, এর বিপরীতটিও সত্য।

বিপরীতটি হল ভক্তিমূলক প্রেমের ক্ষুদ্রতম কাজগুলিও ঈশ্বরের-গৌরব করে। আপনি যদি একটি বড় শহরে রাস্তার ঝাড়ুদারকে নিয়ে যান যিনি প্রতিদিন আনন্দের সাথে এবং জগৎস্ততার সাথে রাস্তা ঝাড়ু দেওয়ার কাজটি করেন এবং তিনি প্রতিবেশীর মঙ্গলের জন্য নিবেদিত হয়ে, ভালোবাসায় পূর্ণ হৃদয় থেকে এটি করেন, তাহলে তিনি সেই সাধারণ কাজটিতে ঈশ্বরের প্রশংসা করছেন কারণ তিনি সেই ব্যক্তিকে সম্মান করছেন যিনি আমাদের বিধান দিয়েছেন। ঈশ্বর অন্তরের দিকে দৃষ্টি রাখেন। তিনি আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি দেন। তিনি লক্ষ্য করেন সেই উদ্দেশ্যেকে যা হাত নড়াচড়া করায় বা জিহ্বাকে খাবার দেয়। এটিই তাঁর কাছে বিধান রক্ষার অপরিহার্য বিষয়।

আজ, আমরা পরমদেশের প্রেক্ষাপটে, আদম ও হাবার সম্পর্কের বিধানে আমাদের চিন্তাভাবনা এগিয়ে নিয়ে যাব। সুতরাং, আমরা এই বিষয়ের দিকে তাকাই, আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি এমন কয়েকটি প্রশ্ন রয়েছে। বিধানের জ্ঞান আমরা যেমন জানি তেমনি কি? আদম ও হবার কাছে এটি কিরূপ ছিল? তাঁরা কোন স্তরে, এবং কতটুকু, এই ১০ আজ্ঞা জানত যেমনটি আমরা জানি? নাকি তাদের জন্য বিধানটি সীমাবদ্ধ ছিল, শুধু এর মধ্যে যে, ‘ফলবান হও এবং বহুবংশ হও; বাগান রক্ষা কর; পৃথিবী পরিপূর্ণ কর; বশীভূত কর এবং এটির বিকাশ করা; আর সদ্ সদ্ জ্ঞানদায়ক বৃক্ষের ফল খাবে না? অথবা, তাদের বিধানের জ্ঞানে কি সেই কয়েকটি প্রত্যক্ষ আদেশের চেয়ে বেশি কিছু ছিল যা তারা পেয়েছিল? ঈশ্বরের বিধান কি তাদের হৃদয়ে লেখা ছিল?

এখন, সেই প্রশ্নটি অন্বেষণ করার জন্য, আসুন এথেন্সের মার্স পর্বতের চূড়ায় একটি দ্রুত মানসীক ভ্রমণ করি। আজ মার্স চূড়াতে, আপনি এখনও মন্দিরের দুর্দান্ত অবশিষ্টাংশগুলি দেখতে পাবেন [যেখানে] পৌল যখন একটি ধর্মোপদেশ প্রচার করেছিলেন, তখন এরিওপাগাস পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এখন একটি স্থাপত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে, এই মন্দির নির্মাণ একটি দুর্দান্ত কৃতিত্ব ছিল। আজ, এটি একটি ধ্বংসাবশেষ। কেন এই পথচলা? ধ্বংসাবশেষ থেকে আজ আমরা অতীতের গৌরব কিছু দেখতে পাচ্ছি। সেটা সেই মন্দিরের বিষয়ে। আমাদের সঙ্গেও এটি সেরূপ। আসুন সেই নীতিটি আদম-হবার এবং ঈশ্বরের বিধান সম্পর্কের মধ্যে প্রয়োগ করি।

আজ যখন আমরা পুরুষদের দিকে তাকাই, আমরা একসময় যা ছিলাম তার ধ্বংসের দিকে তাকাই। আমরা সবাই জানি আমরা পরমদেশে বাস করি না। একটি সংবাদপত্র খুলুন বা একটি নিউজ সাইট খুলুন, আমরা প্রতিদিন আদিপুস্তক ৩-এ যখন মানবজাতি ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল তখন কী ভুল হয়েছিল তার বাস্তব প্রমাণের রিপোর্ট শুনি। মানুষেরা হত্যা করে, চুরি করে, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে, ব্যভিচার করে, ঈশ্বরকে অভিশাপ দেয় এবং প্রতিদিন মারা যায়। আর, যদি এই পৃথিবী একটি ভয়ঙ্কর অবস্থায় রয়েছে, তবুও এটি এখনও নরক নয়। এই পৃথিবীতে এখনও অনেক ভালো এবং সদয় লোক আছে যারা সুন্দর, সুন্দর জিনিস করছে, এমনকি যারা খ্রীষ্ট-বিশ্বাসী নয়, এমনকি যারা বাইবেল জানে না, এমনকি যাদের ঈশ্বরের সাথে কোন সম্পর্ক নেই তারাও প্রায়ই বেঁচে থাকে এই চিন্তার সঙ্গে যে ‘‘এটি করতে হবে’’ বা ‘‘এটি করা উচিত’’ অথবা ‘‘আমি এই ভালো কাজটি করতে চাই’’। এটি কোথা থেকে আসে?

যখন আমরা রোমীয় ২:১৪-১৫ পদে পড়ি, সেখানে প্রেরিত পৌল বলছেন, তখন তিনি এও লক্ষ্য করেছিলেন যে অবিশ্বাসী যারা ঈশ্বরের বিধান জানে না, তারা কখনও ঈশ্বরের প্রকাশিত ইচ্ছার কোনো অংশ শোনে না, তবুও একটি অনুভূতি নিয়ে জীবনযাপন করে, যেমন সঠিক এবং ভুল, সম্মান এবং অসম্মান। তাদের একটি বিবেক আছে যা তাদের অভিযুক্ত করে বা তাদের ক্ষমা করে। অবশ্যই, এটি বিকৃত। অবশ্যই, এটি বেমানান। তবুও, আজকের ধ্বংসাবশেষ অতীতের গৌরবময় সৌন্দর্য সম্পর্কে একটি সামান্য সূত্র। তাহলে, আমাদের মানব ইতিহাসে কী এমন বিন্দু ছিল যে আমরা ধ্বংসপ্রায় ছিলাম না, আমাদের একটি নিখুঁত জ্ঞান ছিল, যে আমরা ঈশ্বরের বিধানকে নিখুঁতভাবে, ত্রুটি ছাড়াই প্রতিফলিত করেছি?

এখন স্পষ্টভাবে, আপনার ধর্মগ্রন্থে, যা আদিপুস্তক অধ্যায় ৩ এর আগে, যখন আমরা আদিপুস্তক ১ এবং ২ তে দেখি যে ঈশ্বর সেখানে আদম এবং হবার ছবি আঁকছেন পরমদেশে। আসুন আদিপুস্তক ১:২৬-২৭ এর দিকে ফিরে যাই। আমরা সেখানে আদিপুস্তকের লেখক দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে যে ঈশ্বরের প্রতিরূপ বা প্রতিমা তৈরি করা হয়েছে। আমাকে এটি পড়তে দিন, ‘‘পরে ঈশ্বর কহিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্ত্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্ম্মাণ করি...’’ সুতরাং ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্ত্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেন; ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।’’ আমরা ঈশ্বরের সৃজনশীল কাজের মুকুট। আমরা অনন্য। আমরা ঐশ্বরিক আলচনার মাধ্যমে উৎপন্ন এবং আমরা সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি ছিলাম।

তাহলে, এর অর্থ কী যে আমরা তাঁর প্রতিমূর্তি এবং তাঁর সাদৃশ্যে সৃষ্টি হয়েছি? এর অর্থ হল আমরা ঐশ্বরিকভাবে আমাদের সৃষ্টিকর্তার কিছু প্রতিফলন বা প্রতিফলিত করার জন্য গঠিত। যেহেতু ঈশ্বর একজন আত্মা, তাই এটি আমাদের দৈহিক সত্তা নয় যা স্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বরের মহিমাকে প্রতিফলিত করে। এটি এই সত্য থেকেও স্পষ্ট যে পুরুষ এবং মহিলা উভয়ই ঈশ্বরের একই প্রতিমূর্তিতে তৈরি এবং শারীরিকভাবে আমরা আলাদা, তবুও আমরা একই চিত্র বহন করি। তাহলে, সেই চিত্রটি কী? আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের সেই উপমা কী? সহজভাবে, আমরা ঈশ্বরের চরিত্র, [তাঁর] প্রকৃতিকে প্রতিফলিত করি। আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রতিটি ক্ষেত্রে, আমরা তাঁর বিধান প্রতিফলিত করি।

এটি একটি গভীর চিন্তা যা আমাদের আয়ত্ত করতে হবে। আদম এবং হবা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিটে তৈরি হয়েছিলেন। আমাদের আধ্যাত্মিকতা, আমাদের নৈতিকতা, আমাদের যৌক্তিকতা, আমাদের সৃজনশীলতা, আমাদের ঈশ্বর এবং অন্যদের সাথে সম্পর্ক করার ক্ষমতা সবই সুন্দর পরিপূর্ণতায় ভক্তি প্রেমকে প্রতিফলিত করে। তাহলে, আদম এবং হবা নির্দিষ্টরূপে নৈতিকভাবে পতনের পূর্বে কেমন ছিলেন? বিধান সম্পর্কে এই বক্তৃতায় আমি এখন শুধুমাত্র সেই দিকটিই তুলে ধরতে চাই।

এখন, আমরা নতুন নিয়ম থেকে আদম এবং হবা সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে পারি, যেখানে ইফিষীয়দের এবং কলসীয়দের কাছে প্রেরিত পৌলের লেখায় নতুন প্রাণীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আমাকে ইফিষীয় ৪:২৪ এবং কলসীয় ৩:১০ থেকে উদ্ধৃত করতে দিন। ‘‘এবং সেই নূতন মনুষ্যকে পরিধান কর, যাহা সত্যের ধার্ম্মিকতায় ও সাধুতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে’’ (ইফিষীয় ৪:২৪)। ‘‘এবং সেই নূতন মনুষ্যকে পরিধান করিয়াছ, যে আপন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতিমূর্ত্তি অনুসারে তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত নূতনীকৃত হইতেছে’’ (কলসীয় ৩:১০)। এখন, আপনি কি তিনটি দিক লক্ষ্য করেছেন? জ্ঞান, ধার্মিকতা এবং পবিত্রতা। আর তিনটি শব্দই ঈশ্বরের বিধানের সাথে সম্পর্কিত। [এই তিনটি দিক হল ঈশ্বরের পুনঃসৃষ্টি কাজের কেন্দ্রবিন্দু] পুনরুদ্ধারের উপায়। সেগুলি প্রকৃতপক্ষে ছিল। সুতরাং, আসুন কিছুক্ষণের জন্য এই তিনটি শব্দ বিবেচনা করি; জ্ঞান, ধার্মিকতা এবং পবিত্রতা।

ঈশ্বর আমাদেরকে তাঁকে এবং তাঁর ইচ্ছাকে জানার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন; জ্ঞান। ঈশ্বর আমাদের এমন ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন যা দিয়ে আমরা আমাদের উদ্দেশ্য, চিন্তা এবং কাজের দ্বারা সেবা করতে পারি; এটাই ধার্মিকতা। তৃতীয়ত, ঈশ্বর আমাদেরকে ভক্তিমূলক তীব্রতার সাথে প্রেম করার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন; সেটা হল পবিত্রতা। সুতরাং, সংক্ষেপে বলতে গেলে, আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে আমাদের সত্তা এবং আমাদের কাজের মধ্যে প্রতিফলিত করার জন্য গঠন করা হয়েছিল; আমরা যা ছিলাম, তিনি আমাদের যা করতে বলেছেন তা করছেন। আমরা সজ্জিত ছিলাম, আমরা সুশোভিত ছিলাম, আমরা ঈশ্বরের বিধান অনুসারে সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসা এবং ভক্তি এবং মঙ্গলময় সমস্ত সৃষ্টির জন্য যোগাযোগ বা মাধ্যম হতে সক্ষম হয়েছিলাম। আমরা যা ছিলাম, সহজভাবে আমি বলতে পারি, যা আমরা ঈশ্বরের বিধানের হাত ও পা এবং আমরা তা বিতরণ করছিলাম, অথবা তা বাস্তবায়ন করতে এবং তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে সৃষ্টির মধ্যে এটিকে জীবিত রেখেছিলাম।

তাহলে তারা এই বিধান কিভাবে জানবে? আদিপুস্তক ১ এবং ২ এ কোনকিছু লিপিবদ্ধ নেই যে ঈশ্বর তাদের ১০ আজ্ঞা সম্পর্কে কোন বক্তৃতা দিয়েছেন কি না? আমাদের অবশ্যই এই উপসংহারে আসতে হবে যে ঈশ্বর তাদের হৃদয়ে ঈশ্বরের বিধান লিখে রেখেছিলেন কারণ তিনি তাঁর লোকেদের মধ্যে আধ্যাত্মিকভাবে পুনরুজ্জীবনের কাজ আবার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সুতরাং, যদি তাদের হৃদয়ে বিধান লেখা থাকে তবে তাদের হৃদয়ে কোন বিধান লেখা হয়েছিল?

আসুন মথি ২২:৩৭-৪০-এ প্রভু যীশুর কথাগুলি আবার শুনি যখন তিনি বিধান/ আইনকানুনের বিশেষজ্ঞদের মুখোমুখি হন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আজ্ঞা কী সেই বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। এখানে তাঁর উত্তর ছিল, ‘‘সমস্ত আজ্ঞার প্রথমটি হল, হে ইস্রায়েল শুন; আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু একই সদাপ্রভু,’’ এটা এক স্বীকারোক্তি, ‘‘তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ ও তোমার সমস্ত মন দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করিবে: এইটী মহৎ ও প্রথম আজ্ঞা। আর দ্বিতীয়টী ইহার তুল্য; ‘‘তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে।’’ আর তারপর তিনি উপসংহারে বলেন, ‘এগুলোর চেয়ে বড় আর কোনো আজ্ঞা নেই; প্রেম কর।’ এখন লক্ষ্য করুন যে, যীশু কীভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ আজ্ঞা সম্পর্কে বিধান/ আইনকানুনের বিশেষজ্ঞদের উত্তর দিয়েছেন।

কিছু লোক আছে যারা বলবে যীশু মথি ২২ [এবং মার্ক ১২] এ যা দিয়েছেন তা হল দশটি আদেশের সারাংশ। হয়তো আপনিও তাই ভেবেছিলেন। আমি এটাও ভাবতাম; এটা যাত্রাপুস্তক ২০ -এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। এটা ঠিক নয়। এটি আদি বিধান যা যীশু মৌখিকভাবে বর্ণনা করেছেন যা আদম এবং ইবাকে পরমদেশে দেওয়া হয়েছিল। মূল বিধানের একটি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা হল ১০ আজ্ঞা; তুমি ঈশ্বরকে ভালোবাসবে এবং তুমি তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাসবে। আদম এবং হবা পরমদেশে যে বিধানটি পেয়েছিলেন তা ১০ আজ্ঞার সংক্ষিপ্তভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এখন প্রভু যীশু বিধান/ আইনকানুনের বিশেষজ্ঞদের কাছে ঈশ্বরের বিধান সম্পর্কে এই অসাধারণ বক্তব্য এবং উত্তর এই কথার মাধ্যমে শেষ করেছেন, ‘‘এই দুইটী আজ্ঞাতেই সমস্ত ব্যবস্থা এবং ভাববাদিগ্রন্থও ঝুলিতেছে’’ (মথি ২২:৪০)। আজ আমরা এর মধ্যে সমস্ত নতুন নিয়মকেও অন্তর্ভুক্ত করব, কিন্তু যখন যীশু এই বক্তব্য করেছিলেন, সেই সময়, পুরাতন নিয়মের অস্তিত্ব ছিল। সুতরাং, এটির অর্থ কী? এর অর্থ হল; শাস্ত্রের সমস্ত কিছু মোশির বিধান থেকে শুরু করে নতুন নিয়মের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক বিভাগগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, নোঙর করা হয়েছে, ঈশ্বরের আদি বিধান যা ঈশ্বর আদম এবং হবাকে দিয়েছিলেন, তাদের হৃদয়ে লিখেছিলেন, স্বর্গে। ইহুদিদের একটি পুরানো কথা রয়েছে যে সমস্ত ভাববাদীরা সীনয় পর্বতে দাঁড়িয়েছিলেন এবং তাদের সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী সীনয় পর্বতের সেই বিধানে নোঙর করা হয়েছে। সম্ভবত আমরা সেই বিবৃতিটি প্রসারিত করতে পারি এবং বলতে পারি যে সমস্ত মানবজাতি একবার পরমদেশে, আদমের মধ্যে, আমাদের স্রষ্টার মূল বিধান জেনে দাঁড়িয়েছিল।

আসুন পরমদেশে ফিরে যাই। আদম ও হবার জীবনে এই বিধান এখন কীভাবে কাজ করেছিল? আপনি যখন আদিপুস্তকের প্রথম অধ্যায়গুলি পড়েন, তখন এটি নিখুঁত আনন্দ, সম্প্রীতি, শান্তি নিয়ে আসে। এরূপ কেন? কেন এই তিনটি শব্দে পরমদেশের চরিত্রটিকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল? কারণ তাঁরা ঈশ্বরের বিধানের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্যে বাস করত। তারা তাদের সত্তার মহান তীব্রতার সঙ্গে ঈশ্বরের প্রেমে নিবেদিত ছিল। তাদের সত্তার সমস্ত কিছুই ঈশ্বরের ভালোবাসায় নিবেদিত ছিল। সেই সৃজনশীল ও প্রতিভাবান মনের প্রতিটি কল্পনাই ছিল ঈশ্বরকে ভালোবাসা। তাদের শারীরিক শক্তির প্রতিটি গ্রাম ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্য নিবেদিত ছিল। সর্বোপরি তাদের ক্রিয়াশীল অবস্থার প্রতিটি মুহুর্ত ঈশ্বরকে ভালোবাসায় ব্যয় করা হত। আর অবশ্যই, এটি একে অপরের সাথে তাদের সম্পর্কের মধ্যে প্রবাহিত হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই, তারা একে অপরকে সবচেয়ে আত্মত্যাগী ভালোবাসার সাথে ভালোবাসত। তারা দিনরাত একে অপরের সেবা করেছে, আধ্যাত্মিক উপায়ে, সামাজিক উপায়ে, মানসীক উপায়ে, শারীরিক উপায়ে, যৌন উপায়ে তাদের সম্পর্কের সৌন্দর্য উপভোগ করেছে। এই সমস্তই অভিব্যক্তি দিয়েছিল ‘‘তোমার প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিবে।’’ এটি করার মাধ্যমে এবং এইরকম হওয়ার মাধ্যমে, তারা ঈশ্বরের প্রেমে বাস করে, যেমন যীশু যোহন ১৫:১০ পদে তুলে ধরেছেন।

আসুন যীশুর এই কথাগুলির উপর এক মুহুর্তের জন্য ধ্যান করি। তিনি বলেন, ‘‘তোমরা যদি আমার আজ্ঞা সকল পালন কর, তবে আমার প্রেমে অবস্থিতি করিবে, যেমন আমিও আমার পিতার আজ্ঞা সকল পালন করিয়াছি, এবং তাঁহার প্রেমে অবস্থিতি করিতেছি।’’ লক্ষ্য করুন যীশু তাঁর আজ্ঞা পালন করে তাঁর পিতার প্রেমে থাকেন। সর্বদা এই দুটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পর্কিত, সংযুক্ত। প্রেমময় হওয়া এবং প্রেম করার অর্থ হল ঈশ্বরের বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করা। তারপরে আমরা একটি দ্রুত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি, ‘‘কিন্তু আদিপুস্তক ২:১৬-১৭-তে গাছের ফল না খাওয়ার পরীক্ষামূলক আজ্ঞা সম্পর্কে কী বলবেন?’’ এই আজ্ঞাটি, সেইসাথে অন্যান্য আজ্ঞাগুলি যা আদিপুস্তক ১ এবং ২ এর প্রেক্ষাপটে ফলপ্রসূ হওয়া এবং সংখ্যাবৃদ্ধি সম্পর্কে দেওয়া হয়েছে, বাগান রক্ষা করা, পরিচালনা করা এবং প্রসারিত করা এবং পৃথিবীকে বিকাশ করা, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে নির্দিষ্ট আজ্ঞা ছিল, কিন্তু আমাদের অবশ্যই মূল বিধান থেকে তাকে এবং [আমাদের] প্রতিবেশীকে ভালোবাসা আলাদা করা উচিত নয়।

‘‘এই বৃক্ষের ফল ভোজন করিও না’’ আজ্ঞাটি (আসুন এটিকে বিশেষভাবে নেওয়া যাক) বিশেষভাবে আদম এবং হবাকে একটি প্রতীকী অনুস্মারক হিসাবে গঠন করা হয়েছিল যে তারা ঈশ্বরের আইনে আবদ্ধ ছিল। এটা তাদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য যে তাদের কর্তৃত্ব ঈশ্বরের কর্তৃত্বের অধীন এবং তাদের স্বাধীনতাও ঈশ্বরের বিধানের অধীন। শয়তান যখন ঘটনাস্থলে আসে, তখন সে তাদের প্রলুব্ধ করে। এবং প্রলোভনের সারমর্ম হল ‘যদি তুমি গাছের ফল খাও, তুমি ঈশ্বরের মতো হবে; তুমি সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব

পাবে এবং তুমি সর্বোচ্চ স্বাধীনতা পাবে; তুমি আর ঈশ্বরের কর্তৃত্বের কোন আজ্ঞা দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে না।' আর প্রকৃতপক্ষে, তারা তাই করেছিল। সেটি খাওয়ার দ্বারা, তারা ঈশ্বর দত্ত স্বাধীনতা ও ক্ষমতার চেয়েও বেশি ক্ষমতা এবং স্বাধীনতা পেতে চাইছিল। সংক্ষেপে, তারা চেষ্টা করেছিল, তাদের নিজস্ব কর্তৃত্ব অনুসারে বিধানটি পুনর্লিখন করার। আর তা করে তারা স্বর্গ ও পৃথিবীর ঈশ্বরকে সিংহাসনচ্যুত করার চেষ্টা করেছিল।

আমরা আরও এক ধাপ এগিয়ে যেতে পারি। ভালো-মন্দের জ্ঞানের গাছ না খাওয়ার এই একটি প্রতীকী আদেশের প্রতি তাদের আনুগত্য ছিল মূলত ঈশ্বরের মূল বিধানের সম্পূর্ণ আত্মাকে ভেঙে ফেলা। আর আদম এবং হবা সেই একটি কাজের সাথে, সীনয় পর্বতে দেওয়া বিধানের সমস্ত দশটি আজ্ঞা ভেঙে ফেলেন।

এই বিষয়টি আমাকে উপসংহারে সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করতে দিন। তারা তাদের নিজস্ব সৃষ্টিকর্তা প্রভু ঈশ্বরের উপরে একটি মিথ্যা দেবতাকে বিশ্বাস ও সম্মান করার ক্ষেত্রে প্রথম আজ্ঞাটি ভেঙেছে। দ্বিতীয় আজ্ঞায়, তারা ঈশ্বরের সম্বন্ধে শয়তানের ভুল ব্যাখ্যাকে বা বর্ণনাকে যে তিনি অজগৎস্ত এবং তাদের সর্বোচ্চ খুশি করতে এবং ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুসারে তাঁর উপাসনা করতে অনিচ্ছুক বলে সম্মান করে দ্বিতীয় আজ্ঞাটি ভঙ্গ করেছিল। তারা ঈশ্বরের চুক্তির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করার দ্বারা তৃতীয় অজ্ঞাটি ভেঙ্গেছিল, আর তা করতে গিয়ে তারা তাঁর পবিত্র নাম এবং তাঁর প্রতিমূর্তিকে অপবিত্র করেছিল যে প্রতিমূর্তিতে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছিল। তারা চতুর্থ অজ্ঞাটি ভেঙ্গেছে কারণ তারা বিশ্রামের দিনের বিশ্রামকে ভেঙে দিয়েছে, বা বিশ্রামের দিনে বিশ্রামের প্রতীক যা ঈশ্বর এবং তাদের মধ্যে সম্পর্কের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। তারা পঞ্চম অজ্ঞাটি ভেঙ্গেছিল যখন তারা তাদের স্বর্গীয় পিতামাতাকে তাঁর কর্তৃত্ব বাদ দিয়ে অসম্মান করেছিল। আর ফলাফল কী হয়েছিল? জীবিতদের দেশে তাদের দিন দীর্ঘায়িত হয়নি। তারা সমগ্র মানব জাতিকে হত্যা করার ষষ্ঠ অজ্ঞাটি ভেঙ্গেছিল যখন আদম প্রকৃতপক্ষে আমাদের সকলের প্রতিনিধি হিসাবে বিদ্রোহ করেছিলেন। পাশাপাশি, তারা আধ্যাত্মিক আত্মহত্যা করেছে। তারা ঈশ্বরের প্রতিপক্ষের সাথে আধ্যাত্মিক ব্যভিচার করে সপ্তম অজ্ঞাটি ভেঙ্গেছিল এবং সেইসাথে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে তাদের নিজেদের সম্পর্কের সৌন্দর্য নষ্ট করে, যেমনটি আদিপুস্তক ৩ এ স্পষ্টভাবে দেখা যায়। তারা অষ্টম অজ্ঞাটি ভেঙ্গেছিল যে গাছ থেকে ঈশ্বর তাদের খেতে নিষেধ করেছিলেন সেখান থেকে তারা চুরি করে। পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার মাধ্যমে নবম অজ্ঞাটি ভেঙেছে কারণ তারা শয়তানের মিথ্যাকে ঈশ্বরের কথার উপরে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। আর স্পষ্টতই, তারা দশম অজ্ঞাটি ভঙ্গ করেছিল যখন তারা সৃষ্টির প্রধান এবং পৃথিবীর তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে ঈশ্বর তাদের যে অবস্থান দিয়েছিলেন তাতে সন্তুষ্ট ও পরিতৃপ্ত হওয়ার পরিবর্তে তারা ঈশ্বরের মতো হওয়ার জন্য একটি নতুন অবস্থান কামনা করেছিল।

সুতরাং, আসুন এই সুন্দর, গৌরবময় শুরুর দিকে দীর্ঘস্থায়ীভাবে ফিরে তাকানোর সাথে আরও একটি মুহূর্ত প্রতিফলিত করি। আদম এবং হবার প্রধান সৌন্দর্য, তাদের পবিত্রতার সৌন্দর্য ছিল। তাদের জীবন তাদের প্রতিটি কাজ, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি উদ্দেশ্য তাদের সত্তার মধ্য দিয়ে জ্বলজ্বল করা ঈশ্বরের মহিমান্বিত প্রেমের একটি রশ্মি ছিল। চিন্তার কোনো অপবিত্রতা ছিল না। কোন ভুল শব্দ ছিল না। সংঘর্ষ সৃষ্টিকারী ভুল যোগাযোগ কখনও ছিল না। স্বার্থপরতা বা পাপপূর্ণ রাগ, অহংকার বা অনিচ্ছার কারণে তাদের সম্পর্কের কোন টানাপোড়ন ছিল না। এটিই ছিল পরম সুখ। ঈশ্বরের সাথে এবং একে অপরের সাথে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনার বাইরে সুন্দর ছিল। কেন? কারণ তারা ঈশ্বর এবং একে অপরের সাথে সম্পর্কের মধ্যে পবিত্র, নিবেদিত, বাধ্য মানুষ হিসাবে বসবাস করেছিল।

ঈশ্বরকে সম্মান করার আহ্বান আদম এবং হবার জন্য একটি ভারী কাজ ছিল না। তাদের বিবেকের আর কিছুই করার ছিল না কিন্তু ছিল তাদের প্রতিটি কাজকে অনুমোদন করা এবং ঈশ্বরের বিধানের প্রতি তাদের আনুগত্যের ভোজন করা। তারা লজ্জা জানত না। তারা কোন ভয় জানত না। তারা কোন দুঃখ জানত না। তাদের মুখে লজ্জার প্রয়োজন ছিল না। ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং একে অপরকে ভালোবাসার পবিত্র সৌন্দর্যের পরিপ্রেক্ষিতে তারা বিশুদ্ধ আনন্দ এবং অসম্পূর্ণ আনন্দের জীবন যাপন করেছিল। তাদের সবচেয়ে বড় আনন্দ আশেপাশের পরমদেশ ছিল না। মানবজাতির এই আদি দম্পতির সবচেয়ে বড় আনন্দ ছিল [যে] তারা ঈশ্বরের সাথে এবং একে অপরের সাথে সম্প্রীতি, ভালোবাসার সম্পর্কের সম্পূর্ণ সৌন্দর্যে চলছিল।

আপনি যদি আজকের ধ্বংসাবশেষের সাথে সেই উজ্জ্বল সূচনার তুলনা করেন, তবে এটি আমাদের লালিত করে তুলবে। যা আমাদের নম্র করবে। এটি আমাদের লজ্জিত করবে, যা আমরা ঈশ্বরের মহিমান্বিত প্ররম্ভে করেছি। ঘটনাটি সত্যই। আমরা নিজেদের সর্বনাশ ঘটিয়েছি। আমাদের পতনের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের মধ্যে কোনও নকশার ত্রুটি ছিল না। এছাড়া আমরা যা নষ্ট করেছি, তা মেরামত করতে পারছি না। যাইহোক, আসুন আমরা ভুল উপসংহার দিকে না যায়। যদিও আমরা আজ নিজেদেরকে ঈশ্বরের বিধান পুরোপুরি মেনে চলতে অক্ষম করেছি, তার মানে এই নয় যে ঈশ্বর বিধান বাতিল করেছেন। তিনি সেই বিধান তুলে নেননি। এটা চিরকাল স্থায়ী হয় এবং বাইবেল যদি এখানেই শেষ হয়, যেখানে আমরা আজ আছি, তাহলে তা হবে একটি আশাহীন বাস্তবতা।

কিন্তু, ঈশ্বরের প্রশংসা করুন, আমাদের পতন ঈশ্বরের জন্য তাঁর মহত্ত্বকে আরও প্রকাশ করার উপলক্ষ হয়ে উঠেছে যখন তিনি শেষ আদম যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের বার্তা প্রকাশ করেছেন। আর তারপর আমি প্রস্তাব করি যে পরবর্তী অধিবেশনে আমরা প্রথমে এই শেষ আদম এবং ঈশ্বরের বিধানের সাথে তাঁর সম্পর্ককে দেখব। ধন্যবাদ।

বক্তৃতা ৪

যীশু এবং বিধান

যীশু বলিলেন, এইরুপ চিন্তা করিও না যে আমি ব্যবস্থা বা ভাববাদিগনেদের বিনষ্ট করিতে আসিয়াছি; আমি বিনষ্ট করিতে নয় কিন্তু পরিপূর্ণ করিতে আসিয়াছি। ঈশ্বরের শাশ্বত বিধানের সৌন্দর্য এবং অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য বোধগম্য করার জন্য প্রভুর এই মহান বক্তৃতা অতি গুরুত্বপূর্ণ। প্রায় সময় আমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব এবং কাজ কে ‘‘সুসমাচার’’ শব্দের সঙ্গে সংযুক্ত করি, আর তা করাও সঠিক। কিন্তু এটি ‘‘ঈশ্বরের বিধান’’–এর সঙ্গে সংযুক্ত করা প্রয়োজন এবং উচিত।
অতএব, এই পাঠে কেন প্রভু যীশুকে ‘‘শেষ আদম’’ বলা হয়েছে এবং কিরূপে এটি তাঁর এই ঘোষণা ‘‘আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থা বিনষ্ট করিতে আসি নাই’’ এর সঙ্গে সম্পর্কিত।

প্রতিলিপি বক্তৃতা ৪

প্রিয় বন্ধুরা, শাস্ত্র অধ্যয়ন করা এবং নতুন সত্যগুলি খুঁজে পাওয়া সর্বদা আনন্দের বিষয় যা সম্ভবত কিছুটা অনাবিষ্কৃত, যদিও নিঃসন্দেহে কিছুটা পরিচিত। আমি আগের দুটি বক্তৃতায় যা করেছি এবং আমরা ঈশ্বরের বিধান অধ্যয়ন করছি, তা হল বিধান সম্পর্কে একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়ার চেষ্টা করা। আমরা প্রথমে বিধানদাতাকে দেখে শুরু করেছিলাম, আর তিনি একজন ভয়ঙ্কর ঈশ্বর; এমন একজন ঈশ্বর যিনি প্রেম; যিনি প্রেমের আদেশে নিজেকে প্রতিফলিত করেন; এমন একজন ঈশ্বর যিনি পবিত্র, আমাদের পাপীদের থেকে আলাদা, কিন্তু তীব্রভাবে ভক্তিপূর্ণ, শুদ্ধ। এটি ঈশ্বরের বিধানে নিজেকে প্রতিফলিত হয়েছে। [তিনি] সার্বভৌম, [একজন ঈশ্বর] যিনি আমাদেরকে তাঁর ঐশ্বরিক সন্তুষ্টি অনুসারে বিধান দিয়েছেন, একজন ঈশ্বর যিনি ন্যায়পরায়ণ। তিনি বিধানের ঊর্ধ্বে নন। সুতরাং, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে ঈশ্বরের বিধানের দিকে তাকানো, আশা করি, ইতিমধ্যেই বিধানটি কী তা নিয়ে আমাদের গভীর উপলব্ধি দিয়েছে। এখন, এই গাঁঠের দ্বিতীয় বহুমুল্য সত্যটি হল যে আমরা স্বর্গের বিধান দেখেছি, কিভাবে আদম এবং হবা ঈশ্বরের সাথে এবং একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং এর ফলে তাদের আনুগত্যের জীবনেও ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়েছিল, ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং একে অপরকে ভালোবাসা দ্বারা। অন্যান্য বিধান হৃদয়ে লিখিত ছিল এবং প্রেমে ঈশ্বরের আনুগত্য করা এবং আনুগত্যের মধ্যে ঈশ্বরকে ভালোবাসা তাদের আনন্দ ছিল।

এখন এই বক্তৃতায়, আমি আপনাকে শেষ আদমের কাছে নিয়ে যেতে চাই। তিনি প্রথম আদমের বিপরীতে দাঁড়িয়েছেন। ঈশ্বর তাকে শেষ আদম বলে ডাকার একটা কারণ আছে। প্রথম এবং শেষের মধ্যে একটি মিল আছে। তারা উভয়ই, পতনের আগে আদম এবং যীশু খ্রীষ্ট, নিখুঁত, পাপহীন, পবিত্র ছিলেন। সুতরাং, প্রভু যীশু যেমন স্বর্গদূতদের দ্বারা মরিয়মের কাছে ঘোষণা করা হয়েছে, সেই স্বর্গদূত মরিয়মকে কী বলছেন তা লক্ষ্য করুন, ‘‘পবিত্র আত্মা তোমার উপরে আসিবেন, এবং পরাৎপরের শক্তি তোমার উপরে ছায়া করিবে; এই কারণ যে পবিত্র সন্তান জন্মিবেন, তাঁহাকে ঈশ্বরের পুত্র বলা যাইবে’’ (লূক ১:৩৫)। সুতরাং, যীশু খ্রীষ্ট যেমন তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন, যেমন পৌল বলেছেন, ‘‘পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে’’ (রোমীয় ৮:৩) কিন্তু পাপী নন। তিনি ঠিক সেইমত ছিলেন যেমন আদম তাঁর প্রথম সৃষ্টিতে ছিল। তিনি সর্বশেষ আদমও। আমরা অনেকেই ভুল করে বলি ‘‘দ্বিতীয় আদম।’’ আমি এর জন্য দোষী, কিন্তু শাস্ত্র তাঁকে একটি উদ্দেশ্যের জন্য ‘‘শেষ আদম’’ বলে ডাকে; অন্য কারো প্রয়োজন নেই। তিনি বিধান পূরণ করেছেন এবং এটিই আমরা এই দিনে একসাথে দেখব।

আমাদের চিন্তা আমাদের মথি অধ্যায় ৫, পর্বতের উপদেশে নিয়ে যায়। এই উপদেশটি যীশুর রাজ্যের লোকেরা কেমন এবং কারা হবে, তার একটি দুর্দান্ত বর্ণনা দিয়ে শুরু হয়। সাতটি আশীর্বাদযুক্ত বাক্য একটি স্কেচের মাধ্যমে বর্ণনা করে, পুনরায় জন্মগ্রহণকারী আত্মার বৈশিষ্ট্য, সেই সাতটি অনুসরণ করে দুটি যা এই ব্যক্তিদের উপর জগতের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করে। তারপর, যীশু নাগরিকদের লবণ এবং জ্যোতি হওয়ার আহ্বানের একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। আর তারপর, তিনি ঈশ্বরের বিধানের সম্পর্কে আমাদের অধ্যয়নের জন্য একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশে আসেন। আমাকে ১৭ পদটি পড়তে দিন। তিনি বলেছেন, ‘‘মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিগ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।’’ আসুন এক মুহূর্তের জন্য আমাদের চিন্তাভাবনা এখানে স্থির করি এবং প্রথমে নিজেদেরকে প্রশ্ন করি, ‘কেন যীশু এই শিক্ষা দিয়েছেন? প্রেক্ষাপট কী? এর পিছনে অনুপ্রেরণা কী?’ এবং লক্ষ্য করুন তিনি শুরু করেন, ‘‘মনে করিও না যে আসিয়াছি।’’ তিনি স্পষ্টতই লোকে যা ভাবছিলেন তার সাথে এটি সংযুক্ত করছেন।

আর মানুষ কী ভাবছিল? এই শব্দটি বলার জন্য তাঁর প্রথম কারণ হল তাঁর নিজের পরিচর্যার প্রতিরক্ষা। সেখানে এমন কিছু লোক আছে যারা ভাবছে যে যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের বিধানকে উচ্ছেদ করছেন কারণ তিনি অনেক ঐতিহ্য এবং অনেক আজ্ঞাগুলিকে উচ্ছেদ করেছেন যা যোগ করা হয়েছিল। তারা ভেবেছিল, 'তিনি ঈশ্বরের বিধানকে উচ্ছেদ করছেন।'খ্রীষ্ট খুব স্পষ্ট করে বলেছেন যে তিনি বিধান বা ভাববাদীদের ধ্বংস করতে আসেননি। তিনি এটি স্পষ্ট করতে চান যে বিধান সম্পর্কে লোকেরা কীভাবে চিন্তা করে সে বিষয়ে তিনি একটি সংশোধন আনতে চান। আর যদি আপনি মথি ৫-এর বাকি অংশটি দেখেন, আপনি লক্ষ্য করবেন যে প্রভু যীশু সাবধানে বিধানের ভুল ব্যাখ্যাগুলি সংশোধন করছেন। যেমন তিনি বলেন, 'তোমরা শুনিয়াছ' (পদ ২১)। এটিই তারা ভাবছিল। 'কিন্তু আমি তোমাদিগকে কহিতেছি' যে [এগুলি] সম্বন্ধে ঈশ্বরের চিন্তা কী। এটাই ছিল মূল বিধান। তাই, খ্রীষ্ট তাঁর নিজের পরিচর্যাকে রক্ষা করছেন এবং এর ভুল ব্যাখ্যা সম্পর্কে মানুষের চিন্তাভাবনা সংশোধন করছেন।

তিনি কেন এই কথা বলেন তাঁর দ্বিতীয় কারণ হল তাঁর শিক্ষার দুর্নীতি বা অনুগ্রহের শিক্ষার বিকৃতি রোধ করার জন্য যা তিনি তাঁর শিক্ষা পরিচর্যায় আনতে এসেছিলেন। এমন অনেকেই আছেন যারা যীশুর শিক্ষাকে 'আমরা একমাত্র অনুগ্রহে পরিত্রাণ পেয়েছি'এমন একটি দিক নিয়েছিলেন যার অর্থ 'আনুগত্য কোনো ব্যাপার নয়; আমরা শুধুমাত্র অনুগ্রহ দ্বারা পরিত্রাণ পেয়েছি; আমরা আর বিধানের অধীনে নই; এরূপ চিন্তা করেন।'[এটি] একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা আমরা আরও একটি পাঠে আলোচনা করব। কিন্তু, যীশুর পরিচর্যার সবকিছুই এই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় যে আনুগত্য কোন ব্যাপার না।

এখন তৃতীয় কারণ যে যীশু এই কথাগুলি ১৭ থেকে ২০ পদে বলেছেন এবং এগুলির সঙ্গে তিনি যা ২০ পদে বলেছেন তা সম্পর্কযুক্ত। তিনি এখানেও ফরীশীদের একটি অত্যন্ত মিথ্যা এবং মারাত্মক শিক্ষাকে সংশোধন করছেন। আমাকে ২০ পদটি পড়তে দিন, "কেননা আমি তোমাদিগকে কহিতেছি, অধ্যাপক ও ফরীশীদের অপেক্ষা তোমাদের ধার্ম্মিকতা যদি অধিক না হয়, তবে তোমরা কোন মতে স্বর্গ-রাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে না।" খ্রীষ্টের এই শিক্ষা লোকেদের মধ্যে একটু জোয়ারের সৃষ্টি করেছিল যখন তারা [এটি] শুনেছিল। তিনি আক্ষরিক অর্থে সেই দিনের ধর্মীয় জগৎকে এই পদটির মাধ্যমে উল্টে দিয়েছিলেন; 'আমাদের ধার্মিকতা যদি শাস্ত্রবিদ এবং ফরীশীরা যা শিক্ষা দেয় এবং দেখায় তার চেয়ে বেশি না হয় তবে আমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবেন না।

এখন, যীশু সেখানে যা শিক্ষা দেননি তা হল, "মানুষদের, স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করার জন্য শাস্ত্রবিদ এবং ফরীশীরা যে ভালো কাজগুলি আপনাকে করতে শেখাবার চেষ্টা করছে তার চেয়ে বেশি ভালো কাজ করতে হবে।' না, "তার চেয়েও বেশি" এই শব্দাংস 'স্তরের উপরে আরও এক স্তর' এইরূপে যায় না। শব্দটি "চেয়ে বেশি" এই শব্দটি বিপরীত দিকে যায়। শাস্ত্রবিদ এবং ফরীশীরা যে শিক্ষা দিচ্ছেন তা যদি বাইরের আনুগত্যের চেয়ে গভীরে না যায় তবে আপনি কোনভাবেই স্বর্গের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারবেন না। তিনি হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং সত্যিই এই ২০ পদ দিয়ে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজের জন্য পরম প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেন। কারণ, আমাদের হৃদয়ে কোন ধার্মিকতা নেই এবং যদি এটি সেখান থেকে আসতে হয় তবে তা সেখানে নেই। তাই সত্যিই, এক অর্থে, ২০ পদটি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্যও বোঝানো হয়েছে।

এখন আসুন ১৭ পদে ফিরে যাই। এটি ঈশ্বরের বিধান সম্পর্কে আমাদের অধ্যয়নের একটি মূল পদ; "ভেবো না যে আমি বিধান বা ভাববাদীদের ধ্বংস করতে এসেছি; আমি ধ্বংস করতে আসিনি, কিন্তু পূর্ণ করতে এসেছি।" আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, প্রথমত, যীশু স্পষ্ট করেছেন যে তিনি ঈশ্বরের বিধানকে মূল্য দেন? তিনি বলেছেন, 'আমি এখানে বিধান বা ভাববাদীদের কোনো কিছুকে ধ্বংস করতে আসিনি।' এটি সত্যের একটি স্তম্ভ এবং আমাদের বোঝার জন্য অত্যাবশ্যক যে, আজকেও, নতুন নিয়মের মণ্ডলীতে বিধান কীভাবে কাজ করে এবং ১০ আজ্ঞা আজও আমাদের জন্য প্রাসঙ্গিক। যীশুর পরিচর্যা হল পুনরুদ্ধার করা, ঈশ্বরের বিধান পুনর্লিখন করা নয়। তিনি মূলে ফিরে যাচ্ছেন, যেখানে এটি শুরু হয়েছিল, যেখানে এটি সর্বদা ছিল এবং এটির অর্থ কী হওয়া উচিত।

এবার ভালো করে বুঝে নেওয়া যাক। তিনি বলছেন, 'মনে করিও না যে, আমি ব্যবস্থা কি ভাববাদিগ্রন্থ লোপ করিতে আসিয়াছি; আমি লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।' যীশু কীভাবে ভাববাদীদের ভাববাণী পূর্ণ করেছিলেন তা সহজেই দেখা যায়। তিনি বেথলেহেমে জন্মগ্রহণ করেন। মীখা সেটা বলেছেন। তিনি কুমারী মরিয়মের মাধ্যমে জন্ম নিয়েছিলেন। যিশাইয় তা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। সুতরাং, তিনি পুরাতন নিয়মে শত শত ভাববাদীর বিবরণ আক্ষরিক অর্থে পূরণ করেছেন, কিন্তু এখন সেই বিধান শব্দটি নেওয়া যাক: 'আমি বিধানকে ধ্বংস করতে আসিনি, বিধানটি পূর্ণ করতে এসেছি।' এই অধ্যায় থেকে আমাদের নির্ধারণ করা আবশ্যক, যে বিধান বলতে কী বোঝানো হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, এখানে বিধানের অর্থ হল আনুষ্ঠানিক বিধান, যে বিধানটি বলিদানের সাথে সম্পর্কিত, যেটি মন্দিরের আরাধনার সাথে সম্পর্কিত। সত্য! প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আনুষ্ঠানিকতার বিধানের চূড়ান্ত পূর্ণতা। কিন্তু এই অধ্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, তিনি সে বিষয়ে কথা বলছেন না।

আপনি লক্ষ্য করেছেন যে তিনি নৈতিক আজ্ঞা সম্পর্কে কথা বলছেন; তুমি হত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না, তুমি নিজের শত্রুদের ভালোবাসবে। এগুলো নৈতিক বিষয়। সুতরাং, এই উপসংহারে আসা যথাযথ যে যীশু এখানে ১৭ পদের কেবলমাত্র নৈতিক বিধানের সম্পর্কে চিন্তা করছেন। আমি নৈতিক বিধানকে ধ্বংস করতে, পুনর্লিখন করতে, উল্টাতে আসেননি। আমি এটিকে একটি নতুন নিয়মের প্রসঙ্গে সামঞ্জস্য করতে আসিনি। আমি এখানে বিধান পূর্ণ করতে এসেছি। আর পরিপূর্ণ/ পূর্ণ শব্দের একটি সুন্দর অর্থ

আছে। এর অর্থ হল 'কিছুর পূর্ণতা প্রকাশ করা।' এর অর্থ হল 'গৌরব এবং বিধানের পরিপূর্ণতা ও তাৎপর্য প্রকাশ করা।' আর যদি আপনি যীশুর জীবন দেখেন, যা আমি সংক্ষিপ্তভাবে এই অধিবেশনে তুলে ধরবো, আপনি লক্ষ্য করবেন যে যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের বিধান যা তাঁর কাজ, তাঁর কর্মে, তিনি কীভাবে প্রতিক্রিয়া দেখান, কীভাবে তিনি ভালোবাসেন; এই সমস্তই এর সঙ্গে সম্পর্কিত করেছেন। তাঁর সমগ্র জীবনের একটি লক্ষ্য রয়েছে; ঈশ্বর এবং তাঁর নামের প্রতি নিবেদিত এমন একটি জীবনে ঈশ্বরের বিধান পূর্ণ করা। যেখানে প্রথম আদম ব্যর্থ হয়েছে সেখানে শেষ আদম সফল হয়েছে।

তাহলে, কিভাবে যীশু ঈশ্বরের বিধান পূর্ণ করলেন? তিন ভাবে। প্রথমত, তিনি যেভাবে জীবনযাপন করেছিলেন তার মাধ্যমে তিনি তা পূরণ করেছিলেন। তিনি যেমন জীবনযাপনের মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করেছিলেন, তেমনি তিনি যেভাবে জীবনযাপন করেছিলেন তার মাধ্যমে তিনি বিধান পূর্ণ করেছিলেন। তিনি কীভাবে তাঁর জীবনযাপন করেছিলেন সেইসব খুঁটিনাটি বিষয় দিয়ে তিনি ঈশ্বরের মূল বিধান আমাদের কাছে দৃশ্যমান করেছিলেন। আদমের ভয়ঙ্কর বিদ্রোহের পর থেকে কেউ পবিত্রতার জীবন যাপন করেনি, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মতো ভক্তিমূলক প্রেমের জীবন যাপন করেনি, যেমন শেষ আদম করেছিলেন। আর তাই, বন্ধুরা, যীশু খ্রীষ্ট হলেন ঈশ্বরের বিধানের প্রকাশ, যেমনটি মূলত নির্মিত এবং প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি এটিকে সম্মান করেছিলেন। তিনি এটিকে তাঁর জীবনের মহিমায়, তাঁর কথাবার্তা ও কর্মে মহিমান্বিত করেছেন। আর আমি আপনাকে চিন্তা করার জন্য দুটি বিষয় দেব। বিধানের প্রথম অংশ হল সর্বোপরি ঈশ্বরকে ভালোবাসুন, আপনি যা আছেন তার সমস্ত কিছু দিয়ে। যীশু তা করেছিলেন। যখন তিনি তাঁর জীবনে শেষ আদম হিসাবে দেখালেন, তিনি প্রথম আদম যা পেয়েছিলেন তার বিপরীত আদেশের মুখোমুখি হয়েছিল। প্রথম আদমকে বলা হয়েছিল, ‘‘তুমি খাবে না।’’ দ্বিতীয় আদমকে বলা হয়, ‘‘তুমি পানপাত্র পান করবে, সেই অভিশাপের পেয়ালা।’’ এটি ছিল যীশুর লক্ষ্য; তাঁর পিতাকে সর্বোত্তমভাবে সম্মান করা এবং তাঁর বাধ্য হওয়া। আমরা জানি প্রথম আদম ব্যর্থ হয়েছিল। আমরা জানি যে এই শেষ আদম সংগ্রাম করেছিলেন। আমরা যেমন গেথশেমানিতে তাঁকে দেখি, আমরা তাঁর ভয়ের অনুভূতি দেখতে পাই, তাঁর পিতা তাঁর সামনে যে পেয়ালাটি ধরে রেখেছেন তা পান করার জন্য তিনি তীব্রতর সংগ্রাম করছেন। তিনি যখন পিতার দ্বারা পরিত্যাগ হওয়ার বিষয়টি চিন্তা করেন, তিনি যখন নরকের বাস্তবতায় অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়টি চিন্তা করেন, ঈশ্বর এবং তাঁর মণ্ডলীকে পরিত্যাগ করেন, তিনি সংঘর্ষ করেন। আমরা ঘটনাটি জানি, ‘‘হে আমার পিতঃ, যদি হইতে পারে, তবে এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাউক; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হউক, তোমার ইচ্ছামত হউক’’ (মথি ২৬:৩৯)। অবশেষে, যীশু তাঁর নিজের অনুভূতি অস্বীকার করেছিলেন। তিনি তাঁর পিতার ইচ্ছাকে তাঁর নিজের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন এবং চূড়ান্ত মূল্য পরিশোধ করার জন্য তিনি তাঁর লোকেদের শেষ পর্যন্ত ভালোবাসতেন।

আপনি এই মহিমান্বিত চিত্র ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা দেখতে পাচ্ছেন? তাঁর প্রতিবেশীর প্রতি তাঁর ভালোবাসা লক্ষ্য করুন, যে কোনও প্রতিবেশী যে তাঁর পথ এসেছে। তিনি ভক্তিভরে ভালোবাসতেন। তিনি আত্মত্যাগী রূপে ভালোবাসতেন। তিনি তাদের অকৃত্রিম এবং সুন্দরভাবে ভালোবাসেন, তা শত্রু হোক বা বন্ধু। তিন বছর ধরে, তিনি এমন একজন ব্যক্তির সাথে হেঁটেছিলেন যে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে এবং তাঁকে হত্যা করবে। তিনি যিহূদা ইস্কিরিয়োতীয়ের সাথে হেঁটেছিলেন। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাকে অকৃত্রিম ভালোবাসা দেখিয়েছেন, যা তার প্রতি নিবেদিত ছিল। তিনি তাঁর খ্যাতি বিসর্জন দিতে, মহিলাদের পক্ষে দাঁড়াতে, পাপীদের পক্ষে দাঁড়াতে, ধর্মীয় অভিজাতদের মুখোমুখি হতে ভয় পাননি। কেন? তিনি তাদের নিজের মতো ভালোবাসতেন। এমনকি তিনি ভালোবাসতেন, ভক্তিমূলকভাবে, ফরীশীদের এবং লেখকদের যেমন তিনি তাদের সেবা করতেন, তাদের কাছে প্রচার করতেন, তাদের কাছে পৌঁছেছিলেন। তিনি তাঁর শত্রুদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন যারা তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। তিনি [একজন] অনুতপ্ত পাপীকে ক্ষমা করেছিলেন যিনি ক্রুশে তাঁর কাছে আবেদন করেছিল। এইসব দেখায় কিভাবে তিনি ঈশ্বরের বিধান পূরণ করেছেন।

আমরা যীশুর জীবনে যা দেখি তার চেয়ে ভালো নৈতিক বিধানের প্রকাশ আর কোন জায়গায় আমরা দেখি না। এটিই প্রথম উপায় যেখানে তিনি বিধান পূর্ণ করেছিলেন। দ্বিতীয় উপায় যে যীশু বিধান পূর্ণ করেছেন, অবশ্যই, ক্রুশের উপর তাঁর আনুগত্যের সাথে। তিনি দণ্ড সহ্য করেন। তিনি তাঁর মণ্ডলীর পক্ষ থেকে পাপের শাস্তি গ্রহণ করেছিলেন। যেহেতু এটি ঈশ্বরের বিধানের উপর এই বক্তৃতার সুযোগের বাইরে পড়ে, তাই আমি এখন এটিকে আরও অস্পৃশ্য রেখেছি।

বিধান পূর্ণ করার তৃতীয় অর্থ হল যীশুর কাজের সাথে তাঁর লোকেদের হৃদয় ও জীবনে বিধান লিপিবদ্ধ করার কাজ। সীনয় পর্বতের বিধান যেমন পাথরে ঈশ্বরের আঙুল দিয়ে লেখা হয়েছিল, তেমনি যীশুর আত্মা পাপীদের হৃদয়ে বিধান লিখে দেন। সেই অর্থে, তিনি ঈশ্বরের বিধানও পূর্ণ করেন। আর এটি একটি সমালোচনামূলক এবং গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। যোহন ৩-এ, যীশু নতুন জন্ম সম্পর্কে শিক্ষা দিয়েছিলেন; ‘‘নূতন জন্ম না হইলে কেহ ঈশ্বরের রাজ্য দেখিতে পায় না’’ (পদ ৩-৫)। পারে না শব্দটি লক্ষ্য করুন, এখানে বলা হয়নি যে, নাও হতে পারে। ‘‘নাও হতে পারে’’ এটি অনুমতি সম্পর্কে কথা বলতে পারে না। শর্ত সম্পর্কে বলে না। তিনি বলেছেন, ‘‘এই পতিত অবস্থায় তুমি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না। [এটি] রাজ্যের বিধান। তোমাকে নতুন করে জন্ম নিতে হবে।’’ আমাদের ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন। সেই বিধানটি আমাদের মধ্যে লিখতে হবে এবং পৌল তাই রোমীয় ৮:৪-এ উল্লেখ করেছেন। আর সেই অংশে পরিপূর্ণ শব্দটি রয়েছে। তিনি অনুগ্রহের কাজ সম্পর্কে বলেছেন, ‘‘যেন আমরা যাহারা মাংসের বশে নয়, কিন্তু আত্মার বশে চলিতেছি, ব্যবস্থার ধর্ম্মবিধি সেই আমাদিগেতে সিদ্ধ হয়।’’ এখন, পরিত্রাণ শুধুমাত্র পাপ

থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নয়, [কিন্তু] পরিত্রাণ হল যীশু খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তিকে সঙ্গতিপূর্ণ করাও। কি সুন্দর ধারণা! আর পরিশেষে, মুক্তিপ্রাপ্ত মানবতা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি দিয়ে উজ্জ্বলভাবে আলোকিত হবে যেখানে আমরা সবাই নতুন স্বর্গ এবং নতুন পৃথিবীতে সেই বিধান পূরণ করব, যেমন যীশু তাঁর জীবনে করেছিলেন।

এখন, সংক্ষেপে মথি ৫:১৮-১৯-এ ফিরে যায়। আপনি লক্ষ্য করেছেন যে যীশু বিধানের স্থায়ীত্বকে তুলে ধরেছেন। তিনি ১৮ পদে তা করেছেন। [তিনি] খুব জোর দিয়েছেন, বলেছনে "কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে।" একটি জট বা একটি বিন্দু হল হিব্রু ভাষার সবচেয়ে ছোট একটি চিহ্ন যা প্রায় নগণ্য, আমাদের কমা বা অ্যাপোস্ট্রফির মতো। যীশু বলেছেন, 'বিধানের কিছুই কেড়ে নেব না। এর সামান্যতম পরিবর্তনও আমি কাউকে করতে দেব না।' আর তারপর ১৯ নং পদে, তিনি এই বিষয়ে একটি দৃঢ় সতর্কবাণী দিয়ে শেষ করেছেন "যে কেহ এই সকল ক্ষুদ্রতম আজ্ঞার মধ্যে কোন একটি আজ্ঞা লঙ্ঘন করে ও লোকদিগকে সেইরূপ শিক্ষা দেয়, তাঁহাকে স্বর্গরাজ্যে অতি ক্ষুদ্র বলা যাইবে; কিন্তু যে কেহ সে সকল পালন করে ও শিক্ষা দেয়, তাহাকে স্বর্গ-রাজ্যে মহান বলা যাইবে।"

এখন আমরা যা শিখেছি তা থেকে এই উপসংহারে আসা নিরাপদ যে প্রভু এখানে আমাদের ১০ আজ্ঞার কোনও অংশকে পুনর্লিখন, উপেক্ষা, [বা] বাতিল না করার বিষয়ে একটি ভয়ঙ্কর সতর্কবাণী দিয়েছেন। আর, এটি আমাদের পূর্ববর্তী বক্তৃতায় আমরা যা শিখেছি তা থেকেও বোঝা যায় যে বিধান বিধানদাতার প্রতিফলন। অতএব, বিধান প্রণেতা পরিবর্তন না হলে বিধান পরিবর্তন করা যাবে না। আর বিধানদাতা পরিবর্তন হবে না; তিনি চিরকাল একই। তাঁর চরিত্র বদলায় না; অতএব, তাঁর বিধান পরিবর্তন হবে না। ঈশ্বরের ১০ আজ্ঞা তারিখহীন, স্বর্গদূত এবং মানুষদের একটি পূর্বনির্ধারিত সৃষ্টি এবং তারা এই জগৎকে চিরকালের জন্য নতুন পৃথিবীতে ছাড়িয়ে যাবে, যেখানে ধার্মিকতা বাস করে। পৌল এর তাৎপর্য বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনি, বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিকতার বিস্ময়কর সুসমাচার শেখানোর পরে, রোমীয় ৩ এর সাথে উপসংহারে বলেন, "তবে আমরা কি বিশ্বাস দ্বারা ব্যবস্থা নিষ্ফল করিতেছি? তাহা দূরে থাকুক; বরং ব্যবস্থা সংস্থাপন করিতেছি।"

সুতরাং, আমাদের এই আলচনা পরিসমাপ্তি করা যাক। সুসমাচার হল সেই সুসংবাদ যে ঈশ্বর পাপীদের পরিত্রাণ দিতে এসেছিলেন, যীশু খ্রীষ্টের বিধান ও তাঁর মৃত্যু এবং বিধানের শাস্তি নিজের উপরে নিয়ে দিয়েছিলেন। অন্য কথায়, যীশু আনুগত্যের দাবিতে এবং অবাধ্যতার শাস্তি উভয় ক্ষেত্রেই আইনকে সম্মান করেছিলেন। যেখানে প্রথম আদম ব্যর্থ হয়েছে সেখানে শেষ আদম সফল হয়েছে। আর বিধান রক্ষক হিসাবে তাঁর নিজের বাক্যের/ কথার ভিত্তিতে, যীশু এখন বলছেন, "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল আমার নিকটে আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব (মথি ১১:২৮)।

হতে পারে বিধান অধ্যয়নগুলি আপনার এবং আমার মধ্যে অস্বস্তির অনুভূতি বাড়িয়ে তুলবে যখন আমরা এই ছবিটি দেখি যে আমাদের কেমন হওয়া উচিত এবং ভালোবাসা কেমন হওয়া উচিত এবং আনুগত্যের বিবরণ কী, সম্মানের সাথে – ঈশ্বরের মত হওয়ার অর্থ কী। আমাদের অস্বস্তির অনুভূতি এবং প্রত্যয়ের অনুভূতি থাকবে। হয়তো ঈশ্বরের পবিত্রতা দেখা আমাদের একটু অস্বস্তিকর করে তুলবে। আর তারপর ত্রাণকর্তার সেই বার্তাটি শুনুন, 'আমার কাছে এস, তোমরা যারা পরিশ্রান্ত এবং অপরাধবোধে ভারাক্রান্ত, তোমাদের অক্ষমতা, তোমাদের সংগ্রাম, তোমাদের অতীত, তোমাদের বর্তমান নিয়ে, আমার কাছে এস এবং আমি তোমাকে বিশ্রাম দেবে।'

আর বাকিটা যা খ্রীষ্ট দেন তা হল তিনি বিধান পূর্ণ করেছেন। অর্থাৎ তিনি বিধান রক্ষা করেছেন এবং এর দ্বারা পাপীদের বিকল্পও হয়ে উঠেছেন। তাঁর রক্তের ভিত্তিতে ক্ষমা আছে। তাঁর যোগ্যতার ভিত্তিতে গ্রহণযোগ্যতা আছে, কিন্তু আনুগত্য থেকে শিথিল হওয়ার মধ্যে কোন বিশ্রাম নেই, যেমন প্রভু যীশু নিজেই সেই পদে উপসংহারে বলেছেন, "আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে তুলিয়া লও, এবং আমার কাছে শিক্ষা কর, আমার যোঁয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু" (মথি ১১:২৯-৩০)। আর প্রভু যীশু আমাদের পরবর্তীতে যোহন ১৪:১৫ তে শিক্ষা দেন, "যদি তোমরা আমাকে ভালোবাস, আমার আজ্ঞা পালন করো।" এই আজ্ঞাগুলি সীনয় পর্বতে ১০ আজ্ঞায় আমাদের দেওয়া আজ্ঞাগুলির চেয়ে আলাদা নয়।

সুতরাং, পরের দুটি বক্তৃতায়, আমরা দশ আজ্ঞার অধ্যয়নে প্রবেশের পুর্বে, পাপীর সাথে এর সম্পর্ক এবং সন্তদের সাথে এর সম্পর্ক সম্বন্ধে আরও একবার দেখবো। সুতরাং, আপনাকে আবার ধন্যবাদ এবং ঈশ্বর আপনার এবং আমার এই বাক্যগুলিকে আশীর্বাদ করুন।

বক্তৃতা ৫

বিধান এবং পাপী

আমাদের পতনের পর থেকে, আমরা ঈশ্বরের বিধান মেনে চলার সমস্ত ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু সব মানুষ সেই বাস্তবতা দেখছে না, যতক্ষণ না তারা প্রকৃতপক্ষে অনুগ্রহের মাধ্যমে জাগ্রত হচ্ছে। কেবলমাত্র তখনই আমরা দেখতে শিখি যে আমরা সবাই পৌলের বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত, ধার্মিক কেহই নাই, এক জনও নাই। এই মডিউলে আমরা আশা করি কিভাবে ঈশ্বর পাপীদের নিজেদের সম্পর্কে এই সচেতনতা এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্ট এবং তাঁর পরিত্রাণের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আসেন সেই বিষয়ে আলোচনা করবো। যখন আমরা এটি করে যায়, আমরা আবিষ্কার করবো যে তাঁর বিধান সেই শিক্ষার যাত্রায় একটি অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে।

প্রতিলিপি বক্তৃতা ৫

ঈশ্বরের বিধান সম্পর্কে আমাদের পঞ্চম বক্তৃতায় স্বাগতম। আজকের বক্তৃতাটির শিরোনাম হল বিধান এবং পাপী, আর আমাদের শাস্ত্রের পদ যা আমরা ব্যাখ্যা করার এবং চিন্তা করার লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করব তা হচ্ছে রোমীয় ৩:২০, যেখানে বলা হয়েছে, ‘‘কেননা ব্যবস্থা দ্বারাই পাপের জ্ঞান জন্মে।’’ যদিও আমরা আমাদের পূর্ববর্তী বক্তৃতাগুলিতে অধ্যয়ন করেছি যে বিধান ভালো এবং পবিত্র এবং ঠিক কারণ এটি আমাদের বিধানদাতাকে প্রতিফলিত করে, তবুও এটি আমাদের বেশিরভাগের কাছে সাধারণ জ্ঞান যে বিধান অস্বস্তি সৃষ্টি করে। এটা আমাদের মধ্যে কষ্ট, এমনকি প্রতিরোধ এমনকি পেছনে সরে যাওয়ার কারণও বটে। কেন এমন হল? এটা অবশ্যই আমাদের আজকের এই পাপী অবস্থার জন্যই হয়েছে।

পরমদেশে পতনের পর থেকে, বিধানের সাথে আমাদের সম্পর্ক পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা বিধান ভঙ্গ করেছি বলে আমাদের এবং বিধানের মধ্যে এখন আর কোন [বান্ধবপূর্ণ] সম্পর্ক নেই। সুতরাং, আমরা ঈশ্বরের সাথে এবং ঈশ্বরের প্রতিফলনের সাথে দ্বন্দ্বে রয়েছি যেমন তিনি আমাদেরকে তাঁর পবিত্র বিধানে দিয়েছেন। আর হ্যাঁ, বিধান এই সময়ে আমাদের পাপীদের জন্য শুধুমাত্র একটি জিনিস করতে পারে। এটি শুধুমাত্র আমাদেরকে অভিযুক্ত করতে পারে এবং আমাদের বিচার করতে পারে এবং নিন্দার দাবি করতে পারে এবং আমরা ঈশ্বরের বিধান সম্পর্কে চিন্তা করার সময় এটি আমাদের সকলের দ্বারা স্বজ্ঞাতভাবে অনুভূত হয়। তাই হ্যাঁ, আমাদের অবস্থার ফলস্বরূপ, আমাদের এখন ঈশ্বর এবং তাঁর পবিত্র বিধানের বিরুদ্ধে ঘৃণা জন্মেছে।

রোমীয় রোমানদের ৮ অধ্যায়ে এটি খুব স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। আমরা সেই পদটি বিবেচনা করব এবং পৌল [আমাদের] ঈশ্বরের সাথে শত্রুতার কথা বলেছেন এবং [কীভাবে] আমরা যে অবস্থায় আছি সেই অবস্থায় আমরা ঈশ্বরের বিধানের অধীন হতে পারি না (রোমীয় ৮:৭)। আসুন স্পষ্ট করা যাক যে এটি ঈশ্বরের বিধানের প্রতিফলন নয়। বিধানের কোন দোষ নেই। প্রেরিত পৌল আমাদের সাথে রোমীয় ৭ অধ্যায়ে – ঈশ্বরের বিধানের সাথে তাঁর নিজের বিরোধ ভাগ করে নিয়েছেন; যখন প্রভু প্রকৃতপক্ষে তাঁকে পরিবর্তন করেছিলেন। তাঁর মনপরিবর্তন হওয়ার আগে, তিনি ঈশ্বরের বিধানকে প্রতিরোধ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মনপরিবর্তনের পরে, তিনি আরও প্রতিরোধ করেছিলেন যখন তিনি অনুভব করেছিলেন যে তাঁর হৃদয়ের প্রতিরোধ ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধে চালিত হচ্ছে যখন এই বিষয়টি তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে ১০তম আজ্ঞার মাধ্যমে যে, ‘‘তুমি লোভ করিও না।’’

কিন্তু শেষ পর্যন্ত, প্রেরিত পৌল তাঁর নিজের পাঠকদের আশ্বস্ত করেন [যে] বিধানে কোনো ভুল নেই। বিধান ভালো, পবিত্র এবং ন্যায়সঙ্গত। এটি হচ্ছে আমাদের পাপপূর্ণ সমস্যা যা ঈশ্বরের বিধানের পবিত্রতা এবং ন্যায়বিচারের উপর প্রতিক্রিয়া দেখায়। তাহলে প্রশ্ন হল, ’কীভাবে এই অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে? কীভাবে আমরা ঈশ্বরের বিধানকে ভালোবাসতে পারি যেমন দাউদ তাঁর লেখনী, গীতসংহিতাতে প্রকাশ করেছিলেন? সংক্ষিপ্ত উত্তর হল, ‘এটি হচ্ছে ঈশ্বরের পরিত্রাণের কাজ। তিনিই এক এবং একমাত্র [যিনি] আমাদের অবস্থা পরিবর্তন করতে পারেন।’

এই বক্তৃতায়, আমি আপনার সাথে অন্বেষণ করতে চাই কিভাবে ঈশ্বর এখন একজন পাপীকে বাঁচাবার জন্য তাঁর নিজের বিধান ব্যবহার করেন। একজন পাপী বলতে আমি কী বোঝাতে চাই প্রথমে তা সংজ্ঞায়িত করা যাক। যেমন শাস্ত্রে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, একজন পাপী হল একজন অ-অনুতপ্ত, অবিশ্বাসী, আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ব্যক্তি (উদাহরণস্বরূপ, ইফিষীয় ২ অধ্যায়ের প্রথম ৩ পদে পৌল ইফিষীয় বিশ্বাসীদের অপরাধী এবং পাপে মৃত বলে বর্ণনা করেছেন)। সুতরাং, আমি আমাদের পরিত্রাণের জন্য ঈশ্বর যে

বিধান ব্যবহার করেন তা বিবেচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করি। প্রথমে, আসুন এক মুহূর্তের জন্য বিবেচনা করি যে পরিত্রাণের মধ্যে বিধান কী করে না। আর দ্বিতীয়ত, আসুন দেখি কিভাবে ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাণের অভিজ্ঞতায় আনতে বিধানকে ব্যবহার করেন।

সুতরাং, একজন পাপীর জীবনে বিধানের উদ্দেশ্য আমাদের পাপ এবং অপরাধবোধ থেকে কীভাবে রক্ষা করা যায় তার নির্দেশনা দেওয়া নয়। আদম এবং হবা ঈশ্বরের সাথে তাদের চুক্তি ভঙ্গ করার পূর্বে, বিধান-রক্ষাকর্তা বা কাজ-আনুগত্য ছিল জীবনের পথ। ঈশ্বর তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অনন্ত জীবন, জীবনের মান এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক গভীর করার, বাধ্যতার উপর। এটিই ছিল বিধানের আদি অভিপ্রায়, জীবনের পথ। ‘‘এটি করো এবং তুমি বেঁচে থাকবে,’’ ঈশ্বরের সাথে একটি চির-গভীর সম্পর্কের মধ্যে বাস করো, যাকে নতুন নিয়মে বেশিরভাগ সময়ই অনন্ত জীবন বলা হয়। । কিন্তু, আমরা পরমদেশের এই আধ্যাত্মিক অবস্থায় আর নেই। আপনি দেখুন, এখানে ইহুদি ফরীশীরা ভুল করেছিল। সারমর্মে বলা যেতে পারে, এখানে সমস্ত ধর্ম ভুল হয়ে যায় যা বিশুদ্ধ খ্রিস্টধর্ম (খ্রিষ্টীয়পথ) নয়।

ফরীশীরা বিধানের আনুগত্যকে জীবনের পথ হিসেবে দেখেছিল। তারা প্রকৃতপক্ষে পরমদেশের বিধান এবং সীনয় পর্বতের বিধানের প্রেক্ষাপটে কোন পার্থক্য দেখেনি, কিন্তু প্রসঙ্গটিতে আমূল পরিবর্তন হয়েছে। যদিও বিধান একই, যদিও পরমদেশের মূল বিধান এবং সীনয় পর্বতে সেই মূল বিধানের প্রকাশ একই, ঈশ্বর যে প্রেক্ষাপটে সেই বিধান দেন তা এক নয়। স্মরণ করুন [যে] পরমদেশ ছিল কাজের চুক্তির প্রসঙ্গে। বিধান এই আদি পিতামাতাদের বিধান নির্দেশ করে, ‘গমনাগমন কর, কাজ কর এবং তুমি বাঁচবে।’সীনয় পর্বতের প্রসঙ্গ কী? এটা আর কাজের চুক্তি নয়; এটি অনুগ্রহের চুক্তির প্রসঙ্গ দিয়ে বর্ণিত।

আমরা বিশেষভাবে ১০ আজ্ঞার দিকে নজর দেব, আপনি প্রথম উদ্বোধনী বিবৃতিটি লক্ষ্য করবেন, যা সাধারণত প্রস্তাবনা বলেও পরিচিত, যেখানে পরিত্রাণের কথা, অনুগ্রহের কথা রয়েছে; ‘‘আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু যিনি তোমাকে মিশর থেকে দাসত্বের দেশ থেকে তোমাকে বের করে এনেছি।’’ আপনি লক্ষ্য করেন যে ঈশ্বর তাদের কী মনে করিয়ে দিয়েছেন, ‘‘আমি প্রভু তোমার ঈশ্বর;’’ সম্পর্ক, অনুগ্রহের সম্পর্ক। এটি উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এখানে ফরীশীরা এমনকি যীশুর পরিচর্যা বোঝার জন্য সংগ্রাম করেছিল। পৌলকে দুঃখের সাথে বুঝিতে দিতে হয়েছিল যে তিনি কীভাবে রোমানদেরকে তাঁর ভাই হিসাবে দেখেছিলেন। আর তিনি রোমীয় ১০-এ বর্ণনা করেছেন যে মারাত্মক ভুলটি ইহুদিরা পরিত্রাণের বিষয়ে আঁকড়ে ধরে রেখেছে। তিনি রোমীয় ১০:২-৩ এ কী বলছেন তা শুনুন, ‘‘কেননা আমি তাহাদের পক্ষে এই সাক্ষ্য দিতেছি যে ঈশ্বরে রবিশয়ে তাহাদের উদ্যোগ আছে, কিন্তু তাহা জ্ঞানানুযায়ী নয়। ফলত ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতা না জানায় এবং নিজ ধার্মিকতা স্থাপন করিবার চেষ্টা করায়, তাঁহার ঈশ্বরের ধার্ম্মিকতার বশীভূত হয় নাই।’’ ঈশ্বরের ধার্মিকতা,’’ যা সেই ধার্মিকতা যা তিনি তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্টের কাজ এবং মৃত্যুতে দিয়েছেন।

সুতরাং, আমাদের বোঝা অপরিহার্য যে আমাদের পাপীদের জন্য বিধানটি জীবনের পথ হিসাবে দেওয়া হয়নি। তাহলে পাপী হিসেবে আমাদের জন্য বিধানের উদ্দেশ্য কী? প্রথমত, আমাদের পাপের জন্য আমাদের দোষী সাব্যস্ত করার জন্য, আমাদের অবস্থার নিরাশা এবং অসহায়ত্বের সাথে আমাদের মোকাবিলা করার জন্য এটি ঈশ্বরের পরিমাপক সরঞ্জাম। মনে রাখবেন [যে] রোমীয় ৩:২০ তে বলা হয়েছে, ‘‘কেননা ব্যবস্থার দ্বারা পাপের জ্ঞান জন্মে’’ রোমীয় ৭:৭ এ প্রেরিত পৌল এটিকে আরও কিছুটা ব্যাখ্যা করেছেন যখন তিনি বলেন, ‘‘তবে কি বলিব? ব্যবস্থা কি পাপ? তাহা দূরে থাকুক; বরং পাপ কি, তাহা আমি জানিতাম না, কেবল ব্যবস্থা দ্বারা জানিয়াছি; কেননা ‘‘লোভ করিও না,’’ এই কথা যদি ব্যবস্থা না বলিত, তবে লোভ কি, তাহা জানিতাম না।’’ আপনি লক্ষ্য করেছেন কিভাবে তিনি সেখানে ভাগ করে নেন যে তাঁর নিজের পাপপূর্ণতার জ্ঞান সেই পরিমাপক সরঞ্জামের মাধ্যমে এসেছে যা ঈশ্বর বিধানে ব্যবহার করেছেন। ‘‘ব্যবস্থা দ্বারা পাপের জ্ঞান জন্মে।’’ এর অর্থ হল যে আমরা এখন তাঁর পবিত্র দৃষ্টিতে যা আছি তার নির্ণয় করতে ঈশ্বর তাঁর বিধান ব্যবহার করেন। ঈশ্বর তাঁর বিধানকে আমাদের সামনে আয়নার মতো দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যা তিনি ব্যবহার করেন, এটি বোঝাবার জন্য যে আমরা কতটা তাঁর পরিধির বাইরে বেরিয়েছি, আমরা কতটা কুৎসীত। যদিও আমরা নিজেদেরকে ধার্মিক জিনিস এবং ভালো কাজের ডুমুর পাতা দিয়ে ঢেকে রাখি, তবুও আমরা নগ্ন অবস্থায় আছি, যেমনটি, তাঁর দৃষ্টিতে ছিল, যা লজ্জাজনক, পাপী।

এখন, বিধান আমাদের শেখানোর জন্য ব্যবহৃত হয় যে আমরা এই অবস্থা সম্বন্ধে অন্ধ। ইফিষীয় ২ এবং ৩ এ আবার যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, আমরা যে অবস্থায় আছি সে সম্পর্কে আমরা অন্ধ। আমরা পাপকে পাপ বলে মনে করি না। আমরা বুঝতে পারি না যে পাপ কতটা খারাপ, যতক্ষণ না ঈশ্বর তাঁর বিধান নিয়ে আসেন যাতে আমাদের অনুভব করা যায় যে পাপী হওয়াটা কী। বন্ধুরা, আমরা যতই সুসমাচার শুনি না কেন, যতক্ষণ না আমরা আঘাত অনুভব করি, যতক্ষণ না আমরা আধ্যাত্মিক ক্যান্সার অনুভব করি, যতক্ষণ না পাপের জ্ঞান না পাই ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বার্তায় আগ্রহী নই।

একটি উদাহরণ দিই। আমাদের শহরে একজন দুর্দান্ত সার্জন আছে যেখানে আমি অনেক বছর ধরে বাস করি। প্রতি সপ্তাহে তিনি অনেক লোকের সন্মুখা-সন্মুখি হন। তিনি প্রতি সপ্তাহে পাঁচ বা ছয়টি হাঁটু প্রতিস্থাপন করেন এবং ১৫ বছর ধরে এটি করছেন। আমি হয়তো তার কথা শুনেছি, কিন্তু আমি তাঁর প্রতি কোন মনোযোগ দিইনি। আমি তাঁকে নিয়ে ভাবিনি। যতক্ষণ না আমার হাঁটু এতটা [খারাপভাবে] ব্যাথা দিতে শুরু করল; আমি ঘুমাতে বা বসতে পারতাম না, [এটি] খুব বেদনাদায়ক ছিল; সেই পর্যন্ত আমার তাঁর প্রয়োজন অনুভব হয়নি। তারপর, আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করার সময় নিতে গেলাম, তার আগে নয়, আমার মনে আছে তাঁর কাছে

গিয়ে তাঁকে বলেছিলাম, ‘‘আমার বড় অস্ত্রোপচারের দরকার নেই। আমি জানি আমার কী দরকার। আমার আবার একটু মেরামত দরকার।’’ তিনি বলেছিলেন, ‘‘বন্ধু, চল একটা এক্সরে করি। দেখা যাক কী সমস্যা।’’আমি সমস্যা দেখেছি। আমি সমস্যা অনুভব করেছি এবং আমি আমার নিজের শরীরে হাঁটু প্রতিস্থাপনের অস্ত্রোপচারের জন্য দরখাস্ত জমা দিলাম। এখন, এই দৃষ্টান্তটি শুধুমাত্র [বিধানের] একটি ব্যবহার [দেখানো]। এভাবেই ঈশ্বর বিধান ব্যবহার করেন। এটি আমাদের সবার ক্ষেত্রেই হয়।

যতক্ষণ না আমরা পাপের যন্ত্রণা অনুভব করি, যতক্ষণ না আমরা পাপের বোঝা অনুভব করি (অথবা যদি আমরা পাপের মন্দের তিক্ততা দেখতে পাই এবং স্বাদ পাই এবং আমরা আমাদের পাপের কারণে যে নির্বাসন পেয়েছি তা উপলব্ধি করি। ঈশ্বরের কাছ থেকে যখন তিনি আমাদেরকে স্বর্গ থেকে বের করে এনেছেন, এর অর্থ হল তাঁর যোগাযোগ থেকে), যতক্ষণ না আমরা এই বিষয়গুলি অনুভব করি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের বার্তা সম্পর্কে গুরুতর হয়ে উঠব না। আর তাই, আমাদের গম্ভীর হওয়ার জন্য, ঈশ্বর প্রত্যয় আনতে বিধান ব্যবহার করেন, যেন আমাদের নিজেদের থেকে বড় এবং বেশি করে একজন পরিত্রাতার প্রয়োজন অনুভব করাতে পারেন। তিনি আমাদের নম্র করার জন্য, আমাদের গর্বকে চূর্ণ করার জন্য, আমাদের মধ্যে বসবাসকারী সেই প্রতিরোধের মনভাবকে আঘাত করার জন্য একটি হাতুড়ি হিসাবে ব্যবহার করেন যা পৌল রোমীয় ৭-এ বর্ণনা করেছেন।

এখন, আমি একমত যে এই ধরনের জাগরণ উপলব্ধি করা একটি অভদ্র বাস্তবতা। হঠাৎ যদি আমি বার্তা পাই যে আমার একটি দুরারোগ্য ক্যান্সার হয়েছে, আমার জীবন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে। ভালো, এটি আধ্যাত্মিক ক্যান্সার। আমরা যে অবস্থায় আছি সে অবস্থায় ঈশ্বর যখন তাঁর বিধান ব্যবহার করেন, তখন হ্যাঁ, আমরা ভয় অনুভব করি। এটি আমাদের দুর্বল [এবং] লজ্জিত অনুভব করায়, কিন্তু প্রভুর পরিত্রাণের জন্য আমাদের হৃদয় উন্মুক্ত করার জন্য এটি কতটা প্রয়োজনীয়। এটি সাধারণত আমাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া নয়। আমাদের প্রথম প্রতিক্রিয়া হল, 'চলো বদলে যাই। আসুন উন্নতি করি। আমাকে কিছু করতে দিন।’’

এখন, এটি একটি আশাহীন কাজ, আমরা যাই করি না কেন, আমরা যা করি তা ঈশ্বরের পরিপূর্ণতার মানদণ্ডের অধীনে পড়ে। এমনকি আমাদের সেরা ও উত্তম কাজ, ভাববাদী যিশাইয় ৬৪:৬ - তে বলেন যে, তা এক ছেঁড়া এবং নোংরা ন্যাকড়ার মতো।

আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার আরও গভীর বিশ্লেষণ করা আমার জন্য এই বক্তৃতার অন্তর্ভুক্ত নয়। আমি আপনাকে শাস্ত্রে বর্ণিত আপনার নিজের পরিমাপকের বিষয়ে অধ্যয়ন করার জন্য অনুরোধ করছি। রোমীয় ৩:১০-১৮ নিন, বা মার্ক ৭:২০-২৩ দেখুন, যা শাস্ত্রে দেখয়া মানুষের জন্য দেওয়া পরিমাপন। আর কেন এটি প্রয়োজনীয়? যাতে প্রতিটি মুখ ঈশ্বরের বিধানকে অজুহাত দেওয়া থেকে, ক্ষীণ করা থেকে, অস্বীকার করা থেকে, আপত্তি করা বন্ধ করে। যাতে আমরা সবাই ঈশ্বরের সামনে অপরাধী হতে পারি। এভাবেই পৌল এটিকে রোমীয় ৩ -এ রেখেছেন। এটি আমাদেরকে সুসমাচারের বার্তা শোনার জন্যও ইচ্ছুক করে তোলে এবং এটিই দ্বিতীয় বৃহৎ ব্যবহার যেভাবে ঈশ্বর বিধান ব্যবহার করেন। তিনি আমাদের, পাপীদের যীশু খ্রীষ্টের দিকে পরিচালিত করার জন্য আইন ব্যবহার করেন।

আসুন গালাতীয় ৩:২৪ -এ যাই যেখানে পৌল এই শব্দগুলিতে বিধানের এই ব্যবহার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, ‘‘এই প্রকারে ব্যবস্থা খ্রীষ্টের কাছে আনিবার জন্য আমাদের পরিচালক দাস হইয়া উঠিল, যেন আমরা বিশ্বাস হেতু ধার্মিক গণিত হই।’’ সেই শেষ অংশটি হল সুসমাচার; বিশ্বাসের দ্বারা, প্রভু যীশুতে বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হয়। কিভাবে আমরা সেখানে পৌছতে পারি? তিনি বলেন, ঈশ্বর স্কুলের শিক্ষক হিসেবে বিধান ব্যবহার করেছেন। আসুন আমরা বুঝি শিক্ষক শব্দের অর্থ কী। গ্রীক সংস্কৃতিতে, একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন এমন একজন যিনি শিশুদের সংগ্রহ করতেন এবং একজন স্কুলের শিক্ষকের দ্বারা শেখানোর জন্য তাদের স্কুলে নিয়ে আসেন। আমাদের পরিপক্ষিতে, আমরা শিক্ষককে বাস চালক বলতে পারি। তিনি মূলত এই। তিনি শিক্ষক ছিলেন না। তিনি ছিলেন সেই মাধ্যম, ব্যক্তি, যিনি শিশুদেরকে বিদ্যালয়ে পড়ানোর পথ দেখাতেন। প্রতিদিন সেই একই কাজ করতেন। প্রতিদিন তিনি ঘুরে বেড়াতেন এবং শিশুদের বিদ্যালয়ে নিয়ে আসার জন্য জড়ো করতেন।

এখন, পৌল সেই সাংস্কৃতিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের ধারণাটি ব্যবহার করে তুলনা করেন যে কীভাবে ঈশ্বর আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিধান ব্যবহার করেন। বিধান আমাদের রক্ষা করে না। আমাদের বাঁচানোর ক্ষমতা বিধানের নেই। এটি শুধুমাত্র পাপীকে অভিযুক্ত করতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের পরিত্রাতার কাছে নিয়ে আসার জন্য তাঁর আত্মার পরিচর্যায় এটি ব্যবহার করেন। তাই, বিধান এবং সুসমাচারের মধ্যে এই সম্পর্কটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যাতে আমরা ভালোভাবে উপলব্ধি করি এবং কখনই সেগুলিকে মিশ্রিত না করি বা তাদের যেকোন একটিকে নির্মূল না করি৷

এক মুহূর্তের জন্য এটিকে আমায় একসঙ্গে সংঘবদ্ধ করতে দিন; কীভাবে বিধান এবং সুসমাচার ঈশ্বরের রক্ষার পরিচর্যায় একসাথে কাজ করে। আমাদের অনুগ্রহের সিংহাসনে নিয়ে আসার জন্য বিধানকে ঈশ্বরের আদালতের দাস হিসাবে ভাবুন। সেখানেই তিনি ইচ্ছা করেন যেন আমরা যেতে পারি। এই কারণেই তিনি বিধানকে দোষী সাব্যস্তকারী আদালতের দাস হিসাবে পাঠিয়েছেন, আমাদের গ্রেপ্তার করেছেন, খ্রীষ্টের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের সতর্ক করেছেন। বিধান বলে, ‘‘পালন করো’’ এবং তারপরে আমরা বুঝতে শুরু করি যে আমরা তা করতে পারি না এবং আমরা ভুল কাজগুলি করেছি এবং দোষী হয়ে দাঁড়িয়েছি। আর ঈশ্বর সেই চাহিদাটি ব্যবহার করেন যা আমরা পূর্ণ করতে পারি না এবং আমাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের কাছে নিয়ে আসে, আর যীশু

খ্রীষ্টের সুসমাচার বলে, ''কাজ সমাপ্ত হয়েছে।'' সুতরাং, তিনি আমাদেরকে খ্রীষ্টের ''সম্পন্ন'' কাজের কাছে আনার জন্য ''কাজ করো''-শব্দটির ব্যবহার করে।

অথবা অন্য উদাহরণ যদি দেখি; ঈশ্বর বিধানকে ডাক্তারের হাতে ব্যবহৃত সূচ হিসাবে ব্যবহার করেন। তাঁর কাছে এই সূচ এবং ওষুধের সাথে এই ইনজেকশন রয়েছে এবং তিনি আমাদের ত্বকের নীচে সেই ওষুধটি দিতে চান। তিনি কি করেন? তিনি সেই সূচিটি চামড়ায় ফুটিয়ে দেন। এটি ব্যাথা দেয়। এটি নিরাময় করে না। না, বিধান নিরাময় করে না। বিধান সূচ ফুটিয়ে দেওয়ার মত কাজ করে। কিন্তু সেই সূঁচের জন্য সেই ত্বকে প্রবেশ করার উপায় তাঁর শরীরে ওষুধ দেওয়া ঠিক সেইভাবে ঈশ্বর আমাদের সুসমাচারে আনতে তাঁর পরিচর্যায় আবার বিধান ব্যবহার করেন।

সুতরাং, আমরা আগে শিখেছি যে বিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রতিদিন তার কাজ করেন, একবার নয় [কিন্তু] প্রতিদিন। এটাও [আধ্যাত্মিক জীবনে] সত্য। [যেমন] বিধান প্রাথমিকভাবে আমাদেরকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সন্ধান করার জন্য সতর্ক করে, তাই বিধানটি প্রত্যয়ের উৎস হয়ে থাকে, এমনকি ঈশ্বরের সন্তদের জীবনেও। [এটি] বিশেষ করে [সত্য] এবং তা ততই প্রকাশ পাই যত বেশি আমরা যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্ব, যেমন আমরা আমাদের পূর্ববর্তী বক্তৃতায় দেখেছি এবং তাঁর মধ্যে বিধানের পরিপূর্ণতা দেখেছি যেভাবে তিনি জীবনযাপন করেছিলেন, তিনি যেভাবে কাজ করেছিলেন, যেভাবে তিনি পৌঁছেছিলেন, যেভাবে তিনি নিজেকে অস্বীকার করেছিলেন, তাঁর প্রেমে তিনি পিতা [এবং] অন্যদের ভালোবাসতেন, এগুলিকে বিবেচনা করি।

বন্ধুরা, আমরা যত বেশি বিধানের সেই চিত্রটি দেখব, অনুগ্রহের জীবনেও তত বেশি প্রত্যয় অনুভব করা যাবে এবং খ্রীষ্টের জন্য আরও বেশি প্রয়োজন অনুভব করা যাবে। সুতরাং, ঈশ্বরের সন্তরা, যদিও বিশ্বাসের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ধার্মিক, তবে তারা মহিমান্বিত না হওয়া পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হয় না। প্রেরিত পৌল রোমীয় ৭:১৪ তে এটি স্বীকার করেছেন। তিনি একটি চমকপ্রদ বিবৃতি দেন, ''আমি মাংসময়, পাপের অধীনে বিক্রীত।'' নতুনজন্ম পাওয়ার পরও, তিনি বলেছেন, ''অতএব আমি এই ব্যবস্থা দেখিতে পাইতেছি যে, সৎকার্য্য করিতে ইচ্ছা করিলেও মন্দ আমার কাছে উপস্থিত হয়। বস্তুতঃ আন্তরিক মানুষের ভাব অনুসারে আমি ঈশ্বরের ব্যবস্থায় আমোদ করি। কিন্তু আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে অন্য প্রকার এক ব্যবস্থা দেখিতে পাইতেছি; তাহা আমার মনের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, এবং পাপের যে ব্যবস্থা আমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে আছে, আমাকে তাহার বন্দি দাস করে'' (রোমীয় ৭:২১-২৩)।

কেন এমন হল? রোমীয় ৮:৭ পদে পৌল এটিই লিখেছেন। তিনি বলেছেন, ''কেননা মাংসের ভাব ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা, কারণ তাহা ঈশ্বরের ব্যবস্থার বশীভূত হয় না, বাস্তবিক হইতে পারেও না।'' দৈহিক মন, শত্রুতা, যা ঈশ্বরের বিধানের অধীন হতে পারে না। দেখুন, ঈশ্বর যখন একজন মানুষকে রক্ষা করেন, তখন তিনি দৈহিক বৃদ্ধ মানুষটিকে পরিবর্তন করেন না। তিনি তাকে ক্ষুধার্ত করবেন এবং তাকে বশীভূত করবেন এবং অবশেষে, আমাদের মৃত্যুর দিনে, তিনি আমাদেরকে মর্তময় দেহ থেকে মুক্তি দেবেন যা আমরা বহন করি। আর তাই, প্রভু ঈশ্বরের সন্তদের জীবনেও দৃঢ় বিশ্বাসের উৎস হতে চলেছেন, অথবা আমরা বলতে পারি যে তিনি আমাদের প্রভু যীশুর কাছে নিয়ে আসার জন্য একজন বিদ্যালয়ের শিক্ষাক হিসাবে অবিরত আছেন।

তাই যখন আমরা এখন একসাথে শেষ করব, আমি আপনাকে আপনার আধ্যাত্মিক যাত্রা এবং একজন পাপী হিসাবে ঈশ্বরের বিধানের সাথে আপনার সম্পর্কে কিছু ব্যক্তিগত প্রতিফলন পেতে উত্সাহিত করছি, কারণ যীশুর দিনের ফরীশীরা আমাদের দিনে বিলুপ্ত হয়নি। আমাদের পক্ষে তাদের ত্রুটিতে ফিরে আসা সহজ, যাকে আনুষ্ঠানিকভাবে আইনবাদ বা কাজ-ভিত্তিক পরিত্রাণ বলা হয়। নিজের মধ্যে পরীক্ষা করে দেখুন, আমাদের পক্ষে সেভাবে চিন্তা করা কতটা সহজ। এই চিন্তা আমাদের পরিচিত। আসুন সৎ হই।

আমরা আমাদের দৈনন্দিন, স্বাভাবিক জীবনে প্রতিদিন সেই স্তরে কাজ করি। আপনি জানেন যে আপনি এগিয়ে যাওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। ভালো কাজ করুন এবং আপনি একটি পদোন্নতি পাবেন। মনিব দয়া করেন এবং আপনি একটি বেতন বৃদ্ধি পেতে পারেন। এভাবেই আমরা কাজ করি। আমরা মনে করি কাজ-ভিত্তিক, যোগ্যতা-ভিত্তিক আনুগত্য আশীর্বাদ নিয়ে আসে, আর এই চিন্তাভাবনা আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক মনে হয় কারণ আমরা যখন পরমদেশে ছিলাম তখন আমাদের সৃষ্টিকর্তার সাথে একই রকম সম্পর্ক ছিল। প্রভুর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের যোগ্যতা অর্জনের জন্য আমরা সবসময় [বিধানের প্রতি আমাদের আনুগত্যের] ভিত্তিতে কাজ করছিলাম। আমরা জানতাম যে [সে সময়] আনুগত্যই জীবনের পথ; কিন্তু আজ আর সেভাবে নেই।

আজ, এটি হচ্ছে সেই যীশু যিনি জীবনের পথ। ''আমিই পথ ও সত্য ও জীবন; আমা দিয়া না আসিলে কেহ পিতার নিকটে আইসে না'' (যোহন ১৪:৬), প্রভু যীশু কথা বলেন। এর অর্থ তাঁর দ্বারা যিনি, তাঁর কাজ এবং তাঁর মৃত্যুতে, আমাদের জন্য আবার জীবনের পথ হয়ে উঠেছেন। যেহেতু অনুগ্রহের চিন্তাভাবনা আমাদের জন্য এতটাই অপ্রাকৃতিক, তাই পৌল যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারকে ঈশ্বরের গোপন জ্ঞান বলে উল্লেখ করেছেন। আপনি যদি ১ করিন্থীয় ২ পড়ার জন্য একটু সময় নেন, আপনি দেখতে পাবেন যে এটি সেখানে প্রেরিত পৌলের দ্বারা সুন্দরভাবে বিকশিত হয়েছে। আর তিনি এই বিবৃতি নিয়ে এসেছেন; ''চক্ষু যাহা দেখে নাই, কর্ণ যাহা শুনে নাই, এবং মনুষ্যের হৃদয়াকাশে যাহা উঠে নাই'' (পদ ৯)। এখন, প্রায়ই আমরা সেই পদটিকে স্বর্গের সাথে সম্পর্কিত করি, কিন্তু প্রেক্ষাপটে, এটি ঈশ্বরের জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত যা যীশু খ্রীষ্টের ব্যক্তি এবং কাজের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা অনুগ্রহের উপায় চিন্তা করতে পারি না। এটা আমাদের মধ্যে নেই। এটা আমাদের বাইরে থেকে আসা প্রয়োজন। সুতরাং, আমাদের সকলের যে প্রশ্নটির

মুখোমুখি হওয়া দরকার তা হল আমরা যে পদ দিয়ে শুরু করেছি তা হল; ঈশ্বর কি আমাদের পাপের জ্ঞানে আনার জন্য বিধান ব্যবহার করেছেন, যা আমাদেরকে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে আনার জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে?

তাই, আপনার নিজের ব্যক্তিগত প্রতিফলনে বিবেচনা করার জন্য আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে আমাকে শেষ করতে দিন। আপনি কি যীশুর মতো আপনার হৃদয়ের সমস্ত তীব্রতা দিয়ে ঈশ্বরকে ভালোবাসেন? সব সময়? কখনো আপস করবেন না? সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত কিছু শুধুমাত্র তাঁর মহিমা করার জন্য নিজেকে নিয়োজিত করা, এমনকি যখন এটির জন্য আপনাকে এক বড় মূল্য দিতে হবে? এমনকি যখন এটা আপনার অসুবিধা হবে? তখনও যখন এটি জগতের মানুষের অবজ্ঞা নিয়ে আসে? এমনকি যদি এটির জন্য আমাদেরকে চূড়ান্ত মূল্য দিতে হয়? বিধান অনুসারে, এই আয়না যা আমরা যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে নিখুঁতভাবে দেখতে পাচ্ছি, তা হল পাপের জ্ঞান।

আসুন বিধানের দ্বিতীয় অংশ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি। আপনি কি আপনার প্রতিবেশীকে ভালোবাসেন যেমন আপনি নিজেকে ভালোবাসেন? আমরা কি আমাদের প্রতিবেশীকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ততটা ব্যয় করছি, যতটা আমরা নিজেদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ব্যয় করি? এটি একটি উচ্চ মানদণ্ড, তাই না। আমরা কি নিজেদের মতো করে অন্যকে ভালোবাসতে প্রিয় কিছু ত্যাগ করতে ইচ্ছুক? শুধুমাত্র আমাদের বন্ধু এবং পরিবার না। আসুন শত্রু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন; যারা আমাদের ঘৃণা করে, যারা আমাদের অভিশাপ দেয়, তাদের জন্যও। আমরা কি আমাদের শত্রুদেরকে ভালোবাসি যেমন যীশু ভালোবাসতেন, ক্রুশের উপরে তুলে নিয়েছিলেন এবং সমস্ত যন্ত্রণার মধ্যে, [এবং] তাঁর শত্রুদের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, "পিতা ইহাদের ক্ষমা কর"? এখন, এটাই প্রেম, আর এটাই বিধান। আমরা যখন এই চিত্রের দিকে তাকাই, এটি আপনার জন্য কী করে? আমরা কি আমাদের শত্রুকে খাওয়াই যখন সে ক্ষুধার্ত থাকে? ঈশ্বর পিতা প্রতিদিন এই কাজটি করেন "কারণ তিনি ভাল মন্দ লোকদের উপরে আপনার সূর্য্য উদিত করেন, এবং ধার্ম্মিক অধার্ম্মিকগণের উপরে জল বর্ষান" (মথি ৫:৪৫)।

আমি কেন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলাম? আপনি কি আমাদের জীবনে ঈশ্বরের মহিমা থেকে আমাদের দুরত্ব অনুভব করছেন? এটাই উদ্দেশ্য। কেন? কারণ, বন্ধুরা, এটি শুধুমাত্র আমাদের ব্যক্তিগতভাবে আমাদের জন্য প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সৌন্দর্য এবং প্রয়োজনীয়তা দেখাতে পারে। এটি শুনুন। এই সমস্ত কিছুর উপরে, প্রেরিত পৌল গালাতীয় ৩:১০ কী লিখেছেন, "বাস্তবিক যাহারা ব্যবস্থার ক্রিয়াবলম্বী, তাহারা সকলে শাপের অধীন, কারণ লেখা আছে, যে কেহ ব্যবস্থাগ্রন্থের লিখিত সমস্ত কথা পালন করিবার জন্য তাহাতে স্থির না থাকে, সে শাপগ্রস্ত।" এটি তীক্ষ্ণভাবে আঘাত করে। এটি একটি ভয়ানক রোগ নির্ণয়ের পাশাপাশি একটি ভয়ানক বাক্য; অভিশপ্ত কারণ আমরা বিধানের বইয়ে লেখা সমস্ত জিনিস পালন করি না। না, ঈশ্বরের এই ভয়াবহ বাস্তবিকতার আধ্যাত্মিক এক্স-রে- এর মুখোমুখি হওয়া আরামদায়ক নয়, তবে [এটি] প্রয়োজন যাতে আমরা প্রেরিত পৌলের সাথে বলতে পারি, যেমন তিনি ফিলিপীয় ৩:৯ পদে স্বীকার করেছেন, পূর্বের যা সমস্ত কিছু আমার জন্য লাভ ছিল তা এখন নগণ্য বলিয়া গণনা করি; আর তারপরে, তিনি নিজেকে প্রকাশ করেন, "যেন খ্রীষ্টকে লাভ করি এবং তাঁহাতেই যেন আমাকে দেখিতে পাওয়া যায়; আমার নিজের ধার্ম্মিকতা যাহা ব্যবস্থা হইতে প্রাপ্য, তাহা যেন আমার না হয়, কিন্তু যে ধার্ম্মিকতা খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা হয়, বিশ্বাসমূলক যে ধার্ম্মিকতা ঈশ্বর হইতে পাওয়া যায়, তাহাই যেন আমার হয়।"

সুতরাং, আমাদের পরবর্তী বক্তৃতা হবে বিধান আবার অন্বেষণ করা, এখন সন্তদের সাথে বিধানের সম্পর্কের বিবেচনা করা হবে; যাদের অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে। তাদের জীবনে বিধান কিভাবে কাজ করে? প্রভু তাহলে এই পাঠগুলিকে আশীর্বাদ করুন এবং এর ফলকে বহুগুণ করুন যখন আমরা এটি একসাথে চিন্তা করি। ধন্যবাদ।

বক্তৃতা ৬

বিধান এবং সাধু / সন্ত (পবিত্র জন)

যারা ঈশ্বরের সন্তজন বলে উল্লেখিত তাদের চেয়ে বেশি আশীর্বাদ ধন্য আর কেউ নেই। অনুগ্রহে উদ্ধারপ্রাপ্ত, অনুগ্রহ দ্বারা সংরক্ষিত, অনুগ্রহ দ্বারা পরিচালিত এবং অবশেষে অনুগ্রহের রাজ্য থেকে গৌরবের রাজ্যে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। সংক্ষেপে ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসমাচারের সংজ্ঞা এইরকম। কিন্তু উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তির জীবনে ঈশ্বরের বিধানের ভূমিকা ও স্থান কী? পৌল তীমথিকে এটি লেখার পর যে, ইহা জ্ঞাত হও, ব্যবস্থা একজন ধার্মিক মানুষের জন্য নয়, কিন্তু অধার্মিক ও অবাধ্যদের জন্য, অধার্মিক ও পাপীদের জন্য তৈরি হয়েছে? আমরা কী বিধানের ধরা ছোঁয়ার বাইরে।

এই মডিউলে আমরা ঈশ্বরের সন্তদের জীবনে ঈশ্বরের বিধানের শিক্ষার অনুসন্ধান করব।

প্রতিলিপি বক্তৃতা ৬

শুভেচ্ছা, বন্ধুরা. আজকের বক্তৃতাটির নাম ঈশ্বরের বিধান এবং সন্তগণ। আমি বক্তৃতাটি দুটি শাস্ত্রের চারপাশে তৈরি করতে চাই, একটি হল রোমীয় ৮:২৯, ‘‘কারণ তিনি যাহাদিগকে পুর্ব্বে জানিলেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ হইবার জন্য পূর্বে নিরূপণও করিলেন।’’ আর দ্বিতীয়টি হল ইফিষীয় ১:4; যেখানে বলা হয়েছে, ‘‘কারণ তিনি জগতপত্তনের পূর্ব্বে খ্রীষ্টে আমাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলেন, যেন আমরা তাঁহার সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই।’’ সুতরাং, এই দুটি পদ থেকে এটা স্পষ্ট যে পরিত্রাণের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে মিলিত হবে। অন্য কথায়, তিনি ঈশ্বরের মূর্তির মূল গৌরব পুনরুদ্ধার করতে চান এবং ঈশ্বরের বিধান অনুসারে মুক্তিপ্রাপ্তদের জীবিত ও প্রেম করতে চান। তাই আমি যেভাবে প্রস্তাব করছি, আজকে বিষয়টা আলোচনা করার জন্য তিনটি প্রশ্ন সংক্ষিপ্ত ভাবে বিবেচনা করবো প্রথম, তবে এখন সন্ত বলতে কী বোঝানো হয়েছে? দ্বিতীয়ত, পাপীর পরিত্রাণের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কী? এবং তৃতীয়ত, ঈশ্বরের সন্তদের জীবনে বিধানের স্থান কী? সুতরাং, আসুন এই তিনটিকে ক্রমানুসারে দেখি।

প্রথমে, সন্ত/পবিত্র–জন কে? একজন সন্ত হলেন এমন একজন যিনি বিশ্বাসের দ্বারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে একীভূত হয়েছেন। সেই সংজ্ঞা খ্রিস্টান হওয়ার দাবির চেয়ে অনেক বেশি বা গভীরে যায়। প্রভু যীশু প্রকাশিত বাক্য ৩ অধ্যায়ে এই কথা বলেছেন যাদের বেঁচে থাকার নাম আছে। তাদের খ্রিস্টান হওয়ার একটি নাম আছে, কিন্তু তারা মৃত ছিল। ঈষ্করোতীয় যিহূদা ছিলেন যীশুর নিকটতম শিষ্যদের একজন। তবুও, মনে হয় তিনি একজন সন্ত ছিলেন না; [তিনি] বিশ্বাসের দ্বারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে একীভূত হননি। সুতরাং, সন্ত হল একজন পাপী যে পবিত্র আত্মার অনুগ্রহে আহুত ও নতুনজন্মপ্রাপ্ত হয়েছে। আগে তিনি একটি অনুর্বর শাখা ছিলেন তার চুক্তির প্রধান ব্যক্তি আদমের সাথে সংযুক্ত ছিলেন, যেখানে চিরকালের জন্য কোন ফল ছিল না। ঈশ্বরের সময়ে, এগুলিকে জীবিত করা হয় এবং সত্যিকারের দ্রাক্ষালতার মধ্যে সংযুক্ত করা হয় এবং পুনরায় জন্ম হয় বা আধ্যাত্মিকভাবে নতুনজন্ম প্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয়ত, একজন সন্ত-কে প্রগতিশীল কাজ হিসাবে দেখা যেতে পারে, নির্দিষ্ট রূপে বললে যীশুর কাজ প্রগতিশীল রয়েছে। ইফিষীয় ২:১০ বলে, ‘‘কারণ আমরা তাঁহারই রচনা, খ্রীষ্ট যীশুতে বিবিধ সৎক্রিয়ার নিমিত্ত সৃষ্ট; সেগুলি ঈশ্বর পূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়াছিলেন, যেন আমরা সেই পথে চলি।’’ এই বিবৃতিটি নিজেই একটি সুসমাচার। আমরা তাঁর রচনা। ঈশ্বর একজন পাপীকে একজন সন্ত বানাতে কাজ করছেন। আর অবশেষে, সেই দিনটি আসবে যখন তিনি তাঁর পিতার কাছে তাঁর সমাপ্ত কাজটি দাগবিহীন এবং কঙ্কনবিহীন, ত্রুটিহীন, ঈশ্বরের সিংহাসনের সামনে নববধূ হিসাবে উপস্থাপন করবেন এবং সেই সময়ই তিনি তাঁর লোকদের অনুগ্রহের রাজ্য থেকে মহিমার রাজ্যে নিয়ে আসবেন।

একজন সন্ত এই পার্থিব জীবনে অগত্যা সন্ত বোধ করেন না। এটি নিজেই একটি সান্ত্বনাদায়ক সত্য নয়, তবে এটিকে সত্য হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া স্বস্তিদায়ক হতে পারে। একজন ব্যক্তি যিনি একজন সত্যিকারের বিশ্বাসী তিনি নিজেকে সেই সংগ্রামের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবেন যা প্রেরিত পৌল ৭ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন। এটি সমস্ত সন্তজনেদের সংগ্রাম। পৌল বলেছেন যে তাঁর ভিতরের মানুষ ঈশ্বরের বিধানে আনন্দিত। তবুও, তিনি বলেছেন, আমি আমার মধ্যে এই অন্য বিধানটি খুঁজে পেয়েছি যা আমাকে ফিরিয়ে আনছে, বা আমাকে ফিরিয়ে আনতে চাইছে, পাপ এবং শয়তানের সেবা করার জন্য। এই বাস্তবতা প্রেরিত পৌলের একটি চিরস্থায়ী

যুদ্ধ ছিল এবং এটি তাঁকে যীশু খ্রীষ্টের দিনের অপেক্ষায় থাকতে সাহায্য করে। তিনি জানেন যে তিনি যখন আসবেন, তখন তার জঘন্য শরীর প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহিমান্বিত শরীরে পরিবর্তিত হবে।

সুতরাং যেহেতু এটি সন্ত হওয়ার জন্য সংগ্রাম, তাই প্রত্যেক সন্তকে সত্যই যীশু খ্রীষ্টের দত্ত উপদেশ যা তিনি যোহন ১৫ তে দিয়েছেন তা মেনে চলা উচিত। যেখানে তিনি বলেন, ''আমাতে থাক, আর আমি তোমাদিগেতে থাকি; শাখা যেমন আপনা হইতে ফল উৎপন্ন করিতে পারে না, দ্রাক্ষালতায় না থাকিলে পারে না, তদ্রূপ আমাতে না থাকিলে তোমরাও পার না। আর তারপর তিনি এই উক্তিটি শেষ করেন, ''কারণ আমাকে ছাড়া'' বা আমায় না থাকিলে, ''তোমরা কিছুই করিতে পারিবে না।'' এখানে, যীশু লোকেদের নিজেদের উপর নির্ভর করার চেষ্টা না করে, সেই দ্রাক্ষালতা এবং উৎস হিসাবে তাঁর উপর [নির্ভর করতে] উৎসাহিত করেন। সুতরাং, যখন আমরা তাঁহাতে থাকি তখন খ্রীষ্টে আমরা সন্তদের উচ্চ আহ্বানে আমরা পৌঁছাতে পারি।

সন্তদের সম্পর্কে তৃতীয় বিষয়টি হল যে, সন্তজনেদের সর্বোচ্চ আহ্বান রয়েছে। তাদের নির্দোষ, নিরীহ হওয়ার আহ্বান রয়েছে, বিকৃতদের মাঝে তিরস্কার ছাড়াই ঈশ্বরের পুত্র, একটি কুটিল জাতির মধ্যে যাদের মধ্যে আপনি জগতের আলো হিসাবে জ্বলছেন। ফিলিপীয় ২-এর সেই বিবৃতিটির সংক্ষিপ্ত অর্থ হল, আমাদের আহ্বান হল ঈশ্বরের পবিত্র বিধানের গৌরব প্রতিফলিত করা তাঁকে এবং আমাদের প্রতিবেশীদের সেই মাত্রায় যেভাবে যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বরের বিধানকে ভালোবাসতেন এবং তাতে জীবনযাপন করেছিলেন।

আমাদের সর্বোচ্চ আহ্বানটি কৃতজ্ঞতার সাথে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সেই কারিগরির সাথে যুক্ত যা আমি ইতিমধ্যেই ইঙ্গিত করেছি এবং উভয়ই ফিলিপীয় ২:১২-১৩ পদে সুন্দরভাবে একসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। পৌল ফিলিপীতে সন্তদের সাথে কথা বলছেন এবং শুনুন কিভাবে তিনি তাদের সম্বোধন করেন। তিনি বলেন, ''অতএব, হে আমার প্রিয়তমেরা, তোমরা সর্ব্বদা যেমন আজ্ঞাবহ হইয়া আসিতেছ, তেমনি আমার সাক্ষাতে যেরূপ কেবল সেইরূপ নয়, বরং এখন আরও অধিকতররূপে আমার অসাক্ষাতে, সভয়ে ও সকম্পে আপন আপন পরিত্রাণ সম্পন্ন কর। কারণ ঈশ্বরই আপন হিতসঙ্কল্পের নিমিত্ত তোমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কার্য্য উভয়ের সাধনকারী।'' প্রতিটি সন্ত পরিত্রাণের বিশদ কাজ প্রতিফলিত করার জন্য দায়ী, পৃথিবীতে এই আলোটি যখন নিজের জীবনের সমস্তকিছু বিশদটি যাপন করে তা হচ্ছে এই জীবনে বেঁচে থাকার বাস্তবতা। কিন্তু, এই মুহূর্তের আহ্বানে আমাদের নিজেদের উপরে ছেড়ে দেওয়া হয়নি। ঈশ্বর কর্মরত রয়েছেন আমাদের তাঁর ইচ্ছা অনুসারে এবং তা সন্তুষ্টিজনকরূপে কাজ করাতে এবং তা করতে তিনি সক্ষমও বটেন।

সুতরাং, পবিত্রজনেদের দিকে তাকালে, আমরা স্বাভাবিকভাবেই আমাদের দ্বিতীয় মূল বিন্দুতে আসি, যা হল 'এখন প্রকৃতপক্ষে পাপীর পরিত্রাণ এবং তাকে একজন সন্তে পরিণত করাই কি ঈশ্বরের প্রধান বা প্রধান উদ্দেশ্য?' আমাদের দৈনন্দিন আশেপাশের জীবনের ছবি। সেই সমস্ত লোকদের কথা ভাবুন যাদের কাজ পুরানো গাড়িগুলি পুনরুদ্ধার করা; মরিচা, ভেঙে যাওয়া, ছিনতাই করা গাড়িগুলিকে। অবশেষে তারা যখন এই ধরনের ধ্বংসাবশেষের একটি গাড়ি পাই, তারা কাজ শুরু করে। [এটি] ক্লান্তিকর; ভাঙ্গা গুলো ঠিক করা, চেপটে যাওয়া স্থানগুলি সোজা করা, এটিকে পালিশ করা ইত্যাদি, একবার এই চিত্রটি চিন্তা করুন। অবশেষে, অনেক পরিশ্রমের পরে, তারা পুরানো গাড়িটিকে নতুনের মতো ভালো হিসাবে উপস্থাপন করে এবং তাদের কৃতিত্ব দেখানোর জন্য সেগুলিকে প্যারেড করায়।

ঈশ্বরের পরিত্রাণ ঠিক এরকম নয়। তাঁর উদ্দেশ্য এটিকে নতুন হিসাবে ভালো করা নয়। তাঁর উদ্দেশ্য হল [একটি] সরাসরি পাপীকে গ্রহণ করা এবং তাকে সেইরকম ভালো করা যা সে প্রথমে ছিল। এটি পুনরুদ্ধারের কাজ। ঈশ্বর তাঁর লোকেদেরকে হয় জগতের নোংরা ফেলার স্থানে খুঁজে পান (ইফিষীয়দের কথা ভাবুন), অথবা তিনি তাদের মণ্ডলীর শোরুমে খুঁজে পান (তার্শ নগরের পৌলের কথা চিন্তা করুন)। কিন্তু, যেখানেই তিনি তাদের খুঁজে পান, তারা একই আধ্যাত্মিক অবস্থায় আছে। তীত ৩:৩ ঈশ্বর কোথায় খুঁজে পান বা কীভাবে ঈশ্বর তাঁর সমস্ত লোককে খুঁজে পান তার অবস্থার সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হয়েছে। পৌল লিখেছেন, ''আমরাও'' লক্ষ্য করুন [যে] তিনি নিজেকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। ''কেননা পূর্ব্বে আমরাও নির্ব্বোধ, অবাধ্য, ভ্রান্ত, নানাবিধ অভিলাষের ও সুখভোগের দাস, হিংসাতে ও মাতসর্জ্যে কালক্ষেপকারী, ঘৃণার্হ ও পরস্পর দ্বেষকারী ছিলাম।'' আর এখন এটি যীশুর কাজ, এটি তাঁর কারিগরি, এই সম্পূর্ণ পুনরুদ্ধারের কাজে পাপীকে নিজের প্রতিমূর্তিতে পুনর্নবীকরণ করেছেন। সেই প্রকৃত (আদি) গৌরবের প্রতিটি লাইন যাতে আমরা নির্মিত হয়েছিলাম, আমাদের ব্যক্তিত্বের প্রতিটি অংশ, এটিকে সেই প্রকৃত (প্রথমের) মতো ভালো করে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য।

তিনি আত্মার ফল বৃদ্ধি করবেন এবং আমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিজের মতো করবেন এবং এরদ্বারা ঈশ্বরের প্রতি এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টির প্রতি ভক্তিমূলক ভালোবাসা প্রতিফলিত হবে। ঘটনাক্রমে, সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর মাধ্যমে, এটি আবার চূড়ান্ত সুখ নিয়ে আসে যা মানবজাতিকে ঈশ্বরের সাথে এবং একে অপরের সাথে তাদের যোগাযোগে পূর্ণ করে। সুতরাং, সংক্ষেপে বলা যায়, পরিত্রাণের ক্ষেত্রে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য হল যে প্রত্যেক সন্ত যেন নিখুঁতভাবে বিধান পূর্ণ করে, ঠিক যেমন আমরা আগে যীশুর বক্তৃতার সীরিজে শুনেছি, ''আমি ব্যবস্থা লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।'' (মথি ৫:১৭)। সেভাবেই হে বন্ধুগণ, পরিত্রানের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বর প্রত্যেক সন্তের জীবনে বিধান পূর্ণ করবেন। এই আত্মা পবিত্র হওয়ার ক্ষুধা অনুভব করে? প্রেমে এবং জীবনের চলার পথে যীশু খ্রীষ্টের প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তি এবং তাঁর মতো হওয়া এবং সৃষ্টিকর্তাকে প্রতিফলিত করার হৃদয়ের ইচ্ছাকে কী আপনি অনুভব করেন? ওহ, আর যদি আপনি এটি নিজের মধ্যে দেখতে পান তবে আনন্দ করুন। তাহলে, ঈশ্বর আপনার মধ্যে একটি ভালো কাজ শুরু করেছেন

এবং তিনি যীশু খ্রীষ্টের দিনে সেই ভালো কাজটি শেষ করবেন। এটি আমাকে আমাদের শেষ বিবৃতিতে নিয়ে আসে; সন্তদের জীবনে এখন দশ আজ্ঞার স্থান বা ভূমিকা কী?

কেউ কেউ উত্তর দেয় যে নতুন নিয়মে বিশ্বাসীদের জন্য দশ আজ্ঞার বিশদ বিবরণ আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাদের শাস্ত্রীয় আবেদন নতুন নিয়মের রোমীয়ের কিছু এবং কিছু গালাতিয়ের পুস্তক থেকে আসে, কিন্তু আমাকে এই বক্তৃতায় রোমীয়ের উপর বিবেচনা করতে দিন। উদাহরণস্বরূপ, রোমীয় ১৩:৮ এর কাছে আবেদন করা হয়েছে; এখানে বলা হয়েছে, ‘‘তোমরা কাহারও কিছুই ধারিও না, কেবল পরস্পর প্রেম ধারিও; কেননা পরকে যে প্রেম করে, সে ব্যবস্থা পূর্ণরূপে পালন করিয়াছে।’’ এরপর ১০ পদে পৌল যুক্ত করছেন, ‘‘প্রেম প্রতিবেশের অনিষ্ট সাধন করে না, অতএব প্রেমই ব্যবস্থার পূর্ণসাধন।’’ সুতরাং, যতক্ষণ আমরা ভালোবাসি, আমরা বিধান পালন করি। তাহলে এখানে এমনই উপসংহার দেওয়া হচ্ছে। রোমীয় ৬:১৪ আবেদন করে করা হয় যখন এই পদটি বলে, ‘‘কেননা পাপ তয়ামদের উপরে কর্ত্তত্ব করিবে না; কারণ তোমরা ব্যবস্থার অধীন নহ, কিন্তু অনুগ্রেহের অধীন।’’

এখন, আসুন সংক্ষিপ্তভাবে এই অনুভূতির পিছনে যে চিন্তাভাবনা রয়েছে তা পরীক্ষা করা যাক যে নতুন নিয়মের বিশ্বাসীকে দশ আজ্ঞা বিশদভাবে পালন করতে হবে না। প্রথমত, পূর্ববর্তী বক্তৃতাগুলিকে প্রতিফলিত করুন, আমরা আমাদের আলোচনায় একসাথে যে যাত্রা করেছি। আমরা শিখেছি যে বিধানদাতার চরিত্র বিধানে প্রতিফলিত হয়। এখন যদি বিধান তাঁকে তাঁর অপরিহার্য মহিমায় প্রতিফলিত করে, যদি আমাদের সৃষ্টিকর্তার এই সিদ্ধ প্রতিফলিত আলোকিত করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তাহলে কেন যীশু খ্রীষ্ট তাঁর মণ্ডলীর মধ্যে যে পুনরুদ্ধারের কাজটি সম্পন্ন করছেন তার ঈশ্বর হিসাবে ঈশ্বরের সেই বিধান অনুসারে জীবনযাপনকে অন্তর্ভুক্ত করবে না যা সীনয় পর্বতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে? নতুন নিয়মের বিশ্বাসীরা কি তাঁর নামকে পবিত্র বলে মান্য করবে না, শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক উপায়ে তাঁর উপাসনা করবে? আমরা কি নতুন নিয়মের বিশ্বাসী হিসাবে বিবাহের পবিত্রতা বজায় রাখতে এবং অন্যদের হত্যা বন্ধ করতে এবং সৎ ও ন্যায়পরায়ণ হতে পারি না? নতুন নিয়মের বিশ্বাসীদের কি আদম এবং হবার প্রয়োজন অনুসারে ঈশ্বরের প্রতি এবং একে অপরের প্রতি তাদের ভক্তিমূলক ভালোবাসা দেখানোর জন্য আহ্বান করা হয়নি?

বন্ধুরা, কোন প্রেরিতরা যীশুর শিক্ষাকে ‘বিশদ বিবরণ গুরুত্বপূর্ণ নয়’- বলা আখ্যা দিয়েছেন। যতক্ষণ আপনি ঈশ্বরকে ভালোবাসেন এবং একে অপরকে ভালোবাসেন, ততক্ষণ বিস্তারিত সম্পর্কে চিন্তা করবেন না।’ আপনি যদি প্রেরিত পৌলের বইগুলি অধ্যয়ন করেন, আপনি লক্ষ্য করবেন যে অর্ধেক বই কীভাবে বাঁচতে হয় এবং কীভাবে আচরণ করতে হয় এবং কীভাবে প্রেম এবং কথা বলতে হয় তার বিশদ বিবরণের জন্য উত্সর্গীকৃত। প্রকৃতপক্ষে, নতুন নিয়মে সুনির্দিষ্ট বিধান বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে বা বিভিন্ন উপদেশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি বলতে চাইছি যে দশ আজ্ঞার বিভিন্ন আজ্ঞাগুলি নতুন নিয়মে জুড়ে বিভিন্ন উপায়ে, বিভিন্ন উপদেশে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। পণ্ডিতরা নতুন নিয়মের দশ আজ্ঞার ১৪টি উদ্ধৃতি এবং ১২টি মৌখিক ইঙ্গিত খুঁজে পেয়েছেন। এটি যিশাইয় ৫৩ এবং যাত্রাপুস্তক ২০ ব্যাতিরেকে পুরাতন নিয়মে থেকে নতুন নিয়মে সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃতি করা অনুচ্ছেদ। আমি মনে করি যে নতুন নিয়মে বিশ্বাসীদের জন্য দশ আজ্ঞা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে কথা বলে।

এখন, দ্বিতীয় জিনিসটি আমরা শিখেছি যে যীশু খ্রীষ্ট বিধান ধ্বংস করতে আসেননি বরং তা পূরণ করতে এসেছিলেন। তিনি ঈশ্বর ও তাঁর প্রতিবেশীকে ভালোবাসার মাধ্যমে বিধান পূর্ণ করেছিলেন। তিনি ভালোবাসা দিয়ে এটি প্রতিস্থাপন করেননি। আজ্ঞাবহ জীবনযাপনের বিবরণ দিয়ে তিনি তা পূরণ করেছিলেন। আর অবশ্যই, আমাদের আনুগত্য এবং আমাদের কর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল যে এটি প্রেম-চালিত বা প্রেম-আকৃতির হওয়া প্রয়োজন এবং সেই প্রেমকে আমাদের বাধ্যতামূলক যে কোনও কাজের অনুপ্রেরণা এবং প্রান হতে হবে যা আমরা কর্তৃপক্ষকে বা ঈশ্বরের দিকে দেখাই। এটাই রোমীয় ১৩ এর মূল বক্তব্য। পৌল বলেছেন, আমাদের কর্মের পিছনে যা রয়েছে তা ভালোবাসা হওয়া দরকার। প্রেম হল বিধানের পরিপূর্ণতা। আর তবুও, অবশ্যই, বিধান আমাদের নির্দেশনা এবং বিশদ বিবরণ দেয় যে কিভাবে ঈশ্বর এবং আমাদের প্রতিবেশীদের ভালোবাসতে হয়।

এখন তৃতীয়ত, আমরা আরও শিখেছি যে যীশু খ্রীষ্ট তাঁর লোকেদের হৃদয়ে বিধান লিখে বিধান পূর্ণ করেন। যে প্রতিশ্রুতির বিধয়ে আমাদের যিরমিয় ৩১:৩৩ পদে বলা হয়েছে। এখন, যিরমিয় কোন বিধানের কথা বলছিলেন? তিনি জানতেন যে একমাত্র বিধান যা মানুষের হৃদয়ে লেখা হতে পারে তা হল একই বিধান যা ঈশ্বর তাঁর আসল মহিমার চিরস্থায়ী প্রতিফলন হিসাবে পাথরের ফলকে লিখেছিলেন।

চতুর্থত, বন্ধুরা, আমরা ইতিমধ্যেই শিখেছি যে, ঈশ্বরের বিধানগুলি তাঁর এবং একে অপরের সাথে সম্পর্কের আনন্দ এবং সৌন্দর্যকে উন্নীত করা এবং রক্ষা করার জন্য আমাদের মঙ্গলের জন্য ছিল। শুধুমাত্র যখন আমরা সম্পর্কের বিধানগুলিকে সম্মান করি তখনই আমরা পবিত্রতার সৌন্দর্য এবং যোগাযোগের আনন্দ অনুভব করব। এখন, কেন এটি নতুন নিয়মের বিশ্বাসী ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না? কেন সম্পর্কের বিধান যা ঈশ্বর দশ আজ্ঞায় রেখেছেন তা নতুন নিয়মের দিনে আমাদের জন্য আর বৈধ নয়? এটা বলা যে ঈশ্বর যা চান তা হল [আমাদের জন্য] তাঁকে এবং আমাদের প্রতিবেশীকে ভালোবাসা এবং বিশদ সম্পর্কে চিন্তা না করা আমার মতই হল নবদম্পতিকে তাদের বিয়ের দিনে বলা, ‘‘এখন আপনি বিবাহিত, আপনি কেমন আছেন তা নিয়ে চিন্তা করবেন না বা আপনি কি করছেন তা নিয়ে চিন্তা করবেন না, যতক্ষণ আপনি একে অপরকে ভালোবাসেন সব ঠিক আছ।’’ আপনি জানেন যে এই ধরনের বিবাহের বিকাশ হবে না যতক্ষণ না আমরা আমাদের প্রতিদিনের ছোট ছোট বিষয়গুলিতে ধ্যান না দিই।

তাহলে, রোমীয় ৬:১৪ তে পৌলের কথাগুলো কী? তিনি বলেন, ''কেননা পাপ তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিবে না; কারণ তোমরা ব্যবস্থার অধীন নহ, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন।'' বন্ধুরা, সেই অধ্যায়ের প্রেক্ষাপটই উত্তরের প্রথম সূত্র। আপনি যদি ৬ অধ্যায়টি পড়েন, আপনি জানেন যে এটি তাদের কাছে পৌলের উত্তর যারা দাবি করে যে আমরা যতদিন বেঁচে থাকি তা কোন ব্যাপার নয়, কারণ আমরা অনুগ্রহের অধীনে আছি। যীশু তাঁর দিনে ফরীশীদের সাথে লড়াই করেছিলেন যারা ঈশ্বরের সাথে গ্রহণ করার জন্য তাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে খুব বেশি বিধান তৈরি করেছিল, বিশেষ করে কাজ-ভিত্তিক পরিত্রাণ সম্বন্ধে। কিন্তু, পৌল রোমীয় ৬ -এ, অন্য একটি দলের সঙ্গে সংঘর্ষ করছেন যারা বিধান এবং আনুগত্য –কে অতি নুন্য আকার দিচ্ছিল। তারা অনুগ্রহেই পরিত্রাণ এই কথাটিকে পাপ করার লাইসেন্স রূপে নিয়েছিল। তারা ঈশ্বরের বিধান যথেষ্ট [গম্ভীরভাবে] গ্রহণ করেনি এবং এটি রোমীয় ৬ এর প্রসঙ্গ।

তাহলে, কীভাবে পৌল এই চিন্তার উত্তর দেন, ''আমরা কীভাবে জীবনযাপন করি তা নিয়ে চিন্তা করবেন না''? এখন এটি একটি খুব জটিল এবং খুব গভীর অধ্যায়। আমি আপনার জন্য এটি থেকে মাত্র দুই বা তিনটি চিন্তা তুলে ধরতে চায়। প্রথমত, পৌল বলেছেন আপনি যদি খ্রীষ্টের সাথে একীভূত হন তবে পাপে বেঁচে থাকা অসম্ভব। এই অধ্যায়ে, পৌল খ্রীষ্টে থাকার বিষয়ে লিখছেন। আপনি কি জানেন যে পৌল নতুন নিয়মে ১২০ বারের বেশি বলেছেন যে বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টে আছেন, আর আমরা তাঁর মৃত্যুতে এবং তাঁর জীবনে তাঁর সাথে অংশীদার? সেই একতা, তাঁর সাথে সেই অংশীদারিত্ব তা বাপ্তিস্মে চিত্রিত হয়েছে যা তিনি চার ও পাঁচ পদে তুলে ধরেছেন, ''কেননা যখন আমরা তাঁহার মৃত্যুর সাদৃশ্যে তাঁহার সহিত একীভুত হইয়াছি, তখন অবশ্য পুনরুত্থানের সাদৃশ্যেও হইব।'' সুতরাং, আমরা সেই অংশিদারিত্ব দেখতে পাই। এই অংশিদারিত্বের উদ্দেশ্য কী?

ছয় পদটি আমাদের বলে যে ''আমরা ত ইহা জানি যে, আমাদের পুরাতন মনুষ্য তাঁহার সহিত ক্রুশারোপিত হইয়াছে, যেন পাপদেহ শক্তিহীন হয়, যাহাতে আমরা পাপের দাস আর না থাকি।'' এটিই হল উদ্দেশ্য। এই একীভূত হওয়ার উদ্দেশ্য হল যেন এমন ফল আনা হয় যে আমারা আর পাপ না করি, বা ইতিবাচকভাবে বলতে হবে যে আমরা যেন পবিত্র জীবনযাপনে ঈশ্বরের বিধান প্রতিফলিত করি। পৌল এই অধ্যায়ে দ্বিতীয় যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা হল; খ্রীষ্ট আপনার নতুন প্রভু; আপনি আর শয়তানের অধীনে বা পাপের অধীনে বা বিধানের অধীনে নন, যেভাবে আপনি ছিলেন, কিন্তু আপনি নতুন প্রভু- যীশু খ্রীষ্টের অধীনে আছেন, [আর] অনুগ্রহের জীবনের অধীনে আছেন। আমরা পরিত্রাণ পাওয়ার আগে, আমরা পাপ এবং শয়তানের মালিকানার অধীনে ছিলাম। এখন, যখন আমরা যীশু খ্রীষ্টের অনুগ্রহের পরিত্রানের অধীনে আছি, তখন আমরা আর সেই দাসত্ব এবং বিধানের অভিশাপের অধীনে নই। এখন, এটি একটি আমূল এবং একটি গৌরবময় পরিবর্তন এবং উদ্ধার। আর সেই বিবৃতিতে পৌল সেটিই বের করতে চেয়েছেন, 'ভাইয়েরা, আমরা আর বিধানের অধীন নই। আমরা অনুগ্রহের অধীনে আছি। আমরা আর শয়তানের সেবা করি না। আমরা আর আমাদের প্রাক্তন প্রভুর দাসত্ব বা দাসত্বের মধ্যে নেই। আমরা এখন অনুগ্রহের অধীনে, আমাদের নতুন প্রভু, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অধীনে আছি।'

তাই, পৌল রোমীয় বিশ্বাসীদেরকে আর নিজেদেরকে পাপ ও শয়তানের দাস মনে না করার পরামর্শ দেন। পরিবর্তে, উপলব্ধি করুন যে আপনি যীশুর অন্তর্গত। আর, তিনি বেশ কয়েকটি পদ বলেছেন। উদাহরণস্বরূপ পদ ১২, ''অতএব পাপ তোমাদের মর্ত্য দেহে রাজত্ব না করুক-করিলে তোমরা তাহার অভিলাষ-সমুহের আজ্ঞাবহ হইয়া পড়িবে।'' ''... তোমরা কি জানো না যে, আজ্ঞা পালনার্থে যাহার নিকটে দাসরূপে আপনাদিগকে সমর্পণ কর, যাহার আজ্ঞা মান, তোমরা তাঁহারই দাস; হয় মৃত্যুজনক পাপের দাস, নয় ধার্ম্মিকতাজনক আজ্ঞাপালনের দাস?'' (১৬ পদ)। এই পদগুলির মধ্যে, আপনি লক্ষ্য করেছেন যে পৌল বারবার বলছেন যে আমরা পাপের জন্য মৃত। পদ ২, ৭ এবং ১১–তে তিনি একটি বিবৃতি দিয়েছেন; পাপের জন্য মৃত।

এই বিবৃতি ব্যাখ্যা করার দুটি উপায় আছে. একটি [উপায় হল] *পাপের প্রতি মৃত* বলার অর্থ হল আমরা পাপের অভিশাপের প্রতি মৃত। অন্য উপায় বলে যে আমরা পাপের রাজত্ব, আধিপত্য এবং পাপের কর্তৃত্বের কাছে মৃত। উভয় ব্যাখ্যাই সত্য, তবে প্রেক্ষাপটে, দ্বিতীয়টি আরও ভালো গ্রহণযোগ্য। পাপ এখনও বর্তমান বিষয়। পাপ এখনও তার দাবি রাখে। কিন্তু, মনে রাখবেন, প্রভু যীশুর সঙ্গে একীভূত হয়ে আমাদের উপর এর আর কোন দাবী নেই। তাই, সরল ভাষায়, পৌল বলেছেন, 'দেখুন, যখন পাপ এবং শয়তান, আপনার পূর্বের প্রভু, আপনার দরজায় কড়া নাড়বে, আপনি তাদের বলবেন, আর নয়। আমি তোমার প্রতি মৃত। তুমি আর আমার মালিক নও। আমার সমস্ত সদস্য এখন আমার নতুন প্রভু, যীশু খ্রীষ্টের অন্তর্গত। আমি আমার নতুন প্রভু যীশুর কাছে ধার্মিক জীবনযাপনের উপকরণ হিসাবে পরিবেশন করার জন্য আমার জিহ্বা, আমার চোখ, আমার হাত এবং সবকিছু তাঁর কাছে সমর্পণ করেছি।'

সুতরাং, আমার জন্য এই পুরো অধ্যায়টিকে একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে সংক্ষিপ্ত করলে, ৬তম অধ্যায় এবং তাঁর পরেও পৌল পরামর্শ দেন না যে, ঈশ্বরের বিধানের প্রতি আনুগত্যের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের মাথা ঘামানোর দরকার নেই। বিধানের কাজগুলি ছাড়া আমরা বিশ্বাসের দ্বারা ধার্মিক গণিত হয়েছি তা পৌলকে কখনই কোথাও এই শিক্ষা দিতে পরিচালিত করে না যে আমাদের কাছে পাপ করার বা আমাদের ইচ্ছা মতো জীবনযাপন করার লাইসেন্স রয়েছে। সুতরাং, যদি আমি এটিকে একসঙ্গে করি, তাহলে ঈশ্বরের বিধান বিশ্বাসীদের জন্য জীবনযাপনের নিয়ম। উদ্ধার পাওয়ার পর, প্রতিটি সন্ত প্রশ্ন করবে, ''এই সমস্ত মহান উপকারের জন্য আমি প্রভুকে কী দেব?'' এখন, যীশু এর উত্তর দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমার আজ্ঞা সকল পালন করে, আমার

ইচ্ছাকে সম্মান করে, আমার চরিত্রকে প্রতিফলিত করে, আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে, আমি যেমন আছি তেমনি জগতের আলো হয়ে আমাকে এবং আমার পিতার প্রতি তোমার ভালোবাসা প্রদর্শন কর।

একজন প্রচারক একবার সুন্দরভাবে এর এইভাবে সারসংক্ষেপ করেছিলেন, ''বিধান আমাদেরকে সুসমাচারের কাছে পাঠায় যাতে আমরা ধার্মিক গণিত হতে পারি। সুসমাচার আমাদেরকে বিধানের কাছে ফেরত পাঠায় যে এখন ধার্মিক গণিত হওয়ার পর আমাদের আহ্বান কী যে তা বুঝে নিতে পারি।'' আর কেন একে অপরের কাছে এটি জোর দেওয়া এত গুরুত্বপূর্ণ? প্রথম কারণ এটি আমাদের বিধানদাতাকে সম্মান করতে সাহায্য করে যখন আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনুশীলনে এটিকে প্রতিফলিত করি। দ্বিতীয়ত, কারণ যীশু আমাদের শিখিয়েছেন যে ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগের অভিজ্ঞতা লাভ করার এটি একমাত্র উপায়, যা আমরা যোহন ১৫:১০-১১ পদে পাই। তিনি বলেন, ''তোমরা যদি আমার আজ্ঞা সকল পালন কর, তবে আমার প্রেমে অবস্থিতি করিবে, যেমন আমিও আমার পিতার আজ্ঞা সকল পালন করিয়াছি এবং তাঁহার প্রেমে অবস্থিতি করিতেছি। এই সকল কথা তোমাদিগকে বলিয়াছি, যেন আমার আনন্দ তোমাদিগতে থাকে এবং তোমাদের আনন্দ সম্পূর্ণ হয়।'' যীশুর জন্য তাঁর পিতার সাথে যোগাযোগের অভিজ্ঞতার চেয়ে বড় আনন্দ আর কিছু ছিল না। একইভাবে, পিতা এবং পুত্রের সাথে যোগাযোগের অভিজ্ঞতা লাভ করার [এর চেয়ে] আপনার এবং আমার জন্য [বড় আনন্দ আর কিছু নেই। আর এটি সর্বদা এবং শুধুমাত্র পবিত্রতার প্রসঙ্গে হবে। বন্ধুরা, আমরা সীনয় পর্বতের একটু কাছে যেতে প্রস্তুত। সীনয় পর্বতে প্রভুর বিধান অধ্যয়ন করার জন্য আমাদের প্রস্তুত করার জন্য আমি আপনাদের পরের বার যাত্রাপুস্তক ১৯ অধ্যায় মনোযোগ সহকারে পড়ার জন্য অনুরোধ করছি। আপনাকে ধন্যবাদ, ঈশ্বর আমাদের আশীর্বাদ করুন।

বক্তৃতা ৭

সীনয় পর্বতে দত্ত বিধান

অবিস্মরণীয় এবং গভীরভাবে আলোড়নকারী দৃশ্য ছিল সীনয় পর্বতের ঘটনা যখন ঈশ্বর ইস্রায়েলের লোকেদের কাছে তাঁর চিরন্তন বিধান ঘোষণা করেছিলেন। ইস্রায়েলের সমস্ত নেতা সহ যুবক এবং বৃদ্ধরা কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়িয়েছিল এবং পবিত্র ভীতিতে ফিরে এসেছিল। সীনয় পর্বতে ঈশ্বরের মতো কথা আগে কখনও বা তারপর থেকে কখনও হয়নি। স্বর্গ ও পৃথিবীর মেঘে যীশুর দ্বিতীয় আগমনের সময় কেবলমাত্র ঈশ্বরের কণ্ঠস্বরই ঈশ্বরের এই মহিমার মতো হবে।

কিন্তু কেন ঈশ্বর এই চলমান (যখন তারা একস্থান থেকে অন্য স্থানে যাচ্ছিল) পদ্ধতিতে তাঁর মুক্তিপ্রাপ্ত লোক ইস্রায়েলের কাছে নিজেকে প্রদর্শন করা বেছে নিলেন? তিনি কখনই উদ্দেশ্য ছাড়া কিছু করেননি এবং অবশ্যই তাঁর উদ্দেশ্য আজ আমাদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ।

প্রতিলিপি বক্তৃতা ৭

প্রিয় বন্ধুরা, আজকের বক্তৃতাটি সীনয় পর্বতের বিধানের উপর এবং এটির এটির পেক্ষাপট বোঝার সর্বোত্তম উপায় হল প্রথমে মোশি যা বর্ণনা করেছেন যাত্রাপুস্তক ১৯ অধ্যায়ে, বিশেষ করে ১৬ এবং ১৮ পদে; যখন তিনি প্রভু যে অবিশ্বাস্য দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন তা বর্ণনা করেছেন। পর্বতের শীর্ষ ‘সেই সকালে বজ্রপাত এবং মেঘগর্জন পরিপূর্ণ ছিল,’ তিনি লিখেছেন, ‘একটি ঘন মেঘ পাহাড়ের চূড়াকে ঘিরে রেখেছে। শিঙার আওয়াজ খুব জোরে হয়ে উঠল যার ফলে শিবিরের লোকেরা কাঁপতে থাকে।’ আর লোকেরা যখন পাহাড়ের একেবারে প্রান্তে দাঁড়িয়েছিল, তখন পুরো পর্বতটি ধোঁয়ায় ভরে গেছিল কারণ প্রভু আগুনে নেমে এসেছিলেন। আর সেই প্রেক্ষাপটে, তারা সেখানে দাঁড়িয়ে এই অবিশ্বাস্য, জাঁকজমকপূর্ণ প্রদর্শনের দিকে তাকিয়ে ছিল।

ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর বলে, ‘‘আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি মিসর দেশ হইতে, দাস-গৃহ হইতে, তোমাকে বাহির করিয়া আনিলেন।’’ বিধানপ্রণেতা সেই কথাগুলো বলেন যা তিনি পরে আক্ষরিক অর্থে পাথরে খোদাই করেছিলেন। আর যদিও আমরা একসাথে বিধানদাতার চরিত্রটি অনুসন্ধান করেছি এবং দেখেছি যে তিনি প্রেম, ভক্তিপূর্ণ, আন্তরিক, [এবং] বিশুদ্ধ, এটি লক্ষণীয় যে ঈশ্বর এই পর্বতে তাঁর বিধানকে একটি মহিমান্বিত প্রদর্শনে দিতে আসেন যা এতই বিস্ময়কর- অনুপ্রাণিত করে যে এমনকি মোশিও বলেছিলেন, ‘‘আমি নিতান্তই ভীত ও কম্পিত হইতেছি।’’ যেমন ইব্রীয় ১২:২১ আমাদের জানায়। এটা ঈশ্বরের প্রকৃতির যা প্রেমময় বা প্রেম তার বিপরীত বলে মনে হয়। এটি স্বভাব, জীবন এবং এবং যীশুর ভদ্রতার [বিরুদ্ধ] বলে মনে হয়, যিনি বিধান পূর্ণ করেছিলেন। তাহলে কেন ঈশ্বর সর্বোপরি তাঁকে এবং আমাদের প্রতিবেশীকে নিজেদের মতো করে এমন ভয়-অনুপ্রেরণাদায়ক এবং কান-বধির পদ্ধতিতে ভালোবাসার আজ্ঞা প্রদান করলেন? এটাই সেই প্রশ্ন যা এই বক্তৃতায় আমাদের একসাথে ভাবতে হবে।

সুতরাং, আসুন আমরা প্রথমে দশ আজ্ঞা কীভাবে দেওয়া হয় তার প্রথম পর্যবেক্ষণে প্রেক্ষাপটটি বিবেচনা করি এবং দ্বিতীয়ত ঈশ্বর কেন এইভাবে দশ আজ্ঞা ঘোষণা করেছিলেন সেই কারণগুলি সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করি। সুতরাং, প্রভুর দশ আজ্ঞা পরিবেশন করার প্রেক্ষাপটটি কিরূপ? আচ্ছা আক্ষরিক অর্থে, সীনয় পর্বতে ঈশ্বরের বিধান প্রদানের মতো কোন ঘটনা এত মহিমান্বিত হয়নি। ঈশ্বর আগে কখনও এইরূপে কথা বলেননি যেভাবে তিনি এই সময় করেছিলেন, আর আমরা কখনই সেই মহিমান্বিত শক্তিতে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পাব না যতক্ষণ না যীশু মধ্য আকাশে মেঘরথে ফিরে আসবেন। মোশি নিজেই ৪০ বছর পরে দ্বিতীয় বিবরণে স্মরণ করছেন যে এটি একটি অনন্য ঘটনা ছিল। তিনি বলেন, ‘‘কেননা যাহারা মাংসময়, তাহাদের মধ্যে এমন কে আছে যে, আমাদের ন্যায় অগ্নির মধ্য হইতে বাক্যবাদী জীবৎ ঈশ্বরের রব শুনিয়া বাঁচিয়াছে?’’ (দ্বিতীয় বিবরণ ৫:২৬)।

সুতরাং, আসুন এই মহিমান্বিত ঘটনার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করি। প্রেক্ষাপটটি প্রথমত একটি অনুগ্রহের প্রেক্ষাপট, দ্বিতীয়ত একটি চুক্তির প্রেক্ষাপট এবং তৃতীয়ত একটি গম্ভীর প্রেক্ষাপট। প্রথমটি দিয়ে শুরু করা যাক, একটি অনুগ্রহের প্রেক্ষাপট। এটি একটি বরং চমকপ্রদ পর্যবেক্ষণ বলে মনে হচ্ছে। অনুগ্রহের? হ্যাঁ, দশ আজ্ঞা অনুগ্রহের প্রসঙ্গে দেওয়া হয়েছে। যাত্রাপুস্তকে ২০ এর পূর্বে ১৯ আছে, আর সেই অধ্যায়ে আমরা মিশর দেশ থেকে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের অনুগ্রহের মুক্তির ইতিহাস পাই। যাত্রাপুস্তক ৪ এ, ঈশ্বর জ্বলন্ত ঝোপের মধ্য দিয়ে মোশির সাথে কথা বলেন, এবং তিনি বলেন, ‘‘ইস্রায়েল আমার সন্তান, এমনকি আমার প্রথমজাত’’ (পদ ২২)। 'এরা আমার দত্তক পুত্র।' এটি কেবলমাত্র অনুগ্রহ। এটি অনুগ্রহ ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে নয়। মোশি ইস্রায়েলকে বারবার মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, বিশেষ করে ৪০ বছর পরে দ্বিতীয় বিবরণ ৭ অধ্যায়ে। তিনি বলেছেন, 'ভুলে যেও না। ‘‘অন্য

সকল জাতি অপেক্ষা তোমরা সংখ্যাতে অধিক, এই জন্য যে সদাপ্রভু তোমাদিগকে স্নেহ করিয়াছেন ও মনোনীত করিয়াছেন, তাহা নয়; কেননা সমস্ত জাতির মধ্যে তোমরা অল্পসংখ্যক ছিলে'' (পদ ৭)। আমি শুধু অনুগ্রহের জন্য তোমাকে তুলেছি।'

যাত্রাপুস্তক ১৯ অধ্যায়ে, আপনি অধ্যায়টি পড়ার সময় লক্ষ্য করেছেন, তিনি নিজেকে সেই ঈগলের সাথে তুলনা করেছেন যেটি তার পালকে বহন করছে। তাই, ঈশ্বর বলেছেন, ''আমি মিস্রীয়দের প্রতি যাহা করিয়াছি এবং যেমন ঈগল পক্ষী পক্ষ দ্বারা, তেমনি তোমাদিগকে বাহিয়া আপনার নিকটে আনিয়াছি, তাহা তোমরা দেখিয়াছ'' (পদ ৪)। এটি একটি অনুগ্রহ; আমি তোমাদের নিজের কাছে নিয়ে এসেছি। তাই এটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে ইস্রায়েল কখনই এই করুণাময় পরিবেশকে ভুলে না যায়। আর তাই, ঈশ্বর এই সুন্দর প্রস্তাবনা দিয়ে দশ আজ্ঞা শুরু করেন। ভূমিকাটি তাঁর সর্বশক্তিমান অনুগ্রহের কথা বলে যেখানে তিনি তাদের উদ্ধার করেছিলেন, ''আমিই তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু, যিনি মিশর দেশ হইতে, দাস-গৃহ হইতে, তোমাকে বাহির করিয়া আনিলেন'' (২০:৪)।

এটি শুধুমাত্র ইস্রায়েলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমারা যারা আধ্যাত্মিক দাসত্ব থেকে ঈশ্বরের দত্ত উদ্ধারপ্রদানকরা অনুগ্রহের দ্বারা উদ্দার পেয়েছি, তাদের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়াও, আমাদের মনে রাখতে হবে যে এটি অনুগ্রহ, একাকী অনুগ্রহ যেমন জন নিউটন তার সুপরিচিত গানে খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন, 'আশ্চর্যজনক অনুগ্রহ যা আমার মতো একজন হতভাগ্যকে বাঁচিয়েছে।' দশ আজ্ঞা যা আমরা কখনই তাদের এই অনুগ্রহের প্রেক্ষাপট থেকে সরিয়ে দিই না। দশ আজ্ঞা কাজের চুক্তির পুনঃবিবৃতি নয়। এটা এমন নয় যে ঈশ্বর আদম ও হবাকে বলেছিলেন, ''এটি কর, তাহলে তুমি বাঁচবে।'' না, ঈশ্বর বলেছেন, 'যেহেতু তোমরা বেঁচে আছো এবং আমি তোমাদের উদ্ধার করেছি, তাই আমার আজ্ঞাগুলি পালন কর যাতে আমাদের একসাথে থাকা সম্পর্কটি বিকাশ লাভ করতে পারে, গভীর হতে পারে, এর পাশাপাশি স্থায়ী হতে পারে।

সুতরাং, দ্বিতীয়ত, এটি একটি চুক্তির প্রেক্ষাপট ছিল। প্রভু ইস্রায়েলের সাথে যা করেছেন তা সবই চুক্তিবদ্ধ ছিল। যাত্রাপুস্তক ২ এই বলে শেষ হয়, যখন ঈশ্বর মিশরীয় দাসত্বে ইস্রায়েলীয়দের আর্তনাদ শুনতে পান, তারপরে এটি বলে, ''আর ঈশ্বর তাহাদের আর্ত্তস্বর শুনিলেন, এবং ঈশ্বর অব্রাহামের, ইস্‌হাকের ও যাকোবের সহিত কৃত আপনার নিয়ম স্মরণ করিলেন; ফলতঃ ঈশ্বর ইস্রায়েল-সন্তানদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; আর ঈশ্বর তাহাদের তত্ত্ব লইলেন'' (পদ ২৪-২৫)। পরবর্তীতে, মিশরে যা ঘটেছিল তার পরে মোশি দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৮ পদে আবার এটি স্মরণ করেন। তিনি বলেন, 'কারণ,' তিনি লিখেছেন, 'তিনি তোমাদের পিতৃপুরুষদের কাছে যে দিব্য করিয়াছেন, তাহা রক্ষা করেন, তন্নিমিত্তে সদাপ্রভু বলবান্ হস্ত দ্বারা তোমাদিগকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন।' [এটি] চুক্তির ব্যবস্থা। [ক] চুক্তি হল একটি বিশেষ এবং একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক যেখানে দুটি পক্ষ একে অপরের সাথে প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজেদেরকে একত্রে আবদ্ধ করে।

আপনার বিবাহ চুক্তির বিষয়ে চিন্তা করুন। প্রতিটি পক্ষ একটি গৌরবময় প্রতিশ্রুতি দেয় এবং দায়িত্ব এবং শর্তগুলি গ্রহণ করে যা সম্পর্ক বা চুক্তির সাথে সম্পর্কিত। ঈশ্বর সর্বদা মানবজাতির সাথে একটি লোভনীয় উপায়ে আচরণ করেছেন। আদম এবং হবার সাথে, যেমনটি আমরা দেখেছি, এটি ছিল কাজের চুক্তি। তাদের আনুগত্যের উপর ভিত্তি করে, সম্পর্কটি বৃদ্ধি পাবে এবং গভীর হবে। তাই ইস্রায়েলের সাথে ঈশ্বরের সম্পর্ক একটি চুক্তিগত অনুগ্রহ সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে স্থাপিত করা হয়। যখন যাত্রাপুস্তক ১৯:৫-৬-এ ঈশ্বর ইস্রায়েলের কাছে আসেন, লক্ষ্য করুন যে তিনি তাদের সাথে যে চুক্তির সূচনা করেছিলেন তার প্রতি তাদের সম্মতি চান। এই কথাগুলো শুনুন, ''এখন যদি তোমরা আমার রবে অবধান কর ও আমার নিয়ম পালন কর, তবে তোমরা সকল জাতি অপেক্ষা আমার নিজস্ব অধিকার হইবে, কেননা সমস্ত পৃথিবী আমার; আর আমার নিমিত্তে তোমরাই যাজকদের এক রাজ্য ও পবিত্র এক জাতি হইবে।'' আর সমস্ত লোক সহজেই উত্তর দেয়, ''প্রভু যা বলেছেন আমরা তা করব'' (৮ পদ)। তারা এটি আন্তরিকভাবে করেছিল যতক্ষণ না, তিন দিন পরে তারা বুঝতে পেরেছিল যে এই পবিত্র ঈশ্বর তাদের থেকে কত দূরে সরে গেছেন।

এই চুক্তির মধ্যে খুব অনন্য কিছু আছে, ঈশ্বর এবং তাঁর লোক ইস্রায়েলের মধ্যে এই অনুগ্রহের চুক্তি। এটি অসম। পবিত্র ঈশ্বর অপবিত্র লোকদের সাথে চুক্তিবদ্ধ। এটাই সুসমাচারের সম্পদ। মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে অনুভব করেছিল যে এই সম্পর্ক কতটা অসম্ভব। এটি সমান ভিত্তিতে নয়। আমরা যাত্রাপুস্তক ২০:১৮ পদে এটি অনুভব করেছি [যেখানে] আমরা পড়ি, ''তখন সমস্ত লোক মেঘগর্জ্জন, বিদ্যুৎ, তূরীধ্বনি ও ধূমময় পর্ব্বত দেখিল; দেখিয়া লোকেরা ত্রাসযুক্ত হইল, এবং দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। আর তাহারা মোশিকে কহিল, তুমিই আমাদের সহিত কথা বল, আমরা শুনিব; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সহিত কথা না বলুন।'' অবিলম্বে, ঈশ্বর এটির উত্তর দিয়েছিলেন এবং মোশিকে একটি অত্যন্ত অশোধিত বেদীর প্রথম প্রাথমিক প্রকাশটি দিয়েছিলেন যা মোশিকে তিনি আজ্ঞা করলেন।

এখন, চুক্তির তৃতীয় বিষয় [হল] এটি একতরফা। এটি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বাস্তবায়নেও একতরফা। ঈশ্বর চুক্তির সূচনা করেছিলেন। ঈশ্বর সার্বভৌমভাবে এই চুক্তিতে সম্পর্কের নিয়মগুলিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন। ঈশ্বর এই চুক্তিতে জগৎস্ত দল হিসেবে প্রমাণিত। ইস্রায়েলের ইতিহাস আধ্যাত্মিক ব্যভিচার এবং অজগৎস্ততার একটি ধারাবাহিক গল্প, কিন্তু ঈশ্বর কখনই ইস্রায়েলের সাথে তাঁর চুক্তি ভঙ্গ করেননি। তাই এটি ছিল একতরফা।

আর এই চুক্তির তৃতীয় বিষয় [হল] এটি কর্ম-ভিত্তিক না হয়ে অনুগ্রহ-ভিত্তিক। এর মানে এই নয় যে ঈশ্বরের আনুগত্যের প্রয়োজন নেই, তবে আমাদের আনুগত্য চুক্তির ভিত্তি হবে না। ঈশ্বর তাঁর নিজের অনুগ্রহে চিরকালের জন্য তাদের চুক্তিবদ্ধ ঈশ্বর হওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এমনকি আজ পর্যন্ত। রোমীয় ১১:২৮ আমাদের বলে যে ইহুদিরা পিতৃপুরুষগণের জন্য প্রিয় ছিল।

সুতরাং, বন্ধুরা, এটি সমাপ্তির জন্য আসুন আমরা মনে রাখি যে যখন আমরা যাত্রাপুস্তক ১৯ এবং ২০ দেখি, প্রভু ইস্রায়েলের সাথে তাঁর চুক্তির সম্পর্ক শুরু করেননি। তিনি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে এটি নিশ্চিত করেছেন বা দশ আজ্ঞাতে এটি অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমরা ইতিমধ্যে যে প্রস্তাবনাটি দেখেছি তা এটি প্রতিফলিত করে, সেইসাথে দশ আজ্ঞা জুড়ে বারবার এই বিবৃতি, ‘‘তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু।’’ দ্বিতীয় বিবরণ ৫-এর সংস্করণে, আপনি লক্ষ্য করেছেন যে এটি নয় বার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। ঈশ্বর জোর দিয়ে বলেন, ‘‘আমিই তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু।’’ [এটি একটি] সম্পর্ক।

এখন, আসুন এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা করি যে এটি আমাদের কাছে অর্থবহ। আমরা আর হোরেব পর্বতে নেই। আমরা ইস্রায়লিয় বা ইহুদি নই। [আমাদের বেশির ভাগই] [বিজাতীয়] বংশোদ্ভূত। এই সবের আমাদের জন্য কি তাত্পর্য আছে, আমরা ত ঈশ্বরের নতুন নিয়মের মানুষ? ঈশ্বর কি সত্যিই আমাদের সাথে একইভাবে কথা বলছেন যেমন তিনি সীনয় পর্বতে জড়ো হওয়া তাঁর লোকেদের সাথে কথা বলেছিলেন? উত্তর দৃঢ়ভাবে, ‘‘হ্যাঁ।’’ ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিবরণ ৫-এ (এটি ৪০ বছর পরে বেশিরভাগ নতুন প্রজন্মের লোকেরা মোশির শ্রোতা হয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে; সেই সময় অনেকের জন্মও হয়নি যখন ঈশ্বর সীনয় পর্বতে এসেছিলেন), মোশি বলেছিলেন, 'প্রভু এই চুক্তিটি আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নয় কিন্তু আমাদের সাথে করেছেন, এখন আজ যারা জীবিত আছে' (পদ ৩)।

তাই, প্রেরিত পৌল এবং পিতরের কাছে দ্রুত এগিয়ে যান, যারা আব্রাহাম থেকে নতুন নিয়মের মণ্ডলী পর্যন্ত ঈশ্বরের চুক্তির রেখা চিত্রিত করেন কিছু সুস্পষ্ট বিবৃতিতে মাধ্যমে। গালাতিয় ৩:২৯ পদে পৌল গালাতীয়দের কী বলেন? তাদের উৎপত্তি হচ্ছে বিধর্মী। তাদের মধ্যে কোন ইহুদি রক্ত নেই। তিনি তাদের ‘‘আব্রাহামের বংশ’’ বলে ডাকা হচ্ছে। এটি শুনুন, ৩:২৯ পদে, ‘‘আর তোমরা যদি খ্রীষ্টের হও, তবে সুতরাং অব্রাহামের বংশ, প্রতিজ্ঞানুসারে দায়াধিকারী’’ – চুক্তি অনুসারে। সুতরাং, আপনি একজন ইহুদি বা গ্রীক, দাস বা স্বাধীন, পুরুষ বা মহিলা, যদি খ্রীষ্টে আছেন, আমরা আব্রাহামের বংশ। অধ্যায় ৪:২৮ পদ, তিনি আবার এটি পুনরাবৃত্তি করেন, যদি গালাতীয় বিশ্বাসীরা বিধর্মী পিতামাতার দাব্রা জন্মপ্রাপ্ত, তিনি তাদের ডাকেন, ‘‘হে ভ্রাতৃগণ, ইস্‌হাকের ন্যায় তোমরা প্রতিজ্ঞার সন্তান।’’

[রোমীয় ১১-এ] প্রেরিত পৌল একটি ভিন্ন ছবি ব্যবহার করেছেন। তিনি পুরানো ইস্রায়েলকে মূল, কান্ডের সাথে তুলনা করেছেন এবং নতুন নিয়মের মণ্ডলী, বিধর্মী বিশ্বাসীরা, সেই কান্ডে কলম করা শাখার মতো। নতুন নিয়মের মণ্ডলী পুরাতন নিয়মের মণ্ডলীকে প্রতিস্থাপন করেনি। নতুন নিয়মের মণ্ডলী হল পুরাতন নিয়মের মণ্ডলীর সম্প্রসারণ যেমন ঈশ্বর অনেক ভবিষ্যদ্বাণীতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, এমনকি গীতসংহিতাতেও বলেছেন। আর এই সবই পঞ্চাশত্তমীর দিনে প্রেরিত পিতর যা প্রচার করেছিলেন তার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পবিত্র আত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ এবং চালিত, পিতর পুরাতন নিয়মের ভাববাদীদের পথ গ্রহণ করেন, আর তিনি এটিকে আজ জগৎব্যাপী মণ্ডলীর কাছে এই কথায় প্রসারিত করেন, ‘‘কারণ এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের জন্য ও তোমাদের সন্তানগণের জন্য এবং দূরবর্ত্তী সকলের জন্য যত লোককে আমাদের ঈশ্বর প্রভু ডাকিয়া আনিবেন’’ (প্রেরিত ২:৩৯)। আপনি লক্ষ্য করেছেন যে তিনি আব্রাহাম থেকে নতুন নিয়মের মণ্ডলীর দিকে একটি লাইন এঁকেছেন। অতএব, বন্ধুরা, নতুন নিয়মের মণ্ডলীর মধ্যে, একই যিহোবা ঈশ্বর কাজ করছেন [যিনি] পুরাতন নিয়মের মণ্ডলীতে কাজ করছেন, তাঁর নির্বাচিতদের একত্রিত করছেন, তখন সেই মণ্ডলী থেকে [এবং] আজ জগৎব্যাপী মণ্ডলী থেকে।

এর অর্থ হল যে প্রতিবার, আপনি এবং আমি আজ দশ আজ্ঞার দৃষ্টান্ত যখন শুনি, আমাদের নিজেদেরকে মনে করিয়ে দেওয়া উচিত, যেমন ইস্রায়েল নিজেদেরকে স্মরণ করিয়ে দিত, ঈশ্বর তাদের প্রতি যা করেছিলেন। তারা মিশরীয় দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিল; আমাদের আধ্যাত্মিক বন্ধন থেকে উদ্ধার করা হয়েছে. একবার আমরা পাপ এবং শয়তানের দাসত্বে পাপ এবং পাপের মধ্যে মারা গিয়েছিলাম, কিন্তু পৌল [মুক্তিপ্রাপ্তদের] পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তারা একসময় কোথায় ছিল তা যেন না ভুলে যায়, যেমন ইফিষীয় ২:১১-১৩, যেখানে তিনি লিখেছেন, ‘‘অতএব স্মরণ কর, পূর্ব্বে মাংসের সম্বন্ধে পরজাতীয় তোমরা—ত্বক্‌ছেদ, মাংসে হস্তকৃত ত্বক্‌ছেদ নামে যাহারা আখ্যাত, তাহাদের নিকটে অত্বক্‌ছেদ নামে আখ্যাত তোমরা— তৎকালে তোমরা খ্রীষ্ট হইতে বিভিন্ন, ইস্রায়েলের প্রজাধিকারের বহিঃস্থ, এবং প্রতিজ্ঞাযুক্ত নিয়মগুলির অসম্পর্কীয় ছিলে, তোমাদের আশা ছিল না, আর তোমরা জগতের মধ্যে ঈশ্বরবিহীন ছিলে। কিন্তু এখন খ্রীষ্ট যীশুতে, পূর্ব্বে দূরবর্ত্তী ছিলে যে তোমরা, তোমরা খ্রীষ্টের রক্ত দ্বারা নিকটবর্ত্তী হইয়াছ ।’’ ইহুদি ও পরজাতীয়দের মণ্ডলীতে একসঙ্গে একত্রিত করা হয়েছে।

এখন, আপনি নিজেই কি অনিবার্য উপসংহারে পৌঁছাতে পারেন যদি এটি একই চুক্তি হয়, যদি আমরা একই রকম পরিত্রাণে অংশগ্রহণ করি, [একটি] আরও বড় পরিত্রাণ, [তবে] নৈতিক বিধানেরও ঈশ্বরের মুক্তিপ্রাপ্তদের জীবনে একই স্থান থাকতে হবে। এটা ইস্রায়েল জন্য ছিল। আজ এটি আর জীবনযাপনের পথ নয় এবং কখনও হবে না, তবে এটি এখনও জীবনের পথ, রক্ষা করা, লালন

করা, ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক গভীর করার পথ। এটি, সংক্ষিপ্তভাবে, আমাকে শেষ পর্যবেক্ষণে নিয়ে আসে, যেটি একটি অত্যন্ত গম্ভীর পরিবেশ ছিল, সেই দিন সীনয় পর্বতে [যেটি] ঈশ্বরের তৈরি করা সবচেয়ে অসাধারণ প্রকাশ নিয়ে এসেছিল।

গীতসংহিতা ৬৮:১৭ সেই দিন সম্পর্কে বলে, ''ঈশ্বরের রথ অযুত অযুত ও লক্ষ লক্ষ, প্রভু সে সকলের মধ্যবর্ত্তী; যেমন সীনয়ে, তাঁহার পবিত্র স্থানে।'' এই সমস্ত স্বর্গদূতদের মধ্যে প্রধান ছিলেন স্বয়ং ঈশ্বর। তিনি নিজেকে সেই দিন পর্যন্ত জগতের সবচেয়ে বিস্ময়কর মহিমায় স্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছিলেন। বাইবেলের কোন অংশ, সীনয় পর্বতের দশ আজ্ঞার চেয়ে এত বেশি চিত্তাকর্ষকভাবে কখনও উচ্চারিত হয়নি। ইস্রায়েল তখন যেমন শুনেছিল, যেমন মোশি দ্বিতীয় বিবরণ ৪:৩৩ পদে বলেছেন, লোকেরা কখনও আগুনের মধ্য থেকে ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে পায়নি। ''সদাপ্রভু পর্ব্বতে অগ্নির মধ্য হইতে তোমাদের সহিত সম্মুখাসম্মুখি হইয়া কথা বলিলেন,'' তিনি দ্বিতীয় বিবরণ ৫:৪ এ বলেছেন। ধর্মগ্রন্থের অন্য কোন অংশ দশ আজ্ঞার মত তাঁর নিজের আঙুল দিয়ে লিখিত নয়। পরে ঈশ্বর তা পাথরের ফলকে মোশিকে দিয়েছিলেন।

তাহলে, আসুন এই প্রশ্নটি দিয়ে শেষ করি, 'এখন কী কারণে ঈশ্বর দশ আজ্ঞা এত মহান মহিমায় ঘোষণা করেছেন?' তিনটি কারণ রয়েছে। প্রথমে, আমার সাথে কিছুক্ষণের জন্য চিন্তা করুন। যদি ঈশ্বর ছিলেন এবং এই প্রেমের ঈশ্বর এবং যদি বিধানগুলি তাঁর সবচেয়ে পবিত্র এবং মনোরম প্রকৃতির প্রতিফলন হয়, তবে কেন তিনি নিজেকে এই অগ্নিতে, এই অবিশ্বাস্য মহিমা এবং মহিমায় প্রদর্শন করার সময় নিজেকে এত অপ্রকাশ্য বোধ করালেন? সবাইকে ভয় ও আতঙ্কে কাঁপিয়ে তুললেন? তিনি মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করলেন এমনকী প্রাণীদের জন্যও হতে পারে যদি কেউ নির্দোষভাবেও সেই সীমানা চিহ্ন লঙ্ঘন করে। কেন ঈশ্বর এই সুন্দর বিধান এমন নেতিবাচক সুরে বর্ণনা করবেন? ''তুমি করবে না। তুমি করবে না।'' তিনটি কারণ আছে। প্রথমত, ঈশ্বর এখন পাপীদের সাথে আচরণ/কথোপকথন করছেন। মিশর থেকে মুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এবং তাঁর সাথে চুক্তিবদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, যারা সীনয় পর্বতে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে তারা পাপী। তারা ঈশ্বরের সম্পর্কে একটি বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি আছে। তাদের নিজেদের সম্পর্কে একটি বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি আছে, এমনকি এখনও আছে। ঈশ্বর সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনা খুবই নিম্ন স্তরের। নিজেদের সম্পর্কে তাদের চিন্তাভাবনা অনেক উচ্চ স্তরের। অতএব, ঈশ্বরকে এই অত্যন্ত মহিমান্বিত মহিমায় নিজেকে প্রদর্শন করতে হবে। পরবর্তীতে, ঈশ্বর ইস্রায়েলকে ধমক দেওয়ার প্রয়োজন ছিল যখন তিনি তাদের সাথে বিতর্ক করেন। তিনি এটি বলেছেন; ''তুমি মনে করিয়াছ, আমি তোমারই মতন'' (গীতসংহিতা ৫০:২১)। 'তোমরা আমাকে একই স্তরে রেখেছ, কিন্তু তাই আমি নই।'

তাই, ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে নিজেকে প্রদর্শন করেন, যে পরিচিতি দিয়ে তিনি আমাদের কাছাকাছি আসেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করেন তা আমাদের তাঁর কাছে যে মহান মহিমা ও গৌরব প্রদর্শন করা উচিত তার অবজ্ঞার দিকে যেন নিয়ে না যায়। ইব্রীয় ১২ পুনরুক্তি করে যে, 'ঈশ্বর হলেন এক গ্রাসকারী আগুন। তাই আসুন আমরা তাঁর সামনে শ্রদ্ধা ও ধার্মিক ভয় নিয়ে আসি' (২৯ এবং ২৮ পদ)। তাই, যীশু আমাদের শিষ্যদের প্রার্থনায় প্রথম আবেদন শেখান, ''হে, আমাদের স্বর্গস্থ পিতা;'' দূরত্ব [এবং] ঘনিষ্ঠতা, ''আমাদের পিতা।''

সুতরাং, এই সম্বোধনে ঈশ্বরের এত মহিমান্বিত হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হল, তিনি তাঁর লোকদেরকে অত্যন্ত বিপজ্জনক, লোভনীয়, ভগ্ন জগতে সম্বোধন করছেন। অনেক বাহিনী এখানে ইস্রায়েলের চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে যারা তাদের আধ্যাত্মিক বিবাহের সৌন্দর্যকে ধ্বংস করতে চাইছে, এবং সেইজন্যই ঈশ্বরকে এমন জোরদারভাবে বিধানটি ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন ছিল, ঠিক যেমন একজন পিতামাতা একটি ছোট শিশুর সাথে কথা বলছেন যার চারপাশের বিপদ সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। আর তাই একজন অভিভাবক হিসাবে, আমরা বলি, ''বেড়া পেরিয়ে যাবে না। ঐ গেট দিয়ে যাবে না। অপরিচিতদের সাথে যাবে না। তাদের উপহার গ্রহণ করবে না।'' এখন, এটি নেতিবাচক নয়, তবে সন্তানের ক্ষেত্রে এটি বাধ্যবাধকতা। তাই, ঈশ্বরও একজন যত্নশীল পিতামাতা হিসাবে, সেই পদ্ধতিতে দশ আজ্ঞা দিয়েছেন।

আর ঈশ্বরের উচ্চ মানের এই চিত্তাকর্ষক উপস্থাপনার তৃতীয় কারণ আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি; তাদেরকে যীশু খ্রীষ্টের কাছে আনতে স্কুলের শিক্ষক হিসাবে বিধান ব্যবহার করা হয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে, লোকেরা এটা দেখে এবং ঈশ্বরের কথা শুনে মনে করে [যে] শোনা এবং কথা বলা এবং ঈশ্বরের কাছে থাকা নিরাপদ নয়। তাই বলা হয়েছে, ''দেখিয়া লোকেরা ত্রাসযুক্ত হইল, এবং দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। আর তাহারা মোশিকে কহিল, তুমিই আমাদের সহিত কথা বল, আমরা শুনিব; কিন্তু ঈশ্বর আমাদের সহিত কথা না বলুন, পাছে আমরা মারা পড়ি'' (যাত্রাপুস্তক ২০:১৮-১৯)। এটি কোন নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া ছিল না। এটি একটি ভালো প্রতিক্রিয়া ছিল।

দ্বিতীয় বিবরণ ১৮ অধ্যায়ে, প্রভু মোশির কাছে এটি প্রকাশ করেছিলেন; প্রভু বললেন, ''এটি ভালোই বলা হয়েছে'' (পদ ১৭), যা তারা তখন সীনয় পর্বতে বলেছিল। আর তিনি তাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তারা তাদের মতো তাদের ভাইদের মধ্য থেকে একজন ভাববাদী উৎপন্ন করবেন (পদ ১৮)। আমরা পরে যীশু খ্রীষ্টকে দেখতে পাই, যার নিকটে আসা যায়, যিনি মৃদুশীল, তিনি উচ্চস্বরে কথা বলেন না [এবং] যেন তারা ভয় পায়, কিন্তু তাদের আদর করেন, নিজের কাছে আকর্ষিত করেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, তারা এটির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল এবং সেই কারণেই ঈশ্বরও এই উপস্থাপনায় নিজেকে সেই মহিমাতে প্রদর্শন করেছেন, যাতে তাদের মধ্যস্থতার প্রয়োজন অনুভব করা যায়। বন্ধুরা, এখন সীনয় পর্বতের পাদদেশে এসে আমাদের একের পর

এক দশটি আজ্ঞা শোনার সময় এসেছে। এখন যে বক্তৃতার সীরিজগুলি আসছে তার মধ্যে একটি বক্তৃতায় আমি আপনাকে প্রতিটি আদেশে নিয়ে যাওয়ার আশা করছি, দেখতে, শুনতে এবং ধ্যান করতে; যেন 'যিহোবার ইচ্ছা কী যাতে তাঁর এবং তাঁর লোকদের মধ্যের সম্পর্ক সুন্দর, মহিমান্বিত, মনোরম, ঘনিষ্ঠ, সন্তোষজনক, উপভোগ্য হয়? আর ঈশ্বরের ইচ্ছার সেই সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি কী, আমরা আমাদের পরবর্তী বক্তৃতাগুলিতে তা দেখব।

সুতরাং, আমরা এখন পর্যন্ত যা শিখেছি তাতে ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন এবং তা বহুগুণ বৃদ্ধি করুন। ধন্যবাদ।

বক্তৃতা ৮

প্রথম আজ্ঞা

আর ঈশ্বর এই সমস্ত কথা বললেন... এবং তারপর সেই দশটি আজ্ঞা আগত হয়। কোন ঈশ্বর স্বর্গ ও পৃথিবীর স্রষ্টার চেয়ে বড় নয় এবং কোন বিধানই দশ আজ্ঞার চেয়ে উত্তম নয়। মোশি ইস্রায়েলের লোকদের সেই কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যখন তিনি তাঁর বিচ্ছেদের বার্তায় বলেছিলেন, আর এমন কোন এত মহৎ জাতি আছে, যাদের বিধি এবং বিচার, এই সমস্ত বিধানের মতো ন্যায়নিষ্ঠ, যা আমি আজ তোমাদের সামনে রেখেছি? তথাপি সর্বোত্তম বিধান থাকার এই সত্য সত্ত্বেও, ঈশ্বর তাঁর লোকেদের হৃদয় জানতেন। তাঁকে ভালবাসার জন্য তাঁর আদেশগুলি বিস্তার করার প্রয়োজন ছিল যাতে তারা কখনও তাঁকে ছেড়ে না যায়।

প্রতিলিপি বক্তৃতা ৮

স্বাগতম, প্রিয় বন্ধুরা; আজ আমরা দশ আজ্ঞা পরীক্ষা করে শুরু করব, প্রতি বক্তৃতায় একটি আজ্ঞা নিয়ে আমরা কথা বলবো। আমি এই দশ আজ্ঞার প্রথমটির শিরোনাম দিয়েছি *কেবলমাত্র আমাতে নির্ভর করবে*। অবশ্যই, এটি যাত্রা পুস্তক ২০ অধ্যায়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, প্রথম আজ্ঞা যা বলে, ‘‘আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।’’ আমি দশ আজ্ঞার উপর বক্তৃতা কেন্দ্রীভূত করতে চাই, প্রথমে একটি সাধারণ নীতির প্রত্যেকটি আদেশের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে। তারপর, বক্তৃতার এই সিংহভাগ প্রতিটি আদেশের দিকে সমর্পিত করা হবে।

তাই, আজ আমি আপনার সাথে প্রথম যে নীতিটি ভাগ করে নিতে চাই তা হল একটি মৌলিক বিষয়, যা বলে যে দশ আজ্ঞা সকল মানুষের জন্য ঈশ্বরের ভিত্তি এবং মৌলিক বিধান। আপনি এগুলিকে সংবিধান বা জাতির সনদ বা রাজশাসনপত্রের মতো বিবেচনা করতে পারেন। এই দশটি হল ঈশ্বরের পরম এবং নৈতিক এবং চিরন্তন প্রকাশিত ইচ্ছা, শুধুমাত্র ইস্রায়েলীয়দের জন্য নয় কিন্তু তিনি সৃষ্টি করেছেন এমন সমস্ত মানুষের জন্য। পুরাতন নিয়মে ইতিমধ্যেই প্রায়ই এই সত্য সম্পর্কে কথা বলে যে ঈশ্বর সমস্ত জাতির রাজা। আর যদিও তিনি বিশেষভাবে ইস্রায়েলীয়দের জন্য দশটি আজ্ঞা দিয়েছেন, তবে এটি প্রকৃতপক্ষে ছিল সমস্ত মানুষের জন্য তাঁর ইচ্ছা।

এখন, মৌলিক এবং বুনিয়াদী বিধান; আইনি জগতে ভিত্তিমূলক আইন এবং মামলার বিধানের মধ্যে একটি পার্থক্য রয়েছে। এর জন্য শৌখিন শব্দ আছে, তবে আমি সেগুলি বাদ দিচ্ছি। দশটি আজ্ঞাকে ভিত্তিমুলক বা বুনিয়াদী আইন/বিধান হিসাবে বিবেচনা করুন, যা রাজ্যের সংবিধান হিসাবে ঈশ্বরের দেওয়া ব্যবস্থিত বিধান। [মামলার আইন তৈরি করা হয়] এই ভিত্তিমুলক বা বুনিয়াদী বিধানের ভিত্তিতে। এগুলি এমন আইন যা [বেস] বিধানের বাইরে প্রবাহিত হয়, কখনও কখনও, বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আমরা তার আরও পরিমার্জিত প্রয়োগ দেখতে পায়। পুরাতন নিয়মে, আমাদের কাছে বেশ কিছু নাগরিক আইন আছে যেগুলোকে ‘‘যদি, তাহলে’’ দিয়ে বলা হয়েছে। এগুলি মমলার বিধানের উদাহরণ। উদাহরণস্বরূপ, ‘‘তুমি চুরি করবে না,’’ হল বুনিয়াদী আইন/বিধান। একটি মামলার আইন আছে; যদি আমার বলদ আমার প্রতিবেশীর ক্ষেত মাড়িয়ে তার ফসল নষ্ট করে, তাহলে আমাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এটি দশ আজ্ঞার উপর ভিত্তি করে একটি মামলার আইন।

এখন, এই পার্থক্য আপনাকে বুঝতে সাহায্য করবে যে পুরাতন নিয়মের পুস্তকগুলিতে আমাদের দেওয়া সমস্ত নাগরিক আইন অপরিহার্যভাবে, পুঙ্খনাপুঙ্খ ভাবে, আজ আমাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাদের মধ্যে কিছু পুরানো ইস্রায়েলের সমাজ এবং সংস্কৃতিতে, বা প্রান্তর ভ্রমণের, বা যখন তারা কনানে বসতি স্থাপন করেছে তখনকার পরিসরে ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। তবুও ভিত্তিমূলক বা বুনিয়াদী বিধানের এই গুরুত্বকে তুলে ধরার জন্য, আসুন আমরা মনে রাখি যে ঈশ্বর নিজেই এই বুনিয়াদী বিধান বলেছেন। দশ আজ্ঞা সরাসরি স্বর্গ থেকে বলা হয়েছিল, ঈশ্বরের নিজের আঙুল দ্বারা বিধানের ফলকে দুবার লেখা হয়েছিল। তারা সমস্ত মানবজাতির জন্য পরম/ নির্বিকল্প।

আসুন এখন একসাথে প্রথম আজ্ঞাতি দেখি। ‘‘আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।’’ আমরা দুটি বিষয় বিবেচনা করতে চাই; প্রথম আজ্ঞার জন্য ঈশ্বরের মূল অভিপ্রায় কী এবং এই প্রথম আজ্ঞার বিবরণ কী? কেন ঈশ্বর এই দশটি আজ্ঞা দিয়েছিলেন এবং শুরু করেছিলেন ‘‘আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।’’ এর অর্থ এই নয় যে, 'যে সব দেবতা আছে, তার মধ্যে শুধু আমাকেই তোমার ঈশ্বর বলে গণনা কর। আমি তোমাদের। আমি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমিই একমাত্র যার প্রতি তোমার নিজেকে উৎসর্গ করা উচিত।' ঠিক আছে, এটি এক অর্থে সত্য, কিন্তু ঈশ্বর জানেন, তিনি নিজে যিশাইয় ৪৩:১১-তে কী বলেছেন, ‘‘আমি, আমিই সদাপ্রভু; আমা ভিন্ন আর ত্রাণকর্তা নেই।’’ কোন ঈশ্বর নেই, আমি ছাড়া আর কোন ঈশ্বর নেই।

তাই, কোন না কোনভাবে প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে নিজেকে সুরক্ষিত করার জন্য ঈশ্বর প্রথম আজ্ঞাটি লেখেননি। কোনো প্রতিযোগিতা নেই। ঈশ্বরের গৌরব ও সম্মানের জন্য দাঁড়াতে পারে এমন অন্য কোন প্রতিযোগী নেই। যদিও, অবশ্যই, এমন অনেক শক্তি রয়েছে যা আমাদের দূরে সরিয়ে নিতে চায়; যেমন হল শয়তান, তার মাধ্যম এবং সমস্ত প্রকারের প্রলোভন। কিন্তু, স্বয়ং ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন ঈশ্বর নেই।

ঈশ্বর প্রতিটি মূর্তি বা প্রতিমা সম্পর্কে খুব কঠোর। উদাহরণ স্বরূপ, যিরমিয় ১০:৩-৫ পদে তিনি প্রায় এটিকে উপহাস করেন যখন তিনি বলেন, ‘‘কেহ আপনার নিমিত্ত এরস বৃক্ষ ছেদন করে, তর্সা ও অলোন বৃক্ষ গ্রহণ করে, বনতরুগণের মধ্যে কোন দৃঢ় বৃক্ষ মনোনীত করে;

সে শরল বৃক্ষ রোপন করে, আর বৃষ্টি তাহা পালন করে। পরে তাহা জ্বালানি কাষ্ঠ হইয়া মনুষ্যের ব্যবহারে আইসে...আবার এক দেবতা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার কাছে প্রণিপাত করে'' (যিশাইয় ৪৪:১৪-২০)। তারা স্বর্ণ এবং রৌপ্য দিয়ে প্রতিমাটি ঢেকে দেয়। তারা এটি একটি কাঠের উপর পেরেক দিতে গেঁথে দেয়। তাদের এটা বহন করতে হয়।' এমন ভয়ংকর এক দেবতা থেকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আর সেইজন্য, ঈশ্বর যেমন মূর্তিগুলির এই বৈশিষ্ট্যটি দিয়েছেন, লক্ষ্য করুন কীভাবে তিনি সেই অনুচ্ছেদটি শেষ করেন। তিনি বলেন, ''তোমরা তাহাদের হইতে ভীত হইও না; কারণ তাহারা অহিত করিতে পারে না, হিত করিতেও তাহাদের সাধ্য নাই।'' এখন, সেই শেষ বিবৃতিটি আমাকে প্রথম আদেশে ঈশ্বরের আসল অভিপ্রায় কী তা আপনাদের সাথে ভাগ করতে পরিচালিত করে।

ঈশ্বর আজ্ঞা করেন, 'আমাকে স্বীকার কর। শুধু আমাকে বিশ্বাস করো। একমাত্র ঈশ্বর হিসাবে আমাকে অনুসরণ কর যিনি আপনার ভালো করতে পারেন।' ঈশ্বর বলেন, 'দেখ। আমি তোমার ভক্তিজ্ঞাপনকারী স্রষ্টা। এই জীবনের এই প্রান্তরে আপনাকে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য আমার কাছে সমস্ত সংস্থান রয়েছে। অন্য কোন দেবতা নেই। স্বীকার কর, বিশ্বাস কর, শুধুমাত্র আমাকে সম্মান কর।' অন্য স্তরে, ঈশ্বর তাঁর লোক ইস্রায়েলকে বলতে পারেন, 'আমি তোমাদের মুক্তিদাতা। আমি তোমাকে মিশর থেকে বের করে এনেছি। শুধুমাত্র আমাকে ছাড়া অন্য কোন দেবতাকে বিশ্বাস করবে না।' বা অন্য স্তরে, ঈশ্বর বলতে পারেন, 'আমি যত্নশীল পিতা তাঁর সন্তানদের এবং এই বিপজ্জনক জগতের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। অন্যদের সাথে যাবে না। শুধু আমার কাছে এসো।' কেন? 'অন্যরা তোমার ভালো করতে পারবে না। আপনাকে তাদের ভয় পেতে হবে না, তবে তারা তোমার কোন উপকারও করবে না।

তাই, প্রেমময় ভক্তি সহকারে, ঈশ্বর এই প্রথম আদেশে আমাদের জন্য তাঁর ইচ্ছা নির্ধারণ করেন। আমরা যেমন আমাদের সন্তানদের বলি, 'অপরিচিতদের সঙ্গে যেও না', তাই ঈশ্বর বলেছেন, 'অপরিচিতদের সঙ্গে যেও না। অদ্ভুত দেবতাদের অনুসরণ করবে না, তারা যতই মিষ্টি কথা বলুক না কেন, তারা আপনাকে যাই প্রতিশ্রুতি দেক না কেন, তারা দেখতে কেমন বা তারা আপনাকে যাই বলুক না কেন; কাউকে বিশ্বাস করবে না [এবং] তোমার যত্ন নেওয়ার জন্য, তোমার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য, বা তোমাকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য, বা তোমাকে রক্ষা করার জন্য কেবলমাত্র আমাকেই বিশ্বাস করবে।'আমরা কি আমাদের বাচ্চাদের এটি বলি না? এটিই ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের বলেন, 'অন্য প্রেমিকদের কাছে তোমার হৃদয় দান করো না।' কেন? আপনি ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। আপনি হতাশা অনুভব করবেন। তারা আপনাকে হতাশ করবে। আপনি ব্যথা অনুভব করবেন। বন্ধুরা, আমরা যখন ইস্রায়েলের ইতিহাস অন্বেষণ করি, আপনি বারবার দেখতে পাবেন। তারা যে দেবতাদের অনুসরণ করেছিল তারা তাদের পাথরের মতো ফেলে দিয়েছিল। তারা যে প্রয়োজনের মুখোমুখি হয়েছিল এই দেবতাগুলি তাদের মোটেও সাহায্য করতে পারেনি। সুতরাং, ঈশ্বর চান যে আমরা শুধুমাত্র তাঁর উপর ভরসা করে আমাদের সম্পূর্ণ বাধ্যতা ও ভক্তি প্রদান করি। এটি করা আপনাকে এবং আমাকে উপভোগ করার সর্বাধিক স্বাধীনতা এবং সুখ দেবে। কেন? তাহলে আমরা এই জাদু শক্তির খপ্পরে নেই। তাহলে আমরা নিরর্থক এবং অকেজো লোকদের অনুসরণ করছি না, [এবং] আমরা ক্ষীণ নিশ্চয়তার উপর বিশ্বাস রাখি না। তাহলে এই ক্রমাগত পরিবর্তনশীল জগতে আমাদের ওপর-নিচ করা হবে না।

''আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুন।'' আমি যা দেখছি আপনি কি তা দেখছেন? আমি যা অনুভব করি আপনি কি তা অনুধাবন করছেন? শুধুমাত্র প্রথমটিতে নয়, আমরা অন্য নয়টি আদেশে এটি দেখতে পাব। আমি দেখি না যে ঈশ্বর আমাকে বাধা দেওয়ার জন্য [বা] আমাকে সীমাবদ্ধ করার জন্য একটি সরঞ্জাম লাগিয়েছেন, কিন্তু আমাকে রক্ষা করার জন্য এটি করেছেন। আমি এমন একজন ঈশ্বরকে দেখি না যে আমি যা অনুভব করি সে সম্পর্কে তিনি উদ্বিগ্ন নয়, তবে আমি সত্যিই সুখী এবং সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য তাঁর মধ্যে একটি ঐশ্বরিক উদ্বেগ অনুভব করি। আমি একজন মরিয়া বা ভীত ঈশ্বরকে এক নশ্বর হিসাবে নিজেকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা করতে দেখি না, তবে আমি একজন ঈশ্বরকে দেখি এবং অনুভব করি যিনি আমাদের ক্ষতি এবং আঘাত থেকে সুরক্ষিত করতে চাইছেন যখন আমরা তাঁকে একমাত্র হিসাবে অনুসরণ করি না। ''আমার সাক্ষাতে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক।'' সুতরাং, আসুন তারপর বিবেচনা করা যাক এই প্রথম আজ্ঞার প্রভাব এবং বিশদ বিবরণ কী। ঈশ্বর কি আজ্ঞা করেন এবং নিহিতার্থ দ্বারা কী নিষেধ করেন?

প্রথমে, ঈশ্বর আমাদের আজ্ঞা দেন যে আমরা তাঁকে জানব এবং শুধুমাত্র তাঁর উপরই বিশ্বাস রাখব। এখন, জানা এবং বিশ্বাস একে অপরকে অনুসরণ করছে। আমি যাকে চিনি না তাকে বিশ্বাস করতে পারি না। সমস্ত সম্পর্কে, বিশ্বাস ব্যক্তির জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে, তাই এটি ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও এক। আমরা আমাদের বাচ্চাদের বলি এবং তাদেরকে সতর্ক করি যেন তারা যাকে জানে না এমন অপরিচিত ব্যক্তিদের বিশ্বাস না কর, যদিও প্রকৃতপক্ষে আমাদের তাদের সতর্ক করতে হবে যে তারা যাদের জানে তাদের যেন বিশ্বাস না করে। এই অসুস্থ বিশ্বে, অনেকেই প্রকৃতপক্ষে [জগৎস্ত] সম্পর্কের সুবিধা নিচ্ছে এবং অন্যদের সেভাবে অপব্যবহারের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সাধারণত, আমরা লোকেদের বলি, ''যাকে আপনি জানেন না তাকে বিশ্বাস করবেন না।'' এটাই প্রথম আজ্ঞাতে ঈশ্বরের ইচ্ছা। তিনি আমাদের আজ্ঞা করেন তাঁকে চেনার। তিনি আমাদের আজ্ঞা দেন যে আমরা তাঁকে যেন আরও বেশি করে চিনতে শিখি এবং স্বর্গে এবং পৃথিবীতে একমাত্র ঈশ্বর হিসাবে তাঁকে স্বীকার করি।

বন্ধুরা, তাঁকে (ঈশ্বরকে) চেনা একটা কাজ। এটি একটি অন্তহীন অধ্যয়নও বটে। আর যত বেশি আমরা তাঁকে জানি এবং তাঁর মহত্ত্ব, তাঁর প্রজ্ঞা, তাঁর মঙ্গল, তাঁর ভক্তি, তাঁর পবিত্রতা এবং তাঁর ন্যায়বিচার এবং সমস্ত গুণাবলী, তাঁর প্রেমময় উদারতা দেখি, আমরা আরও বেশি করে তাঁকে আঁকড়ে ধরতে আকৃষ্ট হব। তাঁকে অনুসরণ করুন এবং তাঁর উপর আস্থা রাখুন এমনকি যখন জীবন কঠিন এবং কঠিনতর হয়, এমনকি যখন অন্য কেউ আমাদের দরজায় কড়া নাড়ে এবং বলে, 'আমাকে আপনার হৃদয় দিন; আমাকে অনুসরণ করুন।'যদি আমরা তাঁকে জানি, তাহলে কেন আমরা তাঁকে পরিত্যাগ করব যিনি আমাদের জন্য নিজেকে এত উৎসর্গ করেছেন, তিনি স্বর্গের ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা, মুক্তিদাতা? এখন, যীশুর চেয়ে আর কেউ প্রথম আজ্ঞাকে সম্মান করেননি। আর লক্ষ্য করুন যে শয়তান মরুভূমিতে শুরু করে যীশুকে প্রথম আজ্ঞা ভঙ্গ করতে প্রলুব্ধ করে। ক্ষুধা ও দুর্বলতার সঙ্গে, সংশয়াপন্ন লোকদের মুখোমুখি হয়ে যাদের কাছে তাঁকে এখনই যেতে হবে এবং প্রচার করতে হবে এবং নিজেকে আসন্ন মসীহ হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, আর ক্রুশের চূড়ান্ত সম্ভাবনার সাথে চাপ অনুবভব করেন, শয়তান তাঁকে বিভিন্ন উপায়ে প্রলুব্ধ করে। পরিশেষে, যীশু প্রতিপক্ষের প্রতিটি প্রচেষ্টাকে প্রত্যাখ্যান করেন প্রথমে তাঁর নিজের উপর আস্থা রাখার জন্য, তাঁর নিজের রশদে (মথি

৪:৯); অথবা মানুষের মধ্যে তাঁর নিজের কাজ দ্বারা, বা শেষ পর্যন্ত শয়তানের প্রতিশ্রুতিতে, 'তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম কর, এই সমস্তই আমি তোমাকে দিব।' না, যীশু জানতেন এবং বিশ্বাস করতেন এবং কেবল তাঁর পিতাকে দেখেছিলেন এবং মান্য করেছিলেন এবং তিনি শয়তানকে প্রথমর আজ্ঞার সামনে একটি চূড়ান্ত আবেদন; শয়তান, ''তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে'' দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন (মথি ৪:১০)।

সুতরাং দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর আমাদেরকে আরাধনা করতে এবং একমাত্র ঈশ্বর হিসাবে তাঁর গৌরব করার আজ্ঞা দেন। যখন আমি উপাসনা শব্দটি শুনি, সম্ভবত আপনি আমার মতো, আমরা মণ্ডলীর কথা ভাবি, গান গাওয়া, প্রার্থনা করা, দান দেওয়া, প্রচার করা বা বাক্য শোনার কথা ভাবি। তবুও, উপাসনার হৃদয় হল একটি হৃদয় যা বিশ্বাস করে এবং এমন একটি জীবন যাপন করে যা একমাত্র ঈশ্বর হিসাবে, যোগ্যতম সত্তা হিসাবে ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য দেখায়। তবে, আরাধনা আসলে দেখতে কেমন? আমরা শুধু তখনই হয়না যখন আমরা মণ্ডলীতে থাকি। আরাধনা হল তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা। আরাধনা হল অন্য সকলের উপরে তাঁকে বেছে নেওয়া এবং স্বাচ্ছন্দ্য-আনন্দ, তাঁকে ঈশ্বর মেনে নিজেকে উৎসর্গ করা। আরাধনা হল তাঁর প্রতি আমাদের আশা রাখা, আনন্দের সাথে একমাত্র তাঁরই সেবা করা। আরাধনা হল আমার নিজের উপরে তাঁর ইচ্ছা এবং তাঁর পথ বেছে নেওয়া; যদিও এটি কঠিন। আরাধনা হল তাঁর পরাক্রমশালী হাতের নিচে নিজেকে নত করা। আরাধনা হল আমার প্রতিভা তাঁর কাছে উৎসর্গ করা। আরাধনা হল তাঁর জন্য এবং তাঁর রাজ্যের জন্য উদ্যোগী হওয়া, যখন আমাদের এগিয়ে যেতে হবে এমন সময়ে দিকনির্দেশনার জন্য তাঁর অপেক্ষা করা বা তাঁর পরামর্শের সন্ধান করা। আর পরিশেষে, এটি হল আমাদেরকে তাঁর মধ্যে এবং তিনি যা তাঁর মধ্যে এবং তিনি নিজেকে তাঁর বাক্যে এবং তাঁর পরিকল্পনার মাধ্যেমে নিজেকে নিজেকে যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তাতে আনন্দিত হওয়া।

এখন, যদি আমরা এই ধরনের আরাধনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে সম্মান করি, তাকাই, অপেক্ষা করি, খুঁজি, আমরা অনুভব করব তিনি কখনই আমাদের ব্যর্থ করবেন না। তিনি আমাদের ব্যর্থ করবেন না। তিনি তাঁর প্রেমে আমাদের পথ দেখাবেন, আমাদের ধারণ করবেন এবং প্রদান করবেন। গীতসংহিতা ৮১ এর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। ঈশ্বর বলেছেন, 'তোমার মুখ প্রশস্ত কর, আমি তোমার সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করব।' তিনি সেই গীতটিতে বিলাপ করেন, 'ওহ, আমার লোকেরা আমার কথা শোন। তারা অদ্ভুত দেবতাদের সঙ্গ ধরেছিল এবং তারা হারিয়ে গিয়েছিল। আমি পাথর থেকে উৎকৃষ্ট গম এবং মধু দিয়ে তাদের সন্তুষ্ট করতাম।' আপনি দেখুন, এটি প্রথম আজ্ঞা; আমার আরাধনা কর।

আতএব, এখন ঈশ্বর তৃতীয় স্থানে আমাদেরকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার এবং সাহায্য বা নির্দেশনার জন্য তাঁর উর্ধ্বে কাউকে বা অন্য কিছুর দিকে [তাকানো] থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেন। সমস্যা এবং ভয়ের মধ্যে অনেক লোক, তারা চাঁদের দিকে তাকায়, বা জাদুবিদ্যা বা সাংস্কৃতিক শক্তির দিকে তাকায়, রাজা শৌলের কথা ভাবুন, বা তাদের রাশিফল বা জাদুবিদ্যা গ্রহণ করে বা তথাকথিত সাধুদের ডাকে। অন্যরা তাদের ধারণা এবং দর্শন এবং অনুমান বা ঐতিহ্যের আশ্রয় নেয় যা ঈশ্বরের বাক্য এবং তাঁর বাক্যের শিক্ষাকে প্রত্যাখ্যান বা বিরোধিতা করে। প্রেরিত পৌল তাঁর দিনগুলিতে ইতিমধ্যেই সেই দিনগুলি সম্পর্কে সতর্ক করেছেন যেগুলি আসছিল যখন ''উত্তরকালে কতক লোক ভ্রান্তিজনক আত্মাদিগেতে ও ভূতগণের শিক্ষামালায় মন দিয়া বিশ্বাস হইতে সরিয়া পড়িবে'' (১ তীমথি ৪:১)। এখন, এটি প্রথম আজ্ঞার লজ্ঘন হবে যখন আমরা নিরাপত্তার জন্য এবং নির্দেশনার জন্য, সাহায্যের জন্য, এই জাতীয় রশদ বা এই জাতীয় উৎসের জন্য নিজেদেরকে দান করি। পরিবর্তে, ঈশ্বর বলেছেন, 'আমার সাক্ষাতে অন্য কোন দেবতা না থাকুক। শুমাত্র আমাকে ধরে রাখ।' তাই বন্ধুরা, নিজেকে মনে করিয়ে দিন কেন ঈশ্বর আমাদের প্রথম আজ্ঞাটি দিচ্ছেন। তিনি ভয় পান না যে তিনি তাঁর কিছু মহিমা হারাবেন। তিনি উদ্বিগ্ন যে আপনি এবং আমি কিছুই হারাবো না। আমাদের আত্মা এবং দেহ আমরা হারাবো যখন আমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে বিনিময় করি।

সুতরাং, প্রথম আদেশে ঈশ্বর কী নিষেধ করেছেন তা বিবেচনা করে শেষ করা যাক। অনেকগুলি সম্ভাব্য উত্তর আছে এবং আমি শুধুমাত্র একটিতে লক্ষ্য স্থির করার জন্য তাদের বেশিরভাগকে সরিয়ে দিই। ঈশ্বর নিষেধ করেন, অবশ্যই, নাস্তিকতা, যা এমন বিশ্বাসের কথা বলে যে ঈশ্বর নেই, তাই আমাদের এটি নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। ঈশ্বর সর্বেশ্বরবাদকেও প্রত্যাখ্যান করেন এবং নিষিদ্ধ করেন, এই বিশ্বাস যে আমরা আমাদের চারপাশে যা দেখি এবং স্পর্শ করি তাই হল ঈশ্বর।

তিনি বিবর্তনবাদকেও নিষেধ করেছেন, যার মধ্যে শেষ পর্যন্ত আপনাকে শেখানো হয় যে আপনি ঈশ্বর। কিন্তু, আমি ওই তিনজনকে এড়িয়ে যাই। আসুন আমরা একটি পাপের দিকে মনোনিবেশ করি [যেটি] আমাদের হৃদয়ের আরও কাছাকাছি; তিনি মূর্তিপূজা নিষিদ্ধ করেন।

আর মূর্তিপূজা কী? মূলত, মূর্তিপূজা হল যখন আমরা সৃষ্টিকর্তার জায়গায় সৃষ্টিকর্তার জায়গায় সৃষ্ট বা অন্য কোন প্রাণীর আরাম বা সুখকে ঈশ্বরের উপরে রাখি, আর আমরা আমাদের আরাম বা আমাদের শক্তি বা আমাদের নিরাপত্তা ও নির্ভরতা–কে সংজ্ঞায়িত করি কোন জিনিস, বা প্রাণী যাই হোক না কেন, সেটির উপর। হাইডেলবার্গ-ক্যাটাকিজম প্রশ্ন ৯৫-এ মূর্তিপূজাকে নিম্নরূপ সংজ্ঞায়িত করেছে, ''প্রতিমা আরাধনা হল সেই এক সত্য ঈশ্বর বা তাঁর পাশাপাশি যিনি তাঁর বাক্যে নিজেকে প্রকাশ করেছেন তার পরিবর্তে অন্য কোনো বস্তু যার উপর মানুষ তাদের বিশ্বাস রাখে।'' এখন, ভুলে যাবেন না বা বিভ্রান্ত হবেন না যে মূর্তিপূজা আপনার আশেপাশের লোকেদেরকে ভালোবাসা বা বিশ্বাস করার মত নয়, যেমন আপনার বাবা-মা বা আপনার পত্নী বা আপনার পালক। এটি মূর্তিপূজা নয়। মূর্তিপূজা সেই সুন্দর জিনিসগুলিকেও উপভোগ করে না যা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন, যেমন বিবাহ, পরিবার, বা খাদ্য ও পানীয়, বা ব্যবসা, বা সম্পত্তি, বা কাজ, সেই সমস্ত বিষয় যা আমরা উপভোগ করতে পারি। কিন্তু, মূর্তিপূজা হল যখন এই জিনিসগুলি বা এই লোকেরা আমাদের আস্থা বা আমাদের সুখকে সংজ্ঞায়িত করতে শুরু করে, অথবা আমরা আমাদের নিরাপত্তা তৈরি করি এবং আমরা প্রথমে ঈশ্বরের পরিবর্তে এটিকে আমাদের ভক্তির স্থানে নিয়ে আসি।

অতএব, এখন ভাববেন না যে মূর্তিপূজা তখনই হয় যখন আমরা পাথরের মূর্তি পরিবেশন করি বা পুরুষদের দেহত্যাগি আত্মার উপর নির্ভর করি। নিজেকে পরীক্ষা করুন এবং সত্যের প্রতি সজাগ থাকুন যে মূর্তিপূজা অনেক বেশি পরিমার্জিত এবং তাই, আমাদের নিজের হৃদয়ে সনাক্ত করা এত কঠিন। আমরা প্রথম আজ্ঞা ভঙ্গ করি যখন আমরা আমাদের উপভোগের জন্য দেওয়া ভালো এবং বৈধ জিনিসগুলি গ্রহণ করি এবং তাদের কাছে নিজেকে এমনভাবে নিবেদন করি যে তারা ঈশ্বরের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ স্থান গ্রহণ করে। আমাকে আপনার নিজের জীবনে আরও চিন্তা করার জন্য আপনাকে কয়েকটি উদাহরণ দিতে দিন।

সম্পদ; সম্পদ একটি উপহার, কিন্তু এটি একটি ফাঁদে ফেলার প্রতিমা হয়ে ওঠে যখন আমি কেবল ধনী হওয়ার জন্য, নিজেকে সুরক্ষিত করতে বা একটি ভালো আগামীকাল গড়তে, কেবল নিজেকে উপভোগ করার জন্য কঠোর থেকে কঠোর পরিশ্রম করি। এখন, ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করতে এবং আমার প্রতিবেশীর সেবা করার জন্য প্রদত্ত সম্পদের পরিবর্তে সম্পদ এইভাবে উপভোগ করা একটি প্রতিমা হয়ে উঠেছে। একাডেমিক সাফল্য ভালো এবং ঈশ্বর আপনাকে যে প্রতিভা দিয়েছেন তা দিয়ে নিজেকে আরও ভালো বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে দক্ষ করার দিকে কাজ করা একটি দুর্দান্ত লক্ষ্য। এটি একটি প্রতিমা হয়ে ওঠে যখন আমি কেবল পদমর্যাদা এবং পদবী এবং আমার পদবীর সাথে যে সম্মান জড়িত রয়েছে, শুধুমাত্র এইসব সম্পর্কে যত্নশীল হই। সম্ভবত, আমার সহকর্মীর সেবায় ঈশ্বরের সম্মান এবং প্রশংসার চেয়েও বেশি আমি আর্থিক সুবিধার কথা ভাবছি। এটি একটি প্রতিমা।

শারীরিক সুস্থতা এবং স্বাস্থ্য একটি মহান জিনিস [এবং] ঈশ্বরের কাজ করার জন্য [নিজেকে] উপযুক্ত রাখার জন্য আমাদের সকলকে করতে হবে, কিন্তু এটি একটি প্রতিমা হয়ে ওঠে যখন আমি যা করতে চাই তা হল শুধুমাত্র নিজের ছিমছাম এবং পরিপাটি দেখাতে আমার শরীর দেখানোর জন্য বা জীবন কিছুটা দীর্ঘায়িত হবে এই আশায় অনির্দিষ্টকালের জন্য আমার জীবন নিয়ে ব্যাস্ত থাকি। খেলাধুলা সম্পর্কে চিন্তা করুন। আবার, তাদের একটি দুর্দান্ত জায়গা এবং একটি ভালো ব্যবহার রয়েছে, তবে বিশেষত আধুনিক দিনে, খেলাধুলা এবং বিনোদনের ক্ষেত্র এটি মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিমা হয়ে উঠেছে। এটি আর বিনোদনমূলক নয়। এটি প্রতিমাআরাধনা। এর সবটিই বিজয়ী হওয়া এবং ভালোভাবে জিনিসটি সম্পাদন করা এবং আমাদের প্রিয় দল বা নিজেদের জন্য পুরস্কার এবং ফিতা কাঁটা, শুধু এই সম্পর্কে খেলাধুলো সীমিত হয়ে রয়ে গেছে।

তবে, আসুন আরও একটি প্রতিমা অনুসন্ধান করি; যা হল খ্রিস্টান সেবা কার্য। এটি সহজেই একটি প্রতিমা হয়ে উঠতে পারে যখন আমি খ্যাতি এবং পুরষ্কারের লক্ষ্য রাখি, বরং উপযোগিতার দিকে লক্ষ্য রাখি না যাতে তিনি বৃদ্ধি পেতে পারেন এবং আমি হ্রাস বা বিবর্ণ হতে পারি। তাই একসাথে, প্রথম আজ্ঞা বলা যেতে পারে যা আমরা মোশির উপদেশের শব্দগুলিতে শুনি যা মোশি দ্বিতীয় বিবরণ ৮ এ লিখেছেন যখন তিনি তাদের সম্পর্কে কথা বলেন যখন তারা পূর্ণ এবং সফল হয় এবং যখন তারা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের হৃদয় উত্থিত হয় এবং তারা তাদের প্রভুকে ভুলে যায়, যে ঈশ্বর তাদের মিশর দেশ থেকে বের করে এনেছেন (দ্বিতীয় বিবরণ ৮:১১-১৪), আর তিনি তখন দ্বিতীয় বিবরণে এই সতর্কবাণী দিয়ে শেষ করেন ৮:১৭-১৯ পদ, ‘‘আর মনে মনে বলিও না যে, আমারই পরাক্রমে ও বাহুবলে আমি এই সকল ঐশ্বর্য্য পাইয়াছি। কিন্তু তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুকে স্মরণে রাখিবে, কেননা তিনি তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে আপনার যে নিয়ম বিষয়ক দিব্য করিয়াছেন, তাহা অদ্যকার মত স্থির করণার্থে তিনিই তোমাকে ঐশ্বর্য্য লাভের সামর্থ্য দিলেন। আর যদি তুমি কোন প্রকারে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে ভুলিয়া যাও, অন্য দেবগণের পশ্চাদগামী হও, তাহাদের সেবা কর, ও তাহাদের কাছে প্রণিপাত কর, তবে আমি তোমাদের বিরুদ্ধে অদ্য এই সাক্ষ্য দিতেছি, তোমরা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।’’ সেখানে আমাদের আবার বলা হয়েছে, ‘হে আমার লোকেরা, এই দেবতাদের সাথে যেও না। তাদের উপর আপনার আস্থা রাখবে না। তাদের দিকে তাকাবে না। তারা তোমাদের সাহায্য করতে পারে না। শুধু আমার কাছে আছে।’ এখন, আপনি কি সেই ঈশ্বরের প্রেম, ঈশ্বরের উদ্বেগের স্বাদ পাচ্ছেন? তাঁর ইচ্ছাকে অনুসরণ করা এবং তাঁকে একমাত্র বন্ধু হিসাবে সম্মান করা আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় আনন্দ, সুখ, নিরাপত্তা, বিধান নিয়ে আসবে। কারণ যারা আমাকে সম্মান করে তাদের আমি সম্মান করব। এটি আমাদের উদ্বেগ, হতাশা এবং অবশেষে, আমাদের যাত্রার শেষে ধ্বংস হওয়া থেকে মুক্তি দেবে।

আমি প্রতিটি আদেশে আপনাকে ওয়েস্টমিনস্টার ক্যাটিসীজম বা হাইডেলবার্গ ক্যাটিসীজমকে একটু পরিদর্শন করতে এবং নিজের জন্য প্রশ্ন এবং উত্তরগুলি পড়তে উৎসাহিত করি, যেগুলি তাঁরা খুব সুন্দর এবং সমৃদ্ধভাবে লিখেছেন। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ।

বক্তৃতা ৯

দ্বিতীয় আজ্ঞা

জীবনের প্রতিটি দিক একইভাবে শুরু হয়। এটি সর্বদা একটি পদক্ষেপ বা একটি পছন্দ দিয়ে শুরু হয়। সেগুলি ছোট এবং নগণ্য মনে হতে পারে। তবুও প্রথম ধাপের ফলাফল জানা যাবে না যতক্ষণ না আমরা আমাদের যাত্রার শেষ প্রান্তে পৌঁছেছি। ততক্ষণে, আমাদের পাঠটি পুরবাই করতে সাধারণত অনেক দেরি হয়ে যায়। কিন্তু, আমাদের যত্নশীল সৃষ্টিকর্তা শুরু থেকে শেষ জানেন। তিনি জানেন যে তাঁর এবং তাঁর চরিত্রের সামান্যতম ভুল উপস্থাপনও কোথায় নিয়ে যাবে। ঈশ্বরের মহিমাকে সৃষ্ট কিছুর প্রতিমূর্তিতে পরিবর্তন করা শুধুমাত্র আমাদের নিজেদের জন্যই নয়, আমাদের বংশধরদের জন্যও অসম্মানজনক।

প্রতিলিপি বক্তৃতা ৯

প্রিয় বন্ধুরা, স্বাগতম, আপনাকে প্রভুর একটি আজ্ঞার মধ্যে নিয়ে যাওয়া আবার আমার সৌভাগ্যের বিষয়; আজ আমি দ্বিতীয় আজ্ঞার উপর ভিত্তি করে আমার বক্তৃতার শিরোনাম করেছি সম্মানের সাথে আমার আরাধনা কর। আর যে শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে এটি হবে তা অবশ্যই যাত্রাপুস্তক ২০:৪-৬ পদে পাওয়া যায়, যেখানে ঈশ্বর বলেছেন, "তুমি আপনার নিমিত্তে খোদিত প্রতিমা নির্ম্মাণ করিও না; উপরিস্থ স্বর্গে, নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ জলমধ্যে যাহা যাহা আছে, তাহাদের কোন মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিও না; তুমি তাহাদের কাছে প্রণিপাত করিও না, এবং তাহাদের সেবা করিও না; কেননা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমি স্বগৌরব রক্ষণে উদ্‌যোগী ঈশ্বর; আমি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল সন্তানদিগের উপরে বর্ত্তাই, যাহারা আমাকে দ্বেষ করে, তাহাদের তৃতীয় চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত বর্ত্তাই; কিন্তু যাহারা আমাকে প্রেম করে ও আমার আজ্ঞা সকল পালন করে, আমি তাহাদের সহস্র [পুরুষ] পর্য্যন্ত দয়া করি।" চতুর্থ আজ্ঞা সহ দ্বিতীয় আজ্ঞাটি দশটির মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ। এটি এই দুটির গুরুত্ব সম্পর্কে কিছু নির্দেশ করে এবং ঈশ্বরের এই বিশেষ নির্দেশকে সম্মান করা বা অসম্মান করা আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের উপর প্রভাব ফেলে। তাই, আমি মনে করি দ্বিতীয় আজ্ঞার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যগুলি কী তা ভালোভাবে বোঝা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

আমরা দ্বিতীয়টির বিশদ বিবরণ দেখার আগে, আমি আপনাকে সাধারণভাবে ঈশ্বরের বিধানের সাথে সম্পর্কিত একটি দ্বিতীয় নীতির সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে চাই। দ্বিতীয় নীতি হল যে দশ আজ্ঞা দুটি টেবিলে বিভক্ত। স্পষ্টতই, মোশির কাছে ঈশ্বরের দেওয়া দুটি ফলক ছিল, যেমনটি যাত্রাপুস্তক ৩১-এ লিপিবদ্ধ আছে, "পরে তিনি সীনয় পর্ব্বতে মোশির সহিত কথা সাঙ্গ করিয়া সাক্ষ্যের দুই ফলক, ঈশ্বরের অঙ্গুলি দ্বারা লিখিত দুই প্রস্তরফলক, তাঁহাকে দিলেন" (পদ ১৮)। এখন, এই প্রতিটি তালিকার/ ফলকের বিষয়বস্তু মথি ২২-এ যীশুর বক্তব্য থেকে নিস্পত্তি করা যেতে পারে যখন তিনি ফরীশীকে ঈশ্বরের প্রকৃত বিধানের বিষয়ে উত্তর দেন, যেমন আমরা আগে দেখেছি। প্রথম ফলকটি ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কর্তব্যকে ব্যাখ্যা করবে, যেখানে দশটির মধ্যে চারটি আজ্ঞা রয়েছে। আর দ্বিতীয় ফলকটি আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে বলবে যা অবশিষ্ট ছয়টি আজ্ঞার মধ্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এই বিভাজনের সাথে আমাদের যা করা উচিত নয় তা হল এটিকে কম বা বেশি মান করা, যেমন প্রথম ফলকটি দ্বিতীয় ফলকের চেয়ে বেশি মূল্যবান। যীশুর কথা সত্যিই এর বিপরীত। তিনি বলেন, প্রথম ফলকটি দুর্দান্ত। তিনি বলেননি যে এটি উত্তম। তিনি বলেন, দ্বিতীয় ফলকটি প্রথমটির মতো, প্রথমটির চেয়ে কম নয়। সুতরাং, আসুন প্রথম ফলকের আদেশের তুলনায় দ্বিতীয় ফলকের আজ্ঞাগুলি কম [গুরুতরভাবে] নেওয়ার প্রবণতাকে প্রতিরোধ করি। দুটি ফলক হওয়ার একটি কারণ আছে তা হল আমাদের ভক্তিপ্রীতি ও আনুগত্যের মধ্যে একটি আজ্ঞা এবং ভিত্তি স্থাপন করা। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা স্পষ্টভাবে পিতা, মা, ভাই, বোন, পরিবারের সদস্যের প্রতি আমাদের ভালোবাসার চেয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া, যেমন যীশু লূক ১৪ অধ্যায়ে ইঙ্গিত করেছেন। ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালোবাসা আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসার ভিত্তি হতে হবে। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা হল আমাদের চারপাশের প্রতিবেশীদের, ঈশ্বরের সৃষ্টির প্রতি ভালোবাসার মধ্যে প্রবাহিত হওয়া। সুতরাং, এই হল দুটি ফলকের বিভাজন এবং ঈশ্বরের বিধানের এই পার্থক্যটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

এখন, দ্বিতীয় আদেশের দিকে মনোযোগ দেওয়া যাক। এখানে চারটি দিক আছে যা আমরা একে অপরের সাথে বিবেচনা করব। ঈশ্বরের অভিপ্রায় কী? তিনি কী নিষেধ করেন? তিনি কী আজ্ঞা করেন? আসুন এই উভয় দিকের অভিপ্রায়টি ভুলে না যাই। চতুর্থত, তিনি কিভাবে দ্বিতীয় আদেশের উভয় দিককে প্রয়োগ করেন?

তাহলে, প্রথমে, ঈশ্বরের অভিপ্রায় কী? আসুন আবার শুরু করি এবং সর্বদা নিজেদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া অব্যাহত রাখি, যে যখন আমরা দশ আজ্ঞার দিকে তাকাই [সেগুলিকে] বিধানদাতার হৃদয় দিয়ে তা দেখি এবং তাঁর সাথে শুরু করি এবং এই দশ আজ্ঞা কী প্রতিফলিত করে। তাহলে, কেন ঈশ্বর আমাদের দ্বিতীয় আজ্ঞা দিলেন? প্রথম উত্তর সঠিক। এটা তাঁর সার্বভৌম ইচ্ছা। এটি ঠিক যে ঈশ্বর কোন কিছুর দ্বারা আবদ্ধ নন। ঈশ্বর কারো দ্বারা আবদ্ধ নন। তিনিই সর্বোচ্চ বিধানদাতা, আর আমরা কে তাঁকে এই প্রশ্ন করার?

কিন্তু একটি দ্বিতীয় উত্তর আছে যা আমরা দিতে পারি। ঈশ্বর আমাদের সম্পর্কে চিন্তা করেন এবং তিনি আমাদের সন্তানদের এবং আমাদের নাতি-নাতনিদের এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য চিন্তা করেন। আর, ঈশ্বর জানেন যে তাঁর কাছ থেকে প্রতিটি প্রস্থান, তা যতই সামান্য হোক না কেন, সময়ের সাথে সাথে বড় হয়। প্রতিটি প্রস্থান একইভাবে শুরু হয়। এটি একটি পিচ্ছিল ঢাল সম্মুখের একটি ছোট পদক্ষেপ সঙ্গে শুরু হয়। অবাধ্যতার কোন কাজ নির্দোষ নয়, তবে দ্বিতীয় আদেশের অবাধ্যতা কখনও বিচ্ছিন্নভাবে হয় না। আপনি দেখতে পাবেন, যে এটি অন্তত তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রজন্মকে প্রবাহিত করে। আর যখন আপনি এটিকে সম্মান করেন, তা হাজার হাজারকে প্রভাবিত করবে, যেমন আপনি দেখতে পাবেন, শুধু ব্যক্তি বিশেষকে নয় কিন্তু প্রজন্মকে।

তাই আবার, আমি যা লক্ষ্য করছি আপনিও কি তা লক্ষ্য করছেন? যে ঈশ্বর তাঁর দয়ার বিশালতা হাজার হাজারকে দেওয়ার জন্য আজ্ঞা করেন, যখন তিনি তাঁর প্রতিশোধ, শুধু প্রতিশোধ নেওয়ার দায়িত্ব দেন মাত্র চার প্রজন্মের জন্য, তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রজন্মের জন্য। শাস্ত্রের সর্বত্র যেখানে আপনি তাকান, এমনকি দশ আজ্ঞাতেও, বারবার, আপনি লক্ষ্য করেবেন যে আপনি অনুগ্রহ এবং প্রেমের ঈশ্বরের মহিমা এবং ভক্তি লক্ষ্য করা বাদ দিতে পারবেন না কারণ তাঁর সৌন্দর্য তাঁর সমস্ত কাজ এবং তাঁর সমস্ত কথার মাধ্যমে উজ্জ্বল হয়? সুতরাং, আসুন বিবেচনা করা যাক দ্বিতীয়টিতে ঈশ্বর আমাদের কী নিষেধ করেছেন।

প্রথমটিতে, তিনি একমাত্র সত্য ঈশ্বর হিসাবে আস্থা ও আনুগত্যের সাথে তাঁর উপাসনা করার জন্য আমাদের জন্য তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এখন, দ্বিতীয় আদেশে তিনি প্রথমটির উপর প্রসারিত করেন। আমাদের একটি যোগ্য পদ্ধতিতে তাঁর উপাসনা করতে হবে। আমাদের এমনভাবে তাঁর উপাসনা করতে হবে যা প্রতিফলিত করে যে আমরা তাঁর মহিমা বুঝতে পারি এবং জানি। অন্য কথায়, প্রথম আদেশে আমরা সঠিক ঈশ্বরের আরাধনা করি, একমাত্র এক ঈশ্বর। দ্বিতীয় আদেশে, ঈশ্বর আমাদের জন্য বিশদ বিবরণ দিয়েছেন যে আমরা সঠিক ঈশ্বরের আরাধনা করব সঠিকভাবে, বা সম্মানজনকভাবে। তাহলে, সঠিকভাবে বা সম্মানজনকভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করা কী? এই বিষয়ে ঈশ্বর আমাদের পরিষ্কার নির্দেশ দিয়েছেন। তোমরা আমার চিত্র বা প্রতিমা ব্যবহার না করে তা করবে। স্পষ্টতই, তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন যে কোনো প্রতিমা, কোন সমরুপ, স্বর্গ থেকে ধার করা, পৃথিবীতে বা পৃথিবীর নীচে, কোনোভাবে তাঁকে চিত্রিত করার জন্য।

মোশি ইস্রায়েলীয়দের দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে বারম্বার মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে ঈশ্বর ইস্রায়েলের সাথে মুখোমুখি কথা বলেছেন, তবুও নিজেকে দেখাননি, আমাদেরকে তাঁর সাদৃশ্যের কোনও চিত্র দেননি। আমি মনে করি যে মোশিও আমাদের মত মানুষ। তিনিও ঈশ্বরকে দেখতে চেয়েছিলেন। তিনি এক পর্যায়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "প্রভু, আমাকে আপনার মহিমা দেখান।" আর ঈশ্বর তাকে উত্তর দেন, যা আপনি যাত্রাপুস্তক ৩৩ এবং ৩৪-এ পড়তে পারেন, ঈশ্বর বলেছেন, "মোশি, তুমি আমার মুখ দেখিতে পাইবে না, কেননা মনুষ্য আমাকে দেখিলে বাঁচিতে পারে না। পরিবর্তে, আমি তোমার সম্মুখ দিয়া আপনার সমস্ত উত্তমতা গমন করাইব, ও তোমার সম্মুখে সদাপ্রভুর নাম ঘোষণা করিব।" আর তারপরে, যাত্রাপুস্তক ৩৪-এ, আপনি পড়তে পারেন যে যখন মোশি সেখানে দাঁড়ান, ঈশ্বর তাঁর সম্মুখ দিয়ে পেরিয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি তাঁর নাম ঘোষণা করেন।

সেই বিশেষ অনুচ্ছেদে ঈশ্বর যা বলেছেন তার সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য কিছু আছে, তাই আমাকে এটি পড়তে দিন। তিনি বলেছিলেন, "ফলতঃ সদাপ্রভু তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করতঃ এই ঘোষণা করিলেন, 'সদাপ্রভু, সদাপ্রভু, স্নেহশীল ও কৃপাময় ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর এবং দয়াতে ও সত্যে মহান; সহস্র সহস্র [পুরুষ] পর্য্যন্ত দয়ারক্ষক, অপরাধের, অধর্ম্মের ও পাপের ক্ষমাকারী; তথাপি তিনি অবশ্য [পাপের] দণ্ড দেন; পুত্র পৌত্রদের উপরে, তৃতীয় ও চতুর্থ পুরুষ পর্য্যন্ত, তিনি পিতৃগণের অপরাধের প্রতিফল বর্ত্তান।" আপনি কি লক্ষ্য করেছেন যে মোশির কাছে ঈশ্বরের প্রকাশটি দ্বিতীয় আজ্ঞার সাথে কতটা মিল রয়েছে? তাই, ঈশ্বর আমাদেরকে নিজের কোনো প্রতিনিধিত্ব বা প্রতিকৃতি তৈরি করতে নিষেধ করেছেন।

কেন? ভালো, এটি তাঁর সার্বভৌম ইচ্ছা। তা সত্য। কিন্তু দ্বিতীয়ত, ঈশ্বর জানেন যে কোনো কল্পনা, বা কোনো উপস্থাপনা বা কোনো চিত্র, তা যতই পরিশীলিত হোক না কেন এবং যতই শৈল্পিক এবং রঙিন হোক না কেন, তাঁর মহিমাকে অসম্মান বা অবনমিত করে। কারণ কিভাবে আমরা তাঁকে যিনি আত্মা এবং অদৃশ্য, যিনি সর্বব্যাপী এবং অসীম, তাঁকে কিছু চিত্র, কিছু পাথর, কিছু শিল্প-কর্মের সঙ্গে তুলনা করতে পারি? একমাত্র দৃশ্যমান প্রতিনিধিত্ব যা ঈশ্বর ইস্রায়েলকে দিয়েছিলেন তা ছিল সমাগম তাম্বু, পরে মন্দিরের দ্বারা তা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জীবিত পুত্র, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। ইব্রীয় ১:৩ পদে যীশুকে ঈশ্বরের মহিমার উজ্জ্বলতা এবং তাঁর পুত্রের প্রকাশ্যমান মূর্তি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

কলসীয় ১:১৫ এমনকি যীশুকে অদৃশ্য ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি হিসাবে উল্লেখ করে এবং এটিই একমাত্র উপায় যা ঈশ্বর আমাদের কাছে দৃশ্যমানভাবে নিজেকে প্রকাশ করেছেন।

এটি অসাধারণ, তবে, আপনি যখন সমস্ত সুসমাচারের গল্পগুলি পড়েন, তখন সুসমাচার লেখকরা কখনই আমাদের বলেন না যে যীশু লম্বা বা খাটো, মোটা বা পাতলা ছিলেন। তাঁর চরিত্র কেমন ছিল তা ছাড়া তিনি দেখতে কেমন ছিলেন সেই বিষয়ে আমাদের কাছে কোন ধারণা নেই। তিনি ছিলেন দিন, নম্র, মৃদু, যত্নশীল, প্রেমময়, সহানুভূতিশীল, করুণাময়, দায়ালু, সেবাকারী, সমস্ত চরিত্র যা তাঁর কর্মে প্রকাশ পায়। এটি ঈশ্বরের মহিমা, কারণ এটি আমাদের কাছে সর্বশক্তিমানের ভক্তিমূলক, প্রেমময় চরিত্র প্রকাশ করে। আর যে কোনও ছবি এবং তাঁর কোনও প্রতিনিধিত্ব কোনওভাবে দৃশ্যমান হলে তা অসম্মানজনক।

সুতরাং, আমাদের কাউকেই ঈশ্বরের চেয়ে জ্ঞানী মনে করা উচিত নয় এই ভেবে যে ঈশ্বরের একটি প্রতিমূর্তি আমাদেরকে তাঁর নিকটবর্তী বোধ করাবে। যদি এটি সত্য হয়, বন্ধুরা, ঈশ্বর দ্বিতীয় আদেশের বিপরীত কাজ করছেন, কিন্তু ঈশ্বর জানেন যে তাঁকে চিত্রিত করার যে কোনও প্রচেষ্টা মানুষকে বিপথে নিয়ে যাবে, আর এটাই তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য। তিনি চান না যে আমরা তাঁর চরিত্রের বা তাঁর ব্যক্তির একটি সীমিত দৃশ্যমান উপস্থাপনার মাধ্যমে একটি ভুল উপস্থাপনের দ্বারা বিপথে পরিচালিত হই। আর ইতিহাস তা নিশ্চিত করেছে। মোশির দিন থেকে যে কোন সময়, যখন মানুষ সোনার বাছুর দিয়ে ঈশ্বরকে চিত্রিত করতে শুরু করেছিল, [তখন] তারা বিপথগামী হয়েছিল এবং নিজেদেরকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল, আধ্যাত্মিকভাবে, সেইসাথে, অবশ্যই, ঈশ্বরকে অসম্মান করেছিল।

সুতরাং দ্বিতীয়ত, আমাদের ঈশ্বরের একটি মানসীক প্রতিমূর্তি তৈরি না করেই তাঁকে আরাধনা করতে হবে যা তাঁকেও ভুলভাবে উপস্থাপন করে। মূর্তিপূজা শুধুমাত্র পাথরের মূর্তি বা বিধি দিয়ে করা হয় না। মূর্তিপূজা বা প্রতিমাআরাধনা তখনও করা হয় যখন আমরা ঈশ্বরের একটি মানসীক মূর্তি তৈরি করি এবং তিনি নিজেকে যা প্রকাশ করেছেন তার থেকে ভিন্ন উপায়ে তাঁর আরাধনা করি। গীতসংহিতা ৫০-এ, ঈশ্বর ইস্রায়েলীয়দেরকে এই বলে অভিযুক্ত করেছেন, "তুমি ভেবেছিলে যে আমি সম্পূর্ণরূপে তোমাদের মতো একজন।" এখন, এটি একটি মানসীক ভুল ব্যাখ্যা। তাই আমরা ঈশ্বরকে অসম্মান করি, যখন আমরা আমাদের পছন্দ অনুযায়ী, আমাদের জন্য মানানসই তাঁর একটি মানসীক চিত্র তৈরি করি। আমরা না জেনে এটা করতে পারি, অথবা আমরা ইচ্ছাকৃতভাবেও এটা করতে পারি। কিন্তু, উভয় ক্ষেত্রেই এটি পাপময়। আর সেইজন্য, দয়া করে দ্বিতীয় আজ্ঞা অনুসারে ঈশ্বর সম্পর্কে আপনার নিজের চিন্তাভাবনা পরীক্ষা করুন।

আমরা কি তাকে সঠিকভাবে আরাধনা করি? আমরা তাঁকে অসম্মান করি যখন আমরা তাঁকে এমনভাবে তাঁর আরাধনা করি যেন তিনি সবার জীবনের উপর সার্বভৌম নন। আমরা তাঁকে অসম্মান করি যদি আমরা তাঁকে এমনভাবে আরাধনা করি যেন তিনি তাঁর সমস্ত উপায়ে এবং কাজের ক্ষেত্রে পবিত্র এবং ধার্মিক নন, অথবা [যেন] তিনি তাঁর কথার প্রতি সঠিক ও ভুলের মানদণ্ডে সত্যবাদী নন। কিন্তু আমরা একইভাবে তাঁকে ভুলভাবে উপস্থাপন করি যদি আমরা তাঁকে শুধুমাত্র প্রেমের ঈশ্বর হিসেবে মনে করি, পাপের বিষয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে, শুধুমাত্র প্রেমময় এবং এইবলে সবকিছুকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকি। কিন্তু আমরা যখন অন্য পথে যাই তখন আমরা তাঁকে ভুলভাবে উপস্থাপন করি। তিনি কেবল ক্রোধের ঈশ্বর, কঠোর, শীতল, উদাসীনতার ঈশ্বর। এই সমস্ত ঈশ্বরের বিষয়ে ভুল বর্ণনা এবং এগুলি কী করে? এগুলি আমাদের পথভ্রষ্ট করে। হ্যাঁ, এগুলি তাঁকে অসম্মান করে, কিন্তু এগুলি আমাদেরও আঘাতও করে কারণ আমরা স্বর্গের প্রকৃত, সত্য ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই আজ্ঞাগুলি হল ঈশ্বরের প্রেমের যত্নশীল প্রকাশ যা আমাদেরকে জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়া সোজা এবং সংকীর্ণ পথে ধরে রাখে।

তাহলে তৃতীয়ত, আসুন বিবেচনা করা যাক দ্বিতীয় আজ্ঞাটিতে ঈশ্বর আমাদেরকে কী আজ্ঞা করেন। তিনি আমাদের যথাযথভাবে তাঁর আরাধনা করতে আজ্ঞা করেন। এখন যখন আমরা আরাধনা শব্দটি শুনি, তখনই আমরা মণ্ডলীর কথা মনে করি। আমরা গান গাওয়া, প্রার্থনা, বাক্য পাঠ, প্রচার, শোনার কথা ভাবি। এটি ভুল নয়, তবে আরাধনা শব্দটি মণ্ডলীর সমাবেশের চেয়ে অনেক বেশি বিস্তৃত। আরাধনা হচ্ছে যা করার জন্য আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি ঈশ্বরকে প্রতিফলিত করে যাকে আমরা প্রতিফলিত করতে চেয়েছিলাম। আমরা কিভাবে জীবনযাপন করি এটিই আরাধনা। আমরা কিভাবে তাঁর প্রতিমূর্তি বহন করে তা হল আরাধনা।

এখন, বন্ধুরা, আমরা তাঁকে অসম্মান করি যখন আমরা তাঁর ভক্তি প্রেমে, তাঁর ধৈর্যের মধ্যে, তাঁর ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত থাকার মধ্যে তাঁর মহিমা প্রতিফলিত করি না। আমরা অসম্মান করি যখন ঈশ্বরের সেই প্রতিমূর্তি আমাদের নিজের জীবনধারায় প্রতিফলিত হয় না। যখন আমরা নম্রতার সাথে অন্য গালটি এমন একজনের দিকে ঘুরিয়ে দিই যে আমাদের অসন্তুষ্ট করেছে, এটি ঈশ্বর সম। যখন আমরা নিজেদেরকে বলিদানমূলক পরিচর্যায় জড়িত করি এবং নিজেদেরকে একটি যাজকীয় প্রেমে ঢেলে দিই, তখন তা হয় ঈশ্বর সম। এটি দ্বিতীয় আজ্ঞা- আরাধনা। যখন আমাদের জীবনযাপন সমস্ত পবিত্রতা এবং আন্তরিকতার সাথে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে হয়, আপনি দেখেন, তখন আমরা তাঁকে সম্মানের সাথে প্রতিফলিত করছি। সুতরাং, প্রত্যেকের নিজেকে জিজ্ঞাসা করা উচিত, 'একজন স্বামী হিসাবে, একজন স্ত্রী হিসাবে, একজন পিতা হিসাবে, একজন মা হিসাবে, একজন শিশু হিসাবে, একজন চাকর হিসাবে, একজন ভ্রমণকারী হিসাবে বা একজন ক্রেতা হিসাবে আমি কীভাবে ঈশ্বরের মহিমা এবং সম্মানকে প্রতিফলিত করব? অথবা একজন দর্শনার্থী হিসেবে?' অন্যরা কি আমার মধ্যে তাঁর প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়?

সুতরাং, প্রতিদিনের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক আরাধনার এই ধরনের জীবনধারা সাপ্তাহিক আরাধনার পরিষেবাগুলিতে আপনা আপনি উপচে পড়বে এবং পরিষেবাগুলি কখনই মানবকেন্দ্রিক হওয়া উচিত নয়। আমাদের মণ্ডলীর পরিষেবাগুলি ঈশ্বর-

কেন্দ্রিক, বাক্য-ভিত্তিক, আত্মা-পূর্ণ হওয়া উচিত। আমাদের বন্ধুরা এবং অংশগ্রহণকারীরা যারা আসেন এবং এই আরাধনার সময়টি আমাদের সাথে ভাগ করে নেন, তাদের প্রস্থান একটি ধারণা নিয়ে হওয়া উচিত, 'নিশ্চয়ই, ঈশ্বর এই জায়গায় আছেন,' যাকোব বেথেল সম্পর্কে যা বলেছিলেন। অবিশ্বাসীরা যারা ঈশ্বরের লোকদের সমবেত আরাধনা দেখেন, তাদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য আলোড়িত হওয়া উচিত, 'কী বিষয় তাদের গানগুলিকে এত অভিব্যক্তিপূর্ণ করে তোলে? কী বিষয় এই লোকেদের এত জগৎস্ত এবং শিশুসুলভ এবং প্রার্থনায় আত্মবিশ্বাসী করে তোলে? কী বিষয় এদের ঈশ্বরের বাক্যের ব্যাখ্যা এত শোনাতে এত মনোযোগী করে তোলে? কী বিষয় তাদের পরিচর্যায় অংশগ্রহণ করার ক্ষেত্রে এতো আন্তরিক করে তোলে? আর কী বিষয় তাদের এই নম্রতার সাথে এবং এই বিস্ময়ের সাথে তাদের ধন্যবাদ প্রকাশ করেতে বাধ্য করে?' এটি আমাদের আরাধনার পরিষেবাগুলিতে ঈশ্বরের মহিমাকে প্রতিফলিত করে। দ্বিতীয় আজ্ঞাতে এটিই ঈশ্বরের প্রয়োজন।

এখন পরিশেষে, আসুন বিবেচনা করা যাক কিভাবে ঈশ্বর এই আজ্ঞার গুরুত্বকে আরও শক্তিশালী করেছেন। আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে তিনি এই আজ্ঞার মধ্যে বিবৃতি তৈরি করেছেন যে আমি স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর। এটি কোনো নেতিবাচক বক্তব্য নয়। ঈশ্বরের ঈর্ষা হল তাঁর নিজের চরিত্র ও মহিমার প্রতি তাঁর ভালোবাসার তীব্রতা। কেউ অসুস্থ বোধ করবে না যখন একজন স্বামী ঈর্ষান্বিত বোধ করে যখন কেউ তার স্ত্রীকে স্নেহ বা আদর দেয় এবং তাদের সম্পর্কের মধ্যে হস্তক্ষেপ করে। এমন হলে সে ঈর্ষা বোধ করবে। প্রকৃতপক্ষে, এটি সম্পর্কে বলা হয় 'অন্তর্জ্বালা স্বামীর চণ্ডতা (প্রেম)'(হিতোপদেশ ৬:৩৪)। তাই, ঈশ্বর বলেছেন, "আমি একজন স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী (ঈর্ষান্বিত) ঈশ্বর।" তিনি তাঁর মহিমা সম্পর্কে ঈর্ষান্বিত। এটি পুরোপুরি বৈধ। এটি ঈশ্বরের একটি দোষ হবে এমনকি এটি আমাদের জন্যও একটি দোষ হবে যখন আমরা আমাদের সম্মান এবং আমাদের প্রিয়জনদের সম্পর্কে ঈর্ষা অনুভব করি না। ঈশ্বর সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর মতো মহৎ, ভালো, নিবেদিত, মহিমান্বিত কেউ নেই। আমরা কেউই আমাদের চরিত্রের ভুল উপস্থাপন বা অসম্মান গ্রহণ করব না এবং তাই, ঈশ্বর বলেছেন, "আমি ঈর্ষান্বিত হই।"

বন্ধুরা, আসুন আমরা মনোযোগ দিই, তাই, মোশি দ্বিতীয় বিবরণ ৬ অধ্যায়ে ঈশ্বরের ঐশ্বরিক অন্তরজ্বালা সম্বন্ধে যা লিখেছেন। আমি আপনার জন্য এটি পড়বো, ১৩ থেকে ১৫ পদের একটি অংশ, "তোমরা সদাপ্রভু তোমাদের ঈশ্বরকে ভয় কর এবং তাঁর সেবা কর... কারণ তোমাদের মধ্যবর্ত্তী তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু স্বগৌরব রক্ষণে উদ্যোগী ঈশ্বর... তুমি পৃথিবীর থেকে উচ্ছিন্ন হও।" আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ইস্রায়েলের লোকেদের উপর ঈশ্বরের ঈর্ষার সেই ক্রোধ তীব্র হয়েছে। কিন্তু তারপরে দ্বিতীয়ত, তিনি শুধু বলেন না যে তিনি ঈর্ষান্বিত, [কিন্তু] তিনি আমাদের বলেন এবং সতর্ক করেন যখন আমরা তাঁকে ভুলভাবে উপস্থাপন করি তখন কী ঘটবে। তিনি বলেছেন যে একটি ভুল উপস্থাপনের প্রভাব, একটি অসম্মানজনক আরাধনা, আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকে প্রভাবিত করবে। আগামী প্রজন্মের জন্য তা হবে বিপর্যয়কর। ঈশ্বর তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রজন্মের সন্তানদের উপর দ্বিতীয় আদেশের জন্য পিতাদের অন্যায় পরিদর্শন করবেন।

আসুন আমরা যাদের নেতৃত্ব দিই তাদের কাছে শিক্ষক রূপে তাঁকে ভুলভাবে উপস্থাপন করার মূল্য গণনা করি। এর মুল্য কত? আমি যখন ঈশ্বরের চরিত্রের উপস্থাপনা থেকে এক ধাপ দূরে চলে যাই, তখন আমার সন্তানরা দুই বা তিনটি পদক্ষেপ নেবে এবং নাতি-নাতনিরা আরও পদক্ষেপ নেবে। এটি একটি ক্রমবর্ধমান প্রস্থান যা ঈশ্বর আমাদের সতর্ক করছেন। তারা আমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, অথবা সম্ভবত তারা আমাদের পদাঙ্ক থেকে দূরে সরে যেতে পারে যেখান থেকে আমরা তাদের পথভ্রষ্ট করেছি। পাপ এবং মিথ্যা সবসময় বড় হয় এবং ঈশ্বর এটি ঘটতে দেখেন। তিনি বলেন, 'ওহে, আমার লোকেরা, আমাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করবে না কারণ আমি তোমাদের সন্তানদের এবং নাতি-নাতনিদের উপর বিপর্যয়কর ফলাফল দেখতে পাচ্ছি যখন তুমি আমার সম্পর্কে ভুলভাবে ঈশ্বরের মহিমা বিনিময় কর।

আমরা প্রায়ই শাস্ত্রে পড়ি না যে প্রভু যীশু ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, তবে আমি দুবারের কথা তুলে ধরতে পারি যেখানে তিনি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন? প্রথমত, শিষ্যদের সাথে যখন তারা বাচ্চাদের তাঁর কাছে আসতে বাধা দেয়। কেন তিনি এত রেগে গেলেন? কারণ তারা তাঁকে এবং তাঁর পিতাকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছে যেন তিনি সন্তানদের প্রতি আগ্রহী নন, যেন তারা [যারা] রাজ্যের [সম্বন্ধে] শুনতে পারে এবং রাজ্যের অনুগ্রহ সম্পর্কে শুনতে পারে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর দ্বিতীয়বার যখন যীশু রাগান্বিত হয়েছিলেন তখন তিনি দেখেছিলেন যে কীভাবে তাঁর পিতার মন্দিরকে অসম্মান করা হয়েছিল। তারা একটি প্রার্থনা ও আরাধনার গৃহকে – পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ও লাভের গৃহে পরিণত করেছিল এবং এটি তাদের মধ্যে প্রতিফলিতও হয়নি। এটি তাঁর পিতার মহিমাকে প্রতিফলিত করেছিল, যিনি করুণার এবং মঙ্গলের ঈশ্বর। আর তারপর যীশু রেগে যান।

কিন্তু লক্ষ্য করুন যে দ্বিতীয় আজ্ঞাটি একটি উত্সাহ দিয়ে শেষ হয়। যারা আমাকে সম্মান করে, আমি তাদের সম্মান করব, "যারা আমাকে ভালোবাসে এবং আমার আজ্ঞা পালন করে তাদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করবো।" এখন বন্ধুরা, হাজার হাজার শুধু ব্যক্তিগত মানুষ নয়। দ্বিতীয় বিবরণ ৭:৯ এর কথা হিসাবে এটি হাজার হাজার প্রজন্ম। তাই ঈশ্বর যা বলছেন তা হল 'যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, ও তাঁহার আজ্ঞা পালন করে, তাহাদের পক্ষে সহস্র পুরুষ পর্য্যন্ত নিয়ম ও দয়া রক্ষা করেন।' আমি আগেই বলেছি, আবার বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করুন। ঈশ্বর ন্যায়বিচারে প্রতিশোধ নিচ্ছেন, তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রজন্মের কাছে ভুল উপস্থাপনা করার জন্য, কিন্তু তবুও

তিনি হাজার হাজার প্রজন্মের কাছে তাঁর করুণা প্রসারিত করেন। এটি এখানে আরও একটি উল্লেখযোগ্য জিনিস। সত্য যে ঈশ্বর একটি বিধান পুস্তকের প্রসঙ্গে দয়া শব্দটি উল্লেখ করেছেন।

করুণা বিধান পুস্তকের অন্তর্গত নয়। বিধান সীমানা নির্ধারণ করে, প্রয়োজনীয়তা এবং পরিণতিগুলি সংজ্ঞায়িত করে, কিন্তু এটি করুণার সাথে সেগুলি তুলে ধরে না। কিন্তু ঈশ্বর তাঁর বিধানপুস্তকে তাঁর করুণাময় ও অনুগ্রহের চরিত্রের মহিমা প্রকাশ করেছেন। তিনি আমাদের পরিধি জানেন। তিনি বোঝেন যে আমাদের সর্বোত্তম প্রচেষ্টার পরেও আমরা ব্যর্থ হই। আমরা পাপীই থেকে যাই। যদিও আমরা তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্ট, আমরা পতিত। আর অনুগ্রহ থাকলেও, আমরা নিখুঁত নই। সেইজন্য, শ্রেষ্ঠ পিতামাতা এবং শ্রেষ্ঠ শিক্ষকরা এখনও ঈশ্বরকে সবচেয়ে নিখুঁতভাবে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হবেন। আর তাই, ঈশ্বর দশ আজ্ঞাতে করুণা প্রকাশ করেন। আন্তরিক প্রচেষ্টাকে তিনি দয়াতে আশীর্বাদ করবেন।

সুতরাং, প্রথম আজ্ঞা আমাদের শুধুমাত্র তাঁর উপাসনা করতে আহ্বান করে। দ্বিতীয় আজ্ঞাটি রূপরেখা দেয় [যে] আমরা যেন তাঁর মহান মহিমার যোগ্যরূপে তাঁর আরাধনা করি। আসুন এই সত্যগুলি আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করায়। আমাদের নিজেদের ঈশ্বরের প্রতি আরাধনাকে পরীক্ষা করা যাক। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক আরাধনা। সেগুলি কি আত্মায় রয়েছে, গীতসংহিতা ২:১১? ''তোমার সভয়ে সদাপ্রভুর আরাধনা কর, সকম্পে উল্লাস কর।'' আসুন এই সত্যগুলিকে মণ্ডলীর পরিবার হিসাবে আমাদের সমবেত আরাধনায় প্রয়োগ করি। আমরা কি দ্বিতীয় আজ্ঞা থেকে প্রাপ্ত বাইবেলের নীতিগুলি অনুসারে আমাদের মণ্ডলীর আরাধনা পরিষেবাগুলির আদর্শ অনুসরণ করছি? প্রকৃত উপাসনা সেবার প্রতিটি দৃষ্টিভঙ্গি, এমনকি সমস্ত সাজ-সজ্জা এবং ব্যবস্থাপনা সমগ্র স্থান যেখানে আমরা আরাধনা করি, আত্মার সম্মান এবং দ্বিতীয় আদেশের অনুসারে সজ্জিত হয়?

আর তাই, আমরা সমাপ্তি করার সাথে সাথে, আসুন মনে রাখি যে আজ ঈশ্বর একই, যেমন তিনি তখন ছিলেন। প্রেরিত ইব্রীয় পুস্তকের ১২ অধ্যায়ের শেষ পদে এটির বিষয়ে উল্লেখ করছেন; ''ঈশ্বর গ্রাসকারী অগ্নি।'' তাই, তিনি বলেছেন, ''আসুন আমরা অনুগ্রহ খুঁজি, যাতে আমরা শ্রদ্ধা ও ঐশ্বরিক ভয়ের সাথে গ্রহণযোগ্যভাবে তাঁর সেবা করতে পারি।'' সুতরাং, বন্ধুরা, ঈশ্বর এই বাক্যগুলিকে আশীর্বাদ করুন, যেমন আমরা দ্বিতীয় আজ্ঞাটি বিবেচনা করেছি এবং পরের বার তৃতীয়টি বিবেচনা করব যে, আমরা যেন আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অযথা না নিই। ধন্যবাদ।

বক্তৃতা ১০

তৃতীয় আজ্ঞা

প্রায়ই ঈশ্বর তাঁর বাক্যে বলেন যে তিনি তাঁর পবিত্র নামের জন্য কাজ করেন। তার অর্থ হল তিনি তাঁর নিজের কাজ বা কাজের দ্বারা তাঁর চরিত্র বা সত্তার মহিমাকে উন্নীত করেন। ঈশ্বরের মতো তাঁর নিজের নাম উচ্চারণ করার অধিকার কারো নেই। সর্বোপরি, এমন কেউ নেই যাকে দূর থেকেও তাঁর সাথে তুলনা করা যায়। স্বভাবতই ঈশ্বর তাঁর নাম বা মহিমা রক্ষা করেন। তাঁর নামকে কোনো কিছু বা অন্যায়ের সাথে যুক্ত করা খুবই আপত্তিকর। আমাদের নিজেদের নাম সম্পর্কে আমরাও একই অনুভব করব। কিন্তু তাঁর নামকে সম্মান করা কেবল তাঁর কাছে আনন্দদায়ক নয়। এটি প্রমাণিত যে তাঁর নাম আমাদের জন্য এবং আমরা যাদের সাথে বাস করি তাদের জন্য আশীর্বাদের উৎস।

প্রতিলিপি ১০

স্বাগতম, প্রিয় বন্ধুরা. আমরা আজ এখানে জড়ো হওয়ার সাথে সাথে আমরা এমন কিছু অধ্যয়ন করব যা ঈশ্বরের কাছে মূল্যবান। এটাই তাঁর পবিত্র নাম। আর তাই, শিরোনামটি সহজভাবে হবে আমার নামের সম্মান করো। দশটি আজ্ঞার মধ্যে তৃতীয়টিতে এটাই ঈশ্বরের আজ্ঞা, ‘‘তুমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম অনর্থক লইও না; কেননা যে কেহ তাঁহার নাম অনর্থক নেই প্রভু তাঁকে নির্দোষ রাখবেন না’’ (যাত্রাপুস্তক ২০:৭)। সুতরাং, আমরা তৃতীয় আজ্ঞার বিবরণ বিবেচনা করার আগে, আসুন তৃতীয় নীতি গ্রহণ করি যা ঈশ্বরের বিধানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আর এই নীতিটি হল যে ঈশ্বরের বিধান তাঁর অভিহিত মূল্যে নিজেকে উপস্থাপন করার চেয়ে অনেক বেশি। আনুষ্ঠানিকভাবে, [এর অর্থ] যে ঈশ্বরের আজ্ঞা আধ্যাত্মিক।

[তাদের] গভীরতা রয়েছে যা আমাদের বুঝতে হবে যদি আমরা সত্যিই ঈশ্বরের আদেশের পূর্ণতা বুঝতে চাই। সহজভাবে, এর মানে হল যে আপনি দশটিতে যে কয়েকটি শব্দ খুঁজে পান তার চেয়ে এই আজ্ঞাগুলিতে অনেক বেশি বিষয় সামিল করা আছে। উদাহরণস্বরূপ, আসুন ষষ্ঠ আজ্ঞার একটি উদাহরণ নেওয়া যাক, ‘‘তুমি হত্যা করো না।’’ এখন, এটি আক্ষরিকরূপে গ্রহণ করে, আমরা বেশিরভাগই, আশা করি, আমরা খুনি নই যে আমরা কাউকে হত্যা করেছি এবং এর ফলে ষষ্ঠ আজ্ঞা ভঙ্গ করেছি। তবুও, পর্বতের উপদেশে যীশুর শিক্ষা খুব স্পষ্ট করে যে কেবল সেই শব্দগুলির চেয়ে ষষ্ঠ আদেশে আরও অনেক কিছু রয়েছে; হত্যা। হ্যাঁ, আমরা ষষ্ঠ আজ্ঞা ভঙ্গ করি, যেমন আপনি ভবিষ্যতের বক্তৃতায় দেখতে পাবেন, অনেক সহজ বা অনেক বেশি [আমাদের ধারণার চেয়ে], উদাহরণস্বরূপ, যখন আমরা কারো আত্মাকে চূর্ণ করি, তাকে ছোট করি, বা একজন ব্যক্তির সত্তাকে আহত বা হত্যা করা যায়। সুতরাং, প্রতিটি আজ্ঞা আক্ষরিক পাঠের চেয়ে অনেক বিস্তৃত এবং অনেক গভীরে যায়। দ্বিতীয় আজ্ঞাটি স্মরণ করুন যা আমরা শুধু দেখেছি। ঈশ্বর আমাদের শুধুমাত্র পাথরের প্রতিমা তৈরি করতে নিষেধ করেন না, মানসিক ছবিও তৈরি করতে নিষেধ করেন।

প্রতিটি আজ্ঞাতে, আমাদের উপলব্ধি, আমাদের ইচ্ছা, আমাদের স্নেহ, আমাদের উদ্দেশ্য, আমাদের কল্পনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যে সব আমাদের হৃদয়, আমাদের কথা, আমাদের অঙ্গভঙ্গি এবং অবশেষে আমাদের কর্মের গভীরে নিহিত রয়েছে। আমরা যা করি বা বলি বা উদ্দেশ্য করি বা করতে অনুপ্রাণিত হই, আমাদের মানব অস্তিত্বের প্রতিটি স্তরে প্রেম-আকৃতির এবং প্রেম-চালিত হওয়া দরকার। পৌল যখন রোমীয় ৭ অধ্যায়ে লেখেন যে বিধান হল আধ্যাত্মিক, তখন তিনি এটাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। এটিও সেই বিধানের এই গভীরতা যা যীশুর মনে আছে যখন তিনি আমাদেরকে মথি ৫ অধ্যায়ে শিক্ষা দেন যে আমাদের ধার্মিকতা যদি শাস্ত্রবিদ এবং ফরীশীদের ধার্মিকতার চেয়ে গভীরে না যায় বা অতিক্রম না করে, আমরা কোনভাবেই স্বর্গের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারব না।

এখন, প্রতিটি আদেশের এই গভীরতা অবশ্যই আমাদের কাছে অবাক হওয়ার মতো নয়। এই জ্ঞানে এটি নিখুঁতভাবে উপলব্ধি করে যে বিধান হল ঈশ্বরের সত্তার প্রতিফলন, তাঁর মহান মহিমার একটি প্রতিলিপি এবং আমাদের দশ আদেশে যা রয়েছে তা সর্বশক্তিমান এবং তাঁর অসীম মহিমার এই মহান বিধানের সংক্ষিপ্ততম প্রকাশ। সুতরাং, এটি হল তৃতীয় নীতি, যে বিধানটি আধ্যাত্মিক, তার অভিহিত মূল্যের তুলনায় অনেক বিস্তৃত।

আচ্ছা, এখন তৃতীয় আজ্ঞাটি বিবেচনা করা যাক। একজন ব্যক্তি হিসাবে আমার [(নিজের)] নাম সম্পর্কে, আমার [(নিজের)] সম্পর্কে যদি ঈর্ষান্বিত হয়, তা কি আমরা ভুল করবো? যখন আমাদের নাম একটি নেতিবাচক বা অবমাননাকর উপায়ে উল্লেখ করা হয় বা অপবাদ দেওয়া হয় তখন আমাদের মধ্যে কার অনুভূতি ভালো লাগে? আমরা বিরক্ত বোধ করি। আমরা ব্যথা অনুভব করি। কেউ আমাদের নামের সাথে এমন করলে আমরা অপমানিত বা অসম্মানিত বোধ করি। কেন? কারণ সেই নামটি আমাদের। এটি

আমি, এটি আমার নাম। এটি আমার পরিচয়, যদিও আমাদের নামটি আসলে আমাকে অন্য মানুষের থেকে আলাদা করার একটি শব্দ।

অন্তত আমাদের বেশিরভাগ নাম এইভাবেই আমাদের দেওয়া হয়। কিন্তু, ঈশ্বরের জন্য এটি আর কতইনা সত্য। তাঁর নাম শুধুমাত্র [নিজেকে] ছাড়া অন্য দেবতার পার্থক্যের জন্য দেওয়া হয়নি। তার নাম [ক] প্রত্যাদেশ। তাঁর নাম হল আমাদের ঈশ্বর এবং সৃষ্টিকর্তার পরিচয় এবং সেইজন্য, যখন ঈশ্বর তাঁর নামগুলির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন, তিনি আমাদের জানান তিনি কে। আমাদের মহান সম্মানের সঙ্গে ঈশ্বরের সেই নাম ব্যবহার করতে হবে।

সুতরাং, তৃতীয় আজ্ঞাতে ঈশ্বর প্রকাশ করেন যে সর্বোপরি ঈশ্বরকে আপনার সমস্ত হৃদয়, মন এবং শক্তি দিয়ে প্রেম করা হল যে আমরা তাঁর নাম অত্যন্ত যত্ন সহকারে, শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধার সাথে ব্যবহার করি। সুতরাং, আমি প্রস্তাব করি যে আমরা চারটি প্রশ্ন দেখে তৃতীয় আজ্ঞার বিবরণ বিবেচনা করি। প্রথমত, কেন ঈশ্বরের নাম সম্মানজনকভাবে ব্যবহার করা এত গুরুত্বপূর্ণ? দ্বিতীয়ত, নিরর্থকভাবে ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করার অর্থ কী? তারপর, তৃতীয়ত, আপনি কিভাবে তা করবেন? আর চতুর্থত, আমরা কীভাবে নামটি সম্মানের সাথে ব্যবহার করব? সুতরাং, এই আজ্ঞার ইতিবাচক দিক।

তাহলে প্রথমে, কেন ঈশ্বরের নাম সম্মানজনকভাবে বা শ্রদ্ধার সঙ্গে ব্যবহার করা এত গুরুত্বপূর্ণ? কারণ এটি প্রতিফলিত করে যে আপনি এবং আমি চিনতে পারি যে ঈশ্বর কে তা হল প্রথম আজ্ঞা এবং তিনি কেমন – দ্বিতীয় আজ্ঞা। এটা উপলব্ধি করা গুরুত্বপূর্ণ যে [যে] তৃতীয় আজ্ঞাটি সমস্ত দশটির মধ্যে [বিচ্ছিন্নভাবে] দাঁড়ায় না, তবে তৃতীয় আজ্ঞাটি প্রথম এবং দ্বিতীয় আদেশের বহিঃপ্রবাহ। যখন আমি চিনতে পারি না যে ঈশ্বর কে এটি প্রথম; যখন আমি আমার আরাধনায় ঈশ্বরকে প্রতিফলিত করি না এটি দ্বিতীয়, আমি কীভাবে ঈশ্বর বা ঈশ্বর সম্পর্কে কথা বলি তা প্রকাশ করা হবে এটি তৃতীয়। আমাকে এটি উদাহারনের সঙ্গে ব্যাখ্যা করতে দিন।

আসুন বিবেচনা করি যে আমি ঈশ্বরকে কিছু সীমিত সত্তা হিসাবে দেখি, একজন আনন্দদায়ক প্রেমিক, কোনো নৈতিক মাত্রা ছাড়াই, যা ভুল, তাঁর প্রতি আমি অন্ধরূপে দৃষ্টিপাত করছি, অথবা যদি আমি তাঁকে একজন নৈর্ব্যক্তিক সত্তা, কিছু শক্তি অথবা এর বিপরীতটি বিবেচনা করি; আমি তাঁর প্রতি বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে থাকি এবং আমি তাঁকে যিরমিয়ের মতো মনে করি, "হে সদাপ্রভু তোমার তুল্য কেহই নাই, তুমি মহান তোমার নামও পরাক্রমে মহৎ" (যিরমিয় ১০:৬)। তিনি তার চিন্তাধারায় ঈশ্বরের প্রশংসা করেন। এখন, কীভাবে এটি সেই ভিন্ন উপলব্ধি, ঈশ্বরের প্রতি ভিন্ন বিশ্বাসকে প্রতিফলিত করবে? আমি কীভাবে তাঁর সম্পর্কে কথা বলি, আমি কীভাবে তাঁর নাম উল্লেখ করি তাতে এটি আমাকে কীভাবে প্রভাবিত করবে? আপনি জানেন, ঈশ্বর যদি এক প্রকার নিরীহ দাদু তবে কেন তাঁর নাম নিয়ে উদ্বিগ্ন হব? কিন্তু, অন্যদিকে, আমি যদি ঈশ্বরকে উচ্চতম, পবিত্র, সর্বশক্তিমান, স্বর্গ ও পৃথিবীর অসীম স্রষ্টা বলে মনে করি, যাঁর উপস্থিতিতে এমনকি পাপহীন স্বর্গদূতেরাও নিজেদেরকে ঢেকে রাখার প্রয়োজন বোধ করে, তাহলে তা প্রতিফলিত হবে যে আমি কিভাবে তার নাম ব্যবহার করি। আর প্রভু ঈশ্বরের নামের অসম্মান করার সুদূরপ্রসারী পরিণতি রয়েছে।

ঈশ্বর তৃতীয় আজ্ঞাতে যোগ করেছেন যে যারা তাঁর নাম নিরর্থক ব্যবহার করবে, তিনি তাদের নির্দোষ রাখবেন না। তিনি তাঁর নামের অসম্মানের শাস্তি দেবেন এবং এটি ইতিমধ্যে এই জীবনে এবং পরকালেও অনুভব করা হবে। সুতরাং, আসুন এটি সম্পর্কে চিন্তা করি। আমরা যখন অসতর্কভাবে এবং সচেতনভাবে তাঁর নামের অপব্যবহার করি তখন কী ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হবে? ঈশ্বর কি কেবল তাঁর মহিমান্বিত নামকে রক্ষা করার জন্যই অস্তিত্বে আছেন, নাকি ঈশ্বরও ভাবছেন যে আমি যখন তাঁর নাম নিরর্থক ব্যবহার করি তখন আপনার এবং আমার কী ঘটবে? প্রকৃতপক্ষে, তিনি এটি ভাবছেন। আপনি যখন অসম্মানজনকভাবে আপনার বাবা, মা, পত্নী, বন্ধুর নাম ব্যবহার করেন তখন তাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্কের কী হয়? সম্পর্কেটির কে হয়? সম্পর্কের অবনতি ঘটে; [সেখানে] দূরত্ব হওয়ার সম্ভবত আরও বেশি হয়। আচার ব্যবহার খারাপ হয়ে যায়। এখন, যদি এটি মানুষ এবং মানুষের মধ্যে ঘটে, তবে এটি ঈশ্বর এবং আমাদের মধ্যেও ঘটে। আর যখন আমি আমার কথায় এবং কাজে ঈশ্বরের নামকে অসম্মান করি, আমি অসন্তুষ্ট করি, আমি প্রভু ঈশ্বরকে দুঃখিত করি। আর কী হয়? তিনি আপনার সন্মুখে ঘুরে দাঁড়াবেন। তিনি নিজেকে আপনার থেকে সরিয়ে নেবেন। তিনি আপনাকে প্রত্যাহার করবেন। এর চেয়ে বড় বিচার আমরা এই জীবনে অনুভব করতে পারি না যখন ঈশ্বর আমাদের থেকে দূরে সরে যান এবং নিজেকে আমাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখেন।

আপনি যদি রোমীয় ১ অধ্যায় পড়েন, আপনি দেখতে পাবেন যে সেখানে লেখা আছে, পৌলের দিনের সংস্কৃতির বিষয়ে। ঈশ্বর তাদের ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি তাদের একটি ক্রমবর্ধমান দুষ্ট জীবনধারায় যেতে দেন, যা সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ধ্বংস করে দেয়। আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আমরা যখন তাঁর নামকে সম্মানের সুত্রে ধরে রাখি না তখন আমাদের কী হয় তা নিয়ে ঈশ্বর উদ্বিগ্ন। ঈশ্বরের নাম অপবিত্র করা অনান্য পাপের একটি পথ অনুসরণ করে। এটা আমাদের হৃদয়কে ঈশ্বরের প্রতি এবং বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ করে তোলে। এটি তাঁর কর্তৃত্বকে অবজ্ঞার দিকে নিয়ে যায়। আমরা আদালতে শপথ করি বা আমরা একে অপরকে প্রতিশ্রুতি দিই তা এই দৃঢ় শপথের শক্তিকে ক্ষয় করে। এটি প্রতিটি প্রার্থনাকে উপহাসের এক ক্রিয়াতে পরিণত করে এবং আমাদের চারপাশের সমস্ত পরিবারকে কলুষিত করে। যেমন যিরমিয় ২৩:১০ বলে, "অভিশাপের কারণে দেশ শোক করিতেছে।" সুতরাং, আমরা যদি সংক্ষেপে

বলি, ঈশ্বরের নামকে অসম্মান করা পাপের সেবা শুশ্রূষা করা। এটি অকৃতজ্ঞতা, বিদ্রোহ এবং অধার্মিকতার পালিত পিতামাতা। ঈশ্বর এটিই তৃতীয় আজ্ঞাতে বলেন, যখন তিনি এই বাক্যগুলি দিয়েছেন যে 'তোমার ঈশ্বরের নাম অনর্থক লইও না।'

তাহলে, আসুন আমরা দ্বিতীয় বিষয়টি বিবেচনা করি, ঈশ্বরের নাম অনর্থক ব্যবহার করার অর্থ কী? হিব্রু শব্দ ভেইন এর অর্থ হল অহেতুক, অবিবেচক, অসামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই, ঈশ্বর আজ্ঞা দেন যে আমরা তাঁর প্রতি আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করি এমন শব্দে যা প্রতিফলিত করে যে আমরা তাঁকে অত্যন্ত পবিত্র মনে করি, আমরা তাঁকে সম্মান করি, যে তিনি আমাদের কাছে প্রিয় এবং আমাদের দৃষ্টিতে মহিমান্বিত। সুতরাং, আমরা যারা আমাদের দৈনন্দিন কথোপকথনে সর্বত্র ঈশ্বরের ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিই, তারা ঈশ্বরের নামের প্রতি সুবিচার করছি না। আমরা যখন অকৃত্রিমভাবে এবং অতিমাত্রায় এবং চিন্তাহীনভাবে ঈশ্বরকে উল্লেখ করি, তখন আমরা অবজ্ঞার জন্ম দিই, কারণ অতি পরিচিতি অবজ্ঞার জন্ম দিতে পারে। আমরা একটি নৈমিত্তিক এবং একটি উদাসীন এবং একটি সাধারণ মনোভাব সৃষ্টি করে ফেলব সেই ঈশ্বরের জন্য যিনি একটি পবিত্র সত্তা। আর আমি তাঁর সাথে একমত যিনি বলেছিলেন যে যারা ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করে নৈমিত্তিক উপায়ে এই নৈমিত্তিক মনোভাব প্রদর্শন করে তারা আমাদের যে কোন অধ্যাতিক বিশ্বাস (যা তারা মেনে চলে) তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু প্রকাশ করে। এখন, আমরা ধাতুকে চিনতে পারি যখন আমরা এটিকে স্পর্শ করি তখন ঝনঝন শব্দের মাধ্যমে এবং আমরা মানুষকে জানি তারা যেভাবে ঈশ্বরের কথা বলে।

এখন, এই ধরনের নির্দেশনা থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য, [আমাদের] কেবল তৃতীয় আজ্ঞাতেই নয়, বরং প্রভুর প্রার্থনা সম্পর্কেও চিন্তা করুন, যেমন যীশু তাঁর শিষ্যদের প্রথম আবেদনে নির্দেশ দিয়েছেন, ''তোমার নাম পবিত্র বলিয়া মান্য হোক।'' কিন্তু এমনকি প্রার্থনার সম্বোধনে, ''হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা,'' শ্রদ্ধা অনুভব করুন, উচ্চ মানদণ্ড যা আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে; এমনকি যখন আমরা আমাদের পিতার সাথে কথা বলি, তিনি এখনও স্বর্গে আছেন। আর ''পবিত্র আপনার নাম'' হল [বলা], 'আমাদেরকে বাঁচতে শেখান যাতে আমরা এমন সব কিছু করতে পারি এবং বলতে পারি যা আপনার নামকে মহিমান্বিত ও গৌরবান্বিত করবে।'

সুতরাং, প্রতিফলিত করার জন্য এক মুহূর্ত সময় নিন। আমরা কেউই এটা [পছন্দ করব না] যখন আমাদের চারপাশের প্রত্যেকে একটি বাক্যে পূর্ণ বিরামের মতো আমাদের নাম ব্যবহার করবে বা আপনার উল্লেখিত একটি বিষয়ের উপর জোর দেওয়ার জন্য একটি বিস্ময়কর শব্দের মতো ব্যবহার করবে। আমরা এটি পছন্দ করব না। অথবা আপনি যদি একজন পিতা-মাতা বা একজন শিক্ষক বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিত্ব হন এবং আপনি যাদের নেতৃত্ব দেন তারা আপনার নামকে অসম্মানের সাথে উল্লেখ করেন যেন আপনি কেউ নন, যেন আপনি অস্তিত্বহীন বা [অগুরুত্বপূর্ণ], তখনও আমরা সেটি পছন্দ করবো না।

এখন, আসুন আমরা এই আজ্ঞাটি বিবেচনা করি এবং দেখি কিভাবে আমরা ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করি বা ঈশ্বরের নামের সংক্ষিপ্ত রূপগুলিও ব্যবহার করি। আমরা কি সম্মানের সাথে ব্যবহার করছি? তাহলে, আমরা কীভাবে তাঁর নাম নিরর্থক ব্যবহার করছি? এটির জন্য আপনার কাছে প্রধানত তিনটি উপায় আছে। প্রথমত, ঈশ্বর বা এমনকি ঈশ্বর সম্পর্কে অসম্মানজনকভাবে উল্লেখ করে বা কথা বলে। দ্বিতীয়ত, একটি অসম্মানজনক সংযোগে ঈশ্বরের কাছে আবেদন করার মাধ্যমে এবং তৃতীয়ত, সম্মানের সাথে তাঁর নাম বহন করতে ব্যর্থ হওয়া। এখন, আমি সংক্ষেপে সেগুলি পর্যালোচনা করি।

প্রথমত, যখন আমরা তাঁকে অসম্মানজনকভাবে উল্লেখ করি তখন আমরা নিরর্থকভাবে তাঁর নাম গ্রহণ করি। এখন, সবচেয়ে সাধারণ উপায় হল ঈশ্বর বা যীশুর নাম ব্যবহার করা, বা তাঁর গুণাবলী যেমন হে ঈশ্বর, বা তাঁর শিরোনাম, ওহ! আমার প্রভু, এমনভাবে যা অর্থহীন ও অহেতুক। আরাধনার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই। এটি কেবল আমাদের বক্তৃতার একটি দৈনিক অংশ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যার সত্যই স্বীকৃতি বা সম্মান বা আরাধনা করার সাথে কোনও সম্পর্ক নেই। এখন, কিছু লোক ''আচ্ছা, ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন'' বা ''প্রভুর প্রশংসা করুন'' বা ''আমেন'' বলার প্রথার মধ্যে রয়েছে, সত্যিকারের গম্ভীরতা এবং অভিপ্রায়ের ধারনা ছাড়াই; কিন্তু এটি একটি বাক্যাংশ হিসাবে ব্যবহার করে। সুতরাং, দয়া করে মনে রাখবেন যে, আমাদের নাম এভাবে ব্যবহার করা হোক বা আমরা চাই অন্যরা আমাদের নাম ব্যবহার করুক, তা কিন্তু নয়। আসুন আমরাও ঈশ্বরের নামে এমন না করি।

এখন অযথা তাঁর নাম নেওয়া আরাধনার সময়ও করা যায়। প্রার্থনায় ঈশ্বরকে সম্বোধন করা একটি গম্ভীর বিষয়। আমরা তাঁর সাথে কথা বলছি যাঁর সামনে স্বর্গদূতেরা তাঁর মহিমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোযোগ দিয়ে নিজেদের আবৃত করে। আমি যদি তাঁর পক্ষে প্রচার করি বা শিক্ষা দিই, তবে আমি কার পক্ষে কথা বলি সে সম্পর্কে সচেতন হওয়া ভালো। আর যদি আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করি তবে আমি কার সাথে কথা বলব তা আমি সচেতন হতে পারি। সুতরাং, বক্তৃতা বা ভঙ্গিতে নৈমিত্তিকতা শুধুমাত্র মহান অজ্ঞতাই দেখায় না, এটি ঈশ্বর কে সেই বিষয়েও অসম্মান প্রদর্শন করে। সুতরাং, আসুন আমরা আমাদের প্রার্থনায় এবং আমাদের প্রশংসায় তাঁর নামের চিন্তাহীন এবং অর্থহীন ব্যবহারকে মনে রাখি, যেখানে আমরা কেবল তাঁর নামটি একটি প্রথাগত বাক্যাংশ হিসাবে পুনরাবৃত্তি করি বা চিন্তার শূন্যতা পূরণ করি এবং আমরা কেবল তাঁর নাম ব্যবহার করি, বা কোনটিতে আমরা ঈশ্বরের কাছে যেভাবে প্রার্থনা করি সেভাবে আমরা ঈশ্বরের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা এবং আমাদের সম্মান প্রকাশ করতে ব্যর্থ হই।

সুতরাং, তৃতীয়ত, বিবেচনা করুন যে ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করা বা ঈশ্বরের সত্তাকে নৈমিত্তিক বা তুচ্ছ উপায়ে উল্লেখ করা প্রায়ই আরও অসম্মান এবং প্রকাশ্য পাপের জননী হয়ে ওঠে। এটা প্রায়ই বলা হয় যে বাচালতা হল অশ্লীলতার ভাই। যখন আমি সম্মান হারাবো, আমি অন্য সীমানার কথা ভুলে যাব। আর একটি পাপ পরবর্তী পাপে নিয়ে যায়। স্পষ্টতই, আমরা যখন অভিশাপ দিই তখন আমরা নিরর্থক ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করি। ঈশ্বরের নাম উল্লেখ করা যখন আমি রাগান্বিত হই বা নিজেকে আঘাত করি বা আতঙ্কিত হই বা একটি দৃঢ় বিন্দু তৈরি করতে চাই, সবই অভিশাপের বিভাগে উপযুক্ত। আর দুঃখের বিষয়, এটি আমাদের সমাজে এতটাই সাধারণ যে আমরা এটি আর শুনি না। আমাদের একে অপরকে মনে করিয়ে দিতে হবে যে এটি এক পাপপূর্ণ নীরবতা, যখন ঈশ্বরের নাম বৃথা গ্রহণ করা হয়, তৃতীয় আজ্ঞা লঙ্ঘন করা হয়। সুতরাং, আসুন আমরা অতি শিঘ্র অজুহাত দেওয়ার জন্য এই বলা যে 'আমি শুনিনি' থেকে সাবধানে থাকি। প্রকৃতপক্ষে, এটি প্রতিফলিত করে যে আমরা আমাদের ঈশ্বর এবং সৃষ্টিকর্তার নামের চেয়ে আমাদের নিজের নামকে বেশি ভালোবাসি।

সুতরাং, মিথ্যা শপথ ও মানত করার ক্ষেত্রে আমরা নিরর্থকভাবে ঈশ্বরের নাম নিতে পারি। এখন ঈশ্বরের নামকে অসম্মানজনক সংযোগে ব্যবহার করার মাধ্যমে আমি এটাই বুঝিয়েছি। ঈশ্বর আমাদের বাইবেলে শপথ করতে নিষেধ করেন না। [ক] আদালতের প্রেক্ষাপটে, ঈশ্বরের জ্ঞানের প্রতি গভীর আবেদনের মাধ্যমে সত্যকে নিশ্চিত করা যেতে পারে। আমরা এর উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি। পৌল বিভিন্ন প্রসঙ্গে ঈশ্বরের কাছে আবেদন করেছিলেন। তাই শপথ করার সময়, আমরা ঈশ্বরের সত্ত্বাকে সম্মান করি যে আমাদের এবং অন্যের মধ্যে বিচার করার ক্ষমতা রয়েছে এবং আমরা যদি মিথ্যা কথা বলি তাহলে আমাদের শাস্তি পেতে হবে। তাই যখন আদালতে আমাদের বলা হয়, ''আপনি কি সত্য, সম্পূর্ণ সত্য এবং সত্য ছাড়া অন্য কিছু বলার শপথ করেন?'' এবং যদি আমি উত্তর দিই, ''হ্যাঁ, তাতে ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করুন,'' এটা ঈশ্বরের নামের একটি বৈধ ব্যবহার, যদি আমি স্পষ্টতই অসৎ বা প্রতারক না হই।

এছাড়াও শাস্ত্র প্রভুর নামে করা মানত খুব সঠিক রূপে লিপিবদ্ধ করে যা আমাদের কাছে উচিত উদাহরণ। অব্রামের ভৃত্য সম্পর্কে চিন্তা করুন কিভাবে তিনি আব্রাহামের পুত্র ইসাহাকের স্ত্রীর বিষয়ে অব্রামের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন। সুতরাং, বিবাহের জগতে প্রবেশ করার সাথে সাথে ব্রত সম্পূর্ণরূপে সঠিক। এগুলি হল আমরা ঈশ্বরের কাছে প্রতিজ্ঞা করি এবং আমাদের হৃদয়ের আন্তরিকতায় তাঁর কাছে এবং তাঁর জ্ঞানের কাছে আবেদন করি, কিন্তু আমরা যখন তাঁর জ্ঞান ও ক্ষমতার জন্য আবেদন করি এবং শপথ করি তখন আমরা ঈশ্বরের নামকে অসম্মান ও অবমাননা করি। আদালতে, আমরা এটিকে মিথ্যাচার বলি এবং এটি একটি গুরুতর পাপ এবং ঈশ্বরের নামের একটি গুরুতর অসম্মান।

এখন নিন্দায় নিরর্থক ঈশ্বরের নাম নিই। যে সুস্পষ্ট হতে হবে। যখন আমি ঈশ্বরকে বা তাঁর কোনো গুণকে তিরস্কার করি বা নিন্দা করি এবং তাঁর সম্বন্ধে অশ্লীল বা অপবিত্র কথা বলি, সেটা হল অসম্মানের ভয়ঙ্কর পাপ। শাস্ত্র ইস্রায়েলের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লোকেদের নিন্দার বিভিন্ন উদাহরণ লিপিবদ্ধ করে। ফৌরোণের কথা চিন্তা করুন যখন সে প্রভুকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, ''কে প্রভু যে আমি তাঁর কথা শুনব?'' এটি নিন্দার মতো শোনালেও এটি তার চেয়েও বেশি। অথবা রবশাকেহ যখন বলে, ''সদাপ্রভু আমার হস্ত হইতে যিরূশালেমকে উদ্ধার করিবেন, ইহা কি সম্ভব?'' (যিশাইয় ৩৬:২০)। এটি একটি প্রেক্ষাপটে স্বর্গের ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সরাসরি চ্যালেঞ্জ যা নিন্দাজনক।

কিন্তু নিরর্থকভাবে ঈশ্বরের নাম নেওয়ার একটি দিক আছে যার সাথে আপনার কথার কোনো সম্পর্ক নেই। এটি আকর্ষণীয় যে হিব্রু ভাষায় শব্দ ''লইও'' যা আমরা অন্তত বাংলাই তৃতীয় আজ্ঞাতে পাই, ''তুমি বৃথা তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর নাম লইও না,'' কিন্তু হিব্রুতে এই শব্দটি সবসময় এই বোঝাতে ব্যবহার করা হয় ''বহন করা,'' শুধু মুখে নয় বরং ভিন্নভাবে যে আমরা ঈশ্বরের নাম বহন করি। আমাদের ঈশ্বরের নামে নামকরণ করা হয়েছে। ইস্রায়েলীয়দের প্রায়ই এইভাবে উল্লেখ করা হয়; তারা ঈশ্বরের নাম বহন করে। আর নতুন নিয়মে বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের মধ্যে একই কথা সত্য। যদিও এটি একটি ডাকনাম ছিল, আজ এটি একটি বর্ণনা; খ্রিস্টান। আমরা খ্রীষ্টের নাম বহন। আমরা ত্রিত্ব ঈশ্বরের নাম দ্বারা চিহ্নিত; পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা।

পুরাতন নিয়মে বারবার, ঈশ্বর ইস্রায়েল সম্পর্কে কথা বলেছেন যখন তারা পাপপূর্ণ কাজ করে তখন তাঁর নাম অপবিত্র করে। এই বিষয়ে চিন্তা করুন। আমোষ ২:৭ পদ সপ্তম আজ্ঞার বিরুদ্ধে একটি ভয়ঙ্কর পাপকে নির্দেশ করে, আর তবুও এটি তৃতীয়টির সাথে সংযুক্ত। এটি শুনুন। ঈশ্বর সেই ব্যক্তি এবং তার পিতাকে ভর্ৎসনা করেন যারা একই দাসীকে যৌন নির্যাতন করে এবং তিনি আরও যুক্ত করেন, ''আমার নাম অপবিত্র করার জন্য।'' এটিকে সামরিক বাহিনীর একজন ব্যক্তি হিসেবে ভাবুন যে তার দেশের নাম বহন করে এবং সে [অসম্মানজনকভাবে] কাজ করে। এমনকি শব্দ ছাড়াও, এটি একটি কর্ম। নিজের দেশের নাম অসম্মান করে। সুতরাং, আমরা একজন খ্রিস্টান হিসাবে, যখন আমরা আমাদের জীবনে পবিত্রতা এবং ঈশ্বরের মহিমাকে প্রতিফলিত করি না, তখন আমরা নিরর্থকভাবে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করি।

এটি আমাদের শেষ বিবেচনার দিকে নিয়ে যায়। কিভাবে আমরা সম্মানজনকভাবে ঈশ্বরের নাম ব্যবহার করব? সেরা উত্তরগুলির মধ্যে একটি পাওয়া যায় হাইডেলবার্গ ক্যাটিসিজম-এ। যদিও আমি প্রতিটি বক্তৃতায় এটি বলি না, আমি আপনাকে সকলকে হাইডেলবার্গ ক্যাটিসিজম বা ওয়েস্টমিনস্টার ক্যাটিসিজম সংগ্রহ করতে এবং আজ্ঞাগুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলি পড়ার জন্য

উত্সাহিত করি। হাইডেলবার্গ ক্যাটিসিজম প্রশ্ন ৯৯ উত্তর দেয়, তৃতীয় আজ্ঞা সম্পর্কে, ‘‘যে আমরা ঈশ্বরের পবিত্র নামটি ভয় এবং শ্রদ্ধার ব্যাতিরেকে ব্যবহার করি না, যাতে তিনি আমাদের দ্বারা যথাযথভাবে স্বীকার এবং আরাধনা প্রাপ্ত হন, আর আমাদের সমস্ত কথায় ও কাজে মহিমান্বিত হন।’’ এখন, এই শব্দগুলির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ হল যে আপনি যা করেন এবং বলেন, আপনি ঈশ্বরের চরিত্রকে প্রতিফলিত করতে পারেন যা তাঁর নামে প্রকাশিত হয়।

সুতরাং, যখন আমরা মথি ৫:১-৬ -এ যীশুর প্রত্যাশা সম্পর্কে চিন্তা করি, ‘‘তোমাদের দীপ্তি মনুষ্যদের সাক্ষাতে উজ্জ্বল হউক, যেন তাহারা তোমাদের সৎক্রিয়া দেখিয়া তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার গৌরব করে’’ এটি প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় আজ্ঞা। এটি আমরা কিভাবে জীবনযাপন করি, আমরা যা করি তাতে তাঁর নামের মহিমা প্রতিফলিত হয়। আর তাই, তারা পিতা ঈশ্বরের মহিমা দেখতে পারে। যে কেউ খ্রিস্টান নাম ধারণ করে, যিনি পিতার পুত্র বা কন্যা হিসাবে ঈশ্বরের মতো আচরণ করেন বা কথা বলেন তিনি তৃতীয় আজ্ঞাকে সম্মান করছেন। যখন আমাদের নিন্দা করা হয় এবং আমরা তিরস্কার করি না বরং নম্রভাবে তা গ্রহণ করি এবং অন্য গালটি ঘুরিয়ে দিই, যখন আমরা নিপীড়কের জন্য সত্যিকারের প্রার্থনা করি, আমরা ঈশ্বরের নাম বহন করি এবং তাঁকে সম্মান করি।

সুতরাং, এই আজ্ঞাগুলির বিশদ বিবরণ অন্বেষণ করা, এক ধরণের আধ্যাত্মিক এক্স-রে, তাই নয় কি? এগুলি আমাদের জীবনের অনেক দিক প্রকাশ করে যেখানে আমরা ভক্তিমূলকভাবে আমাদের ঈশ্বর প্রভুকে ভালোবাসতে ব্যর্থ হই। আর কেন আমরা বিধানের গভীরে তাকাব এবং বিধানকে আমাদের মধ্যে এত গভীরভাবে দেখতে দেব? হাইডেলবার্গ ক্যাটিসিজম প্রশ্ন ১১৫ আমাদের একটি খুব ভালো উত্তর দেয়, যা আমি পড়তে চাই। বিধানের এত গভীরে যাবেন কেন? ‘‘যাতে আমাদের সমস্ত জীবনকাল আমরা আমাদের পাপপূর্ণ প্রকৃতিকে আরও বেশি করে জানতে পারি এবং এইভাবে খ্রীষ্টে পাপের ক্ষমা এবং ধার্মিকতার জন্য আরও আন্তরিক হতে পারি; আর একইভাবে, আমরা ক্রমাগত চেষ্টা করি এবং পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, যাতে আমরা ভবিষ্যত জীবনে আমাদের কাছে প্রস্তাবিত পরিপূর্ণতায় না পৌঁছানো পর্যন্ত ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিটির সাথে আরও বেশি সঙ্গতিপূর্ণ হতে পারি।’’ তাই আসুন আমরা প্রার্থনা করি যে যখন আমরা প্রতিটি আজ্ঞার এই প্রকাশের দিকে তাকাই তখন ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা কেবলমাত্র যেন এটির মূল বিন্দুটি তুলে না ধরে কিন্তু আমাদের হৃদয়কে দোষী সাব্যস্ত করে এবং আমাদের জীবনকে পবিত্র করে।

আর সেইজন্য, আসুন যিহুদার কথাগুলি চিন্তা করে একসাথে ঘনিষ্ঠ হই, যা উত্সাহজনক। যিহুদার পত্রের সমাপ্তি মহিমাজ্ঞাপক শব্দসমূহ/বাক্যসমূহ [doxology] আমাদের মধ্যে যারা এই তৃতীয় আজ্ঞাটির মধ্যেও আমরা কীভাবে ব্যর্থ হই তার চাপ অনুভব করি তাদের উৎসাহিত করে। তিনি লেখেন, ‘‘যিনি একমাত্র ঈশ্বর আমাদের ত্রাণকর্ত্তা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা তাঁহারই প্রতাপ, মহিমা, পরাক্রম ও কর্ত্তৃত্ব হউক, সকল যুগের পূর্ব্বাবধি, আর এখন, এবং সমস্ত যুগপর্য্যায়ে হউক। আমেন’’ ধন্যবাদ ঈশ্বর এই শব্দগুলি আশীর্বাদ যুক্ত করুন।

বক্তৃতা ১১

চতুর্থ আজ্ঞা

“পাছে আমরা ভুলে যাই...” এই শব্দগুলি পতিত সৈন্যদের জীবনকে নির্দেশ করে কিন্তু ঈশ্বরের আইনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিশেষ করে এটি একটি আদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা অনেকে সম্মানের জন্য বাদ দেন। এটি এমন একটি আজ্ঞা যা “তুমি করবে না...” দিয়ে শুরু হয়নি বরং এটি আমাদেরকে “মনে রাখবেন!” বলে জোর দেয়। সাপ্তাহিক বিশ্রামবার উপহার আমাদের উপকার এবং আশীর্বাদ জন্য দেওয়া হয়. এই দিনটিকে সম্মান করা একাধিক আশীর্বাদ নিয়ে আসে। পরিবার এবং জাতি সাপ্তাহিক বিশ্রাম থেকে সমৃদ্ধ হবে, ঈশ্বর এবং তাঁর বাক্য প্রতিফলিত করে সতেজতা পাবে। আমরা যখন সাপ্তাহিক বিশ্রামবারে ঈশ্বরের উপহার ব্যবহার করার কথা মনে রাখব তখন আত্মা এবং এমনকি আমাদের শরীরও সমৃদ্ধ হবে।

প্রতিলিপি বক্তৃতা ১১

স্বাগতম, প্রিয় বন্ধুরা। ঈশ্বরের পবিত্র বিধানের অন্য একটি অংশ সম্পর্কে আপনার সাথে কথা বলার জন্য আমি আজ আবারও সুযোগ পেয়েছি। তাই আজকে আমরা ঈশ্বরের সাপ্তাহিক উপহাররূপে বিশ্রামদিনের বিষয়ে বিবেচনা করব, তা নিশ্চয় দশ আজ্ঞার উপর ভিত্তি করে হবে, যা যাত্রাপুস্তকের ২০ অধ্যায়ের চতুর্থ আজ্ঞাতে ঈশ্বর বলেছেন, “বিশ্রামবার পবিত্র বলিয়া মান্য করিবে।” দ্বিতীয় বিবরণ ৫ অধ্যায়ে মোশি এটিকে “বিশ্রামবার পালন করুন” হিসাবে লিপিবদ্ধ করেছেন বা “এটিকে পবিত্র বলিয়া মান্য কর, যেমন ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর তোমাদের আজ্ঞা করেছেন।” আমাদের এই আজ্ঞা দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের একটি বড় কারণ রয়েছে এবং আমি আপনাকে দেখাতে আগ্রহী যে পটভূমি কী এবং চতুর্থ আজ্ঞার উদ্দেশ্য কী।

কিন্তু আমরা এটি করার আগে, আসুন চতুর্থ নীতিটি দেখে নেওয়া যাক যা সমস্ত দশটি আজ্ঞার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তা হল ঈশ্বরের পবিত্র বিধানের প্রকৃত লঙ্ঘন দুটি শ্রেণীর। অনুজ্ঞামূলক পাপ (কিছু করার দ্বারা পাপ করা) হল তিনি যা করতে নিষেধ করেন তা করা, তবে [এখানে] ভ্রান্তিজনক পাপ (কিছু জিনিস না করে পাপ করা) এরূপ পাপও রয়েছে, তিনি যা আজ্ঞা করেন তা না করার পাপ। এখন, অনুজ্ঞামূলক পাপ হল যখন তিনি বলেন, “তুমি চুরি করো না” এবং আমি আমার প্রতিবেশীর বাড়িতে যাই এবং আমি তার টাকা চুরি করি। এটি পাপ করা হচ্ছে, এখানে কিছু না করার পাপও রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যখন আমার অতিরিক্ত কিছু থাকে এবং আমি একজন অভাবী প্রতিবেশীর মুখোমুখি হই যে ক্ষুধার্ত বা ঠাণ্ডায় কারত, আর আমি তাকে সাহায্যের জন্য দিই না, এখন আমি আদেশের বিপরীতে কাজ করছি, “তুমি দান করবে” কিছু আমি করলাম না। এটি হল কিছু কাজ না করার পাপ। যাকোব ৪:১৭ পদে সেই পাপকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, “বস্তুতঃ যে কেহ সৎকর্ম্ম করিতে জানে, অথচ না করে, তাহার পাপ হয়।”

এখন, যা ভ্রান্তিজনক পাপের চেয়ে অনুজ্ঞামূলক পাপগুলি নিয়ে বেশি চিন্তা করা আমাদের পক্ষে খুব সাধারণ। সম্ভবত এটির কারণ হল যে ঈশ্বরের বিধানে আমাদের তা করতে বলা হয়েছে, যেমন “তুমি করবে না।” কিন্তু, বন্ধুরা, বাস্তবে ভ্রান্তিজনক পাপ যা অনুজ্ঞামূলক পাপের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যে সময়গুলো আমি আমার মতো ভালোবাসিনি। যে সময়ে আমি ঈশ্বরের সম্মানের জন্য কথা বলিনি কিন্তু নীরব ছিলাম। যে সময় আমি প্রতিবেশীর সাথে আশার বার্তা শেয়ার করিনি। যখন অন্য করুণা আমার জীবন স্পর্শ করেছিল তখন আমি তাঁর প্রশংসা করিনি। এইভাবে তালিকা চলতে থাকে। বর্জনীয় পাপের ওজন বেশি। আর [তারপর] করনীয় এবং যা করনীয় নয় উভয়ই আমাদের উপলব্ধি করিয়ে দেয় যে আমাদের প্রতিদিন যীশু খ্রীষ্টের রক্ত এবং তাঁর ধার্মিকতার প্রয়োজন।

সুতরাং, সেই নীতিটি বিবেচনা করার পরে, আসুন এখন বিশ্রামবার যা সাপ্তাহিক উপহার স্বরূপ আমাদের দেওয়া হয়েছে সেই দিকে আমাদের মনোযোগ দেওয়া যাক যেমন ঈশ্বর চতুর্থ আজ্ঞাতে রয়েছে। এই আজ্ঞার দিকে তাকানোর আগে আমাদের কিছুক্ষণের জন্য দেখতে হবে দুটি মৌলিক নীতি। প্রথমটি হল চতুর্থ আদেশের একটি স্থায়ী চরিত্র রয়েছে।

নতুন নিয়মের খ্রিস্টান হিসাবে, আমরা এখনও সাপ্তাহিক বিশ্রামবারকে সম্মান করতে বাধ্য। এর জন্য আমরা কিছু যুক্তি দিতে পারি।

প্রথমত, চতুর্থ আজ্ঞাটি অন্য নয়টির মতোই বিধানের পাথরের ফলকগুলিতে ঈশ্বরের আঙুল দিয়ে লেখা হয়েছিল, আর এমন কোনও ইঙ্গিত নেই যে ঈশ্বর সেই চতুর্থ আজ্ঞাটি মুছে ফেলে বা পুনরায় লিখতে চেয়েছিলেন। মনে রাখবেন বিশ্রামবার একটি মোশির দেওয়া প্রতিষ্ঠান ছিল না। “বিশ্রামবার পালন করতে স্মরণে রাখবে।” এটি ইতিমধ্যে সৃষ্টি দিবসকে নির্দেশ করে। বিশ্রামবারের উদ্দেশ্য যেমন মোশির সময়ে প্রয়োজন ছিল তেমনি আজও রয়েছে। বিশ্রামবার দিনের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর নিজের সৃষ্টির কাজে

নিজেকে আনন্দিত করা এবং সেই কারণেই আমাদেরও এটি প্রয়োজন। মজার বিষয় হল, যাত্রাপুস্তক ৩১:১৭ তে মোশি লিখেছিলেন, ঈশ্বর বিশ্রামবারে "বিশ্রাম করিয়া আপ্যায়িত হইয়াছিলেন।" এই সতেজ হওয়া শব্দটি একটি অনন্য শব্দ। ঈশ্বরের কোন শারীরিক বিশ্রামের প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু ঈশ্বর যে নির্মাণের কাজগুলি করেছিলেন তা দেখে নিজেকে সতেজ করেছিলেন। সেই ইঙ্গিত, সেই শব্দটি সতেজ, সাপ্তাহিক বিশ্রামবার দিনের অভিপ্রায়ে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দেয়। এটা আমাদের সতেজ করার জন্য দেওয়া হয়েছে।

সুতরাং, কোন নতুন নিয়মের শাস্ত্র কোথাও প্রমাণ করে না যে একদিনের বিশ্রামের সাথে ছয় দিনের কাজের এই আদর্শটি উল্টে দেওয়া হয়েছে বা পরিবর্তিত হয়েছে। নতুন নিয়ম যা বাতিল করে না বা নিষেধ করে না, সেটি পুরাতন নিয়মে যেমন বলা হয়েছে সেই রূপেই হয়, কারণ পুরাতন নিয়ম আধিকার নতুন নিয়মের মতোই রয়েছে। সুতরাং সংক্ষেপে, তাহলে আসুন বিবেচনা করা যাক যে দশটি আজ্ঞা রয়ে গেছে বুনিয়াদী বিধান, ঈশ্বরের রাজ্যের মৌলিক সংবিধান। প্রকৃতপক্ষে, কিছু আনুষ্ঠানিক বা নাগরিক দিক রয়েছে যা নতুন নিয়মে পরিবর্তিত হয়েছে, কিন্তু বিশ্রামদিনের নৈতিক চরিত্র একই রয়ে গেছে।

দ্বিতীয় নীতি, আমরা অবশ্যই অনেক বেশি সময় ব্যয় করতে পারি এবং সমর্থন করার জন্য একটি পৃথক বক্তৃতার প্রয়োজন হবে, যে পুরাতন নিয়মের সপ্তম দিবস যে বিশ্রামবার তা নতুন নিয়মের সপ্তাহের প্রথম দিন হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তে আমি এটির জন্য শুধুমাত্র একটি সমর্থন বিন্দু বলছি।

আপনি যদি দ্বিতীয় বিবরণ অধ্যায় ৫-এর সাথে যাত্রাপুস্তক ২০-র তুলনা করুন, আপনি লক্ষ্য করেন যে বিশ্রামবার পর্যবেক্ষণের উৎপত্তি বিন্দু পরিবর্তিত হয়েছে। যাত্রাপুস্তক ২০ তে, মোশি বা বরং ঈশ্বর নিজেই এটির উৎপত্তির সঙ্গে সৃষ্টির উল্লেখ করেছেন। মোশি অবশ্য এটিকে মিশর দেশ থেকে নির্বাসনের সময়ের বিষয়ের কথাতে উল্লেখ করেছেন। ইস্রায়েলীয়দের মুক্তি তাদের জন্য পর্যবেক্ষণের বিন্দুতে পরিণত হয়েছিল যেখানে বিশ্রামের দিনটিকে সংযুক্ত করা হয়েছিল।

এখন, নতুন নিয়মে এটি একটি আরও বড় কারণ যখন আমাদের সপ্তাহের প্রথম দিনে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান হয়। তখন থেকেই, প্রারম্ভিক খ্রিস্টানরা সপ্তাহের প্রথম দিনটিকে বিশ্রামবারের জন্য তাদের বিশেষ বিষয়রূপে/ আদর্শরূপে পালন করেছিল। আর এটি সপ্তম দিন থেকে প্রথম দিনে পরিবর্তিত হয়। সুসমাচারের বার্তার সৌন্দর্য প্রকাশের ক্ষেত্রে মুক্তির গল্পেও এটি সুন্দরভাবে খাপ খায়। পুরাতন নিয়মে যখন আমরা খ্রীষ্ট এবং তাঁর কাজের সামনে দাঁড়াই, এটি এমন যেন পুরাতন নিয়মের মণ্ডলী বাকিদের দিকে তাকিয়ে আছে, ক্রিয়াশীল ছয় দিন যে বিশ্রাম প্রাপ্তি হয়। কিন্তু এখন নতুন নিয়মে, সুসমাচারটি [পূর্ণ] এবং স্পষ্ট; আমরা প্রথম দিনে অবশিষ্ট দিয়ে শুরু করি এবং আমাদের কাজের মুখোমুখি হয়ে আমরা সেই কাজটি করি যা ঈশ্বর আমাদের করতে বলছেন। সুতরাং, খ্রিস্টীয় বিশ্রামের দিনটি খ্রীষ্টীয় গুণাবলীতে নোঙর করা হয়; আর তাঁর সমাপ্ত কাজের উপর বিশ্রাম, আমরা আমাদের কাজের সপ্তাহে এগিয়ে যাই। সেই পরিবর্তন, অবশ্যই, বিশ্রামবার দিনের নৈতিক চরিত্রকে প্রভাবিত করেনি।

আর তাই, এখন বিবেচনা করা যাক তাহলে ঈশ্বর যখন আমাদের বিশ্রামবারকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দেন তখন ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন? দুটি প্রধান প্রশ্ন আছে যেগুলো আমি বিবেচনা করব। প্রথমত, কেন ঈশ্বর এই চতুর্থ আজ্ঞার বিধান দিয়েছিলেন? আর দ্বিতীয়ত, প্রভুর দিনটিকে একটি পবিত্র দিন হিসাবে পালন বা করার অর্থ কী? তাহলে প্রথমত, কেন ঈশ্বর এই চতুর্থ আজ্ঞার বিধান করেছিলেন? তিনি আমাদের জন্য তাঁর বিশেষ উপহার রক্ষা করার জন্য এটি করেছিলেন। সাত দিনের চক্রের মধ্যে একটি দিন ঈশ্বর আমাদেরকে দৈনিক শ্রম থেকে একটি মুক্ত দিন হিসাবে দেন, এমন একটি দিন যেখানে আমরা সতেজ হতে পারি [এবং] পুনর্নবীকরণ করতে পারি, এমন একটি দিন যেদিন আমরা ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কের পুনর্নির্মাণ করতে পারি। যেন আমরা আগামী ছয় কাজের দিনে তাঁর আরাধনার জন্য আরও প্রস্তুত হতে পারি। আপনি জগতের ইতিহাসের চারপাশে তাকালে লক্ষ্য করবেন যে, প্রতিটি সংস্কৃতি এবং প্রতিটি যুগ যারা সাপ্তাহিক বিশ্রামবার দিবসকে বাইবেলের নীতি অনুসারে সম্মান করছে, বিশেষ করে এই আজ্ঞানুসারে তারা ঈশ্বরের মহান পুরস্কারের অভিজ্ঞতা পেয়েছে।

এটি স্পষ্ট যে এটি শারীরিক স্বাস্থ্য বৃদ্ধি করে। তাড়াহুড়ো করা বা এবং দৈনন্দিন কাজের চাপ থেকে দূরে সরে যাওয়ার জন্য এটি আমাদের মানসিক সুস্থতাকে বৃদ্ধি করে। এটি সুস্পষ্ট যে এটি আধ্যাত্মিক জীবনকে সতেজ ও পুনরুদ্ধার করে, আর আমরা আমাদের মনকে স্বর্গীয়, আধ্যাত্মিকের দিকে মনোনিবেশ করতে পারি, কারণ শব্দ এবং আত্মা একসাথে আমাদের হৃদয়ে আবার প্রশান্তি দেওয়ার জন্য [কাজ] করে যা আধ্যাত্মিকভাবে সপ্তাহে প্রায়ই কষ্ট পেতে পারে। এটি সহভাগীতার বন্ধনকে শক্তিশালী করে যখন আমরা সহ খ্রিস্টানদের সাথে একত্র হই এবং আমাদের মধ্যে এই কিছু খ্রিস্টানরা যারা পুরো সপ্তাহে অন্যদের সঙ্গে দেখা করতে পারি যখন আমরা এই বিশ্বে নিজেদের কাজ করি। এটি এমনকি আমাদের গৃহপালিত পশুদেরও উপকার করে, এমনকি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেতে আসা মানুষদেরও বা আমাদের ভ্রমণকারীরা যারা আসে তাদেরও। বাইবেলের সময়কালে, অবশ্যই, যখন পুরো সমাজ বন্ধ হয়ে যায়, তখন এমনকি ভ্রমণকারীদেরও তাদের ব্যবসা ও অংশগ্রহণ করা বন্ধ হয়। আর এটি একটি সুসমাচারের উদ্দেশ্যও ছিল, সাপ্তাহিক বিশ্রামবার দিনের সৌন্দর্য জাতিদের কাছে দেখানো।

বন্ধুরা, ঈশ্বর জানেন প্রতিটি সম্পর্কের জন্য উত্তম সময়ের প্রয়োজন। যদি একটি সম্পর্ক গভীর হতে হয়, তাহলে তার জন্য উত্তম সময়ের প্রয়োজন। একে অপরের উপর লক্ষ্য থাকা দরকার। সপ্তাহের ছয় দিন আমাদের বেশিরভাগই মানুষই ব্যস্ত থাকে। আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজে ঈশ্বরের কাজ সম্পাদন করি, তা যাই হোক না কেন। এটিতে আমাদের অনেক শক্তি লাগে, কখনও কখনও

অল্প সময় বাকি থাকে উপভোগ করার জন্য বা আমাদের মনকে আমাদের সৃষ্টিকর্তার উপর ধ্যান করার জন্য। আর তাই, আমাদের ঐশ্বরিক নিয়োগকর্তা হিসাবে প্রভু বলেছেন, ‘‘দেখ, ছয় দিন তোমরা কাজ করার জন্য দেবে; বিশ্রামের দিন, আমি তোমাকে তোমার প্রতিদিনের পরিশ্রম থেকে মুক্তি দিচ্ছি তোমাকে একটি বিশ্রামের দিন দেবার জন্য, তোমার জন্য আলাদা করে রাখা একটি দিন। না, এটি আমার জন্য নয় কিন্তু তোমার জন্য।’’ এটি একটি অলস দিন নয়। আসুন আমরা যে এই উপসংহারে উপনিত না হয়। এটি একটি ঘুমের দিন নয়। এটি আপনার পছন্দের শখ করতে যাওয়ার বা পার্টি এবং দর্শনীয় স্থানে পুরো দিনটি শেষ করে দেওয়ার দিন নয়। না, এটি এমন একটি দিন যেখানে আমাদের বিশ্রাম করার, সতেজ হওয়ার, পুনরায় লক্ষ্য করার জন্য সময় দেওয়া হয়। এটি তাঁর বাক্য শোনার, সমবেত সহভাগিতা [এবং] দয়ার কাজে তাঁর আরাধনা করার একটি সুযোগ। এই সবই আমাদেরকে ঈশ্বরের সাথে সময় কাটানোর জন্য সাধারণত যা [আমাদের সময়] নিয়ে নেয় তা থেকে দূরে থাকার অনুমতি দেয়। এই আজ্ঞার বলে ‘‘সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর।’’

সুতরাং যখন আমরা মার্ক ২:২৭-২৮ পদ পড়ি যেখানে যীশুর বাণীগুলি শুনুন, আসুন আমরা সেই বিবৃতিটির ভুল উপসংহার গ্রহণ না করি, যেমনটি প্রায়ই করা হয় বলে মনে হয়। যীশু সেখানে শাস্ত্রবিদ ও ফরীশীদের উদ্দেশে বলেন, ‘‘বিশ্রামবার মানুষের জন্য তৈরি হয়েছিল, মানুষ বিশ্রামবারের জন্য নয়; তাই মনুষ্যপুত্র বিশ্রামবারেরও প্রভু।’’ এখন, আপনি যদি এই শাস্ত্রের প্রেক্ষাপটটি অধ্যয়ন করেন, আপনি লক্ষ্য করেন যে যীশু আবার বিশ্রামদিন ভঙ্গ করার জন্য লেখক এবং ফরীশীদের মুখোমুখি হচ্ছেন এবং তিনি যা করছিলেন তা ভালো কিছু কাজ করছিলেন। তাই, সেই প্রেক্ষাপটে, যীশু সেই দিনের সৌন্দর্যকে যে বিষয়গুলি বাধা দেয় এমন সমস্ত নিয়ম-কানুন থেকে সব্বাদ (বিশ্রামদিন) উন্মুক্ত করছেন। এই দিনটি সিংহভাগ ইহুদিদের জন্য প্রায় অসহনীয় হয়ে উঠেছে যে সমস্ত নিয়ম তাদের পালন করতে হতো। আর তাই, এটাই ছিল তাঁর অভিপ্রায়, পুনরাই বিশ্রামবারকে মুক্ত করা, যে এর প্রকৃত অভিপ্রায় বের করা যায়।

তাহলে, আসল অভিপ্রায় কী? এই দিনটি পবিত্র রাখা এবং পালন করার অর্থ কী? পবিত্র শব্দের অর্থ পৃথক করা, আলাদা করা, বিশেষ করে রাখা। বিশ্রামের দিনটি সপ্তাহের অন্য ছয়টি দিন থেকে আলাদা যেখানে আমরা আমাদের দৈনন্দিন এবং আমাদের জীবনের নিয়মিত এবং সাধারণ দায়িত্ব পালন করি এবং সেগুলি আমাদের সবার জন্য আলাদা। তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ স্কুলে যায়, সারা সপ্তাহ কষ্ট করে পড়াশোনা করে। আমরা কেউ কেউ পরিবার নিয়েই ব্যস্ত থাকি। অন্যরা কারখানায় কাজ করছে, বা আমরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে কাজ করি। আমরা আমাদের পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থ উপার্জন করছি। এগুলি প্রতি ছয় দিনে করনীয় কাজ, অন্যটি এই সাধারণ শ্রমগুলি থেকে আলাদা করে দিনটি নির্ধারণ করা হয়েছিল।

এখন, ছয় দিন কাজে এবং একটি দিন বিশ্রাম এটি, সৃষ্টির সপ্তাহে ঈশ্বরের নিজস্ব আদর্শ করেছিলেন। এই কারণেই চতুর্থটি নিঃসন্দেহে ‘‘স্মরণে রাখবেন’’ দিয়ে শুরু হয়। পৃথিবী সৃষ্টির থেকে যে আদর্শ আছে, সেই আদর্শ ক্রমাগত চলতেই থাকা উচিত। ঈশ্বর তাঁর সাধারণ শ্রম থেকে বিশ্রাম নিয়েছেন। আমরাও তাই [বিশ্রাম নেব]। ঈশ্বর তাঁর সরবরাহের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, তাই আমরা পরিবারের জন্য খাবার সরবরাহ করার কাজ চালিয়ে যেতে পারি, বাচ্চাদের যত্ন নেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি [বা] যখন কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় তা করতে পারি। আমরা যে প্রতিকূল বিশ্বে বাস করি সেখানে নিরাপত্তার ব্যাপারটি নিশ্চিত করতে হবে। এগুলো প্রয়োজনীয় কাজ। এগুলি স্পষ্টতই চলতে পারে এবং চলতেই হবে। সুতরাং, আজকে অনেক খ্রিস্টান সম্পর্কে চিন্তা করুন যে তারা যে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আছে, বা সম্ভবত যে অর্থনৈতিক চাপ আছে, তারা এমনকি সাত দিনের মধ্যে একটি দিন আলাদা করার সুযোগ বা স্বাধীনতাও হারিয়েছে। এটা স্পষ্টতই মিশরীয় দাসত্বের সময় ইহুদিদের অভিজ্ঞতাও ছিল।

সুতরাং, আসুন আমরা চারটি উপায় দেখি যাতে আমরা বিশ্রামবারকে পবিত্র রাখতে পারি যাতে এটি চতুর্থ আজ্ঞাটির অভিপ্রায়কে প্রতিফলিত করে। প্রথমটি হল আমরা সিদ্ধান্তমূলকভাবে রবিবারকে একটি মজার দিনে পরিণত করা থেকে দূরে থাকি। আমার এলাকায়, বহু খ্রিষ্টীয় মণ্ডলী আছে যারা শনিবার রাতে এবং সোমবার রাতে সভা করেন। আর এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার পরে, উত্তরটি অতি সাধারণ ছিল, ‘‘আচ্ছা, এটি আমাদের লোকেদের তাদের খেলা এবং মাছ ধরার জন্য এবং তাদের বেড়াতে যাওয়ার জন্য রবিবার ব্যবহার করার একটি সময় দিয়ে দেয়। তারা তাদের বন্ধুদের সাথে দেখা করতে যেতে পারে। তাদের মণ্ডলীতে যাওয়ার অসুবিধাও নেই। এই কারণেই আমরা অন্য সন্ধ্যায় এটি করি।’’ দেখছেন এর পেছনে কারণটি কী? আমরা ঈশ্বরকে আমাদের সাপ্তাহিক কাজকর্মে এমন একটি জায়গায় পুনঃনির্ধারণ করি যা আমাদের সময়সূচীকে আরও ভালোভাবে ফিট করে। এটি হল আত্ম-ইচ্ছার আরাধনা করা। এটি ঈশ্বরের চতুর্থ আদেশের উদ্দেশ্য নয়। আমি আপনাকে যিশাইয় ৫৮-এ ঈশ্বরের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছি, যেখানে ঈশ্বর বিশ্রামবার পালনের বিষয়ে কথা বলেছেন। তিনি সেখানে যে কথাগুলো বলেছেন তা এক মুহূর্তের জন্য শোনার সময় দিন, এটি মূল্যবান। ‘‘তুমি যদি বিশ্রামবার লঙ্ঘন হইতে আপন পা ফিরাও, যদি আমার পবিত্র দিনে নিজ অভিলাষের চেষ্টা না কর, যদি বিশ্রামবারকে আমোদদায়ক ও সদাপ্রভুর পবিত্র দিনকে গৌরবান্বিত বল এবং তোমার নিজ কার্য্য সাধন না করিয়া, নিজ অভিলাষ চেষ্টা না করিয়া, নিজ কথা না কহিয়া যদি তাহা গৌরবান্বিত কর, তবে তুমি সদাপ্রভুতে আমোদিত হইবে, আর তোমাকে পৃথিবীর উচ্চস্থলী সকলের উপর দিয়া আরোহণ করাইব এবং তোমার পিতা যাকোবের অধিকার ভোগ করাইব, কারণ সদাপ্রভুর মুখ ইহা বলিয়াছে।’’ আপনি কি এই পদে লক্ষ্য করেছেন কিভাবে ঈশ্বর বিশ্রামবার পালনের মহান পুরস্কারের কথা বলেছেন? এটাই ছিল তাঁর

অভিপ্রায়। এটা আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার জন্য তিনি চতুর্থ আজ্ঞা দেননি। এই আশীর্বাদ আমাদের দেওয়ার জন্য তিনি বিশ্রামবারের চারপাশে সীমানা দিয়ে দিয়েছেন।

তাহলে দ্বিতীয়ত, এর অর্থ হল বিশ্রামবারকে পবিত্র রাখার জন্য আমাদের সাধারণ শ্রম বন্ধ করতে হবে। ‘‘ছয় দিন শ্রম করিও, আপনার সমস্ত কার্য্য করিও; কিন্তু সপ্তম দিন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর উদ্দেশে বিশ্রামদিন।’’

চতুর্থ আজ্ঞাতে ঈশ্বরের ইচ্ছাও রয়েছে যে আমরা সপ্তাহে ছয় দিন কাজ করি, আমরা আমাদের পরিবারের জন্য সপ্তাহের ছয় দিন জীবনের বৈধ আহ্বানে সরবরাহ করি, কিন্তু প্রতিটি সপ্তম দিন প্রত্যেকের জন্য বিশ্রামের দিন। তার মানে শুধু আমাদের সন্তান নয়। এর অর্থ যারা আমাদের জন্য কাজ করে, যদি আমাদের চাকর, কর্মচারী, এমনকি দর্শকও থাকে, তাদের জন্যও। অবশ্যই, যেমনটি আমি ইতিমধ্যেই বলেছি, এটি কেবল ঘুমানোর এবং চারপাশে ঘুরে বেড়ানোর জন্য দেওয়া একটি দিন নয়। এটি সপ্তাহের অন্য ছয় দিনের চেয়ে আলাদাভাবে ব্যবহারের জন্য একটি দিন। এটি শুধুমাত্র একটি বিনামূল্যের দিন নয় যে কাজগুলি করার জন্য আমাদের কাছে অন্য ছয় দিনে সময় ছিল না কারণ আমরা [ছিলাম] কাজে ব্যস্ত। আমাদের শ্রম থেকে বিরত থাকার আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ঈশ্বরের প্রতি গভীর মনোযোগ দেওয়ার জন্য, তাঁর বাক্যকে চিন্তা করার জন্য, তাঁর কাজগুলিকে দেখার জন্য, এমনকি যেগুলি প্রকৃতিতে রয়েছে।

অতএব, আসুন আমরা এই দিনটিকে এমন সমস্ত ধরণের ক্রিয়াকলাপ দিয়ে পূর্ণ না করি যা আমাদের মনোযোগকে আবার ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় যার জন্য এই দিনটি প্রকৃত পক্ষে দেওয়া হয়েছিল। এটি একটি দম্পতির মতো যা একসঙ্গে বাইরে সময় কাটাতে যায়। [তারা] একসাথে সময় কাটানোর জন্য একটি দিন আলাদা করে রাখে। আর এখন একসাথে সময় কাটানোর পরিবর্তে, তারা উভয়ই তাদের ফোনে রয়েছে, বা তারা উভয়ই বিভিন্ন জিনিস করছে। তবে এটি এমন একটি দিন নয় যেখানে তাদের সম্পর্ক গভীর এবং গঠিত হয়। এখন অবশ্যই, কিছু লোকের প্রভু দিনেও কাজ করতে হবে। আমি এর একটি উদাহরণ। এটি আমার সপ্তাহের সবচেয়ে ব্যস্ততম দিনগুলির মধ্যে একটি! আর প্রকৃতপক্ষে, সেবাকাজে বা চিকিৎসার জগতে বা নিরাপত্তা বাহিনীতে এবং অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে, তারা অবশ্যই প্রভু দিবসে কাজ করে। কিন্তু, তারপরও তাদের জন্য কী গুরুত্বপূর্ণ? তাদের ছয় দিন কাজ করার পর একটি বিশ্রামবারও আছে। আমার ক্ষেত্রে, এটি সাধারণত সোমবার হয়ে যায়। এখন, এটিই আমার বিশ্রামের দিন এবং তাই অন্যদের মনে রাখা দরকার, এমনকি যদি প্রয়োজনীয় কারণে তাদের প্রভুর দিনে কাজ করতে হয়, তাদের বিশ্রামের দিন পালন করতে হবে।

এখন তৃতীয়ত, বিশ্রামদিনকে পবিত্র করে মান্য করা হল যে আমরা আমাদের স্রষ্টা, বা আপনার মুক্তিদাতা, বা আধ্যাত্মিকভাবে আপনার স্বামী, আপনার পিতা, প্রভু যীশুর দিকে আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ করবো। এই দিন, ঈশ্বর আমাদের আধ্যাত্মিক উপকারের জন্য দিয়েছেন। আমি এখন এমন একজন লেখকের কাছ থেকে উদ্ধৃত করা শব্দগুলিকে তুলে ধরতে পারি না যিনি বলেছিলেন, ‘‘এই দিনে, আমরা যখন ঈশ্বরের মহিমান্বিত শব্দের প্রতি আমাদের মনোযোগ দিই, আমরা একান্তে প্রার্থনা এবং ধ্যানে সময় কাটাই এবং আমরা সহবিশ্বাসীদের সাথে সহভাগিতা করি। সমবেত উপাসনায় শ্রবণ, প্রার্থনা, গান, ধর্মানুষ্ঠান ব্যবহার করা হয়, যে তাঁর বাক্য এবং আত্মার মাধ্যমে, আমাদের আত্মা পাপ থেকে শুদ্ধ হয়, যা আমরা সকলেই অপবিত্র হয়েছি এই সপ্তাহের মধ্যে; যখন আমাদের স্নেহ আবার ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষিত হয় তখন আমরা উপাসনা করি। আমাদের করুণার ভাণ্ডার উন্নত হয় এবং উজ্জীবিত হয় যখন আমাদের হৃদয়ের কলুষতা আবার দমন করা হয় এবং সহভাগিতার বন্ধন দৃঢ় হয়।’’ এটিই ছিল বিশ্রামবারের উপহার এবং তার প্রকৃত উদ্দেশ্য।

এই দিনে, মনে করুন যে আমাদের মেষপালক একসঙ্গে আমাদের জীবনের সমস্ত কাজের মধ্যে থেকে আমাদের ডাক দেন ও বলেন, ‘‘এখানে এসো এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম কর। এখানে খোঁয়াড়ে এসো। আমার কী বলার আছে তা শোন।’’ আমরা লালিত পালিত হচ্ছি। আমরা সবুজ চারণভূমিতে [শুয়ে থাকি]। আমরা শান্ত জল থেকে পান করি। তারপরের দিন, আমরা ফিরে যাই মৃত্যুর ছায়ার উপত্যকায়। আমরা চ্যালেঞ্জ, প্রলোভন, আমাদের যে কাজগুলো আছে সেগুলোর মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। যদি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি এই হয় যে আমার যতটা সম্ভব [দ্রুত] ঈশ্বরের সাথে এই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সময় কাটিয়ে নিতে হবে তবে এখানে কিছু গুরুতর ভুল আছে। যদি এটি আমাদের মনোভাব হয় এবং এইভাবে আমরা প্রভুর দিন উজ্জাপন করি, তাহলে এটি আনন্দের পরিবর্তে একটি আধ্যাত্মিক রীতিনীতি হয়ে উঠেছে।

এই দিনটিকেও এমন একটি দিন হতে দিন যেখানে আপনি, পরিবারের প্রধান হিসাবে, আপনার সন্তানদের জন্য একটি আধ্যাত্মিকভাবে লাভজনক দিন হিসাবে গঠন করুন। আপনার সন্তানদের, বাবা-মাকে নির্দেশ দেওয়ার জন্য সময় আলাদা করুন। এই জন্য এই দিনটি ব্যবহার করুন। [এখানে] কোন স্কুল নেই, অন্য কোন জিনিস নেই। এই সময়টি আপনি পরিবার হিসাবে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য ব্যয় করেন, ঈশ্বরের বাক্যকে গভীরতর করে তুলুন। এর জন্য প্রয়োজন দৃঢ়তা এবং সক্রিয় চিন্তাভাবনা যখন আমরা আমাদের পরিবারকে বড় করি। এখন পরিশেষে, চতুর্থত, এই দিনটি এমন একটি দিন যাতে আমরা দাতব্য কাজে যুক্ত হতে পারি। আমাদের প্রভু যীশু সেই উদাহরণ দিয়েছেন যে তিনি বিশ্রামবারে অনেক মহান দয়ার কাজ করেছিলেন। যদিও এটি তাঁর নেতাদের, ধর্মীয় নেতাদের ক্রোধকে আলোড়িত করেছিল, তবে তিনি কেবল প্রভুর কাজই করেছিলেন। আর তাই, আমরা সেখানে,

উদাহরণের মাধ্যমে, বিশ্রামদিনকে দয়ার কাজে ব্যবহার করার নির্দেশনাও দিয়েছি যা করার জন্য অন্যথায় সম্ভবত সপ্তাহে আমাদের কাছে সময় নেই। সুতরাং, আসুন আমাদের চিন্তাভাবনাকে সেই দিকে প্রশিক্ষিত করি যে আমাদের অতিরিক্ত সময়ের কিছুটা ব্যবহার করে আমাদের অভাবী প্রতিবেশীদের সেবা করার জন্য, না, আমি এই বলিনই যে গিয়ে তাদের বারাণ্ডা সময় কাটান এবং তাদের কেনাকাটা করতে এবং তাদের ঘর পরিষ্কার করার জন্য সময় দিন। এটি একটি প্রয়োজনীয় কাজ নয়। কিন্তু না, [আমাদের পরিচর্যা করতে হবে] আধ্যাত্মিক, মানসিক, সামাজিক [প্রয়োজন] মেটাতে হবে। তাদের কেউ কেউ একাকী। তাদের মধ্যে কেউ কেউ অভাবী। তাদের কেউ কেউ ক্ষুধার্তও। তাই যাকোব উল্লেখ করেছেন যে এটি একটি পাপ যখন আমরা একজন ভাই এবং বোনকে ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখি এবং আমরা সভার শেষে বলি, 'আচ্ছা, একটি ভালো সপ্তাহ কাটুক এবং উষ্ণ থাকুন, বা ক্ষুদা পূর্ণ হোক,' এবং আমরা তাকে ভিতরে নিয়ে যাই না এবং তাকে খাওয়াই না এবং লালন-পালন করি না।

সুতরাং, ঈশ্বরের চতুর্থ আজ্ঞার এই প্রধান নীতিগুলি বিবেচনা করার পরে, আমি জানি যে আমি আপনাদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিইনি। আমরা কি এটা করতে পারি? আমরা কি সেটি করতে পারি? এর কোন শেষ নেই। এই আলচ্য ক্ষেত্রে বন্ধুরা, প্রয়োগ স্বরূপ এমন কিছু জিনিস যা আপনার এবং আমার নিজেদের তৈরি করতে হবে। আর এটি করার সেরা উপায় কী? প্রশ্নগুলির কাঠামোর মাধ্যমে কী নয় এবং কী হ্যাঁ এই বিভিন্ন প্রশ্নগুলি দেখার জন্য কয়েকটি প্রশ্নের একটি কাঠামো ব্যবহার করা। আমার চারটি প্রশ্ন আছে আমি প্রায়ই নিজেকে জিজ্ঞাসা করি যখন আমি বিশ্রামদিন পালনের সাথে মোকাবিলা করি। প্রথমটি হল, 'এই কার্যকলাপ কি আমাকে নিরস্ত করবে নাকি ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক উপাসনার আনন্দ থেকে আমাকে বিভ্রান্ত করবে? এটা আমার মন বা আমার সন্তানদের মনে কী প্রভাব ফেলবে?' দ্বিতীয়ত, 'এই কার্যকলাপটি কি আমার পরিবারকে সাহায্য করবে, এমনকি আমার প্রতিবেশীদেরকেও, প্রভুর দিনটিকে গুরুত্ব সহকারে নিতে?' আমি কেবল শারীরিক বা মানসিক বা সামাজিকভাবে নিজেকে প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য কী করি? এখন এর মূল উদ্দেশ্য কী? এটি সত্যিই ঈশ্বরের উপর আমার চিন্তা পুনরাই লক্ষ্য কেন্দ্রিত করার জন্য, নাকি এটি শুধুমাত্র স্বার্থপরতা? আমি যা করি বা যা কিছুকে অনুমতি দিই সেটি কি বিশ্রামের দিনটির চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ?'

এখন, যখন আপনি সেই চারটি দিকে তাকান, তখন সত্যিই কোন প্রশ্ন থাকবে না যে আমি রবিবারের উপাসনা পরিষেবাগুলিতে যাব এবং সেটিকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত কি না, বাইবেলের ব্যাখ্যা শোনার জন্য এবং ঈশ্বর আমাদেরকে কী বলছেন তা বোঝার জন্য এবং সম্ভবত সপ্তাহে দুবার। আপনি সম্ভবত পরিষ্কার করার পরিষেবা হিসাবে প্রথম পরিষেবাটি অনুভব করেছেন, যেহেতু আমরা এই জাগতিক/ সাংসারিক পরিবেশ থেকে প্রায়ই বেরিয়ে আসি এবং আমরা আবার ঈশ্বরের বাক্যের মুখোমুখি হই। দ্বিতীয় পরিষেবাটি প্রায়ই অনেক বেশি লাভজনক কারণ আমরা তখন ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং সত্তা সম্পর্কে আমাদের বোঝার মধ্যে পুষ্টতা এবং গভীরতা আসে। প্রার্থনা এবং পড়ার জন্য প্রভুর দিনে কিছু অতিরিক্ত ব্যক্তিগত সময় নিন।

আর তাই, এই বলে শেষ করা যাক; প্রভুর দিনকে অবহেলা করা আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং মণ্ডলীর জীবনের গুণমানে ব্যাপক আধ্যাত্মিক ক্ষতি নিয়ে আসে। যখন আমরা তাঁর মহিমায় ঈশ্বরের মুখোমুখি হই না, যখন আমরা ঈশ্বরের বাক্যের সত্য শুনি এবং পান করি না, যখন আমরা পুষ্ট হই না এবং ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্ককে অন্য সবার উপরে অগ্রাধিকার দিই না, তখন এটি আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করবে। প্রকৃতপক্ষে, অধঃপতন এবং ধর্মত্যাগের পিচ্ছিল ঢালের প্রবেশদ্বার হল চতুর্থ আজ্ঞাটি [জীবন থেকে] দূর করা। আমার যাজকত্ব পরিচর্যায়, আমি দেখি যখন লোকেরা চতুর্থ আজ্ঞার এবং প্রভু দিবসের সাথে আপস করতে শুরু করে, আপনি দেখতে পান যে তারা ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে, যদি না হয়, অবশ্যই তাদের সন্তান এবং তাদের নাতি-নাতনিদের জীবনে হঠাতই/ নিশ্চিতরূপে দেখতে পাবেন। সুতরাং, বন্ধুরা, চতুর্থ আজ্ঞাটি শুরু হয় ''স্মরণ করিও, পালন করিও, পবিত্র করিও'' দিয়ে। ঈশ্বর জানেন এই দিনটি কতটা পবিত্র। একটি ছোট বাচ্চাদের গান এটিকে অতি ভালোভাবে ব্যাখা করে। ''প্রভুর দিনটি ভালোভাবে কাটানো আগামীকালের পরিশ্রমের জন্য এক সপ্তাহের বিষয়বস্তু এবং শক্তি নিয়ে আসে, কিন্তু প্রভুর দিন পবিত্র, যা কিছু অর্জন করা হয়, তা দুঃখের একটি নির্দিষ্ট অগ্রদূত।''

ঠিক আছে, এটি বিধানটি প্রথম ফলকটি সম্পূর্ণ করে। আমরা ঈশ্বরের দশ আজ্ঞার দ্বিতীয় ফলকটি গ্রহণ করার আশা করি, আর সেগুলি আমাদের সুস্থতার জন্য ঈশ্বরের ভক্তিমূলক ভালোবাসাকে প্রতিফলিত করার মতোই সুন্দর এবং মূল্যবান। আপনাকে অনেক ধন্যবাদ. ঈশ্বর আমাদের মঙ্গল করুন।

বক্তৃতা ১২

পঞ্চম আজ্ঞা

ঈশ্বর আমাদের ক্ষমতা দিয়েছিলেন যখন তিনি পৃথিবীকে তাঁর প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন করার জন্য নির্মাণ করেছিলেন। এই কর্তৃত্ব কাঠামো ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত আমাদের ভালোর জন্য। এগুলি আমাদের বসবাসের স্থানকে সুশৃঙ্খল এবং এর ফলে সুখী রাখার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। আমাদের পতনের পর থেকে ক্ষমতা বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। এটি দখল করা প্রায়ই এটিকে অপব্যবহারের দিকে নিয়ে যায়। এটির মুখোমুখি হওয়া প্রায়ই আমাদের এটিকে প্রতিরোধ করতে প্রলুব্ধ করে। যদিও ক্ষমতার অপব্যবহার কেউই পছন্দ করে না, আমরা সবাই একবার পাওয়ার পর অপব্যবহার করতে প্রলুব্ধ হই। তাই কর্তৃত্বে থাকা ব্যক্তিদের সম্মান করার পাশাপাশি কর্তৃত্বকে সম্মানজনকভাবে ব্যবহার করার জন্য পঞ্চম আজ্ঞাটি একটি মধুর এবং সন্তোষজনক জীবনকে দীর্ঘায়িত করার চাবিকাঠি।

প্রতিলিপি বক্তৃতা ১২

বন্ধুরা; আজ, আমরা পঞ্চম আজ্ঞা একসাথে বিবেচনা করব। আমি এই বিষয়ের শিরোনাম দিয়েছি ঈশ্বরের কর্তৃত্বকে সম্মান করুন। পঞ্চম আজ্ঞাটি হল "তোমার পিতা ও তোমার মাতাকে সমাদর করিও, যেন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিবেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়" (যাত্রাপুস্তক ২০:১২), এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ, অতি গুরুত্বপূর্ণ আজ্ঞা। কিন্তু, পঞ্চমটি দেখার আগে, আমি ঈশ্বরের বিধান সম্পর্কিত পঞ্চম নীতিটি আপনাদের কাছে তুলে ধরতে চায়। এই নীতিটি বলে যে আমরা কেবল নিজের দ্বারা বিধানটি পূরণ করতে আবদ্ধ নই, [কিন্তু] আমরা প্রেমের বিধান দ্বারা আবদ্ধ হয়েছি যাতে আমরা যতদূর পারি অন্যদের বিধান মেনে চলতে সাহায্য করতে পারি। আর, বিভিন্ন শাস্ত্র আছে যা এটিকে সমর্থন করে।

আসুন প্রথমে দশ আজ্ঞার দিকে লক্ষ্য করি। চতুর্থ আজ্ঞাতে, আমি যদি বাড়ির প্রধান হই তবে আমি দায়বদ্ধ যেন আমার বাড়ির প্রত্যেকেই চতুর্থ আজ্ঞাকে সম্মান করে। দর্শনার্থী হোক, পরিবারের সদস্য হোক বা শ্রমিক বা পশু, সবাইকে বিশ্রাম নিতে হবে। আরেকটি উদাহরণ হবে লেবীয় পুস্তক ১৯:১৭। ঈশ্বর বলেন, "তুমি হৃদয়মধ্যে আপন ভ্রাতাকে ঘৃণা করিও না; তুমি অবশ্য আপন স্বজাতীয়কে অনুযোগ করিবে, তাহাতে তাহার জন্য পাপ বহন করিবে না।" আমাকে সব করতে হবে যেন সে যে পাপ করছে তা থেকে দূরে সরে যায়। মথি ৭:১২-এ, যীশু অত্যন্ত ইতিবাচক পদ্ধতিতে দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন। তাঁর সারাংশ শুনুন; "অতএব সর্ব্ববিষয়ে তোমরা যাহা যাহা ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ করিও; কেননা ইহাই ব্যবস্থার ও ভাববাদি-গ্রন্থের সার।" আপনি যদি কোন বিপদের স্থানে ছুটে যাচ্ছেন এবং আপনি এটির বিষয়ে জানেন না বা তা দেখতেও পাননি, তবে আপনি কী আশা করবেন অন্যদের আপনার জন্য করুক; এটি ব্যাতিরেকে যে তারা বিপদের বিষয়ে অবগত করুক এবং আপনাকে থাকিয়ে দিন ও ফিরে যেতে সাহায্য করুক। এটি আপনারও কর্তব্য। এটি আমার কর্তব্য যেহেতু আমি প্রেমের নিয়ম পালন করি। ভালোবাসার নিয়ম আমার নিজের দায়িত্বের বাইরে নিজেকে প্রসারিত করতে সাহায্য করে। আমাদের প্রচেষ্টা পুরস্কৃত বা আশীর্বাদযুক্ত হবে কি না সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা আমাদের দায়িত্ব নয়। আমাদের কর্তব্য হল আমাদের প্রতিবেশীকে নিজেদের মত করে ভালোবাসা যাতে তারা পাপ থেকে বিরত থাকে। আবার, বন্ধুরা, আমরা ঈশ্বরের বিধানের পুরো পটভূমির দিকে তাকাই, আমরা ঈশ্বরের নিজস্ব ভক্তি ও প্রেমের প্রকাশন দেখতে পাবো যা আমাদেরকে তাঁর পবিত্র বিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনযাপন করতে সাহায্য করে। আর এটি তখন এক নিখুঁত বোধগম্যতা দেয় যখন আমরা সেই একই মনোভাব, প্রচেষ্টা, [এবং] অভিপ্রায় প্রতিফলিত করতে চাই যা তিনি করছেন।

সুতরাং, আসুন এখন পঞ্চম আজ্ঞাটি বিবেচনা করি; আপনার পিতা এবং আপনার মাতাকে সমাদর করিও। এটি দ্বিতীয় ফলকের প্রথম আজ্ঞা। সুতরাং, আমরা নিজেদেরকে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বর আপনার পিতা ও মাতার সম্মানের এই পঞ্চম আজ্ঞা দিয়ে দ্বিতীয় টেবিল শুরু করার কারণ কী? আর দ্বিতীয়ত, প্রভু এই আজ্ঞার সঙ্গে কি প্রকারের প্ররোচনা যুক্ত করেছেন? যেন আমরা দীর্ঘজীবী হই। এটি এইমতই মনে হচ্ছে। আর তৃতীয়ত, আজ্ঞাটির খুঁটিনাটি বিষয় কী রয়েছে এবং আমি কিভাবে সেগুলিকে সমন্বিত করবো? তাহলে প্রথমেই বিবেচনা করা যাক, ঈশ্বর পঞ্চম আজ্ঞা দিয়ে বিধানের দ্বিতীয় ফলকটি খোলার কারণ কী? গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে, অন্তত আমি সেই দৃষ্টিভঙ্গিটিকেও ধরে রাখি যে এটি দ্বিতীয় ফলকের প্রথম আজ্ঞা এবং এটি ইফিষীয় ৬—এ ব্যাখ্যা করে যেখানে

পৌল বলেছেন যে পঞ্চম আজ্ঞাটি একটি প্রতিশ্রুতি সহ প্রথম আজ্ঞা। এখন, এটি শুধুমাত্র সত্য যদি পৌল এটিকে দ্বিতীয় ফলকের প্রথম আজ্ঞা হিসাবে উল্লেখ করেন কারণ দ্বিতীয় আজ্ঞাটি ইতিমধ্যে একটি প্রতিশ্রুতি ছিল।

যাইহোক, পৌলের কিছু ইহুদি সহকর্মীরা মনে করেননি যে পঞ্চম আজ্ঞাটি দ্বিতীয় ফলকের প্রথম আজ্ঞা। তারা এটিকে প্রথম ফলকের পঞ্চম, শেষ আজ্ঞা হিসাবে দেখেছিল। এটি একটি আকর্ষণীয় দৃষ্টিভঙ্গি, যা এটির কিছু সত্য বহন করে কারণ তাদের যুক্তি ছিল যে সমস্ত আইনি কর্তৃত্বকে সম্মান করার দ্বারা আমরা ঈশ্বরকে সম্মান করি যিনি তাঁর কর্তৃত্ব নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে অর্পণ করছেন। সেটি পারিবারিক পরিস্থিতিতে বাবা ও মা এর জন্য এবং মণ্ডলীর পরিবেশে শিক্ষক এর জন্য প্রযোজ্য। আবার এটি সরকার এবং রাজার জন্য হবে নাগরিক রাজ্যের মধ্যে। যাইহোক, আমি গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গি ধরে রাখি যে আমরা পঞ্চম আজ্ঞাটিকে দ্বিতীয় ফলকের প্রথম হিসাবে বিবেচনা করতে পারি। কিন্তু তারপরও প্রশ্ন থেকেই যাই যে কেন ঈশ্বর পঞ্চম আজ্ঞাটি দিয়ে দ্বিতীয় ফলকটি শুরু করলেন?

প্রথম কারণ হল, যে ঈশ্বর আমাদের আনন্দ প্রচার এবং রক্ষা করতে চান যখন আমরা তাঁর নির্মিত পৃথিবীতে একদল লোক হিসাবে একসাথে থাকি। এখানে আমাদের জীবনের আনন্দ এবং সুখের জন্য আমরা যে কর্তৃত্বের কাঠামোতে থাকি যেটি পৃথিবীতে আমাদের জীবনকে শাসন করে এবং পরিচালনা করে তার চেয়ে বেশি মৌলিক এবং সুরক্ষামূলক আর কিছুই নয়। এটা তাঁর নির্মিত। ঈশ্বর একটি কর্তৃত্ব পরিকাঠামো গঠন করেছেন। সৃষ্টির শুরু থেকেই তিনি আদমকে পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। বিবাহতে তিনি আদমকে তাঁর স্ত্রীর প্রধান করেন। আর ঈশ্বর জানেন কোথায়, পারিবারিক জীবনকে [এক উদাহরণস্বরূপ নয়া যাক], যেখানে পারিবারিক জীবনে কর্তৃত্বের কাঠামো প্রতিষ্ঠিত এবং সম্মান করা হয়, যেখানে পারিবারিক কর্তৃত্ব কাঠামোতে ভালোবাসা এবং সম্মান দেওয়া হয়, যেখানে কর্তৃত্বের স্পষ্ট সীমানা প্রতিষ্ঠিত এবং বজায় রাখা হয়, সেখানেই সবচেয়ে বড় আনন্দ। পরিবার হল যেখানে শুধুমাত্র অধীনে থাক ব্যক্তিরায় কর্তৃত্বের অধিকারীদের সম্মান করে না, [এটি] হচ্ছে সেই স্থান যেখানে কর্তৃত্বকারীরা সেই ব্যক্তিকে প্রতিফলিত করে যিনি তাদের কর্তৃত্ব অর্পণ করেছেন।

সুতরাং, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পঞ্চম আজ্ঞাটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আজ্ঞা যখন এটি একটি সমাজে মানুষ হিসাবে আমাদের একসাথে জীবনের সুখ সাছন্দের বিষয়ে আসে। ঈশ্বরের পুস্তকে, পারিবারিক এমন এক স্থান যেখানে আমাদের পার্থিব অস্তিত্বের মধ্যে দল গঠনের সর্বোচ্চ বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসাবে স্পষ্টভাবে স্থান পেয়েছে। আমরা জানি যে পারিবারিক জীবন আমাদের সামাজিক জীবনের অন্যান্য সকল দিকের ভিত্তি। পরিবার হল মণ্ডলীর সেমিনারি। পরিবার হল ভবিষ্যত বিবাহের প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র। পরিবার হল আসল প্রস্তুতির জায়গা যেখানে আমরা সমাজে আমাদের অবস্থানের জন্য লালনপালন করি। এখন, আমরা স্কুলকে সেই দিকে প্রসারিত করেছি, পরিবারকে প্রতিস্থাপন করার জন্য নয়, পরিবারের ক্ষমতাকে প্রসারিত করার জন্য।

ঈশ্বর জানেন যে আমরা আমাদের যৌবনে যা পাই তা আমাদের জীবনকে এত গভীরভাবে প্রভাবিত করে না। এই পদটি নিয়ে চিন্তা করুন, হিতোপদেশ ২২:৬, ''বালককে তাহার গন্তব্য পথানুরূপ শিক্ষা দেও, সে প্রাচীন হইলেও তাহা ছাড়িবে না।'' ঈশ্বর জানেন যখন শিশুরা শেখে, জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রশিক্ষিত হয়, কীভাবে কর্তৃত্বকে সম্মান করতে হয়, তারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে উঠলে তারা নিজেরাই সম্মানিত নেতা হয়ে উঠবে। তারা সম্মানিত নাগরিক হয়ে উঠবে, যখন তারা জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে সম্মান করতে শিখবে, যখন শিশুরা তাদের পিতামাতার মধ্যে সম্মানজনক নেতৃত্বের উদাহরণ দেখতে পাবে। আর যখন তারা পরিণত হবে, তখন তারা, যে সমাজে বাস করবে, সেখানে রাজ্যের যুদ্ধ অথবা তাদের ভবিষ্যৎ বিবাহে লড়তে এক একজন একটা একটা তীরের মতো হয়ে উঠবে, যখন তারা পালাক্রমে মা-বাবা হবে।

সুতরাং, আমি একটি সুস্পষ্ট বিবৃতি দিয়ে শেষ করি যা আমাদের জন্য ভালো আমরা যে দিনগুলি বর্তমানে জীবনযাপন করি সেই দিনগুলিকে পুনরাবৃত্তি করি। ঈশ্বর যা নির্মাণ করেছেন তা উন্নত করা যায় না এবং প্রয়োজনও নেই। আমি কী বলতে চাইছি? ঈশ্বর পঞ্চম আজ্ঞাতে পরিবারকে একজন পিতা এবং একজন মা এবং সন্তান হিসাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। কিন্তু আজ যা স্পষ্ট [তা হল] অনেক সংস্কৃতি ঈশ্বরের নকশাকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার একটি সমস্যাজনক প্রবণতার মুখোমুখি। সন্তানদের লালন-পালন করতে হবে একজন পিতা, একজন পুরুষ এবং একজন মা, একজন নারী – দ্বারা; দুইজন সমলিঙ্গের পিতামাতার পরিবর্তে। পঞ্চম আজ্ঞা পরিবারের মৌলিক ভিত্তি স্থাপন করে এবং পরিবারকে এক পিতা ও মাতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। এর অর্থ, অবশ্যই, বিবাহের সম্পর্কের মধ্যেই সন্তানদের জন্ম দিতে হবে। অতএব, একক অভিভাবকত্ব ঈশ্বরের নকশা নয় এবং উদ্দেশ্যের উপর আমাদের পছন্দ হওয়া উচিত নয়, যদিও দুঃখজনকভাবে, এটি আমাদের দিনেও অনেক ঘটছে বলে মনে হয়।

এখন, আসুন একসাথে বিবেচনা করি যে পঞ্চম আজ্ঞাতে ঈশ্বর আমাদেরকে কী প্ররোচনা দিয়েছেন? ''তোমার পিতাকে ও তোমার মাতাকে সমাদর করিও, যেন তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দিবেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয়।'' প্রথম অভিহিত মূল্যে, এই প্রতিশ্রুতি তাদের পিতামাতাকে সম্মান করে এমন প্রত্যেকের জন্য দীর্ঘ জীবনের পরামর্শ দেয় বলে মনে হয়। আমি নিশ্চিত যে আমরা সকলেই এমন উদাহরণগুলির কথা ভাবতে পারি যেখানে সেই বাস্তবতা আমরা স্পষ্টত পঞ্চম আজ্ঞাতে যা পড়ি তার বিরোধিতা করে। একজন পালক/ প্রাচীন হিসাবে, আমি অল্প বয়সে খুব বাধ্য শিশুদের কবর দিয়েছি এবং আমি খুব অবাধ্য শিশুদের খুব বৃদ্ধ হতে দেখছি। তবে এর অর্থ কী?

এই তথ্যগুলি তিনটি জিনিসের মধ্যে একটিকে বোঝায়। এক, ঈশ্বর তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে ব্যর্থ হন। আমরা এটি নির্মূল করতে পারি। ঈশ্বর সত্য, এবং তিনি যা বলেছেন, তিনি তা পূরণ করেন। দ্বিতীয়টি হল যে ঈশ্বর সাধারণত যা হয় সেই বিষয়ে বলছেন। এটি সাধারণত ঘটে থাকে, যদিও তাঁর সার্বভৌমত্বে অবশ্যই ব্যতিক্রম রয়েছে। এর সত্যতা আছে, কিন্তু তৃতীয়ত, ঈশ্বর পঞ্চম আজ্ঞাতে ব্যক্তি সম্পর্কে কথা বলছেন না, কিন্তু তিনি পরিবার এবং মণ্ডলী এবং সমাজ সম্পর্কে কথা বলছেন। তারা যখন ঈশ্বরের দেওয়া কর্তৃত্বের কাঠামোকে সম্মান করবে তখন তারা দীর্ঘ, ভালো জীবনযাপনের সাথে সমৃদ্ধ হবে। আর, আমি বিশ্বাস করি যে পঞ্চম আজ্ঞাতে যে প্ররোচনা দেওয়ার এটিই ছিল অভিপ্রায়, আপনি যখন আপনি দ্বিতীয় বিবরনে প্রদত্ত এই আদেশের সঙ্গে জড়িত শাস্ত্রাংসগুলি তুলনা করবেন তখন আপনি তা দেখতে পারেন। ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দেন যে যেখানে এই আজ্ঞতি পালন করা হবে, কর্তৃত্বে এবং কর্তৃত্বের অধীন উভয়ের দ্বারা, আমরা একসাথে পরিবার হিসাবে এবং বৃহত্তর সমাজ হিসাবে, একসাথে জীবনের সেরা এবং দীর্ঘতম মানের অভিজ্ঞতা লাভ করব।

দ্বিতীয় বিবরণে ৫ অধ্যায়ে মোশি কিভাবে পঞ্চম আজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করেছেন তা শুনুন। তিনি বলেন, "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে দেশ দেন, সেই দেশে তোমার দীর্ঘ পরমায়ু হয় ও তুমি মঙ্গল প্রাপ্ত হও।" আর, আপনি যদি দ্বিতীয় বিবরণ পুস্তকে দীর্ঘায়িত শব্দটি দেখেন, আপনি দেখতে পাবেন যে এটি অন্যান্য সমস্ত ধরণের আদেশের সঙ্গে নিয়মিত ব্যবহৃত হয়। মোদ্দা কথা হল [যে] ঈশ্বর বলেছেন আনুগত্য জীবনকে দীর্ঘায়িত করবে, নিরাপত্তা, ঐক্য, স্থিতিশীলতা, সম্প্রীতিকে দীর্ঘায়িত করবে। তাই, ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দেন যখন আমরা কর্তৃত্বের কাঠামোকে সম্মান করি যেভাবে তিনি তাদের নকশা তৈরি করেছেন, আমরা পরিবার এবং জাতিতে একটি ভালো মানের জীবন বজায় রাখব এবং এর মধ্যে একটি দীর্ঘ জীবনও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। হিতোপদেশ ১৪:৩৪ বলে যে "ধার্ম্মিকতা জাতিকে উন্নত করে।" এটি শুধুমাত্র জাতির জন্য সত্য নয়। এটি পরিবারের জন্যও সত্য। এটা মণ্ডলীর জন্যও সত্য। যে শিশুদেরকে তাদের পিতামাতাকে সম্মান করার মাধ্যমে, তাদের ভাইবোনদেরকে ভালোবাসার মাধ্যমে, অল্প বয়সে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করার মাধ্যমে ঈশ্বরকে সম্মান করতে শেখানো হয়, এই শিশুরা ঈশ্বরের অনুগ্রহে দায়িত্বশীল নাগরিক হিসাবে বেড়ে ওঠে, ধার্মিকতার কারণগুলির জন্য লড়াই করে যা তাদের সকলকে যার তাদের সঙ্গে জড়িত আছে তাদের উন্নত এবং সম্মানিত করে। তাহলে আসুন, পঞ্চম আজ্ঞাটির বিস্তারিত আলোচনা করি। আবার, পঞ্চম আজ্ঞাটি আমাদের এই সামান্য সময়ের মধ্যে আমি কভার করতে পারি তার চেয়ে অনেক বিস্তৃত। সাধারণত, আমরা পঞ্চম আজ্ঞাতে শিশুদের উপর লক্ষ্যকেন্দ্রিত করি। তারা তাদের পিতামাতাকে মান্য করবে, সম্মান করবে, কিন্তু, বন্ধুরা, পঞ্চম আজ্ঞাতে সত্যের অনেক স্তর রয়েছে যা আমাদের মনোযোগ দাবী করে। আমি শুধুমাত্র তাদের তালিকা করে তাদের তুলে ধরবো।

প্রথমত, এতে ঈশ্বরের ইচ্ছা রয়েছে যে সকলেই যারা কর্তৃত্ব বহন করে, পিতা-মাতা এবং এক মুহুর্তের পর আমরা দেখব অন্যরা কীভাবে তাঁর কর্তৃত্ব সম্পাদন করেন ও তা প্রতিফলন করেন। এটি আজ্ঞাটির প্রথম স্তর। তাই পঞ্চম আজ্ঞাটিতে পিতামাতার জন্য নির্দেশ রয়েছে, স্বামীদের জন্য, যাদের নিজের স্ত্রীর উপরে অধিকার রয়েছে, স্ত্রীদের, মণ্ডলীর নেতা, শিক্ষক, নিয়োগকর্তা, সরকারী নেতা, সামরিক নেতা, রাজনৈতিক নেতাদের উপর কর্তৃত্ব করেন। তাদের সকলেরই তাদের কর্তৃত্ব কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তা পঞ্চম আজ্ঞাতে নির্দেশ করে রয়েছে।

বিপরীত দিকে, এটি কর্তৃপক্ষের অধীনে [যারা] কর্তৃত্বে রয়েছে তাদের সাথে কীভাবে আচরণ করা উচিত সে সম্পর্কে নির্দেশনাও রয়েছে এবং পঞ্চম আজ্ঞাতে শিশুদের উল্লেখ করা হলেও, পঞ্চম আজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত আরও অনেকে আছে। হ্যাঁ, এটি বিবাহিত স্ত্রীর জন্য, সন্তানদের জন্য তাদের পিতামাতার জন্য, মণ্ডলীর সদস্যদের জন্য তাদের মণ্ডলীর নেতাদের জন্য, স্কুলের পরিবেশে থাকা শিশুদের জন্য, নাগরিকদের তাদের জাতীয় নেতাদের জন্য, কর্মচারীদের বা শ্রমিকদের তাদের নিয়োগকর্তাদের জন্য, সৈনিকদের জন্য তাদের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের জন্য প্রযোজ্য। পঞ্চম আজ্ঞাতেও তাদের সকলকে সম্বোধন করা হয়েছে। ভাবুন সমাজ কেমন হবে যখন সবাই, নেতৃত্বে এবং কর্তৃত্বের অধীনে, ঐশ্বরিক পদ্ধতিতে পঞ্চম আজ্ঞাকে সম্মান করবে। কর্তৃত্বে থাকা ব্যক্তিদের দ্বারা সেখানে কী ভক্তিপূর্ণ প্রেমময় এবং নেতৃস্থানীয় দেখা যাবে এবং কর্তৃত্বের অধীনদের দ্বারা কী একটি আনুগত্য এবং সম্মান দেওয়া হবে। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন যে কীভাবে এটি একটি জীবন তৈরি করবে যা সৌন্দর্য এবং সম্প্রীতি, স্বাস্থ্য এবং সুস্থতায় দীর্ঘায়িত হবে যদি এই আজ্ঞাটিকে সম্মানিত করা হয়। এটিও হচ্ছে পঞ্চম আদেশের অভিপ্রায়।

সুতরাং, আমি নিজেকে এখন শুধুমাত্র দুটি সাধারণ পর্যবেক্ষণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করব। যারা আমাদের উপর কর্তৃত্ব করে তাদের প্রেক্ষাপটে আমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কী এবং যাদের আমাদের উপর কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে সেখানে আমাদের প্রেক্ষাপটে আমাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কী? এগুলি দুটি সাধারণ পর্যবেক্ষণ। তাই প্রথমত, কর্তৃত্বপ্রাপ্তদের সম্মান করার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ইচ্ছার তিনটি দিক কী কী?

প্রথমত, আমি স্বীকার করি যে ঈশ্বর আমাকে, বা আমাদের, অর্পিত কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিদের দ্বারা শাসন করতে সন্তুষ্ট। আমার পিতা-মাতা হোক বা আমার স্বামী হোক বা আমার রাষ্ট্রপতি হোক বা আমার অফিসের মালিক হন, এই ব্যক্তিদের প্রত্যেকেই যারা আমার উপর কর্তৃত্বকারী অবস্থানে আছেন এবং এরা ঈশ্বরের পদকর্তা। আমার ঐতিহ্যে, পদাধিকারী শব্দটি শুধুমাত্র প্রাচীন, ডিকন এবং পরিচর্যাকারীদের জন্য ব্যবহৃত হয়, কিন্তু বাইবেল অনুসারে, কর্তৃত্বে থাকা যে কেউ, যে কোন স্তরেরই হোক না কেন, ঈশ্বরের

পদ-কর্তা। তারা কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে। কার পক্ষে? ঈশ্বরের পক্ষ থেকে। তিনিই চূড়ান্ত বিধানদাতা, চূড়ান্ত কর্তৃত্বের মালিক – স্বর্গ ও পৃথিবী উভয় ক্ষেত্রেই। আর একদিন, এই কর্তৃত্বের প্রতিটি ব্যক্তিকে তাঁর কাছে একটি হিসাব দিতে হবে যাকে তারা প্রতিনিধিত্ব করেন। আমি আপনাকে একটি উদাহরণ দেব। যখন পৌল রোমানদের কাছে তাদের সরকারের সম্পর্কে লিখছেন এবং এই রোমানরা এই মুহূর্তে অনুভব করছে যে সরকারের দ্বারা কিছু খ্রিস্টান-বিরোধী কাজের চাপ রয়েছে বিশ্বাসীদের উপর, তবুও তিনি লিখেছেন, ‘‘তাদের সম্মান কর’’ রোমীয় ১৩। ‘‘রাজাকে সম্মান কর’’ (১ পিতর ২:১৭), পিতরও একই ভাবে লিখেছেন, যদিও রাজা প্রভুর সেবা করছিলেন না।

সুতরাং, এটিই প্রথম আমাদের বুঝতে হবে। ঈশ্বর তাদের মাধ্যমে আমাদের শাসন করতে সন্তুষ্ট। তারা তাঁর পদাধিকারী। দ্বিতীয়ত, আমাদের তাদের সম্মান করতে হবে, ঈশ্বরের প্রতিনিধি বা পদাধিকারীদের যে অবস্থানেই আমরা দেখি না কেন, তাদের সম্মান করতে হবে। সম্মান করা মানে শ্রদ্ধা দেখানো, ব্যক্তির পদের মর্যাদাকে স্বীকৃতি দেওয়া। আমি যা বলেছি তা লক্ষ্য করুন, ‘‘সেই পদের মর্যাদাকে স্বীকৃতি দিন।’’ একজন পিতামাতা হিসাবে, একটি মণ্ডলীর একজন নেতা হিসাবে, আমাদের পদকে শ্রদ্ধা করতে হবে কারণ সম্মান শব্দটি ব্যক্তির প্রতি প্রতিফলিত হয় না। আমি একজন মানুষকে সম্মান করতে চাই না। এটিই প্রতিমাআরাধনা। আমি সেই পদকে সম্মান করতে চাই যা একজন ব্যক্তিকে ঈশ্বর অস্থায়ীভাবে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে দিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ দাউদকে নিন। শৌল যখন তাকে হত্যা করার চেষ্টা করছিলেন তখন তিনি সেই শৌলকে ব্যক্তিরূপে উচ্চমূল্য প্রদান করেননি, কিন্তু তার হৃদয় তাকে আঘাত করেছিল। শৌলের প্রতি অসম্মানজনক কিছু করার সময় তাঁর বিবেক তাঁকে আঘাত করেছিল। কেন? কারণ, তিনি প্রভুর অভিষিক্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করেছিলেন। তিনি প্রভুর পদাধিকারীর প্রতি অসম্মানজনক কাজ করেছিলেন।

সুতরাং, আপনার পিতা-মাতা হোন, আপনার স্বামী হোন, আপনার জাতির নেতা হোন, আপনার মণ্ডলীর নেতা হোন, যখন আমরা প্রশ্ন ছাড়াই তাদের নির্দেশ মেনে চলি, যখন আমরা তাদের নেতৃত্বকে বিনা চ্যালেঞ্জে মেনে নিই, যখন আমরা তাদের নির্দেশ পালন করি বা তাদের নির্দেশনা বা তাদের প্রজ্ঞা তখন আমরা ঈশ্বরের পদ-কর্তাদের সম্মান করি। আমরা তাদের সম্মান করি যখন আমরা তাদের প্রতি জগৎস্ততা এবং ভালোবাসা দেখাই তাদের সাহায্য করে বা তাদের উত্সাহিত করে বা তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বা আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাগ করে, তাদের কাজ সম্পাদন করা সহজ করে। এই সব তাদের সম্মানের উপায়। লক্ষ্য করুন পঞ্চম আজ্ঞা প্রেম শব্দটি ব্যবহার করে না। আমরা কি তাদের ভালোবাসব না? অবশ্যই আমাদের তা করতে হবে, কিন্তু আমাদের সেই ভালোবাসা প্রকাশ করতে হবে তাদের অফিসের প্রতি সম্মান রেখে যা ঈশ্বর তাদের দিয়েছেন।

যাইহোক, একটি ব্যতিক্রম আছে। প্রেরিত ৫:২৯ পদে পিতর বলেছেন, ‘‘মনুষ্যদের অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে।’’ আমাদের কাউকে কখনোই এমন কোনো কর্তৃপক্ষের বাধ্য হওয়া উচিত নয় যিনি আমাদেরকে এমন কিছু করতে বলেন যা ঈশ্বরের প্রকাশিত ইচ্ছার বিপরীত। এটি একটি শিশু, একজন স্ত্রী, একজন কর্মী, একজন মণ্ডলীর সদস্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রত্যেক পিতা-মাতা যারা শুনছেন বা পড়ছেন আপনি আপনার সন্তানদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় এটি সম্পর্কে চিন্তা করবেন। আমাদের নিজের সন্তানদের শেখাতে হবে যে তারা সর্বদা মানুষের চেয়ে ঈশ্বরের বাধ্য হতে হবে। যাজক হিসাবে আমার কাজ, আমি অপব্যবহার সঙ্গে অনেক মোকাবিলা করি। প্রায়ই, অপব্যবহার ঘটে কারণ আমরা আমাদের সন্তানদেরকে মানুষের চেয়ে ঈশ্বরের বাধ্য হওয়ার প্রশিক্ষণ দিইনি। যখন আমরা আমাদের সন্তানদের প্রশিক্ষণ দিই যে কর্তৃপক্ষের ব্যক্তিরা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে না এবং শিশুদের উপরে তাদের ক্ষতার অপব্যবহার করা পাপ। তাই, বাবা-মায়েরা আপনার সন্তানদের শেখান কিভাবে সঠিকভাবে এবং সম্মানের সাথে আবেদন বা অবাধ্য হতে হয় যদি মনে হয় যে তাদের পাপপূর্ণ কিছু করতে বলা হয়েছে।

এখন, যারা কর্তৃত্বে বা সন্মানের স্থানে রয়েছেন তাদের যথেষ্ট শদ্ধার সঙ্গে বলি যে তৃতীয় প্রয়োজনটি হল আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমাদের কর্মকর্তারা মানুষ এবং পাপ-পূর্ণ। সুতরাং, আসুন আমরা তাদের সীমা, দুর্বলতা সহ্য করি। কেউই নিখুঁত নয়, যাদেরকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য বা তাঁর পক্ষে পৃথিবীতে শাসন করার ঈশ্বরের কাজ সম্পাদন করার জন্য বলা হয়েছে তারাও নয়। কখনও কখনও কর্তৃপক্ষেরও সঠিক বোধগম্যতার অভাব হতে পারে। তাদের আপনার মতো অনেক ক্ষমতা নাও থাকতে পারে। তাদের কিছু অপ্রীতিকর বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। তারা আপনার মতো জীবনে সফল নাও হতে পারে। তাদের জ্ঞান নাও থাকতে পারে, সম্ভবত আপনি অনুভব করতে পারেন যে এটি আপনার আছে। আর যেহেতু তারাও পাপী, সময়ে সময়ে তারা ব্যর্থ হয়। তারা যা প্রয়োজন তাতে আপনার ক্ষমতাকে অতিরিক্ত মূল্যায়ন করতে পারে, অথবা তাদের কর্মে অপবিত্র রাগ দেখাতে পারে, অথবা তারা একটি ভুল মূল্যায়ন করতে পারে বা একটি অন্যায্য রায় দিতে পারে।

আমাদের তাদের সম্মান করতে হবে। এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা [যে] আমরা আমাদের উপর কর্তৃত্বে থাকা ব্যক্তিদের সম্মান করি এবং ক্যাটিসিজম আবার যেমন সুন্দরভাবে লিখেছে, হাইডেলবার্গ ক্যাটিসিজম, যে আমরা ‘‘ধৈর্য সহকারে তাদের দুর্বলতা সহ্য করি, যেহেতু ঈশ্বর তাদের হাতে আমাদের শাসন করতে চান।’’ আর, বন্ধুরা, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, যোষফ ও মরিয়মের পাপহীন পুত্রের মধ্যে কত সুন্দর উদাহরণ রয়েছে। আমরা লূকে পড়ি যে তিনি নাসরেথে এসেছিলেন যখন তিনি তাদের সঙ্গে ছিলেন এবং তিনি ৩০ বছর বয়স পর্যন্ত তাদের অধীন ছিলেন, সর্বদা তাঁর পাপী পিতা ও মাতাকে সম্মানের সাথে শ্রদ্ধা করতেন, যদিও তিনি নিজেই নিষ্পাপ ছিলেন।

তারপর, সবশেষে, পঞ্চম আদেশের অন্য দিক দেখা যাক, যাদের কর্তৃত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা কী তা দেখা যাক। এখন, ঈশ্বরের ইচ্ছা হল যে আমার সমস্ত কর্ম এবং আমার সমস্ত প্রতিক্রিয়া একজন কর্তৃত্বের ব্যক্তি হিসাবে, আমি তাকে আমার কর্তৃত্ব প্রয়োগে প্রতিফলিত করি। ঈশ্বর আমার হাতের মাধ্যমে পৃথিবীতে জীবনের সামান্য অংশ শাসন করতে সন্তুষ্ট। এটা তাঁর পৃথিবী। এগুলি তাঁর প্রজাবৃন্দ। সব তাঁর সম্পদ এবং তিনি আমাকে অধ্যক্ষতা দিয়েছেন, আমার ক্ষেত্রে একজন পিতা হিসেবে, মানুষের উপরে; আর আমি অধ্যয়ন করার দায়িত্বে আছি যে ঈশ্বরের কার্যভার কেমন? বা ঈশ্বরের কর্তৃত্ব কেমন? এবং আমি কিভাবে তা প্রতিফলিত করব?

সুতরাং, একজন স্বামী হিসাবে, আমাদের কর্তব্য হল অধ্যয়ন করা যে কীভাবে যীশু তাঁর আধ্যাত্মিক স্ত্রীরর স্বামী এবং তাই আমাদের বিবাহে তাঁকে মস্তক রূপে প্রতিফলিত করা উচিত। পিতামাতা হিসাবে, আমাদের অধ্যয়ন করতে হবে কিভাবে ঈশ্বর সাধারণভাবে মানবজাতির পিতামাতার দায়িত্ব পালন করেন এবং পিতা কীভাবে তাঁর সন্তানদের পিতামাতা হওয়ার দায়িত্ব পালন করেন। একজন শাসক বা একজন রাজা হিসেবে, ঈশ্বর কীভাবে সকলের উপরে রাজা তা অধ্যয়ন করা আমাদের কর্তব্য এবং আমাদের শাসনে তাঁর শাসন প্রতিফলিত করতে হবে। আবার, মণ্ডলীর নেতা হিসাবে, আমাদের কর্তব্য হল মেষপালকে আত্মায় এবং মহান মেষপালকের পদ্ধতিতে খাওয়ানো, যিনি সেবা পেতে আসেননি, নিজের মর্যাদার জন্য নয়, তিনি সেবা করতে এবং নিজেকে প্রেমের সেবাই দিতে এসেছিলেন। আবার, পিতা-মাতা হিসাবে আমাদের পঞ্চম আজ্ঞাতে, বা অন্য কোনও পদ-কর্তার পদে, আমি কী, আমি কীভাবে নেতা হিসাবে আমার অবস্থানে সম্মানিত হতে পারি তা অধ্যয়ন করার জন্য অনেক কিছু আছে?

এখন, তাই, আমি ইঙ্গিত দিয়ে শেষ করি যে, ঈশ্বর স্পষ্টভাবে পিতামাতাকে সতর্ক করেন এবং আমি কি ভুল করি যখন আমি এই বিষয়টি সেই সমস্ত কর্তৃত্ববানদের কাছেও প্রসারিত করি যাদের বিষয়ে ইফিষীয় ৬:৪ এবং কলসীয় ৩-এ আমরা পাই। ঈশ্বর স্পষ্টভাবে পিতাদের তাদের অবস্থানের ও ক্ষমতার অপব্যবহার না করার জন্য সতর্ক করেছেন। কেন এটি করেছেন? কারণ এর দ্বারা আমরা যাদের নেতৃত্ব দিচ্ছি তাদের মধ্যে আমরা বিদ্রোহ বা রাগ বা নিরুৎসাহ সৃষ্টি করব। বিপরীত বর্ণালীতে, হিতোপদেশ ২৯:১৫ এছাড়াও পিতামাতাকে সতর্ক করে এবং কর্তৃত্বাধীন যে কেউই হোক না কেন তাদের শৃঙ্খলার ব্যবহারকে অবহেলা না করার জন্য এবং এর ফলে সন্তানকে নষ্ট করে না দেওয়ার জন্য সতর্ক করে। ‘‘দণ্ড ও অনুযোগ প্রজ্ঞা দেয়; কিন্তু অশাসিত বালক মাতার লজ্জাজনক’’ এবং এটি কি কর্তৃপক্ষের প্রতিটি স্তরে সত্য নয়।

সুতরাং, বন্ধুরা, আমি এই বক্তৃতাটি বন্ধ করার সাথে সাথে, আমি আশা করি আপনি আমার সাথে অনুভব করবেন যে আমি এখানে আমি একটি বৃহৎ বিষয়ের অতি সামান্য স্পর্শ করতে পেরেছি। এটা ঠিক বলা হয়েছে, ‘‘যে হাত দোলনাকে দোলা দেয়, সেই হাত পৃথিবীকে দোলা দেয়।’’ এখন, এটি কিছুটা বাড়াবাড়ি হতে পারে, তবে সেই বিবৃতিতে অনেক সত্য রয়েছে। নেতা হিসেবে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের নেতাদের কাছে আমাদের কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি বর্তমান প্রজন্মকে কর্তৃত্বের সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে শেখাতে ব্যর্থ হই এবং যদি আমরা সম্মানিত কর্তৃপক্ষ হতে ব্যর্থ হই, তাহলে প্রকৃতপক্ষে আমরা নৈরাজ্য ও স্বৈরাচারের বীজ বপন করছি। কত সুন্দর তার বিপরীতে যখন শিশুরা ধার্মিক পিতামাতাকে সম্মান করতে শেখে, যখন স্ত্রীরা প্রেমময় স্বামীদের, আত্মত্যাগী স্বামীদের সম্মান করতে শেখে, যখন নাগরিকরা তাদের সেবাকারী নেতাদের সম্মান করতে শেখে, যখন মণ্ডলীর সদস্যরা তাদের কাজের জন্য তাদের নেতাদের অত্যন্ত সম্মান করে। তাহলে আমরা পবিত্রতার সৌন্দর্য অনুভব করব।

পিতা, পুত্র এবং পবিত্র আত্মা যেমন তাদের ঐশ্বরিক অস্তিত্বের এই সুন্দর সামঞ্জস্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত, তেমনি আমরা এই সুন্দর সম্প্রীতি, ঐক্য এবং সৌন্দর্য অনুভব করব যখন আমরা তাঁর এই পৃথিবীতে মানবতা হিসাবে একসাথে বসবাস করব। আপনি আবার দেখতে পাচ্ছেন যে দাউদ কীভাবে বলেছেন, ‘‘আমি তোমার ব্যবস্থা কেমন ভালবাসি! তাহা সমস্ত দিন আমার ধ্যানের বিষয়’’ (গীতসংহিতা ১১৯:৯৭)। আপনাকে ধন্যবাদ এবং ঈশ্বর এই নির্দেশাবলী আশীর্বাদ করুন।

বক্তৃতা ১৩

ষষ্ঠ আজ্ঞা

সাধারণত সব মানুষই তাদের জীবনকে মূল্য দেয়। কারণ আমরা চিরকাল বেঁচে থাকার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। জীবন একসময় এত সুন্দর ছিল যে বেঁচে থাকাটাই ছিল সবচেয়ে বড় আনন্দ। কোন হুমকি ছিল না, কোন বার্ধক্য ছিল না, কোন অসুস্থতা ছিল না। দুঃখের বিষয়, পাপ যখন জগতে প্রবেশ করে এবং পাপের দ্বারা মৃত্যু প্রবেশ করলে সমস্ত কিছু পরিবর্তিত হয়। তবুও, সেই দুঃখজনক বাস্তবতা সত্ত্বেও, আমরা এখনও আমাদের জীবন রক্ষা বা প্রতিরক্ষা করার জন্য লড়াই করব কারণ এটি মূল্যবান। জীবন আমাদের সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কাছেও মূল্যবান। প্রতিটি ব্যক্তির জীবনের চারপাশে একটি দৃঢ় বেড়া স্থাপন করে তিনি এটি খুব স্পষ্ট করেছিলেন। বেড়াতে লেখা ছিল ‘‘সদাপ্রভু ঈশ্বর এই কথা বলেন, তুমি হত্যা করো না।’’

প্রতিলিপি বক্তৃতা ১৩

স্বাগতম, প্রিয় বন্ধুরা, আজকে আমরা একসাথে ষষ্ঠ আজ্ঞাটি বিবেচনা করবো। এটি সংক্ষিপ্ত। হিব্রু ভাষায়, এটি আক্ষরিক অর্থে ‘‘নরহত্যা করিও না।’’ যাইহোক, আর এই খুব সংক্ষিপ্ত আজ্ঞাতে, প্রতিটি আজ্ঞার মতোই একটি অসাধারণ গভীরতা এবং বিশদ অর্থ রয়েছে। ষষ্ঠ আজ্ঞার বিশদ বিবরণ বিবেচনা করার আগে, আমি আপনাদের সাথে এই ষষ্ঠ নীতিটি ভাগ করে নিতে চাই যা ঈশ্বরের [বিধানের] ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এটিকে আমি পঞ্চম আজ্ঞার উপর আমার আগের বক্তৃতায় কিছুটা স্পর্শ করেছি, তবে আসুন এটিকে আরও কিছুটা উন্মুক্ত করি।

প্রেরিত ৫:২৯ বলে, ‘‘মনুষ্যদের অপেক্ষা বরং ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিতে হইবে।’’ এই শব্দগুলি জেরুশালেমের আধ্যাত্মিক কর্তৃপক্ষের প্রতি পিতরের উত্তর যা তাঁকে এবং অন্যান্য প্রেরিতদেরকে যীশুর নামে শিক্ষা দিতে নিষেধ করছে। এখন, এটি এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে কর্তৃপক্ষ তাদের কর্তৃত্বের সীমানা অতিক্রম করছে। আর যখন তারা আমাদের এমন কিছু আজ্ঞা দেয় যা ঈশ্বরের বাক্য এবং ঈশ্বরের প্রকাশিত ইচ্ছার বিরোধী, তখন আমাদের বাধ্যবাধকতা না মেনে তাদের অবাধ্য হওয়ার বাধ্যবাধকতা রয়েছে কারণ আমাদেরকে মানুষের উপরে ঈশ্বরের আনুগত্য করতে হবে।

আবার স্মরণ করুন প্রথম ফলক বনাম দ্বিতীয় ফলক। প্রথম ফলকটি দ্বিতীয় ফলকের চেয়ে বৃহত্তর, সর্বশ্রেষ্ঠ নয় বরং বড়। সংঘাতের সময়ে, ঈশ্বর প্রথমে আমাদেরকে প্রথম ফলকের বাধ্যবাধকতাগুলিকে সম্মান করার জন্য আহ্বান করেছেন। এখন এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি এবং বিশেষ করে আমরা যারা ছোট বাচ্চাদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত শিক্ষা দিচ্ছি তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এই নীতি শেখানো প্রয়োজন। শুধুমাত্র আপনার পিতা ও মাতাকে সম্মান করাই নয়, [যে] আমরা মানুষের চেয়ে ঈশ্বরের আনুগত্য করি, এটি যৌন নির্যাতনের ভয়াবহতা থেকে শিশুদের রক্ষা করতে সাহায়ক। আমাদের সমাজে অবশ্যই আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে এই নীতিটি কার্যকর হয়। একটি শিশু শুধুমাত্র যৌন উপায়ে পিতা বা অন্য কর্তৃপক্ষের দাবি বা মন্তব্য প্রত্যাখ্যান করতে পারে না, তবে একজন নার্স এবং একজন ডাক্তারও শিশুদের গর্ভপাতের জন্য হাসপাতালের আজ্ঞা অমান্য করতে পারে। সৈন্যদের তাদের কমান্ডারকে/ সেনা-প্রধানকে (উচ্চ পদাধিকার) অমান্য করা বৈধ যখন তিনি তাদের নিরপরাধ এবং নিরীহ এবং প্রতিরক্ষাহীন মানুষকে হত্যা করার নির্দেশ দেন। তাই, ঈশ্বর আমাদের এই ধরনের পরিস্থিতিতে থেকে দূরে থাকতে সাহায্য করুন এবং যারা এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় প্রভু তাদের সাহায্য করুন।

এখন, আসুন একসাথে ষষ্ঠ আজ্ঞাতে ঈশ্বরের ইচ্ছার কথা শুনি: তুমি হত্যা করবে না বা খুন করবে না। দুটি প্রশ্নে এটি বিবেচনা করা যাক। প্রথমে, আসুন দেখি এই আজ্ঞা কে দিয়েছেন এবং কেন ঈশ্বর আমাদের এই আজ্ঞা দিয়েছেন? তারপর দ্বিতীয়ত, আসুন আমরা বিবেচনা করি যে ঈশ্বর কী নিষেধ করেন এবং কী আজ্ঞা করেন। এই ষষ্ঠ আজ্ঞার বিভিন্ন স্তর কী কী? তা, কে দিয়েছে? কে বলেছে, তুমি কাউকে হত্যা করবে না?

জীবনের স্রষ্টা। আমরা জানি যে ঈশ্বর দশ আজ্ঞা দিয়েছেন কিন্তু তাঁকে জীবনের স্রষ্টা হিসাবে ভাবুন। তিনি জীবন-মৃত্যুর সীমানা নির্ধারণ করেন। তিনি সার্বভৌম সৃষ্টিকর্তা। জীবন-মৃত্যুর এই সমস্ত বিষয়ে তার চূড়ান্ত কর্তৃত্ব রয়েছে। যদি আমরা ষষ্ঠ আজ্ঞাটি দেখি এবং বুঝতে পারি তবে এটি এক মৌলিক সত্য যা আমাদের লক্ষ্য করতে হবে।

আপনি এবং আমি আকস্মিকভাবে ঘটে যাওয়া কোন ঘটনার উৎপাদন নই। আমরা কেবল একটি জৈবিক ঘটনা নই, মানুষ হিসাবে বিবর্তিত। আমাদের নিজের জীবনের উপর বা অন্য কোন মানুষের জীবনের উপর আমাদের কোন অধিকার নেই। আমরা সকলেই স্বতন্ত্রভাবে জীবনের স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্ট, যিনি আমাদের জীবন এবং আমাদের চারপাশের কারও জীবনের উপর চূড়ান্ত কর্তৃত্ব রাখেন। আপনি দেখুন, পরম স্রষ্টার প্রতি এই বিশ্বাস একবার হারিয়ে গেলে, আপনি লক্ষ্য করবেন যে জীবনের মূল্য বিষয়ে কী ঘটে। তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। এটা সস্তা

হয়ে যায়। এটি নিষ্পত্তিযোগ্য হয়ে ওঠে যখন এটি অসুবিধার সৃষ্টি করে বা এটি আমাকে আমার লক্ষ্যে পৌঁছাতে বা আমার জীবনযাপনে বাধা দেয়।

ঈশ্বর শুধু আমাদের সৃষ্টি করেননি যার জন্য তিনি শুধুমাত্র আমাদের জীবনের অধিকারী নন, [কিন্তু] ঈশ্বর আমাদের একটি স্বাতন্ত্র্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদেরকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে এবং তাঁর সাদৃশ্যে তৈরি করেছেন। আর এই সত্য যে আমরা তাঁরই প্রতিফলন, প্রতিটি মানুষকে, সে যতই ছোট হোক না কেন, যতই বৃদ্ধ হোক না কেন, এক অনন্য মর্যাদা ও মূল্য প্রদান করে। এটি মানুষের জীবনকে একটি পবিত্র চরিত্র দেয়। আর তাই, ঈশ্বর যে কোনো মানুষের ওপর হামলাকে নিজের ওপর আক্রমণ হিসেবে বিবেচনা করেন। ঈশ্বর সিনয় পর্বতে দশ আজ্ঞা দেওয়ার অনেক আগে, তিনি নোহের সাথে মানব জীবনের পবিত্রতা সম্পর্কে কথা বলেছিলেন। আদিপুস্তক ৯:৬ -এ ঈশ্বর যেভাবে বলেছেন, আমাকে এটি আপনার কাছে পড়তে দিন, ''যে কেহ মনুষ্যের রক্তপাত করিবে, মনুষ্য দ্বারা তাঁহার রক্তপাত করা যাইবে;'' কিন্তু কেন? ''কেননা ঈশ্বর আপন প্রতিমুর্ত্তিতে মনুষ্যকে নির্ম্মান করিয়াছেন।'' আমরা এই আজ্ঞাতে ফিরে আসব, তবে এটি আপনাকে মানব জীবনের মর্যাদা এবং পবিত্রতা দেখায়।

তাই এখন এ থেকে সরে এসে প্রশ্ন হচ্ছে, 'কেন ঈশ্বর আমাদের ষষ্ঠ আজ্ঞা দিয়েছেন?' উত্তর দেওয়া এত কঠিন নয়। ঈশ্বর শুধু জীবনের মূল্য দেন না, তিনি এটাও জানেন যে আপনি এবং আমি মূল্যবান। তিনি জানেন যে আমাদের স্ত্রী, আমাদের সন্তান, আমাদের পরিবার এবং বন্ধুরা এটাকে মূল্য দেয়। আমরা সকলেই দেখেছি এবং প্রত্যক্ষ করেছি [সময়ে] অশ্রু, নির্জনতা, ভগ্নতা যারা সহিংস অপরাধ অনুভব করে তাদের প্রিয়জনকে খারাপ কাজে নিয়ে যায়। আর তাই, ঈশ্বর স্পষ্টভাবে বলেছেন, ''কাউকে বা নিজেকে হত্যা কোরো না।'' জীবন, একটি বেড়া বন্ধ এলাকা। এখানে আমাদের কোন কর্তৃত্ব নেই, স্রষ্টার মঞ্জুর করা ছাড়া এবং আমরা দেখতে পাব যে তিনি কয়েকটি ক্ষেত্রে এটি করেছেন। এই আজ্ঞার ''কেন'' আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা ''তুমি কাউকে হত্যা কোরো না'' এর বিপরীত দিকটি দেখি। তার মানে আপনি আমাদের প্রতিবেশীর জীবনকে উন্নীত করতে, রক্ষণাবেক্ষণ করতে, লালন-পালনের জন্য সবকিছু করবেন যেন এটি বিকাশ লাভ করতে পারে।

তাহলে, আসুন ষষ্ঠ আজ্ঞার বিশদ বিবরণ দেখি। ঈশ্বর কী নিষেধ করেন? তিনি কী আজ্ঞা করেন? স্পষ্টতই, ''তুমি হত্যা করবে না।'' ইচ্ছাকৃত এবং বেআইনিভাবে কারো জীবন কেড়ে নেওয়াকে ঈশ্বর নিষেধ করেন এবং নিন্দা করেন। ঈশ্বর ষষ্ঠ আজ্ঞাতে সমস্ত হত্যা (বধ করা) নিষিদ্ধ করেন না, তবে তিনি সমস্ত খুন করাকে নিষিদ্ধ করেন। খুন ইতিমধ্যেই আদিপুস্তক ৪ অধ্যায়ে ঘটেছে যখন কইন তার ভাইকে খুন করে। সেখান থেকে আমরা দেখতে পাই হত্যার/ খুনের হার বাড়ছে এবং বন্যার আগে এটি অবশ্যই বিশাল অনুপাত ছিল যেহেতু পৃথিবী হিংসতায় পরিপূর্ণ ছিল, মানুষের জীবনের প্রতি [সম্মান] ছিল না।

এখন বুঝতে পেরেছি যে ঈশ্বরের ইচ্ছা হল আমরা কাউকে খুন করব না, যা গর্ভপাত করা অনাগত শিশুদের খুন করে। গর্ভধারণের মুহূর্ত থেকে আমাদের মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত মানব জীবনের শুরু এবং অস্তিত্ব এক বৈজ্ঞানিক বিষয় নয়। এটি একটি নৈতিক বিষয়। ঈশ্বর, সৃষ্টিকর্তা হিসাবে, তাঁর বিশেষাধিকার হিসাবে এই এলাকাটি বন্ধ করে দিয়েছেন। এটি আমাদের অন্তর্গত নয় যা জীবনের সঙ্গে জড়িত। এটি রয়েছে সৃষ্টিকর্তার হাতে। আর তাই, যারা মায়ের তথাকথিত অধিকারের কথা বলেন, তারা সৃষ্টিকর্তার অধিকারের পাশাপাশি সন্তানের অধিকারের কথাও ভুলে যাচ্ছেন। সুতরাং, আমাদের কারোরই গর্ভের ভিতরে বা বাইরে সন্তান খুন করার অনুমতি নেই।

হিতোপদেশ ২৪:১১-১২ হল অনাগত সন্তানদের ব্যাপারে ষষ্ঠ আজ্ঞার প্রয়োগের একটি সুন্দর উদাহরণ। ''যদি,'' এটি এইরূপে বলে, ''তাহাদিগকে উদ্ধার কর, যাহারা মৃত্যুর কাছে নীত হইতেছে, যাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে বধস্থানে যাইতেছে, আহা! তাহাদিগকে রক্ষা কর। যদি বল, দেখ, আমরা ইহা জানিতাম না, তবে যিনি হৃদয় তৌল করেন, তিনি কি তাহা বুঝেন না? যিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করেন, তিনি কি তাহা জানিতে পারেন না? তিনি কি প্রত্যেক মনুষ্যকে তাহার কর্ম্মানুযায়ী ফল দিবেন না?'' আমি বুঝতে পারছি, সম্ভবত, আপনাদের মধ্যে একজন এখানে শুনছেন যে শিশুর গর্ভপাত করার ব্যক্তিগত অপরাধের মধ্য দিয়ে গেছে এবং আমি নিশ্চিত হতে পারি যে এই ধরনের কাজের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্ষমাও রয়েছে। হিব্রু ভাষায় আমরা পড়ি যে যীশুর রক্ত খুন করা হেবলের রক্তের চেয়ে ভালো জিনিসের কথা বলে (ইব্রীয় ১২:২৪)। যীশুর রক্ত ক্ষমা সম্পর্কে, আশা সম্পর্কে, পুনরুদ্ধারের বিষয়ে কথা বলে। অতএব, গর্ভপাতের পাপও করুণাময় ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যান।

এখন ষষ্ঠ আজ্ঞাটি বুঝুন, ''তুমি নরহত্যা করিও না,'' এটি জীবনকে শেষ করার বিষয় পর্যন্তও এর প্রয়োগ রয়েছে যখন যন্ত্রণাহীনমৃত্যুর (ইউথেনেসিয়া) পাপের বিষয়ে আমরা বিবেচনা করি। এটি আমাদের জীবনের শেষ বিন্দুতে ঈশ্বরের কর্তৃত্বের উপর নেওয়া এক পদক্ষেপ। মানব জীবনের সমাপ্তি রক্ষার জন্য আমাদের যুক্তি যতই বাস্তবসম্মত হোক না কেন, ঈশ্বরের বাক্য স্পষ্ট, ''তুমি হত্যা বা খুন কোরো না।'' এর মধ্যে কাউকে নিজেকে হত্যা করতে সহায়তা করাও অন্তর্ভুক্ত।

ঈশ্বর ১ শমূয়েল ২:৬ পদে বলেছেন, ''সদাপ্রভু মারেন ও বাঁচান, তিনি পাতালে নামান ও উর্দ্ধে তুলেন।'' জীবন এবং মৃত্যুর বিষয়গুলি তাঁরই (গীতসংহিতা ৬৮:২০)।

এখন এই মতবাদটি অস্বীকার করে না যে অনেকেই খুব কষ্ট পাই এবং তাদের সাহায্য প্রয়োজন, যারা যন্ত্রণাদায়ক যন্ত্রণার ক্লান্তিকর বিচারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, বা যাদের জীবন অনুৎপাদনশীল হয়ে উঠেছে তাদের চারপাশের প্রয়োজন তাদের সাহায্য করার, কেননা এটি পরিবার এবং বন্ধুদের উপর একটি বিশাল বোঝা। আমরা সকলেই জানি যে পাপ আমাদের জীবনে এবং আমাদের বয়স্কদের জন্য দুর্বলতা, বাস্তবতা নিয়ে এসেছে, যা সহ্য করা কঠিন বা অসম্ভব। কিন্তু যন্ত্রণাহীন মৃত্যু নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে, ঈশ্বর আমাদের বলছেন যে জীবন এবং মৃত্যুর বিচারকর্তা হলেন কেবলমাত্র তিনি।

এখন ষষ্ঠ আজ্ঞাটি বোঝা, "তুমি নরহত্যা করিও না," এটাও আমাদের বলে যে মানুষ তাদের নিজেদের [জীবনও] ছিনিয়ে নেবে না। আত্মহত্যা হল আমাদের জীবনের উপর স্রষ্টার সার্বভৌমত্বকে প্রত্যাখ্যান করার একটি কাজ এবং যারা এটি সচেতনভাবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে করে, তারা সৃষ্টিকর্তার বিরুদ্ধে অবমাননার কাজ করে। বন্ধুরা, যাদের জীবন ভেঙ্গে পড়েছে, বেদনায় আছে বা একাকী, বা অপরাধের সম্মুখীন তাদের জন্য আত্মহত্যা কখনই উত্তর নয়। এই ধরনের সমস্যার উত্তর সবসময় একই; প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, তাঁর বাক্য এবং তাঁর অনুগ্রহ। তাদের সন্ধান করুন যারা আপনাকে পরিচর্যা করবে এবং আপনাকে এই বাস্তবতাগুলি মোকাবিলা করতে সহায়তা করবে যা আপনাকে আপনার জীবন নিতে, শেষ করতে উস্কানি দেয়। আত্মহত্যা একটি স্পর্শকাতর বিষয়বস্তু। নিঃসন্দেহে, এমন অনেকেই আছেন যারা গভীর মানসিক বিষণ্নতা ও অন্ধকারে তাদের জীবন নিয়ে যান। তাই অনেক সময় আমাদের তাদের চিরন্তন গন্তব্যের স্রষ্টার হাতে ছেড়ে দিতে হবে। তিনি জানেন যারা তাঁর।

এখন, ষষ্ঠ আজ্ঞাটির লঙ্ঘনের একটি মৃদুরূপ, "তুমি খুন কোরো না," আমাদের শরীর এবং স্বাস্থ্যের অবহেলার সাথে সম্পর্কযুক্ত। সাধারণত, আমরা এটিতে খুব কম লক্ষ্য করি, বা আমাদের মধ্যে কেউ কেউ খুব বেশি লক্ষ্য করে, কিন্তু আমাদের বেশিরভাগই খুব কম। আমাদের আত্মাকে অগ্রাধিকার দেওয়া স্পষ্ট, কিন্তু শাস্ত্রও আমাদের শেখায় না যে আমাদের আত্মাকে বা ঈশ্বরের রাজ্যকে অগ্রাধিকার দেওয়ার অর্থ হল আমি আমার শরীরকে অবহেলা করতে পারি, ঠিক যেমন ঈশ্বরকে অগ্রাধিকার দেওয়া আমার স্ত্রীকে অবহেলা করা থেকে আমাকে ক্ষমা করে না, আমার স্বামী, আমার সন্তান, বা জীবনে আমার কাজকে বালিত করে না। আমাদের শরীর ঈশ্বরের সৃষ্টির একটি বিস্ময়কর অংশ। এখন, এটিকে রক্ষা করার জন্য, এটিকে রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য, এটিকে লালন-পালনের জন্য সবকিছু করার দায়িত্ব আমাদের রয়েছে, যাতে এটি ঈশ্বর আমাদেরকে সর্বোত্তম উপায়ে যে কাজটি করতে বলেছে তা করতে পারে। সুতরাং, বিবেচনা করুন [যে] অস্বাস্থ্যকর খাওয়া [এবং] অতিরিক্ত মদ্যপান, ষষ্ঠ আজ্ঞার উলঙ্ঘন।

ধূমপান বা আমাদের শরীরের ক্ষতি করে এমন ওষুধ ব্যবহার করা ষষ্ঠ আজ্ঞার উলঙ্ঘন। অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নেওয়া, আমাদের জীবনকে বিপন্ন করা ষষ্ঠ আজ্ঞার উলঙ্ঘন কারণ আমরা জীবনের পবিত্রতার সাথে খেলছি। তবে আমাকে এটির সাথে যোগ করতে দিন যে অত্যধিক কাজ, নিজেদেরকে চাপ দেওয়া এবং নিজেদেরকে ক্লান্ত করা, এমনকি বৈধ পরিচর্যায়ও, ষষ্ঠ আজ্ঞার উলঙ্ঘন।

ঈশ্বর আমাদের সেই উদাহরণ দিয়েছেন যখন তিনি নিজেই সপ্তম দিনে বিশ্রাম নিয়েছেন, নিজেকে সতেজ করার জন্য তিন নিজেকে কাজ থেকে দূরে রেখেছিলেন। তিনি দিন ও রাত সৃষ্টি করেছেন। আমরা যখন এই নিদর্শনগুলিকে উপেক্ষা করি এবং কাজ করি এবং কাজ করি, তখন আমরা ষষ্ঠ আজ্ঞাও লঙ্ঘন করি। সুতরাং, আমরা শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠ আজ্ঞার লুকানো স্তরগুলি পরীক্ষা করার আগে, আমাকে সংক্ষেপে তিনটি ব্যতিক্রমের বিষয়ে স্পর্শ করতে দিন যা "তুমি খুন কোরো না বা হত্যা কোরো না," প্রথমটি ইতিমধ্যেই আদিপুস্তক ৯:৫-৬ এ দেওয়া হয়েছে, যা মৃত্যুদণ্ডের বিষয়ে কথা বলে।

ঈশ্বর নির্দিষ্ট করেছেন সমস্ত মানুষের জীবন পবিত্র। যদি একটি জন্তু, একটি বন্য জানোয়ার, একটি মানুষকে হত্যা করে, সেই জানোয়ারটিকে হত্যা করতে হবে। সে বিপজ্জনক। কিন্তু, যদি একজন মানুষ অন্য মানুষকে হত্যা করে, তাহলে ঈশ্বর আমাদের ডাকেন, মানুষ, হত্যাকারীর রক্ত ঝরাও। তাঁর বাক্য শুনুন, "যে মানুষের রক্তপাত করে, মানুষের দ্বারা তাঁর রক্ত পাতিত হবে।" এর কারণ, আমি আগেই বলেছি, কারণ মানুষ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি নির্মিত। এখন, ভুল আবেদন করবেন না। ঈশ্বর তোমাকে প্রতিশোধ নিতে বলেননি। তিনি এটি করতে দেন এবং তাঁর প্রতিশোধ কার্যকর করার জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে দেন। রোমীয় ১২:১৯ পদটি শুনুন যেখানে ঈশ্বর বলেছেন, "হে প্রিয়েরা, তোমরা আপনারা প্রতিশোধ লইও না, বরং ক্রোধের জন্য স্থান ছাড়িয়া দেও, কারণ লেখা আছে, "প্রতিশোধ লওয়া আমারই কর্ম্ম…।" আপনি যদি পরবর্তী অধ্যায়ে যান, রোমীয় ১৩-তে, তাহলে আপনি দেখতে পাবেন যে ঈশ্বর সরকারকে সেই চ্যানেল হিসাবে নির্ধারণ করেছেন যার মাধ্যমে তিনি হত্যার পাপের প্রতিশোধ করেন। সুতরাং, মৃত্যুদণ্ডের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা দেখায় যে তিনি কীভাবে আমাদের মানবজীবনকে মূল্য দেন। তিনি জীবনের চারপাশে এই প্রতিরক্ষামূলক সীমানা নির্ধারণ করেন যাতে অন্যের জীবন নেওয়ার আগে দুবার ভাবতে হয়।

এখন, দ্বিতীয় ব্যতিক্রম, অবশ্যই, "তুমি হত্যা করবে না" বিষয়টা হবে শুধু যুদ্ধের বিষয়। যুদ্ধের বিষয়টি খুবই জটিল এবং আমি এই বক্তৃতায় এটিকে সহজ এবং খুব সংক্ষিপ্ত রাখব, কিন্তু বাইবেল কোথাও বৈধ যুদ্ধের নিন্দা করে না, যা সাধারণত সহমানবদের হত্যার সাথে জড়িত। অগাস্টিন সঠিকভাবে বলেছিলেন, "সমস্ত যুদ্ধই মন্দ, কিন্তু যুদ্ধে সকলের অংশগ্রহণ মন্দ নয়।" কারণ "তুমি হত্যা কোরো না" এর বিপরীত দিক রয়েছে। অন্যদের জীবন রক্ষা করা এবং তাদের জন্য যতটা সম্ভব ভালো করার দায়িত্ব আমার রয়েছে। আর সেই নির্দেশের ভিত্তিতে, কোনো আগ্রাসী প্রতিবেশী জাতি বা অন্য কোনো জাতি সীমানা অতিক্রম করে মানুষের মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করে কোনো ভূমি বা নিজ ভূমির বাসিন্দাদের হত্যা করতে শুরু করলে হস্তক্ষেপ করা জাতিদের কর্তব্য। একটি উদাহরণ হল নাৎসি জার্মানি অন্যান্য দেশ আক্রমণ করে কিন্তু হত্যা করে ইহুদিদের এবং অন্যান্য অনেক জাতির লোকেদের। স্বাধীন দেশগুলোর নৈতিক দায়িত্ব ছিল তাদের শক্তিকে একত্রিত করা এবং নাৎসি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা। এই ধরনের যুদ্ধ যতটা দুঃখজনক এবং ভয়ঙ্কর, ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে ঘটে যাওয়া মানুষ হত্যা ষষ্ঠ আজ্ঞার লঙ্ঘন নয়।

এখন, একটি তৃতীয় সম্পর্কিত বিষয় হল গণনা পুস্তক ৩৫ এর সমস্যা। সেই অধ্যায়ে, ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করেছেন যে আমাদের প্রতিবেশীর দুর্ঘটনাজনিত হত্যার ফলে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না। এটাই নরহত্যার পাপ। দুর্ঘটনাবশত বা অবহেলায় আমরা কারো মৃত্যুর কারণ হতে পারি। এখন, প্রতিটি দেশেরই এই বিষয়ে তাদের আইন আছে, কিন্তু ঈশ্বর এমন একজনকে হত্যা করা নিষেধ করেন।

এখন শেষতম ও গভীরতম ষষ্ঠ আজ্ঞার স্তরগুলি মথি ৫:২১-২৪ যীশুর পর্ব্বতের উপদেশে যীশুর শিক্ষার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। যীশুর ষষ্ঠ আজ্ঞা খুব [অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ] গভীরতা আমাদের শেখায় যে আমরা এক ফোঁটা রক্ত না নিয়ে বা আক্ষরিক অর্থে মানুষের জীবন শেষ না করে কাউকে হত্যা করতে পারি। হাইডেলবার্গ ক্যাটিসিজম এই বাক্যটিতে যীশুর এই শব্দগুলিকে সত্যিই উজ্জ্বলভাবে ব্যাখ্যা করে। ''খুন নিষিদ্ধ করার ক্ষেত্রে,'' এটি বলে, ''ঈশ্বর আমাদের শিক্ষা দেন যে তিনি এর কারণগুলিকে ঘৃণা করেন, যেমন হিংসা, ঘৃণা, ক্রোধ এবং প্রতিশোধের আকাঙ্ক্ষা। আর তিনি এগুলিকে খুন করা রূপে গণ্য করেন।'' এমনকি আরও গভীরে, যে কোনও শব্দ বা অঙ্গভঙ্গি যা দ্বারা আমি আমার প্রতিবেশীকে অসম্মান করি বা আহত করি তাকে খুন করা বলে গণ্য করা হয়।

বন্ধুরা, আমরা মনে করি যখন আমরা শুনি, ''তুমি হত্যা কোরো না,'' 'ঠিক আছে, এটা আমার জন্য নই।' কিন্তু যখন আমরা যীশুর দিকে তাকাই, সম্ভবত আমরা সবাই ষষ্ঠ আজ্ঞাতে সবচেয়ে বেশি দোষী। মথি ৫-এ যীশুর শিক্ষা আমাদের শেখায় যে কোনও রাগ যা অন্যকে, ছোট করে, আঘাত করে এমন শব্দ ব্যবহার করে প্রকাশ করা হয় তা হত্যা। রাকা-র উদাহরণ ব্যবহার করুন, যার অর্থ খালি মাথা বা বোকা বা মুর্খ। যে কোন সময় আমরা এই শব্দগুলি ব্যবহার করি যা ব্যক্তির আত্মাকে, তার অভ্যন্তরীণ সত্তাকে আঘাত করে, আমরা খুন করি। যে কোনো সময় আমরা একজন ব্যক্তির আত্মাকে অসম্মান করি, এমনকি যখন আমরা তাকে অবহেলা করি/ উপেক্ষা করি বা আমরা ধনীদের প্রতি পক্ষপাত করি এবং দরিদ্রদের ঘৃণা করি, যেমন যাকোব আমাদের শেখায়, আমরা খুন করি।

তাই আসুন আমরা মনে রাখি, শুধুমাত্র হিংসা যা একজন ব্যক্তির দেহকে বিকৃত করে এবং একজন ব্যক্তির জীবনকে হত্যা করে তা খুন নয়, বরং অপবাদের পাপ, পরচর্চার পাপ যা ব্যক্তির আত্মাকে ধ্বংস বা বিকৃত করে তাও পাপ। ক্রোধ যা একজন ব্যক্তিকে কেটে ফেলে এই একটি ধীর হত্যা। আর নিয়ন্ত্রণ করা, কর্তৃত্ব করা, অপমান করা, স্ত্রী-প্রহার এবং বিবাহে শাস্তিমূলক কর্ম, এগুলি সব পারিবারিক নির্যাতনে ধীর গতিতে শ্বাসরোধকারী খুন। ছুরি ব্যবহার করে কাউকে হত্যা করা খুন, কিন্তু আপনার জিহ্বা ব্যবহার করে এমন কথায় হত্যা করাও খুন। আর, যীশু এই ধরনের ভয়ঙ্কারিতাকে নরকের আগুনের বিপদ ডেকেছেন। এমনকি যদি এটি একটি কাজে না হয়, এমনকি যদি এটি একটি উচ্চারিত শব্দে না আসে, যদি আমি আমার মধ্যে ঘৃণা পোষণ করি এবং কাউকে আঘাত করার বা এমনকি মৃত্যুর ইচ্ছা পোষণ করি, আমি সেই আত্মাকে বা ষষ্ঠ আজ্ঞা ভেঙে দিচ্ছি।

আমি যে প্রতিবেশীর সাথে বাস করছি সেই আত্মা এবং সেই সাথে প্রতিবেশীর দেহকে রক্ষা করতে এবং সম্মান করার জন্য ঈশ্বর আমাকে সবকিছু করতে আজ্ঞা করেছেন। ওয়েস্টমিনিস্টার স্বীকারোক্তি বা ক্যাটিসিজম ষষ্ঠ আজ্ঞার তালিকাভুক্ত কর্তব্যের অনেক উদাহরণ দেয় এবং ষষ্ঠ আদেশের জন্য কী প্রয়োজন তা শোনার জন্য আমি কেবল সেগুলি আপনার কাছে পড়ব। ঈশ্বর চান যে আমরা আমাদের প্রতিবেশীকে ''দানশীল চিন্তাভাবনা, প্রেমময় চিন্তা, সহানুভূতি, নম্রতা এবং নম্রতা, দয়া, শান্তিপ্রিয়, মৃদু এবং সৌজন্যমূলক কথাবার্তা এবং আচরণ, একে অপরকে সহনশীলতা, পুনর্মিলন করার জন্য প্রস্তুত, আঘাত ক্ষমা করার ইচ্ছুকতা দিয়ে ভালোবাসি'' (প্রশ্ন ১৩৫)। এই সমস্ত ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ ষষ্ঠ আজ্ঞার সাথে সম্পর্কিত। নিঃসন্দেহে, আমরা সকলেই অনুভব করি, 'কে ষষ্ঠ আদেশে তার পকেট থেকে হাত বের করে তুলে বলতে পারে এরূপ হত্যার জন্য আমি দোষী নয় বা আমি এরূপ পাপ করিনি? শুধুমাত্র একজনই ষষ্ঠ আজ্ঞার বিরুদ্ধে যেকোন সীমালঙ্ঘনের বিষয়ে নির্দোষ ছিলেন এবং এমনকি যখন তারা তাঁকে হত্যা করছিল যখন তারা তাঁকে ক্রুশে মেরেছিল, তখন লক্ষ্য করুন কিভাবে যীশু প্রতিক্রিয়া দেখান, অপমানজনক শব্দ দিয়ে নয়, তাদের কর্মের নিন্দা না করে, স্বর্গের ক্রোধকে ডেকে তাদের উপর পড়তে বলে নয়। না, তিনি ষষ্ঠ আজ্ঞার আত্মা মেনে চলেন যখন তিনি প্রার্থনা করেন, ''পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা কর, কেননা ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না'' (লূক ২৩:৩৪)।

সুতরাং, আমরা যখন শেষ করি, ষষ্ঠ আজ্ঞা থেকে দূরে আসছি, আমাদের অবশ্যই দোষী বোধ করতে হবে। আর দয়া করে, আসুন আমরা নিজেদেরকে মনে করিয়ে দিই যে আমরা এই আজ্ঞাগুলিকে পরিত্রাণের জন্য উপরে উঠার সিঁড়ি হিসাবে বা ক্ষমা অর্জনের সিঁড়ি হিসাবে ব্যাখ্যা করছি না। আমরা কেবল দুটি কারণের জন্য তাদের ব্যাখ্যা করছি; এক, আমরা যেন দেখতে পাই, যে আমাদের প্রয়োজন রয়েছে যেন যীশু খ্রীষ্ট আমাদের ধৌত করেন, পরিষ্কার করেন, আমাদের অন্যায়গুলিকে বশীভূত করেন, আমাদের পুনর্নবীকরণ এবং পবিত্র করেন, যাতে আমরা সত্যই পবিত্র হতে পারি; আর দ্বিতীয়ত, আমরা আজ্ঞাটি ব্যাখ্যা করছি যাতে আমরা শিখতে পারি কীভাবে বাঁচতে হয় এবং কীভাবে তাঁর প্রতিচ্ছবিতে প্রেম করতে হয় যিনি আমাদেরকে তাঁর প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছেন এবং তাই এই আজ্ঞা দিয়ে আমাদের জীবন রক্ষা করেন যে, ''তুমি খুন কোরো না।'' ধন্যবাদ, বন্ধুরা; ঈশ্বর এই বাক্যগুলি আশীর্বাদযুক্ত করুন।

বক্তৃতা ১৪

সপ্তম আজ্ঞা

শলোমন লিখেছিলেন যে বড় প্রাসাদে ঝগড়া-বিবাদের সঙ্গীর চেয়ে বাড়ির ছাদের কোণে থাকা ভাল। এর কারণ সহজ। মনোরম সম্পর্কের মতো এত তৃপ্তিদায়ক কিছুই নেই। একটি সুন্দর বাড়ি একটি ভাঙা এবং বিশ্বাসঘাতক হৃদয়ের জন্য কোন ক্ষতিপূরণ নয়। বিবাহিত পুরুষ এবং মহিলার মধ্যে ঈশ্বরের সবচেয়ে সুন্দর সম্পর্কের নকসা দিয়েছে। এটিকে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য, ঈশ্বর সপ্তম বিধান প্রণয়ন করেছিলেন। অনেক শক্তি বিয়ের উপহার নষ্ট করতে চায়। হয় বিবাহিত ব্যক্তিকে আহত করে অথবা একবার বিবাহিত সম্পর্ক ভেঙ্গে দেয়। সেই জন্য সপ্তম আজ্ঞাতে আমাদের মনোযোগের প্রয়োজন।

প্রতিলিপি বক্তৃতা ১৪

স্বাগতম, প্রিয় বন্ধুরা। আমি এই বিষয়টিকে "যৌন কামনার মধ্যে পবিত্রতা" এই শিরোনাম দিয়েছি এবং এটি অবশ্যই যাত্রাপুস্তক ২০ থেকে শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে, যেখানে ঈশ্বর আমাদের আজ্ঞা দিয়েছেন, "তোমরা ব্যভিচার করবে না।" যখন আমরা প্রথমটি বিধানটির সঙ্গে শুরু করেছিলাম, আপনি নিশ্চয় লক্ষ্য করেছেন যে প্রথম বিধানটি ঈশ্বরের সাথে আমাদের সম্পর্কের একচেটিয়াতা দাবি করে৷ আমরা অন্য দেবতা বা অন্য প্রেমিকদের অনুসরণ করবো না এবং শাস্ত্র প্রায়ই এটিকে আধ্যাত্মিক প্রতিমাআরাধনা বা ব্যভিচার হিসাবে ধর্মত্যাগের দিকে নিয়ে যায়। এটা আমাদের ভালোর জন্যই ছিল যে ঈশ্বর আমাদের সেই আজ্ঞা দিয়েছিলেন যাতে তিনি তাঁর লোকেদের সাথে প্রতিষ্ঠিত এই মূল্যবান সম্পর্ককে হারানোর জন্য আমাদের ক্ষতি করতে না পারেন। এখন, এই সপ্তম বিধানটি প্রথমটির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আমাদের বিধান প্রণেতা আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান মানবিক সম্পর্কের চারপাশে একটি প্রতিরক্ষামূলক সীমানা আঁকেন এবং তা হল একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার মধ্যে বিবাহ।

তাই আজ, আমরা সপ্তম আদেশের বিস্তারিত বিবরণ দেখব। কিন্তু আগে, আসুন আমরা একটি সপ্তম নীতিটি বিবেচনা করি যা আমরা যকোব ২:১০ পদ থেকে পাই। যাকোব সেখানে লেখেন, "কারণ যে কেহ সমস্ত ব্যবস্থা পালন করে, কেবল একটী বিষয়ে উছোট খায়, সে সকলেরই দায়ী হইয়াছে।" এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি এবং আমাকে প্রথমে এটি একটি ছবি দিয়ে চিত্রিত করতে দিন, তাই আমরা বুঝতে পারি যাকোব কী শিক্ষা দিচ্ছেন। আসুন ঈশ্বরের আইনকে একটি বৃত্ত হিসাবে বিবেচনা করি। বৃত্তের ভিতরে রয়েছে আনুগত্য, বিধানের সম্মান। বৃত্তের বাইরে, বৃত্তের বাইরে যেখানেই হোক না কেন, অবাধ্যতা বা বিধান ভঙ্গ দেখা যায়। যাকোব ২-এর এই পদটিতে যাকোব যা বলছেন, তা আমরা যেখানেই এই বৃত্তের পরিধি অতিক্রম করি না কেন, আমরা এটির বাইরে কোথায় পা রাখি তা বিবেচ্য নয়, যখন আমরা এটি থেকে বেরিয়ে আসি, তখন আমরা দোষী, আমরা অবাধ্যতার ক্ষেত্রে বৃত্তের বাইরে পা রাখি।

সুতরাং আমরা যেখানেই বা যেভাবেই পা ফেলি না কেন, এটি একটি খুব খারাপ কাজ হতে পারে বা এটি একটি দুষ্ট ইচ্ছা হিসাবে সামান্য হতে পারে, উভয়ই বৃত্তের বাইরের ধাপ। আর তাই যকোব [লেখেন], "কারণ যে কেহ সমস্ত ব্যবস্থা পালন করে, কেবল একটী বিষয়ে উছোট খায়, সে সকলেরই দায়ী হইয়াছে।" আমি এটি উদাহরণে দ্বারা বোঝাতে চাই। এমন একজন লোককে ধরা যাক যে একটি ঘোড়া চুরি করেছে। তিনি চুরির জন্য দোষী, যদিও তার বাকি জীবন তিনি কখনও একটি পয়সাও চুরি করেননি। সে অপরাধী। বিধানের প্রতি বাধ্যতার অন্যান্য সমস্ত কাজ বিধানের অবাধ্যতার এই কাজকে বাতিল করে না। তাহলে, যাকোবের পদের মূলনীতি কী? যে মানুষ একবার পাপ করে সে ঈশ্বরের বিধানের সামনে দোষী হয়, যদিও সে তার সারা জীবন ধরে নিখুঁত থাকে।

আর তাই এই নীতি, প্রতিটি পাপকে মৃত্যুর যোগ্য করে তোলে। আমরা বিবেচনা করেছি, যেমন আমরা এর পূর্বের বিধানে দেখেছি যে আপনার প্রতিবেশীকে হত্যা করা যা [ষষ্ঠ] বিধানের একটি বড় উলজ্ঞন। তবুও, ঈশ্বর আমাদের শিখিয়েছেন যে যদিও পাপের মাত্রার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, আমরা ঈশ্বরের বিধানের বৃত্তের বাইরে পা রাখলে তা আমাদের অপরাধী করে তোলে। সুতরাং, [এটি] স্মরণে রাখার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি, বিশেষ করে যখন আমরা এই সপ্তম বিধানের দিকে তাকাই যাকে আমরা যৌন আবেগে বিশুদ্ধতা বলেছি।

এখন বন্ধুরা, এই আজ্ঞাটি ভালোভাবে বোঝার জন্য আমাকে কিছু বুনিয়াদী কাজ করতে হবে। আর তাই, আমার প্রথম চিন্তা যে আমরা একসাথে আলোচনা করব [তা হল] যৌন আবেগের কাজ কী? আর দ্বিতীয়, আমাদের যৌন আবেগর প্রকাশের জন্য ঈশ্বর কী সীমারেখা স্থাপন করেছেন? আর তৃতীয়ত, এই সীমানা নির্ধারণের উদ্দেশ্য কী? সুতরাং, আসুন প্রথমে একসাথে চিন্তা করা শুরু করি আমাদের যৌন আবেগের কাজ কী? একজন সৃষ্টিকর্তা হিসেবে ঈশ্বর আমাদের যৌন চাহিদা এবং আকাঙ্ক্ষা সঙ্গেই মানুষরূপে সৃষ্টি করেছেন। যৌন আবেগ, চাহিদা, আকাঙ্ক্ষা, তাগিদ থাকা আমাদের সৃষ্টির মতোই শারীরিক ক্ষুধা এবং খাদ্য ও পানীয়ের জন্য তৃষ্ণার বিষয়। খাবারের জন্য ক্ষুধার্ত থাকা কোন পাপ নেই। যৌন আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা থাকাও কোনো পাপ নেই। যতক্ষণ আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার সীমার মধ্যে থাকি ততক্ষণ যৌন সম্পর্ক স্থাপন এবং যৌন ক্রিয়াকলাপ করাতেও কোনও পাপ নেই।

এবং এটি আপনার নজরে আনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য, বিশেষ করে আপনার মধ্যে যারা সম্ভবত এখনও বিবাহ সম্পর্কের মধ্যেও যৌন কার্যকলাপ সম্পর্কে ভুল বা অপরাধবোধের সাথে লড়াই করছেন। এই মৌলিক নীতি যে বিবাহের মধ্যে যৌন ক্রিয়া [ভালো] তা শাস্ত্রে অনেক, অনেক জায়গায় স্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের চিন্তাভাবনাকে সব ভুল ছাপ এবং শিক্ষা থেকে মুক্ত করার জন্য আমি কয়েকটি বিষয় তুলে ধরি যা আমরা আধ্যাত্মিক রূপে বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রহ করেছি। আপনি যদি হিতোপদেশ ৫:১৫-২১ পদের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং আপনি শলোমনের লেখার মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদেরকে কী শিক্ষা দিচ্ছেন তা দেখুন এবং ঈশ্বর একটি বিবৃতি দিচ্ছিন; আমরা আমাদের স্ত্রীর যৌন প্রেমে সর্বদা মোহিত থাকতে হবে। ''মোহিত'' একটি অতি শক্তিশালী বাক্য, সেই আনন্দের উপহারের পূর্ণ। যখন আমরা শলোমনের পরবর্তী বই, তাঁর লিখিত পরমগীত এবং আমি উপদেশককে এড়িয়ে যাচ্ছি, যদিও তিনি সেখানে আপনার যৌবনে স্ত্রীর সাথে আনন্দের বসবাসের ইতিবাচকতা সম্পর্কেও কথা বলেছেন, পরমগীত ৪ ও ৫ অধ্যায়ে স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে যৌন সম্পর্কের গোপনীয়তা এবং ঘনিষ্ঠতা সম্পর্কে সবচেয়ে সুন্দর এবং সম্মানজনকভাবে কথা বলে।

আর যদি আমরা নতুন নিয়মে ইব্রীয় ১৩:৪ পদে ফিরে যাই, প্রেরিত লেখেন, ''বিবাহ সকলের মধ্যে আদরণীয় ও সেই শয্যা বিমল হউক; কেননা ব্যাভিচারীদের ও বেশ্যাগামীদের বিচার ঈশ্বর করিবেন;'' তারা এমন লোক যারা পতিতাদের সাথে দেখা করে, ''এবং ব্যভিচারী,'' যারা বিবাহের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে, ''ঈশ্বর তাদের বিচার করবেন।'' এখন আপনার আগ্রহের জন্য, শয্যা শব্দটি, যেখানে বলা হয়েছে "শয্যা বিমল" শব্দটি হল কইটে। এর অর্থ হল সহবাস। তাই, ঈশ্বর বলেছেন যে দাম্পত্য জীবনের মধ্যে কার্যকলাপ নিষ্পাপ। এটি তাঁর দান এবং কেবল তাঁর দান নয়। আমি আপনাকে দেখাব, এটি আমাদের জন্য তাঁর ইচ্ছা যেন আমরা এইরূপে বসবাস করি। শাস্ত্রে কোথাও শিক্ষা নেই যে স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে যৌন আবেগ কিছু অজুহাতযোগ্য মন্দ যা মানব জাতির বৃদ্ধির জন্য সহ্য করে নিতে হবে। এটি পবিত্র শাস্ত্রের একটি স্পষ্ট বিপরীত শিক্ষা।

এখন যেহেতু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে যৌন ক্রিয়া নিষিদ্ধ নয়, বন্ধুরা, আমাদের সৃষ্টিকর্তা কীভাবে আমাদের দেহকে নির্মাণ করেছেন তা বিবেচনা করেও এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। তাঁর সীমানার মধ্যে যৌন কার্যকলাপ একটি তীব্রভাবে আনন্দদায়ক এবং সন্তোষজনক অভিজ্ঞতা হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল। ঈশ্বর আমাদের দেহকে হরমোন দিয়ে নির্মাণ করেছেন। এটা কোন দুর্ঘটনা নয়। এটি একটি পূর্বাভাস ছিল যে সবাই এই অভিজ্ঞতার উপভোগ করবে। এমনকি তিনি আমাদের যৌন অঙ্গগুলিকে শারীরিক আনন্দ দেওয়ার জন্য ডিজাইন করেছিলেন। আবার, এর উদ্দেশ্য ছাড়া নয়। তিনি চেয়েছিলেন যে তাঁর সৃষ্টিরা একজন পুরুষ এবং মহিলা, স্বামী এবং স্ত্রীর মধ্যে বিবাহ জীবনের মধ্যে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা উপভোগ করুক, কারণ এটি তাদের সম্পর্কের আনন্দকে আরও গভীর করবে। সুতরাং, ঈশ্বর এটি শুধুমাত্র নির্মাণ করেননি। ঈশ্বর তা নির্দেশও করেছেন।

আপনি যদি নিজের জন্য পরীক্ষা করেন ১ করিন্থীয় ৭, আপনি লক্ষ্য করবেন যে পৌল বিবাহের মধ্যে যৌন কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছু লিখেছেন। [এটি] কেবল অনুমোদিত নয়, এটি আজ্ঞা করা হয়েছে। আমি একজন স্বামী হিসাবে আমার স্ত্রীর প্রতি হিতৈষেতা দেখাতে চাই, আর আমার স্ত্রীও স্বামীর প্রতি যথাযথ হিতৈষিতা দেখাবে। পৌল উদারতা সম্পর্কে যথাযথ উপকার করার কথা বলছেন না। তিনি সেখানে যৌন কার্যকলাপ সম্পর্কে কথা বলছেন। অন্য কথায়, তিনি বলেন, স্বামী হিসেবে আমার কর্তব্য হল বিবাহে আমার স্ত্রীর যৌন চাহিদা ও ইচ্ছা পূরণ করা। কেন? যেন আমরা শয়তানকে আমাদের প্রলুব্ধ করার সুযোগ না দিই।

সুতরাং, পৌলের শিক্ষা থেকে এটি লক্ষ্য করুণ যে বিবাহে যৌন ক্রিয়াকলাপে আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হল আমার স্ত্রীর চাহিদা পূরণ করা, প্রথমে স্ব-ইচ্ছা পুরন নয়, আমার চাহিদা পূরণ করা লক্ষ্য নয়, তার চাহিদা পূরণ করা প্রথম লক্ষ্য। আপনার জীবনসঙ্গীর চাহিদা পূর্ণ করার আসে সবার আগে। আর আবার, বন্ধুরা, এটি সেই ভক্তিমূলক ভালোবাসাকে প্রকাশ করে যা এই সমস্ত আজ্ঞাগুলির সাথে কথা বলে যা ঈশ্বর চান আমরা কীভাবে একসাথে থাকি তাতে প্রতিফলিত হবে। দুঃখের বিষয়, স্বর্গ থেকে গভীর পতনের মধ্য দিয়ে, যৌন ক্রিয়াকলাপের এই আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা এখন আমাদের হৃদয়ে এবং আমরা যে জীবনে বাস করি সেখানে একটি ব্যাপক ধ্বংসাত্মক শক্তি হয়ে উঠেছে। এখন, এই পাপকে আটকানোর জন্য যা মানুষকে কম বা পক্ককেশ হোক না কেন, তাদের ব্যক্তিগতভাবে ধ্বংস করছে; তাই দাম্পত্য জীবনের অভ্যন্তরে এবং বাইরে, সেই মন্দকে বা পাপকে রোধ করার জন্য, ঈশ্বর সপ্তম বিধানটিটে এই যৌন আবেগকে শুদ্ধ রাখার জন্য চারপাশে বেড়া দিয়েছেন।

সুতরাং, আসুন একটি ছবির দ্বারা এই প্রথম বিষয়টি সংক্ষিপ্ত করি। আমি যৌন আবেগকে আগুনের সাথে তুলনা করি। আমরা সকলেই জানি যে আগুনের আনন্দ দেওয়ার জন্য একটি অসাধারণ সম্ভাবনা রয়েছে। উপযুক্ত অগ্নিকুণ্ডে, আগুন ঘরকে উষ্ণ করে। এটি একটি ঘরকে আরামদায়ক করে তোলে, কিন্তু অগ্নিকুণ্ডের বাইরে সেই একই আগুন বাড়িটিকে পুড়িয়ে ফেলতে পারে। একটি স্ফুলিঙ্গ একটি বাড়িতে আগুন বা একটি দাবানল শুরু করে এবং এটি ধ্বংস করতে পারে। ঈশ্বর এতিকেই নির্দেশ করছেন। তিনি জানেন যে যৌন আবেগ কতটা ধ্বংসাত্মক হতে পারে যখন এটি তার নির্মিত করা অগ্নিকুণ্ডের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়; যা হল বিবাহ জীবন। এটিকে বাইরে নিয়ে যান এবং আমরা সেখানে নিজেদেরকে পুড়িয়ে ফেলি, জীবনের জন্য নিজেদেরকে ক্ষতবিক্ষত করি। "তুমি ব্যভিচার কোরো না" এর মাধ্যমে তিনি এটিকে প্রতিরোধ করেছেন।

সুতরাং, এটি এখন আমাদের স্বাভাবিকভাবেই জিজ্ঞাসা করতে পরিচালিত করে, 'যৌন আবেগের প্রকাশের জন্য বাইবেলের সীমানা কী?' এখন, প্রথম সীমা আদিপুস্তক ২ থেকে স্পষ্ট। এটিই হল বিবাহ জীবন। আপনি সেখানে সুন্দরভাবে পড়তে পারেন কিভাবে ঈশ্বর বিবাহ জীবন শুরু করেছিলেন এবং আদমকে আবিষ্কার করেছিলেন যে একা থাকা ভালো নয়। তারপর, তিনি তাঁর সাহায্যের জন্য এক সহ্যকারিণী তৈরি করেছিলেন। কতই না আনন্দের বিষয় ছিল যখন সৃষ্টিকর্তা আদমের সাথে নারীকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন এবং প্রথম বিয়ে করিয়েছিলেন যখন তিনি এই কথাগুলো বলেছিলেন, "এই কারণ মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং তাহারা একাঙ্গ হইবে।" দাম্পত্য জীবনের ঈশ্বরের স্থায়ী, স্থায়ী প্রতিষ্ঠান [এই] যেখানে একমাত্র এক শরীর হওয়ার সম্পর্কই অনুমোদিত। আর আমি জানি যে এটাই স্থায়ী যে ঈশ্বর বলেছেন "প্রত্যেক মানুষ তার পিতা ও মাতাকে ছেড়ে যাবে।" ঠিক আছে, আদম এবং হবার বাবা এবং মা ছিল না, তাই ঈশ্বর এখানে তাদের এবং পরবর্তী সমস্ত বিবাহের সাথে চিরকালের জন্য কথা বলছেন।

আর তাই আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট হওয়া যাক যে একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার মধ্যে যৌন সম্পর্ক, যে বয়সই হোক না কেন, প্রাপ্তবয়স্ক বা যুবকদের সম্মতি দিয়ে কখনই ব্যক্তিগত কার্যকলাপ হিসাবে বিবেচিত হয় না। যৌন কার্যকলাপ ঈশ্বরের বিধান দ্বারা শুধুমাত্র বিবাহের চুক্তি সম্পর্কের মধ্যে অনুমোদিত। আর প্রকৃতপক্ষে, যদিও শলোমন কোনওভাবে বিবাহিত জীবনের উপর কর্তৃত্ব করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না, তবুও ঈশ্বরের অনুপ্রাণিত মুখপাত্র হিসাবে, আমাদের হিতোপদেশ ৫-৭ অধ্যায়ে তাঁর শিক্ষাগুলি বিবেচনা করা ভালো। আপনার মনের এই ছবিটি দেখুন, যখন তিনি বলেন, "কেহ যদি বক্ষঃস্থলে অগ্নি রাখে, তবে তাহার বস্ত্র কি পুড়িয়া যাইবে না?" কেউ কি গরম কয়লার উপর যেতে পারে, তার পা পুড়ে যাবে না? এবং সেই সাথে, আবার ছবি চিত্রিত করুণ, [আমরা যদি] বিবাহের পরিস্থিতি এবং সম্পর্কের বাইরে যৌন ক্রিয়াকলাপ গ্রহণ করি তবে আমরা পুড়ে যাবো।

এটি অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়, কিন্তু আমাদের আধুনিক সমাজের মধ্যে, এটি আমাদের নিজেদেরকে স্পষ্ট মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন; একটি বিবাহ হল একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার মধ্যে একটি চুক্তিবদ্ধ সম্পর্ক। ঈশ্বর একজন পুরুষকে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে এবং এক হতে আজ্ঞা করেছেন। আদিপুস্তক ১:২৮ আমাদের ফলদায়ক হতে এবং সংখ্যাবৃদ্ধির আজ্ঞা দেয়। এই বিধানটি একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার মিলনের সাথে জড়িত এবং এটি যেকোন শুরুয়াতি জীববিজ্ঞানের বই আমাদের শেখাবে। একটি লাইটবাল্বের জন্য, আমার একটি বাল্ব এবং একটি সকেট প্রয়োজন। একটি বিবাহের জন্য, আমাদের একজন পুরুষ এবং একজন মহিলার প্রয়োজন। এটি আমাদের সকলের কাছে সুস্পষ্ট হবে যখন আমরা এই মতবাদগত এবং ব্যবহারিক ত্রুটির মুখোমুখি হই। এখন এই বিন্দু থেকে, আমাদের বিধানপ্রণেতা আরো সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের যৌন আবেগের চারপাশে যে সীমানা দিয়েছেন বাইবেল মাধ্যমে, আসুন সেই দিকে লক্ষ্য করা যাক।

আমি আপনার সাথে প্রধান বিষয়গুলি পর্যালোচনা করব। অবিবাহিতদের মধ্যে যে কোন যৌন কার্যকলাপ নিষিদ্ধ। কখনো কখনো একে ব্যভিচার বলা হয়। একটা উদাহরণ দিওয়া যাক। ১ থিষলনিকীয় ৪:৩-৭ পদে, ঈশ্বর সতর্ক করেছেন এবং উপদেশ দিয়েছেন যে আমাদের দেহকে পবিত্রতা ও সম্মানের সাথে ধারণ করতে হবে, ব্যভিচার থেকে বিরত থাকতে হবে। তিনি বিবাহ সম্পর্কের বিবাহ বহির্ভূত যৌন কার্যকলাপ গ্রহণের বিরুদ্ধে সতর্ক করেছেন এবং ঈশ্বর অবাধ যৌন কার্যকলাপের মধ্যে বসবাসকারী যৌন আবেগের পাপের বিরুদ্ধে সতর্ক করেন। তারপর, তিনি এটির সঙ্গে সতর্কতার একটি ছোট্ট টিকা যুক্ত করেন। তিনি বলেছেন, "কেহ যেন সীমা অতিক্রম করিয়া এই ব্যাপারে আপন ভ্রাতাকে না ঠকায়।" আর এই প্রেক্ষাপটে সেই ব্যাপারটা হল যৌন বিষয়। কেন? "কেননা আমরা পূর্ব্বে তোমাদিগকে যেমন বলিয়াছি ও সাক্ষ্য দিয়াছি তদনুসারে, প্রভু এই সকলের প্রতিফলদাতা।" আর ঈশ্বর কিভাবে প্রতিশোধ নেন? বন্ধুরা, কখনও কখনও কেবল স্মৃতির মাধ্যমে, যা বিরক্তকর এবং যা ভবিষ্যতের বিবাহের সৌন্দর্যকে ক্ষতি করে। যখন আপনি অবিবাহিত এবং একা তখন ঈশ্বরের সীমানার মধ্যে থেকে এই মূল্যবান উপহার রক্ষা করুন।

এখন দ্বিতীয়ত, আপনার পত্নী ব্যতীত বিবাহিত বা অবিবাহিত এমন অন্য কারোর সাথে যে কোনও যৌন ক্রিয়াকলাপ নিষিদ্ধ এবং শাস্ত্র তাকে ব্যভিচার বলে। আপনি যে পুরুষ বা মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন তার প্রতি অবিশ্বাসের এই পাপ বিবাহ সম্পর্কের সৌন্দর্যের জন্য সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক কাজগুলির মধ্যে একটি। আমার পালকত্বের কয়েক বছরে, আমি এইরকম অনেকগুলি মামলা মোকাবিলা করেছি, আর আমি খুব কমই দেখেছি যে ব্যভিচারের দ্বারা ভেঙে যাওয়া বিবাহগুলি আগে যা ছিল বা যা হওয়া উচিত তা পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। তাই ঈশ্বর যে পত্নীর বিরুদ্ধে ব্যভিচার করা হয়েছে তাকে তার পত্নী থেকে বিবাহ

বিচ্ছেদের অনুমতি দেয়, কেননা সে ব্যভিচার করেছে। তিনি এটির অনুমতি দেন। তিনি এটি আজ্ঞা করেন না, তবে তিনি জানেন যে ব্যভিচারের এই কাজটি বিবাহের স্বাস্থ্য এবং মঙ্গলের জন্য কতটা ক্ষতিকর। একজন ব্যভিচারী বা ব্যভিচারিণীকে বিয়ে করা যাকে তার স্ত্রীর কাছ থেকে বাইবেল বিরুদ্ধে রূপে বিচ্ছেদ দেওয়া হয়েছে তা প্রভুর দ্বারা স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আপনি এটি মথি ৫:৩১-৩২ এবং ১৯:৯ থেকে অধ্যয়ন করতে পারেন। আর ত্রাণকর্তার এই সমস্ত আজ্ঞাগুলি বারবার ব্যভিচারের পাপের গুরুতরতাকে তুলে ধরে।

তৃতীয়ত, পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যে কোন যৌন কার্যকলাপ নিষিদ্ধ। আপনি লেবীয় পুস্তক ১৮ অধ্যায়টি খুলুন, আপনি পরিবারের সদস্যদের এই সম্পর্কের স্পষ্ট উদাহরণ লক্ষ্য করবেন। একে বলে অজাচারের (অতি নিকট আত্মিয়ের সঙ্গে যৌন সঙ্গমের) পাপ। ঈশ্বরের ইচ্ছা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে যখন তিনি অধ্যায় জুড়ে বারবার বলেছেন, "তোমরা কেহ আত্মীয় কোন ব্যক্তির আবরণীয় অনাবৃত করিবার জন্য তাহার নিকটে যাইও না" (লেবীয় পুস্তক ১৮:৬)। তাদের নগ্নতা উন্মোচন একটি বাক্যাংশ যা পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সমস্ত যৌন কার্যকলাপ নির্দেশ করে। এটি সামান্য শারীরিক যৌন স্পর্শ থেকে যৌন মিলনের পূর্ণতম কাজকে নির্দেশ করে। ঈশ্বর এগুলি নিষেধ করেন। যদি এই যৌন কার্যকলাপ প্রাপ্তবয়স্ক, শিশু বা কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে ঘটে তবে একে যৌন শিশু নির্যাতন বলা হয়। বেশিরভাগ দেশে যেগুলিকে অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, একজন প্রাপ্তবয়স্ক দ্বারা একজন শিশু বা উঠতি বয়সের সময় তাদের যৌন নির্যাতনের চেয়ে বেশি খারাপ ও বিঘ্নিত কিছু হতে পারে না। ঈশ্বর এই সুন্দর ফুলকে রক্ষা করতে চান, আমাদের যৌনতার এই সুন্দর উপহারকে রক্ষা করতে চান। তিনি এর চারদিকে এই সীমানা স্থাপন করেছেন। আসুন আমরা সবাই এই সীমানাকে সম্মান করার জন্য যা জরুরী সেই সবকিছু করি।

আমরা যখন আবার মথি ৫:২৭-২৮ পদে যীশুর পার্বত্ব উপদেশের শিক্ষাগুলিতে আসি, তখন আমরা লক্ষ্য করি যে সপ্তম আজ্ঞার বিরুদ্ধে পাপ আমি এ পর্যন্ত যে ক্রিয়াগুলি বর্ণনা করেছি তার চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে যায়। আসুন আমরা যীশুর কথাগুলি শুনি। তিনি বলেছেন, "কিন্তু আমি তোমাদিগকে বলিতেছি," সপ্তম আজ্ঞার বিষয়ে, "যে কেহ কোন স্ত্রীলোকের প্রতি কামভাবে দৃষ্টিপাত করে, সে তখনই মনে মনে তাহার সহিত ব্যভিচার করিল।" আবার, যীশু এখানে ব্যভিচারের আগে থাকা হৃদয়ের পাপের কথা বলেছেন। যীশুর এই শিক্ষার ভিত্তিতে ১০৯ নং হাইডেলবার্গ ক্যাটিসিজমের প্রশ্নের নির্দেশনাটি আবার একটি সুন্দর সারসংক্ষেপ দেয়। আমাকে এটা পড়তে দিন। এটি এই প্রশ্নের উত্তর দেয় যে সপ্তম বিধানটি কেবল ব্যভিচার নিষিদ্ধ করে এবং এই শব্দগুলির সাথে গুরুতর পাপের মতো। "যেহেতু আমাদের দেহ এবং আত্মা উভয়ই পবিত্র আত্মার মন্দির, তাই ঈশ্বর আমাদেরকে তাদের শুদ্ধ ও পবিত্রতা রক্ষা করার আজ্ঞা দেন; এবং তাই তিনি সমস্ত খারাপ কাজ, অঙ্গভঙ্গি, কথাবার্তা, চিন্তাভাবনা, আকাঙ্ক্ষা বা যা কিছু মানুষকে প্ররোচিত করতে পারে তা নিষিদ্ধ করেন।"

তারপরে আমি কি আমাদের শ্রোতাদের মধ্যে পুরুষ এবং মহিলা -দের সাথে এক মুহূর্তের জন্য কথা বলতে পারি? সকলেই এই শেষ বিবৃতিটি শুনুন, "এবং যা কিছু পুরুষ বা মহিলাদেরকে একটি ভুল প্রেক্ষাপটে যৌন আবেগের যে কোনও কাজে প্রলুব্ধ করতে পারে।" নারী, আমরা একজন পুরুষের মধ্যে যৌন চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রলুব্ধ করি যেভাবে আমরা পোশাক পরিধান করি। আমরা শয়তানের এজেন্ট হতে পারি অন্য পুরুষদের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য, ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট স্বাভাবিক, সুস্থ পুরুষদের, আমাদের পোশাকের মাধ্যমে বিপথগামী করতে পারি না। এখন, আমি সন্দেহ করি যে অনেক মেয়ে এবং মহিলা অজ্ঞতার কারণে এটি করে, তবে তাদের অজ্ঞ হওয়া উচিত নয়। আমরা যেভাবে পোশাক পরিধান করি, বা পোশাক খুলে বা লোভনীয় পোশাক পরিধান করি, আমরা যে কোনো স্বাভাবিক, সুস্থ মানুষের কাছে প্রলোভনের উৎস হয়ে উঠি। না, এর অর্থ এই নয় যে আমরা পুরুষেরা আমাদের চিন্তাভাবনা নিয়ে যা করি সে সম্পর্কে আমাদের কোনও দায়বদ্ধতা নেই। এটি ঈশ্বর এবং আমাদের মধ্যে, তবে এটি অবশ্যই আপনাকে দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে এবং পোশাক পরার নির্দেশ দেয়। যদিও আমরা সাধারণত যীশুর শিক্ষাকে পুরুষদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি, তবে একজন স্ত্রীর পক্ষে তার স্বামী নয় এমন অন্য কারোর মানসিক এবং শারীরিক ভালোবাসার প্রতি লালসা করা অবশ্যই ভুল।

কিন্তু এমন অনেক পুরুষ আছে যারা সপ্তম বিধানে নারীদের বিপথে নিয়ে যাওয়ার জন্য দোষী। পুরুষেরা, আমরা কিভাবে এটি করতে পারি? আমাদের স্ত্রী নয় এমন একজন মহিলার প্রতি অনুপযুক্ত মানসিক এবং শারীরিক মনোযোগ দেওয়ার মাধ্যমে। ১ করিন্থীয় ৭:১ পদে প্রেরিত পৌল লিখেছেন, "স্ত্রীলোককে স্পর্শ না করা মনুষ্যের ভাল।" আর গ্রীক স্পর্শ শব্দটিতে আগুন জ্বালানোর আক্ষরিক চিত্র রয়েছে। একজন পুরুষের জন্য একজন মহিলার মধ্যে আগুন জ্বালানো ভালো নয়। এখন, আমরা পুরুষরা জানি কী বিষয় বা জিনিস আমাদের মধ্যে আগুন প্রজ্বলিত করে। যা আমাদের চোখের দরজা দিয়ে প্রবেশ করে। কিন্তু নারীর মধ্যে কী আগুন জ্বলে? যা তাদের অনুভূতি মাধ্যমে প্রবেশ করে। আর সেইজন্য, আমরা পুরুষরা আমাদের চারপাশের মহিলাদের সাথে কীভাবে আচরণ করি সেই বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। আমরা অনুপযুক্ত আগুন জ্বালাই যখন আমাদের নিজের স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন মহিলাকে মনোযোগ সহকারে শোনা বা মানসিক সমর্থন বা ব্যক্তিগত, সামাজিক সময় বা আর্থিক উপহার বা এমনকি সামান্যতম শারীরিক স্পর্শ দেওয়ার মাধ্যমে ব্যভিচারের দিকে নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং, আসুন আমরা সেই বিষয়েও নিজেদেরকে সতর্ক করি যে নারীরা আমাদের স্ত্রী নয় তাদের মধ্যে যৌন আবেগ না জাগিয়ে তুলি।

প্রভু যীশুর এই নির্দেশ, সিনেমা এবং ছবিতে পর্নোগ্রাফির পাপগুলিকেও ঢেকে দেয়, পর্নোগ্রাফির সাথে সম্পৃক্ত লালসা এবং হস্তমৈথুন আপনার নিজের জন্য এবং আপনার বর্তমান পত্নী বা এমনকি আপনার ভবিষ্যতের পত্নীর সাথে সম্পর্কের জন্য একটি ভয়ঙ্কর ধ্বংসাত্মক পাপ। ঈশ্বর পর্নোগ্রাফির কুফল থেকে আমাদের রক্ষা করার জন্য আমাদের মধ্যে এই যে ভঙ্গুর যৌন ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর উদ্বেগ ভাগ করছেন। পর্নোগ্রাফি শুধুমাত্র মন এবং শরীরকে কলুষিত করে না, বরং এটি যৌন নিপীড়ন এবং মেয়েদের এবং মহিলাদের শোষণ করে যেন তারা খেলনা এবং কোন ব্যক্তি নয়। এর পাশাপাশি, এটি আপনার ভবিষ্যত বিবাহকে জটিল করে তুলবে কারণ এটি একজন ব্যক্তির মনে একটি ধ্বংসাত্মক জাগরণ সৃষ্টি করে নোংরা স্মৃতি এবং অবাস্তব প্রত্যাশা যা ভবিষ্যতের বিবাহের অন্তরঙ্গতার সৌন্দর্যকে নষ্ট করে দেবে। অবশ্যই, এটি আপনার বর্তমান বিবাহকেও ধ্বংস করবে। যে মহিলারা পর্নোগ্রাফিতে মধ্যে তাদের স্বামীদেরকে খুজে পান; তারা তাদের স্বামীদের অন্য মহিলার সাথে একাঙ্গ হওয়ার সময় ধরার মতই একই বিশ্বাসঘাতকতা অনুভব করেন।

সুতরাং, আমাকে শেষ করতে দিন। শুদ্ধ এবং পবিত্র থাকার জন্য যৌন আবেগের চারপাশে এত স্পষ্ট সীমানায় ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কী? বন্ধুরা, এটি এমন কিছু রক্ষা করা যা এত সুন্দর এবং এত কোমল। একটি শিশু বড় হওয়ার সাথে সাথে সে একটি ফুলের কুঁড়ির মতো যা তার যৌনতাকে একটি সুন্দর ফুলে বিকশিত করতে শুরু করবে। যে কেউ এই ছোট্ট ফুলের কুঁড়িতে খোঁচা দিতে শুরু করে সে এই ফুলের ভবিষ্যতকে ধ্বংস করছে এবং যখন আমরা এই ফুলের কুঁড়িটি খুব তাড়াতাড়ি খুলি তখন এটি পুনরুদ্ধার করা হবে না। তাই যারা শিশু ও যুবকদের যৌন নির্যাতন করে তারা চিরকাল তাদের চিহ্নিত করবে এবং তাদের যৌনতায় তাদের ক্ষতি করবে। এই ধরনের কর্মের ধ্বংসাত্মক শক্তি ঈশ্বর জানেন। ঈশ্বর জানেন কত লোককে পতিতাবৃত্তিতে চালিত করা হয়েছে বা যৌন নির্যাতনের মাধ্যমে তাদের উপর যে বেদনা ও অসম্মান আনা হয়েছে তা থেকে বাঁচতে সমকামী সম্পর্কের দিকে ধাবিত হয়েছে। পর্নোগ্রাফি একজন ব্যক্তির মনে যে জৈবিক পদচিহ্ন সৃষ্টি করে তা ঈশ্বর জানেন। তিনি আমাদের রক্ষা করতে চান। ঈশ্বর জানেন যে যখন একটি বিবাহের সম্পর্ক তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা আক্রমণ করা হয়, এটি কখনই একই রকম থাকবে না।

ঈশ্বরও জানেন যে তিনি আমাদের মধ্যে যৌনতার শক্তি সৃষ্টি করেছেন তা কতটা শক্তিশালী এবং তাই শলোমনের পরমগীতে বারবার আমাদের সতর্ক করেছেন, ‘‘অয়ি যিরূশালেম-কন্যাগণ,’’ আমি অবিবাহিতদের আজ্ঞা দিচ্ছি ‘‘... কেন উত্তেজনা করিবে, যে পর্য্যন্ত তাহার বাসনা না হয়,’’ বা যতক্ষণ না এই যৌন আগুন জাগানোর উপযুক্ত সময় আসে। হিতোপদেশ ৭:২৪-২৭, ‘‘এখন বৎসগণ, আমার বাক্য শুন, আমার মুখের কথায় অবধান কর। তোমার চিত্ত উহার পথে না যাউক, তুমি উহার মার্গে ভ্রমণ করিও না। কেননা সে অনেককে আঘাত করিয়া নিপাত করিয়াছে, তাহার নিহত লোকেরা বৃহৎ দল। তাহার গৃহ পাতালের পথ, যে পথ মৃত্যুর অন্তঃপুরে নামিয়া যায়।’’ আপনি কি আবার অনুভব করেন, দেখেন, ঈশ্বরের যত্নশীল প্রেম অনুভব করেন যা এই কঠোর বেড়াকে ঘিরে রাখে যা এত ব্যক্তিগত এবং এত ভঙ্গুর এবং এত সুন্দর? এই যৌনতা আমাদের দাম্পত্য জীবনে বসবাস এবং অনুভব করার জন্য এই অদ্ভুদ উপহার।

বারবার, আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে বিধানদাতা হলেন একজন ভক্তিমূলক ভালোবাসার ঈশ্বর যা আপনার এবং আমার জীবনকে সবচেয়ে সুন্দর এবং সবচেয়ে পবিত্র করে তুলতে চান। আর এটি তখনই হবে যখন আমরা সেই পথের মধ্যে থাকব যা নিরাপত্তা এবং সুখের দিকে নিয়ে যায়। ঈশ্বর আমাদের সকলকে সপ্তম বিধানের এই নির্দেশাবলীতে আশীর্বাদ করুন। ধন্যবাদ।

বক্তৃতা ১৫

অষ্টম আজ্ঞা

অর্থের প্রতি ভালোবাসাই সকল অনিষ্টের মূল। যদিও শাস্ত্র অনেক উদাহরণ দিয়ে এই সত্যকে সমর্থন করে, তবুও মানবজাতি শিক্ষা লাভ করে না। লোভ আমাদেরকে এমন কিছুতে হাত দিতে বাধ্য করে যা আমাদের দেওয়া হয়নি। আপনার বাড়িতে ছিনতাই হওয়া এবং মূল্যবান জিনিসপত্র কেড়ে নেওয়ার বিষয়টি খুবই অস্বস্তিকর। অতএব, অষ্টম বিধান প্রণয়ন করা ঈশ্বরের উত্তমতা। কিন্তু আক্ষরিক চুরির চেয়ে 'চুরি না করার' পরিধি অনেক বেশি। ঈশ্বর আমাদেরকে পৃথিবীতে যা কিছুর অধিকারী হতে দেন তার ভালো অধ্যক্ষ হতেও আহ্বান করেন।

প্রতিলিপি ১৫

স্বাগতম, প্রিয় বন্ধুরা; আজ আমরা অষ্টম বিধানের উপর আমাদের চিন্তাভাবনাকে কেন্দ্রীভূত করব; "তুমি চুরি করিও না।" আমি এটিকে শিরোনাম দিয়েছি, ঈশ্বরের রশদ যথাযথ ব্যবহার করা। আমরা অষ্টমটি দেখার আগে, আসুন অষ্টম নীতিটি সম্পর্কে চিন্তা করি, যা আমরা মথি ১২ অধ্যায় থেকে আহরিত এবং যা ওয়েস্টমিনস্টার ক্যাটিসিজম নিম্নলিখিত রূপে সংক্ষিপ্ত সার করেছে। এটিতে লেখা আছে যে 'ঈশ্বর যা করতে নিষেধ করেন তা কখনই করা যায় না এবং ঈশ্বর যা আজ্ঞা করেন তা সর্বদা করতে হয়।' সেই অংশটি সহজ এবং সরল, কিন্তু তারপরে তারা এই বাক্যটি যোগ করে, "তবুও, প্রতিটি নির্দিষ্ট কাজ সর্বদা করা উচিত নয়।" এই নির্দিষ্ট বাক্যটি কয়েক ভ্রু উত্তোলনকারী বিষয় তুলে ধরতে পারে। এটি দিয়ে কী বোঝানো হয়েছে? এটি মথি ১২:১-৯ পর্যন্ত শাস্ত্রের সাথে আবদ্ধ, আমি আপনাকে সেই অনুচ্ছেদটি পরীক্ষা করার জন্য উৎসাহিত করছি যখন আমি এটি সম্পর্কে কথা বলি।

যীশু একটি অভিযোগের মুখোমুখি হন যে তিনি এবং তাঁর শিষ্যরা বিশাম দিন উলঙ্ঘন করছেন। ইহুদি ফরিসীদের নিয়ম অনুসারে, গমের শিষ ছিঁড়ে এবং নিজের হাতের মধ্যে ঘষে তা খাওয়া, ফসল কাটা এবং ছেদন করার কাজ এবং স্পষ্টতই নিষিদ্ধ। আর তাই, যীশু সেই প্রসঙ্গে তাদের উত্তর দেন এবং তাদের বলেন যে জীবনের ঝুঁকি থাকলে প্রয়োজনীয়তা একটি নিয়মকে সরিয়ে ফেলার অনুমতি দেয়। তাই তিনি পুরাতন নিয়মে দাউদের দর্শন রুটি খাওয়ার উদাহরণ এনেছেন এবং যীশু দেখান যে যাজক এবং দাউদ কোন অন্যায় করেননি যখন তারা আনুষ্ঠানিক বিধান লঙ্ঘন করেন, যেমন দর্শন রুটি শুধুমাত্র যাজকদের খাওয়ার জন্য সীমাবদ্ধ ছিল। দাউদ এবং তাঁর লোকেরা ক্ষুধার জ্বালায় অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কারণে সেখানে অধিক মাত্রায় করুণার প্রয়োজন ছিল। তাই, যীশু এই নীতির সাথে সাত নম্বর পদে এই ঘটনার সারসংক্ষেপ করেছেন, "কিন্তু 'আমি দয়াই চাই, বলিদান নয়,' এই কথার অর্থ কী, তাহা যদি তোমরা জানিতে, তবে নির্দ্দোষদিগকে দোষী করিতে না।"

যীশু যে নীতিটি স্থাপন করেছেন তা হল ঈশ্বরের কোনও অধ্যাদেশকে চাপ দেওয়া হবে না যতটা আমাদের দাতব্য বা জরুরি দায়িত্বকে অবহেলা করতে বাধ্য করা যায়। বিধানের প্রথম ফলক (ছকটি) এতটা ব্যাখ্যা করা উচিত নয় যে আমাদেরকে দ্বিতীয়টি ভাঙতে বাধ্য করে যখন আমরা একজন সহমানুষের জরুরী প্রয়োজনের মুখোমুখি হই যাকে আমাদের ভালোবাসা দরকার। আবার, পাপপূর্ণ, ভগ্ন জগতে আমাদের জীবনে এমন পরিস্থিতি রয়েছে যেখানে বিধান বনাম বিধানের এই দ্বন্দ্ব রয়েছে। সুতরাং, যীশু আমাদের শিক্ষা দেন যে এমন সময় আছে যে আমাদের অবশ্যই কর্তব্যের উপরে করুণাকে বেছে নিতে হবে এবং ওয়েস্টমিনস্টার ক্যাটিসিজমের এই বাক্যটির অর্থ বলে, "তবুও প্রতিটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব সর্বদা করা উচিত নয়।" আমাকে, স্পষ্টতই, আপনাকে এবং নিজেকে সতর্ক করতে দিন। আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা এই নীতিটিকে ঈশ্বরের বিধান ভঙ্গ করার অজুহাত হিসেবে গ্রহণ করেন এবং খুব সহজেই নিজেদেরকে প্রশ্রয় দেন বা এই যুক্তির প্রতি আবেদন জানিয়ে একটি পাপ ঢেকে রাখেন এবং এটি কখনও আমাদের প্রভুর মনোবাঞ্ছা ছিল না।

সুতরাং, ঈশ্বরের বিধানের সাথে সম্পর্কিত সেই অষ্টম নীতির দিকে নজর দেওয়ার পরে, আসুন এখন আমাদের মনোযোগ অষ্টম আজ্ঞার দিকে ফেরানো যাক; তুমি চুরি করো না। আমি এর শিরোনাম দিয়েছি ঈশ্বরের রশদ ব্যবহার করা। সুতরাং, তিনটি বিশেষ চিন্তা আছে যার বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই। প্রথমত, আমাদের মালিকানার সত্যতা কী? এবং দ্বিতীয়ত, আমরা কীভাবে সম্পত্তি অর্জন করি তার সীমাবদ্ধতা কী? এবং তারপর তৃতীয়ত, আমি কিভাবে আমার সম্পদের একজন ভালো দেওয়ান হতে পারি? সুতরাং, এই তিনটি জিনিস অষ্টম আজ্ঞার সাথে সম্পর্কিত, "তুমি চুরি কোরো না।"

আমাদের যা আছে তার সত্যতা কি বা অষ্টম আজ্ঞার অন্তর্নিহিত অনুমান কী? অষ্টম আজ্ঞা অনুমান করে যে আমরা ব্যক্তিগতভাবে সম্পদ, জিনিসের অধিকারী; আর আমাদের মধ্যে বেশিরভাগই গাড়ি বা গরু বা জমি বা অর্থের কথা চিন্তা করবে। প্রকৃতপক্ষে, বস্তুগত সম্পদগুলি এটির অংশ [কিন্তু] আরও অনেক সম্পদ রয়েছে যা আমাদের আছে বা আমাদের দেওয়া হয়েছে। ঈশ্বর যা কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং যা কিছু তিনি অনুগ্রহের জীবনে পুনরায় সৃষ্টি করেছেন তা ঈশ্বরের।

এখন, এক মুহূর্তের জন্য এটি চিন্তা করা যাক। আমরা যে বাতাসে শ্বাস নিই, যে সূর্যালোক আমরা ডুবে থাকি, যে ভূমিতে আমরা হাঁটছি, এই সবই ঈশ্বরের সম্পদ যা আমরা ব্যবহার করতে পারি কিন্তু অপচয়, শোষণ বা দূষিত করতে পারি না। কিন্তু, সময়ের সংস্থান, আপনার এবং আমার স্বাস্থ্য, ঈশ্বর আমাদের যে শক্তি দেন তা নিয়ে চিন্তা করুন, বা অন্য স্তরে তিনি আমাদের স্বামী হিসাবে বা পিতা হিসাবে বা নেতা হিসাবে, একজন ব্যবস্থাপক হিসাবে, বা এমনকি তিনি আমাদের যে প্রতিভা দিয়েছেন তা আমাদের দিয়েছেন। আমাদের বিভিন্ন ধরনের

প্রতিভা আছে। আমাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন উপায়ে প্রতিভাবান, যা আমাদের দেওয়া ঈশ্বরের সম্পদ। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের হাতের কাজে দক্ষ এবং আমরা মেরামতকারী, বা আমরা নির্মাতা। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের মগজাস্ত্রে ভালো কাজ করি এবং আমরা উদ্ভাবক। আমরা ইঞ্জিনিয়ার। আমরা সংগঠিত করি, বা আমরা নেতা। আমরা পরামর্শ দেই। অন্যরা তাদের হৃদয় দিয়ে ভালো কাজ করে। অনেকে সহানুভূতিশীল। অনেকে ভালো শ্রোতা বা পরামর্শদাতা, অথবা সম্ভবত চিকিৎসা, নার্সিং বা ডাক্তার ও এই সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে। তারা সহকর্মী, দুঃখী পুরুষদের সাহায্য করতে চায়। এমনও [আছে] যারা সঙ্গীত এবং চিত্রকলায় শৈল্পিক। এই সমস্ত সম্পদ যা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন, এমনকি অনুগ্রহের উপহার যা ঈশ্বর তাঁর লোকদের [জীবনে] দেন। পিতর তাঁর প্রথম পুস্তকের ৪:১০ পদে উল্লেখ করেছেন, ‘‘তোমরা যে যেমন অনুগ্রহদান পাইয়াছ, তদনুসারে ঈশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহ-ধনের উত্তম অধ্যক্ষের মত পরস্পর পরিচর্য্যা কর।’’ পিতর কী ধরনের উপহারের কথা ভাবছেন? শিক্ষার দান, অনুগ্রহের বরদান, আতিথেয়তা বা নেতৃত্ব বা শোনার দান, ঈশ্বর আমাদের তাঁর জন্য ব্যবহার করার জন্য সমস্ত ধরণের বরদান দিয়েছেন।

সুতরাং, আসুন আমরা নিজেদেরকে স্মরণ করিয়ে দিই [যে] এই মহান সৃষ্টিকর্তা, এই সার্বভৌম অধিকারী আমাদের জীবনে আমাদের সম্পদের সীমা বা আকার বা সংখ্যা নির্ধারণ করেছেন। হিতোপদেশ ২২:২ এটি সত্যিই স্পষ্টভাবে বলে। এতে লেখা আছে, ‘‘ধনবান ও দরিদ্র একত্র মিলে; সদাপ্রভু তাহাদের উভয়ের নির্ম্মাতা।’’ সুতরাং, ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব এবং সরবরাহের বিষয়ে বচসা করার পরিবর্তে যেখানে তিনি মানবজাতির মধ্যে বিভিন্ন সম্পদকে কীভাবে ভাগ করবেন তা নির্ধারণ করেছেন, আমরা আরও বেশি সন্তুষ্ট এবং অনেক বেশি লাভজনক হব যখন আমরা জগৎস্তভাবে ঈশ্বর যা পান তা ব্যবহার করব।

‘‘তুমি চুরি কোরো না।’’ আসলে, এইভাবে এটি সম্পর্কে চিন্তা করুন। আমরা প্রায়ই ভুলে যাই [যে] আমরা নিজেরাই সম্পদ। আমরা নিজেদের অধিকারী নয়। আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের অধিকারী। তিনি আমাদের রক্ষাকারী, প্রদানকারী, রক্ষণাবেক্ষণকারী। তিনি আমাদের তৈরি করেছেন তাঁর উদ্দেশ্যের জন্য, তাঁর সুবিধার জন্য, তাঁর রাজ্যের সেবা করার জন্য এবং তাঁর ইচ্ছা পালন করার জন্য। কিছু উপায়ে, এটি কি ইতিমধ্যেই আমাদের দোষী সাব্যস্ত করছে না যখন আমরা অষ্টম আজ্ঞার সম্পর্কে চিন্তা করি, ‘‘তুমি চুরি করো না,’’ যখন এটি আসে, ‘‘ঈশ্বর আমাদের যে সম্পদগুলি পরিচালনা করার জন্য দিয়েছেন তা আমরা কীভাবে পরিচালনা করব?’’ আমরা আমাদের সম্পত্তির মালিক নই। আমরা ঈশ্বরের তত্ত্বাবধায়ক।

গীতসংহিতা ২৪:১, এই সত্যটি আমাদের মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য আমাকে কেবল কয়েকটি শাস্ত্র পড়তে দিন, ‘‘পৃথিবী ও তাহার সমস্ত বস্তু সদাপ্রভুরই; জগৎ ও তন্নিবাসিগণ তাঁহার।’’ অথবা ১ বংশাবলী ২৯:১১-১২–তে দাউদ লিখেছেন, ‘‘কেননা স্বর্গে ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সকলই তোমার...তোমা হইতে ধন ও গৌরব আইসে, এবং তুমি সকলের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিতেছ; তোমারই হস্তে বল ও পরাক্রম, এবং তোমারই হস্তে সকলকে মহত্ত্ব ও শক্তি দিবার অধিকার।’’ কী সুন্দর স্বীকারোক্তি সবকিছু তাঁর অধিকার থেকে আসে আমরা এর দেওয়ান মাত্র। গীতসংহিতা ৫০:১০-১১, প্রভু খুব সুন্দরভাবে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন, ‘‘বনের সমস্ত জন্তু আমার; সহস্র সহস্র পর্ব্বতীয় পশু আমার। আমি পর্ব্বতগণের সমস্ত পক্ষীকে জানি, মাঠের প্রাণী সকল আমার সম্মুখবর্ত্তী।’’ যদি সত্যিই এটি কেউ মনে রেখেছে সেটি হচ্ছে ইয়োব। আপনি সেই গল্পটি জানেন যখন প্রভু ইয়োবের স্ত্রী ছাড়া একদিনে সবকিছু কেড়ে নিয়েছিলেন। কী মহান এক স্বীকারোক্তি তিনি প্রদান করেন, ‘‘সদাপ্রভু দিয়াছিলেন, সদাপ্রভুই লইয়াছেন; সদাপ্রভুর নাম ধন্য হউক’’ (ইয়োব ১:২১)।

সুতরাং, এই প্রথম চিন্তার সংক্ষিপ্তসারে, আমি আমার প্রতিবেশীর পণ্যের কাছে পৌঁছানোর এবং সেগুলিকে আমার বানানোর অনেক আগেই চুরি শুরু হয়। চুরি শুরু হয় যখন আমি নিজেকে পার্থিব বা বস্তুগত জিনিসের চূড়ান্ত মালিক মনে করি বা আমার দেওয়া প্রতিভাকে আমি নিজের মনে করি। সুতরাং, ‘‘তুমি চুরি করবে না।’’ আমরা কিভাবে আমাদের সম্পত্তি অর্জন করতে পারি তার সীমা কী কী? আবার, আমরা চুরি না করার নির্দেশাবলী বিবেচনা করার আগে, আসুন সেই নীতিটি বিবেচনা করি যা অষ্টম আজ্ঞার ভিত্তি তৈরি করে। আমাদের ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার আছে, যদিও আমরা দেওয়ান। যদি তা না হয়, তাহলে অষ্টম আজ্ঞার প্রয়োজন ছিল না। তাহলে, ঈশ্বর আমাদের চুরি করতে নিষেধ করতেন না। ঈশ্বর অনুমান করেন যে তাঁর সৃষ্টির ব্যক্তিগত মালিকানার অধিকার রয়েছে। আমি তাই এই কিছু জিনিস আমার বা আপনার হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন। আমাকে এটি ব্যবহার করার, এটি উপভোগ

করার, এটি পরিচালনা করার, এটিকে প্রসারিত করার, এটির সাথে সৃজনশীল কিছু করার বা এটিকে গুণ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। [এটি] আমাকে দেওয়ান হিসাবে দেওয়া হয়েছে। তবুও, আমি এর চূড়ান্ত মালিক নই। যে সব তাঁর থেকে যায়। সুতরাং, সেই কারণে, ঈশ্বর আমাকে যা দিয়েছেন তা নিজের ইচ্ছায় নেওয়ার অধিকার কারও নেই। ‘‘তুমি চুরি করিও না।’’ ঈশ্বর ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষা করেছেন। সেইজন্য, বন্ধুরা, অর্থ বা জমিতে সম্পদের জোরপূর্বক পুনর্বন্টন কোথাও বাইবেলের নির্দেশ নয়। প্রেরিত ২:৪৪-৪৫ পদে আদি মণ্ডলীতে যা ঘটেছিল তা ছিল যাদের অতিরিক্ত ছিল তারা তা স্বেচ্ছায় দান করে জোরপূর্বক পুনর্বন্টন নয়।

বাইবেলে ঈশ্বরের মহান পুরুষ ও নারীদের কথা চিন্তা করুন। আমি বিশেষ করে অব্রাহাম এবং ইয়োবের কথা মনে করি। তারা উভয়েই ধনী ব্যাক্তি ছিলেন এবং তাদের অনেক দাস ছিল, কিন্তু তাঁরা তাদের সমস্ত দাসদের মধ্যে তাদের সম্পদ পুনঃবন্টন করেনি। সুতরাং, যদি অর্থ বা সম্পত্তি আইনত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয় বা আপনার কঠোর পরিশ্রম বা আপনার বিজ্ঞ ব্যবসায়িক বিনিয়োগের মাধ্যমে আইনত অর্জিত হয়, তবে আমরা সেগুলিকে আমাদের জন্য ঈশ্বরের উপহার হিসাবে বিবেচনা করব এবং আমাদের সম্পদকে তাঁর পক্ষে, তাঁর মহিমা এবং অবশ্যই আমাদের সহ-মানুষের সেবার জন্য ব্যবহার করতে এবং পরিচালনা করতে হবে। সুতরাং, এটি প্রতিষ্ঠা করার পরে, আসুন এখন দেখি আইনি বা এমনকি বেআইনি বলতে কী বোঝায় যার মাধ্যমে আমরা আমাদের সম্পত্তি অর্জন করছি বা না করছি।

প্রথমত, বৈধ নিয়ম অনুসারে। স্পষ্টতই, [অর্থাৎ] কঠোর পরিশ্রম করে, আপনার প্রতিভা এবং আপনার সম্পদকে দায়িত্বশীল ও ধার্মিকভাবে ব্যবহার কররুন নিজের এবং যারা আপনার উপর নির্ভরশীল তাদের জন্য। ঈশ্বর আমাদের আজ্ঞা দেন, যখন আমরা সুস্থ ও সক্ষম হই, যেন সপ্তাহে ছয় দিন কাজ করি। তিনি অলসতার উপর ক্রোধান্বিত। তিনি তাদের প্রতি ভ্রূকুটি করেন যারা অন্যের কাছ থেকে পাওয়ার আশা করে বেঁচে থাকে যখন তারা নিজেদের জন্য যোগান করতে সক্ষম। ইফিষীয় ৪:২৮ পদ শুনুন, যেখানে ঈশ্বর নিষেধ করেছেন, ‘চোর আর চুরি না করুক।’ আর এই বাক্যগুলি অনুসৃত হয়, ‘‘বরং স্বহস্তে সদ্ব্যাপারে পরিশ্রম করুক, যেন দীনহীনকে দিবার জন্য তাহার হাতে কিছু থাকে।’’ এটি স্পষ্টভাবে দেখায় [যে] প্রভু ইঙ্গিত করছেন যে যারা নিজের হাতে শ্রম দিচ্ছে না তারা চুরি করছে।

একইভাবে, পৌল ২ থিষলনিকীয় ৩:১২ পদে উপদেশ দিয়েছেন যে সমস্ত নীরবতার সাথে আমাদের কাজ করতে হবে এবং নিজের খাবার খেতে হবে। আবার, হিতোপদেশ ৬ অধ্যায়ের ফিরে যাই, ঈশ্বর আমাদের পিঁপড়া এবং পিঁপড়াদের স্কুলে পাঠাচ্ছেন। ‘হে অলস, তুমি পিপীলিকার কাছে যাও; এবং তার পথ সকল বিবেচনা কর এবং শিক্ষা নাও’ (পদ ৬)। আর, ঈশ্বর পিঁপড়ার জ্ঞান, সৌন্দর্য এবং অধ্যবসায় দেখেন, ভবিষ্যতের জন্য [নিজেদের জন্য] যোগান করার প্রচেষ্টা দেখেন। সুতরাং, তিনি কঠোর পরিশ্রমের আজ্ঞা দেন এবং তিনি আমাদের যা দিয়েছেন তার অলসতা বা অপচয়ের নিন্দা করেন।

আমাদের প্রতিবেশীকে নিজের মতো ভালোবাসতে হবে। এর মানে এই যে আমরা নিজেদের জন্য এবং সেইসাথে ভাগ করার জন্য কাজ করি যখন, অবশ্যই, আমাদের যখন আমার নিজের জন্য যথেষ্ট আছে। আরও একবার, এটিকে সমর্থন করার জন্য যীশু মথি ২৫:১৪-২৯ পদে দৃষ্টান্তটি বলেছিলেন, যীশু খুব অধ্যবসায়ী বনাম খুব অলস দেওয়ানের উদাহরণ ব্যবহার করে এই আজ্ঞাটি স্থাপন করেছেন ‘‘তুমি চুরি করো না।’’ তিনি তাদের প্রশংসা করেন যারা আইনত তাদের প্রতিভা ব্যবহার করে তাদের প্রতিভা আরও বাড়াতে পেরেছেন, কিন্তু যে তার প্রতিভা ব্যবহার করতে ব্যর্থ হয়েছে তাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করা হয়েছিল। আর মূল বক্তব্য হচ্ছে; ‘‘চুরি করিও না’’ অর্থাৎ, ‘‘আপনার সম্পদ ব্যবহার করুন; অন্যের উপর নির্ভর করবেন না, তবে কঠোর পরিশ্রম, অধ্যবসায়, [এবং] বিজ্ঞ বিনিয়োগের মাধ্যমে [নিজের জন্য] যোগান দিন।’’ এই অষ্টম আজ্ঞাতে প্রভু আমাদের যে আজ্ঞা দেন তা হল এই।

এখন, কঠোর পরিশ্রম প্রযোজ্য, অবশ্যই, সমস্ত বৈধ আহ্বান উপর হয়, সেই সমস্তই যা শুধুমাত্র আমার প্রয়োজন তা প্রদান করবে না বরং আমার যা আছে তা বৃদ্ধি করতে পারে। যে সকল আহ্বান দশ আজ্ঞাকে প্রতিটি দিক থেকে সম্মান করে সেগুলিই [হলো] বৈধ আহ্বান, তা ব্যবসায়, বিনিয়োগ, পরিষেবা শিল্প, বিজ্ঞান জগত, চিকিৎসা ক্ষেত্র, পরিচর্যা, সামরিক বা সরকারি ক্ষেত্রে হতে পারে। যে আহ্বানে আমরা দশ আজ্ঞাকে সম্মান করি, সগুলি প্রত্যেকটিই তার নিজের স্থানে বৈধ পেশা এবং যোগ্য। যতক্ষণ না তাদের মধ্যে কেউ অসাধু এবং প্রতারণামূলক বা নির্দয় অভ্যাস অনুসরণ করে না, আমরা তাদের অনুসরণ করতে পারি। বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কথা ভাবুন যখন তিনি সৈন্যদের মুখোমুখি হন, আমি রোমান সৈন্যদের অনুমান করি, তিনি তাদের বলেননি ‘‘একজন সৈনিক হওয়া ছেড়ে দিন।’’ তিনি তাদের বলেন, ‘‘হিংসাত্মক হওয়া বন্ধ করুন,’’ ষষ্ঠ আজ্ঞা। "কাউকে মিথ্যা দোষারোপ করবেন না,’’ নবম আজ্ঞা এবং ‘‘আপনার বেতনে সন্তুষ্ট থাকুন,’’ দশম আজ্ঞা (লূক ৩:১৪)। আর তাই, যদি তারা এই পাপগুলি ছাড়াই এই সৈনিকের কাজ অনুসরণ করতে পারে তবে তারা সঠিক কাজ করছে।

এমন সময় আছে যখন খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার আহ্বানের অর্থ হল আমাদের চাকরি ছেড়ে দিতে হবে, অথবা আমাদের ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে, অথবা আমাদের লোভনীয় অবস্থান থেকে দূরে সরে যেতে হবে। যীশু তাঁর শিষ্যদের ডান চোখ উপড়ে ফেলার জন্য এবং ডান হাত কেটে ফেলার জন্য আহ্বান করেন (মথি ৫:২৯-৩০)। তিনি ঘটনা বা অবস্থান বা পাপপূর্ণ প্রলোভন সম্পর্কে কথা বলছেন যা আমাদের বিপথে নিয়ে যেতে পারে এবং এটি কেবল সপ্তম আজ্ঞার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়। এটি অষ্টম আজ্ঞার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সঙ্কীর্ণ পথ থেকে প্রশস্ত পথের দিকে নিয়ে যায় এমন যেকোন কিছু আমাদের কেটে ফেলতে হবে। তাই, যদি এমন

কিছু ঘটনা থাকে যেখানে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থান বা আমাদের আর্থিক কার্যকলাপ আমাদেরকে ঈশ্বরের বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক করে, তাহলে স্পষ্টতই খ্রীষ্টের আহ্বান হল যে আমাদের নিজেদেরকে তা থেকে আলাদা করতে হবে।

কিন্তু, আসুন আমরা নিজেদেরকে মনে করিয়ে দিই, আমাদের মধ্যে যারা এই বিষয়ে বিবেচনার তাপ অনুভব করেছি, আর্থিকভাবেও এবং অসৎ হওয়ার বা কোন প্রলোভন অনুভব করেছি, আসুন আমরা নিজেদেরকে সেই প্রতিশ্রুতি মনে করিয়ে দিই যা যীশু আমাদেরকে মথি ১৯:২৯ পদে দিয়েছেন, “আর যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য বাটী, কি ভ্রাতা, কি ভগিনী, কি পিতা, কি মাতা, কি সন্তান, কি ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, সে তাহার শত গুণ পাইবে, এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে।” মোশি আমাদের সামনে বিশ্বাসের নায়ক হিসাবে দাঁড়িয়েছিলেন যখন তিনি মিশরের সম্পদকে মূল্যহীন বলে অবজ্ঞা করেছিলেন এবং ঈশ্বরের লোকেদের সাথে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন, আর ঈশ্বর আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে “কেননা, তিনি পুরস্কারদানের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন” (ইব্রীয় ১১:২৬)। মোশি জানতেন যে তিনি যা ত্যাগ করেছেন তা তিনি যা পেয়েছেন তার চেয়ে বেশি হবে।

সুতরাং, ঈশ্বর অষ্টম আজ্ঞাতে যা আপনার নয় তা অর্জনের জন্য কোনও বেআইনি উপায় নিষিদ্ধ করেছেন। স্পষ্টতই, “তুমি চুরি করিও না” এর অর্থ আমরা যা আমাদের নয় তা গ্রহণ করি না। এখানে ঈশ্বরের প্রেমময় ভক্তি স্বীকার করুন। আমি যে জিনিসের মালিক, যে জিনিসগুলি আমি পরিচালনা করি, যে জিনিসগুলি আমি আমার ব্যবসায় বা আমার খামারে তৈরি করেছি, আমরা কোনও না কোনওভাবে এটিকে সত্যিই প্রশংসা বা সম্মান করতে শুরু করি। এটি আমাদের অংশ এবং এটিতে একটি নির্দিষ্ট গর্বও রয়েছে এবং প্রভু তা রক্ষা করেন। “তুমি চুরি করিও না।” অন্যরা কী পেয়েছে বা কী দিয়েছে তাতে হাত দেবেন না। তিনি ছোট্ট রাজ্যের চারপাশে সুরক্ষার বেড়া তৈরি করেন যা তিনি আমাদেরকে পরিচালনা করার জন্য বা তাঁর পক্ষে পরিচালনা করার জন্য দিয়েছেন।

কিন্তু, ঈশ্বর অষ্টম আজ্ঞাতে জিনিস বা উপাধি বা পদের অধিকার লাভের জন্য কোন বেআইনি উপায় নিষিদ্ধ করেছেন। যারা বিক্রয় করে তারা অষ্টম আজ্ঞাকে উলঙ্ঘন করে যখন তারা তাদের পণ্য সম্পর্কে প্রতারণা করে তার মূল্যের বেশি কিছু বিক্রি করার জন্য এবং কিছু দুর্বলতা বা ত্রুটি যা সেই পন্যে আছে তা লুকিয়ে রাখে। ক্রেতাদের অজ্ঞতার সুযোগ নেওয়া হল অষ্টম আজ্ঞা ভঙ্গ করা। এটি একটি ভালো চুক্তি নয়। এটি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে একটি জঘন্য কাজ-চুরি। ভুল পরিমাপ, মিথ্যা গণনা, পরিসংখ্যানসংখ্যার চারপাশে [সাথে] একটি ভুল ছবি প্রদান করা অষ্টম আদেশের উলঙ্ঘন। কর্মক্ষেত্রে, যদি আমরা একজন নিয়োগকর্তার জন্য কাজ করি এবং আমরা আমাদের সে সময়ের জন্য অর্থ পাই সেই সময় নষ্ট করি এবং অপ্রয়োজনীয় ফোন কলের মাধ্যমে এটিকে বাধাগ্রস্ত করি বা আমরা কাজের একটি অসাধু সংখ্যা নথী দিই, আমরা অষ্টম আজ্ঞা ভঙ্গ করছি।

আমরা যদি বিনিয়োগের জগৎবাজারে থাকি তবে আমাদের পদ্ধতিটি অনুমান করা বা অন্যের ক্ষতির মূল্যে বড় লাভ করার জন্য কিছু ভিতরের জ্ঞানের দ্রুত সুবিধা নেওয়া উচিত নয়। এটি আপনার প্রতিবেশীকে ভালোবাসা নয় যেমন আপনি চান অন্যরা আপনাকে ভালোবাসবে। একটি কোম্পানির স্টক বিনিয়োগ একটি বৈধ ব্যবসা, কিন্তু অভ্যন্তরীণ জ্ঞান ব্যবহার করে অন্যদের খরচে অত্যধিক লাভ করা অষ্টম আজ্ঞার আত্মা লঙ্ঘন হবে। লেখার জগতে, অন্য কারো কথা চুরি করা একটি চুরি যদি সেই শব্দগুলির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা না হয়। সঙ্গীত বা উৎপাদন জগতে, কারো ধারনা চুরি করা এবং তারপর সেগুলিকে আপনার নিজের পণ্য তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা ঈশ্বরের চোখে চুরি। বীমার জগতে, আমরা চুরি করি যখন আমরা একটি দাবি বাড়াই বা আমাদের নিজের ভুল ঢাকতে বীমা ব্যবসা থেকে লাভের জন্য কীভাবে আমাদের গাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল সে সম্পর্কে আসল সত্য লুকিয়ে রাখি। এই চুরি।

আর আমরা চুরি করি যখন আমরা অসততা বা অপবাদের মাধ্যমে কোন পদ লাভ করি বা পদোন্নতি লাভ করি। সেটিও আবার চুরি। আমাদের দেশের কর ফাঁকি দিলে আমরা চুরি করি। রোমীয় ১৩:৭ পদে ঈশ্বর স্পষ্টভাবে এর কথা বলেছেন, “যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দেও; যাহাকে কর দিতে হয়, কর দেও।” আমরা যদি একজন নিয়োগকর্তা হই, আমরাও চুরি করি যখন আমরা আমাদের কর্মীদের পর্যাপ্ত মজুরি দিই না, যখন আমরা তাদের এবং তাদের পরিবারের জন্য [পর্যাপ্ত বিধান রাখার জন্য] [অপ্রতুলভাবে] প্রদান করি। এটি চুরি করা এবং যাকোব ৫–এ চুরির এই ধরনের বিরুদ্ধে সমাবেশ করেছিলেন যখন তিনি সত্যিই ধনীদের তাদের কর্মীদের কাছ থেকে চুরি করার পাপের জন্য অভিযুক্ত করেন। তাই বন্ধুরা, “চুরি কোরো না।”

ঈশ্বরও এটি আধ্যাত্মিকভাবেও প্রয়োগ করেন। আপনি এবং আমি আমাদের নিজস্ব সৃষ্টিকর্তা নয়। ঈশ্বর আমাদের আরও প্রতিভাবান করেছেন, সম্ভবত, অন্যদের তুলনায়, কিন্তু সেগুলি তাঁর প্রতিভা। এগুলি তাঁর উপহার এবং আমাদের সেগুলিকে তাঁর মহিমার জন্য ব্যবহার করতে হবে এবং আমাদের প্রতিবেশীর মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করতে হবে। অতএব, আপনার সৃষ্টিকর্তার, রচয়িতার বা সৃষ্টিকর্ত্তার এবং সক্ষমকারীর জন্য যে প্রশংসা তা নিজে অযথা গ্রহণের প্রতি সতর্ক থাকুন। প্রেরিত পৌল ১ করিন্থীয় ৪:৭ পদে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যখন তিনি খ্রিস্টানদের মধ্যে এই সমস্ত প্রতিযোগিতা এবং প্রশংসা দেখেন, তিনি বলেন, “কেননা কে তোমাকে বিশিষ্ট করে? আর যাহা না পাইয়াছ, এমনই বা তোমার কি আছে? আর যখন পাইয়াছ; তখন যেন পাও নাই, এরূপ শ্লাঘা কেন করিতেছ? তোমরা এখন পূর্ণ হইয়াছ?” আমরা আমাদের শরীর তৈরি করিনি, আমাদের মনও তৈরি করিনি। এগুলি সব আমাদের সৃষ্টিকর্তা পবিত্র আত্মার মন্দির হতে গঠিত হয়েছে। এগুলি কি চুরি নয় যখন আমরা আমাদের নিজের গৌরব, আমাদের নিজের নাম, আমাদের নিজস্ব স্বাচ্ছন্দ্য, আমাদের নিজস্ব বৃদ্ধির জন্য সেগুলি ব্যবহার করি?

তাহলে আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিতে বাদ দিই না যে ঈশ্বর আমাদের একটি আজ্ঞা দিয়েছেন যাতে আমাদের ক্রমাগত মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে আমরা সকলেই তাঁর সম্পদের দেওয়ান, আর তা হল দশমাংশের আজ্ঞা। আমাদের আয়ের এক দশমাংশ ঈশ্বরের।

মালাখি ঈশ্বরের পক্ষে কথা বলেছিলেন যখন তিনি মালাখি ৩-এ লিখেছেন, ''মনুষ্য কি ঈশ্বরকে ঠকাইবে? তোমরা ত আমাকে ঠকাইয়া থাক। কিন্তু তোমরা বলিতেছ, কিসে তোমাকে ঠকাইয়াছি? এবং উত্তর হল, ''দশমাংশে ও উপহারে'' (পদ ৮)। হ্যাঁ, দশমাংশ দেওয়া হল বিশ্বাসের পরীক্ষা, বিশেষ করে যখন আপনার টাকা পয়সায় কমতি এবং আপনার বিল অনেক, কিন্তু ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতিকে ভুলে যাবেন না যারা জগৎস্ততার সাথে তাঁকে সম্মান করে যা তাঁর কাছে ফিরিয়ে দেয়। তিনি যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা শুনুন। তিনি বলেছেন, ''তোমরা সমস্ত দশমাংশ ভাণ্ডারে আন, যেন আমার গৃহে খাদ্য থাকে; আর তোমরা ইহাতে আমার পরীক্ষা কর, ইহা বাহিনীগণের সদাপ্রভু কহেন, আমি আকাশের দ্বার সকল মুক্ত করিয়া তোমাদের প্রতি অপরিমেয় আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করি কি না।'' (পদ ১০)।

দশমাংশের জন্য ঈশ্বরের আজ্ঞা শুধুমাত্র একটি আধ্যাত্মিক পরীক্ষা নয়, আবশ্যক। এটি তাঁর মণ্ডলী এবং তাঁর রাজ্যের আর্থিক চাহিদা, মিশনের কাজ এবং তাঁর মণ্ডলীর মধ্যে এবং মাধ্যমে তাঁর জন্য করা হয় এমন অন্যান্য সমস্ত ক্রিয়াকলাপগুলি সরবরাহ করার একটি ব্যবহারিক উপায়। এটি একটি আধ্যাত্মিক পরীক্ষা, প্রকৃতপক্ষে, আমাদের আবার মনে করিয়ে দেওয়া যে আমরা কিছুর মালিক নই। আমরা শুধু প্রভুর দেওয়ান। এটি একটি আধ্যাত্মিক পরীক্ষা, দশমাংশ, আমাদের সকলের হৃদয়ের গভীরে থাকা সহজাত লোভের মুখোমুখি করে। কিন্তু বন্ধুরা, কত মধুর সেই জীবন যেখানে আমরা আমাদের সম্পদের মালিক নই বা আমরা নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করার জন্য আমাদের চালনার মালিক নই, বরং অন্যকে সমৃদ্ধ করতে এবং আমাদের সৃষ্টিকর্তার সেবা করার জন্য আমরা আমাদের সম্পদের মালিক।

তাহলে শেষ পর্যন্ত, আমি কীভাবে ঈশ্বরের সম্পদের একজন ভালো দেওয়ান হতে পারি? ঠিক আছে, এটি ''তুমি চুরি করবে না'' এর বিপরীত দিকটি দেখি; অর্থাৎ, তা হল ''তুমি দেবে বা তুমি দান করবে। আপনি ভাগ করে দেবেন।'' হাইডেলবার্গ ক্যাটিসিজম একটি সুন্দর বাক্যে অষ্টম আজ্ঞার এই কর্তব্যকে [আবার] সংকলন করে। এটি বলে, ''আমি আমার প্রতিবেশীর সুবিধার প্রচার করি বা করতে পারি, আর তার সাথে এমন আচরণ করি যেভাবে আমি অন্যদের সাথে আচরণ করতে চাই; আরও যে আমি জগৎস্তভাবে পরিশ্রম করি,'' কেন? ''যাতে আমি অভাবীকে উপশম করতে পারি'' এবং তাই অপব্যবহারকারী হতে বা তাঁর উপহারগুলিকে নষ্ট না করতে। তাই আবার, ''তুমি চুরি করবে না'' হল ''তুমি দান করবে।'' বাপ্তিস্মদাতা যোহনের কথা শুনুন যখন তিনি আমাদেরকে খুব ব্যবহারিক নির্দেশ দেন। তিনি তাঁর শ্রোতাদের বলেছেন যদি তাদের দুটি কোট থাকে, তবে তাদের একটি সেই প্রতিবেশীর সাথে ভাগ করুক যে ঠাণ্ডায় আছে (লূক ৩:১১)। শীতকালে আমাদের যা গ্রহণ করা উচিত তা কি [তাই নয়]?

যাকোব ৫ -এ যাকোবের অনুচ্ছেদটি বেশ শিক্ষণীয়। মণ্ডলীর মহান পঞ্চাশত্তমীর প্ররস্তের মাত্র ৪০ বছর পরে, তাঁকে মণ্ডলীর সদস্যদের চুরী সম্পর্কে লেখার প্রয়োজন হয়, যেই সদস্যরা যথেষ্ট ধনী। আর তারা কিভাবে চুরি করেছে? আচ্ছা, এই শুনুন। যাকোব সেই সোনা ও রূপা সম্পর্কে প্রচার করেছিলেন যা মরিচা দিয়ে খেয়ে ফেলা হয়। শব্দটি খসখসে, মরিচা। অন্য কথায়, সোনা এবং রূপা অব্যবহৃত। এটা সংগ্রহ করা হয়। এটি মজুত করা হয়েছে। এটা খুব বেশি। এটি মরিচা ধরেছে। এটির মালিকদের জন্য এটি কোন কাজে লাগে না। কিন্তু এরই মধ্যে, আশেপাশের যারা অভাবী তাদের জন্য এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। আর যাকোব বলেছেন যে মরিচা ধরা সোনা এবং রূপা বিচারের দিনে আমাদের বিরুদ্ধে একটি সাক্ষ্য হবে। তারপর, সে জামাকাপড়ের কাছে যায়, জামাকাপড়ের আলমারিতে যায় এবং সেগুলিকে পোকামাকড় খেয়ে নেই। অন্য কথায়, তারা সহ বিশ্বাসীদের কাঁধে ঝুলানোর পরিবর্তে অব্যবহৃতভাবে অন্যথায় ঝুলছে। আর যাকোব যে বিন্দুটি বলতে চাইছেন তা হল [যে] আমরা চুরি করি যখন আমাদের সমস্ত অবশিষ্টাংশ এবং আমাদের অতিরিক্ত জিনিস থাকে এবং আমরা তা বিতরণ না করে বা যারা সত্যিই অভাবী তাদের সাথে ভাগ করে নেওয়ার পরিবর্তে তা সংরক্ষণ করি।

প্রেরিত পৌল তিমথিকে লেখা প্রথম চিঠিটি শেষ করেছেন যে ধনী ব্যক্তিদের শুধুমাত্র অনিশ্চিত ধন-সম্পদের উপর আস্থা রাখার বিরুদ্ধে সতর্ক থাকতে শুধু নয়, বরং সেখানে আবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, সৎক্রিয়ারূপ ধনে ধনবান্ হয়, দানশীল হয়, সহভাগীকরণে তৎপর হয় (১ তিমথি ৬:১৭-১৯)। সুতরাং, ''তুমি চুরি করিও না।'' আপনি কি জানেন যে কোন পার্থিব বিষয় অর্থের বিষয় হিসাবে ঈশ্বরের পবিত্র শাস্ত্রে ততটা মনোযোগ পায় না? ঈশ্বর জানেন আমাদের প্রধান বিপদ কোথায় এবং তাই অষ্টম আজ্ঞার বিবরণে তিনি তা বলেছেন। একটি নির্দেশিত ও নির্দিষ্ট দৃষ্টান্ত [সম্পর্কে] বলা হয়েছে কিভাবে ধনীরা খুব কমই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করবে – সেখনে অর্থের বিপদ দেখায় (মথি ১৯:২৪)।

কিছু বছর আগে, অর্থের সর্বোত্তম সংজ্ঞা নিয়ে একটি প্রতিযোগিতা হয়েছিল এবং সেরা সংজ্ঞাটি বেছে নেওয়া হয়েছিল, যা ছিল, যা দিয়ে আমি এই বক্তৃতাটি শেষ করব। এটি বলে, ''অর্থ হল এমন একটি নিবন্ধ যা স্বর্গ ব্যতীত সর্বত্র সর্বজনীন পাসপোর্ট হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং অর্থ হল সুখ ছাড়া সবকিছুর সর্বজনীন প্রদানকারী।'' সুতরাং এর সাথে, আমরা অষ্টম আজ্ঞাতে এই বিষয়টি শেষ করব। প্রভু এতে আশীর্বাদ করুন। ধন্যবাদ।

বক্তৃতা ১৬

নবম আজ্ঞা

সাক্ষ্যদান একটি বড় দায়িত্ব। এটি জীবন-মৃত্যুর পার্থক্য তৈরি করতে পারে। এটি জাতিগুলিকে ধ্বংস থেকে এবং প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্যায্য শাস্তি থেকে রক্ষা করেছে। এটি দুর্ঘটনা রোধ করতে পারে এবং অপরাধ দূর করতে পারে। আবার এটি মানুষকে সঠিক পথ থেকে, এমনকি ঈশ্বরের কাছ থেকেও বিপথগামী করতে পারে। সেইজন্য, ঈশ্বর আমাদের নির্দেশ দেন যে আমরা কিভাবে সাক্ষ্য দিই বা তথ্য ভাগ করে নিই তা পর্যবেক্ষণ করি। নবম আজ্ঞাকে কেবল আদালতের পরিবেশে মিথ্যা বলার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা অগভীর। নবম আজ্ঞা আমরা প্রতিদিন যে কোনও কাজ করি, যেমন আমরা কিভাবে আমাদের জিভ ব্যবহার করি তা নিয়ে আলোচনা করে! বাক্যগুলি কেবল চিন্তাভাবনা, ধারণা বা সত্যের বাহন নয়, বরং বেশিরভাগই প্রেমের বাহন।

প্রতিলিপি বক্তৃতা ১৬

প্রিয় বন্ধুরা, নবম আজ্ঞার উপর বক্তৃতায় আপনাকে স্বাগতম: ‘‘তুমি আপন প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।’’ আর একইসাথে, আমি এই বিষয়টি ‘‘সুস্থতা এবং নিরাময় যোগাযোগ’’ শিরোনামে বিবেচনা করতে চাই। আপনি দেখতে পাবেন, নবম আজ্ঞা কেবল মিথ্যা ও অসততা সম্পর্কে নয়। এটি আমাদের কথা, আমরা কিভাবে যোগাযোগ করি সে সম্পর্কে। এটি বিস্তারিতভাবে দেখার আগে, আসুন নবম নীতিটি বিবেচনা করি, এবং তাতে লেখা আছে যে পাপ কখনও একক পাপ নয়, বরং একটি পাপ সর্বদা অন্যান্য আজ্ঞার অন্যান্য লঙ্ঘনের দিকে পরিচালিত করে এবং নিজেকে জড়িয়ে ফেলে।

আর এটি চিত্রিত করার সবচেয়ে ভালো উপায় হল দাউদের ক্ষেত্রে, বৎশেবার সাথে দাউদের পাপ। প্রথমত, যখন সে বৎশেবাকে দেখে, তখন সে তার হৃদয়ে কামনা জাগিয়ে তোলে। সে তার প্রতিবেশীর স্ত্রীতে লোভ করেছিল, যেটি দশম আজ্ঞা। একই সাথে, নিঃসন্দেহে, সে তার হৃদয়ে ব্যভিচার করছে, তাই এটি সপ্তম আজ্ঞার সাথে মিশে যায়। এরপর, সে তার রাজকিয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে [যখন] তাকে প্রাসাদে আনার আদেশ দেয়। এটি পঞ্চম আজ্ঞার বিষয়। আর ব্যভিচারের কাজে, সপ্তম আজ্ঞায়, সে তার পাপ ঢাকতে মিথ্যা, প্রতারণা যোগ করে। যখন সব ব্যর্থ হয়, তখন সে ষষ্ঠ আজ্ঞা ভঙ্গ করে এবং হত্যা যোগ করে। এবং সে কিছু সময়ের জন্য তার মন্দ কাজগুলি ঢাকতে থাকে, যা আবার নবম আজ্ঞা।

আপনি দেখুন, দ্বিতীয় সারণির সমস্ত আজ্ঞা একটি আজ্ঞার সাথে জড়িত। একটি পাপ যা সে করেছিল [অন্যান্য পাপের সূচনা করেছিল]। তবুও, যখন দাউদ গীতসংহিতা ৫১-তে তার স্বীকারোক্তিতে প্রতিফলিত হন, তখন তিনি বলেন, ‘‘তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমারই বিরুদ্ধে, আমি পাপ করিয়াছি।’’ তার জন্য, মূলত, অপরাধটি বিধানের প্রথম সারণির বিরুদ্ধে ছিল। তাই, তিনি সত্যিই অনুভব করেছিলেন যে সেই পাপ ঈশ্বরের আদেশের প্রথম সারণির সাথেও জড়িত ছিল, বিশেষ করে তৃতীয় সারণির সাথে। তিনি নিরর্থকভাবে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করেছিলেন, ঈশ্বরের নামের প্রতিনিধি হিসাবে একটি ভয়ঙ্করভাবে কাজ করেছিলেন। এবং তাই, তিনি গীতসংহিতা ৫১-তে প্রার্থনা করেন, ‘‘তুমি যিরূশালেমের প্রাচীর নির্ম্মাণ কর।’’ তিনি শত্রুদের চেয়েও খারাপভাবে তাদের ভেঙে ফেলেছিলেন, [কিন্তু] পাপের পথ এখানেই থামে না।

দাউদের পাপের মধ্যে বৎশেবার পাপও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এতে যোয়াবের পাপও অন্তর্ভুক্ত, কারণ সে দাউদের নির্দেশ অনুসরণ করে ঊরিয়কে হত্যা করতে বিশ্বাসঘাতকতার ষড়যন্ত্রে হত্যা করেছিল। এটি তার নিজের সন্তানদের পাপের দিকে পরিচালিত করে, যেমন অবশালিম এবং পরবর্তীতে অম্নোনও দাউদের ভয়াবহ উদাহরণ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গুরুতর পাপে পড়ে। সুতরাং, মূল কথা: একটি পাপ প্রায়ই জড়িয়ে যায় বা অন্য পাপের দিকে পরিচালিত করে। এটি প্রেরিত যাকোবকে তার

বইয়ের শেষ পদে এই ইতিবাচক দিকনির্দেশনা দিতে বাধ্য করে যখন তিনি লেখেন, ‘‘তবে জানিও, যে ব্যক্তি কোন পাপীকে তাহার পথ-ভ্রান্তি হইতে ফিরাইয়া আনে, সে তাহার প্রাণকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবে, এবং পাপরাশি আচ্ছাদন করিবে।’’ একটি ভুল অসংখ্য পাপের দিকে পরিচালিত করে, তাই এটি আমাদের জন্য একটি অনুপ্রেরণা হোক যাতে আমরা আমাদের প্রতিবেশীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি যারা [একটি] ভুল, পাপে যাচ্ছে, যাতে এটি তার বা তার চারপাশের অন্যদের মধ্যে আরও পাপে পরিণত না হয়।

এটি আমাদের আজকের নবম আজ্ঞার দিকে পরিচালিত করে: ‘‘তুমি আপন প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।’’ আসুন আমরা নিচের প্রশ্নগুলি চিন্তা করে নবম আজ্ঞাটি বিবেচনা করি। প্রথমত, ঈশ্বর যোগাযোগকে কিভাবে মূল্য দেন? দ্বিতীয়ত, আমরা যেভাবে যোগাযোগ করি তার মাধ্যমে আমাদের ভালোবাসা কিভাবে প্রকাশ করব? আর তৃতীয়ত, আমাদের যোগাযোগের মাধ্যমে আমাদের প্রতিবেশীর মঙ্গল রক্ষা করার জন্য তাঁর নির্দেশাবলী কি?

ঈশ্বর যোগাযোগকে কিভাবে মূল্য দেন? এবং আমি এটি দেখার আগে, আসুন এক মুহূর্তের জন্য নবম আজ্ঞাটি সম্পর্কে চিন্তা করি। এটি কেবল মিথ্যা কথা বলার বিষয় বলে মনে হচ্ছে: ‘‘তুমি মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না।’’ এটি একটি স্তর। এখন পর্যন্ত, আমাদের বুঝতে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া উচিত ছিল যে এই আদেশগুলিতে অনেক স্তর রয়েছে। যখন ঈশ্বর বলেন, ‘‘তুমি আমার নাম অনর্থক লইও না, এটি একটি অযৌক্তিক ও অসম্মানজনক [উপায়ে] ব্যবহার করো,’’ তখন এটি নামের অপব্যবহারের সবচেয়ে অসম্মানীয়, তবে এটি অভিশাপ বা নিন্দা বাদ দেয়নি। এবং তাই, এটি নবম আজ্ঞাটির সাথেও জড়িত। যদিও এটি একটি স্তরের কথা উল্লেখ করে, এবং সম্ভবত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তরগুলির মধ্যে একটি, এটি আমাদের কথা ব্যবহারের বাকি উপায়, অথবা, আমরা যেভাবে যোগাযোগ করি তা বাদ দেয় না।

এখন, যোগাযোগ হল ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। মথি ১২:৩৬ পদে যীশু কি বলেছিলেন তা লক্ষ্য করুন, ‘‘আর আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, মনুষ্যেরা যত অনর্থক কথা বলে, বিচার-দিনে সেই সকলের হিসাব দিতে হইবে,’’ প্রতিটি বেকার কথাবার্তা। যোগাযোগ ঈশ্বরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এবং তাই, প্রকৃতপক্ষে, বাইবেলে, ঈশ্বরের শিক্ষায় জিভ এবং মুখের একটি প্রধান মনোযোগ রয়েছে। এই বক্তৃতায় আপনি যে পদগুলি শুনতে পাবেন তার মধ্যে একটি হল ইফিষীয় ৪:২৯ পদ, ‘‘তোমাদের মুখ হইতে কোন প্রকার কদালাপ বাহির না হউক, কিন্তু প্রয়োজনমতে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য সদালাপ বাহির হউক, যেন যাহারা শুনে, তাহাদিগকে অনুগ্রহ দান করা হয়।’’ এটি হিতোপদেশের একটি পদের সাথে সম্পর্কিত, যেটিতে আমাদের জিভ, স্বাস্থ্যজনক জিহ্বা জীবনবৃক্ষ; কিন্তু তাহা বিগড়াইয়া গেলে আত্মা ভগ্ন হয় (হিতোপদেশ ১৫:৪)।

এখন, ঈশ্বর যোগাযোগকে তিনটি কারণে মূল্য দেন। এবং, প্রথমটি হল যোগাযোগ ও আমাদের কথা বলার ক্ষমতা আমাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবির অংশ। তিনি আমাদের চিন্তাভাবনা এবং ধারণাগুলিকে শব্দে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আদিপুস্তক ১-এর মধ্যে, বাইবেলের প্রথম বইটি দেখুন। লক্ষ্য করুন যে ঈশ্বর শাস্ত্র শুরু করছেন ‘পরে ঈশ্বর কহিলেন’ দিয়ে। ঈশ্বরের বাক্য, যে বাক্য সৃষ্টি করে, যে বাক্য একটি বিশৃঙ্খল ও শূন্য জগতে জীবন, সৌন্দর্য, শৃঙ্খলা এবং সম্প্রীতির যোগাযোগ ঘটিয়। এখন, ঈশ্বর সেখানে যে বাক্যগুলি দেখান তা আমাদের জন্য একটি মডেল। আমরা যুদ্ধ করার জন্য, ভেঙে ফেলার জন্য এবং ধ্বংস করার জন্য বাক্যগুলিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করব না। যারা আমাদের কথা শোনে, যাদের সাথে আমরা কথা বলি তাদের অনুগ্রহ প্রদানের জন্য আমাদের বাক্যগুলিকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। নবম আজ্ঞায় আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করছি।

বন্ধুরা, ঈশ্বর যোগাযোগকে মূল্য দেওয়ার দ্বিতীয় কারণ হল, ঈশ্বর জানেন যে বলা বাক্যগুলি পাথর এবং লাঠির চেয়ে বেশি আঘাত করে। বাক্যগুলি ছোরা হতে পারে। বাক্যগুলি মানুষের অন্তরে ছিন্নভিন্ন করে। এমনকি যদি সেই খারাপ বাক্য, অসত্য বাক্যগুলি স্মরণ করা হয় এবং ভুল হিসাবে স্বীকার করা হয়, তবুও তারা দাগ দূর করে না। আর তাই, ঈশ্বর এই নবম আজ্ঞায় কোমল উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে আমরা যোগাযোগের দানকে শয়তান যেভাবে ব্যবহার করে, ধ্বংস ও ক্ষতি করার জন্য নয়, বরং তিনি যেভাবে ব্যবহার করেন, সেভাবে, অনুগ্রহ ও নিরাময়, আনন্দ এবং সন্তুষ্টি আনার জন্য জীবনবৃক্ষ হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। শলমন বলেন, ‘‘[উপযুক্ত সময়ে কথিত] বাক্য, ‘‘রৌপ্যের ডালিতে সুবর্ণ নাগরঙ্গ ফলের তুল্য’’ (হিতোপদেশ ২৫:১১), কি সুন্দর চিত্রকল্প। আর তাই, আমাদের যোগাযোগের দান ব্যবহার করতে হবে।

ঈশ্বর যোগাযোগকে মূল্য দেওয়ার তৃতীয় যে কারণ [তা হল], তিনি জানেন যে এটি আমাদের একে অপরের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। গভীর আনন্দ, অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কেবল যোগাযোগের দান দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। যখন আমি আমার চিন্তাভাবনাগুলিকে শব্দে স্থান দিই [এবং] অন্য কারো সাথে ভাগ করে নিই, তখন আমরা সম্পর্কগুলিকে আরও ঘনিষ্ঠতা, আরও সৌন্দর্য এবং আরও গভীরতায় আবদ্ধ করি। আমরা প্রাণীদের থেকে আলাদা। তারাও যোগাযোগ করে, কিন্তু তারা ঘেউ ঘেউ করে, অথবা তারা চিৎকার করে, অথবা তারা গান করে। তারা তাদের ধারণাগুলি ভাগ করে না। তারা তাদের চিন্তাভাবনা, লুকানো জিনিসগুলি একে অপরের সাথে ভাগ করে না। তারা এমন সুন্দর কবিতা বা সুন্দর চিঠি তৈরি করে না যেখানে আমরা জীবনের গভীরতম স্তরে পৌঁছানোর জন্য অন্য কারো সাথে কথা বলি তাদের।

এবং, সম্পর্কের বন্ধনগুলি কেবল আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে, যত বেশি আমরা যোগাযোগের বরদানের মাধ্যমে একে অপরের সাথে আবিষ্কার করি এবং ভাগ করে নিই। এর ফল হল সম্প্রীতি, প্রেমের সৌন্দর্য এবং বিশ্বাসের সৌন্দর্য। এবং বারবার, আমাদের মনে রাখতে হবে যে ঈশ্বরের প্রতিটি আদেশের উদ্দেশ্য হল একে অপরের প্রতি পবিত্র, বিশুদ্ধ প্রেমে নিবেদিত থাকার ফলে আমাদের কাছে যে সুখ প্রবাহিত হয় তা নিয়ে আসা। তাই আবারও, নবম আজ্ঞা, বন্ধুরা, কেবল মিথ্যা বলার বিষয়ে নয়। এটি ঈশ্বরের নির্দেশনা সম্পর্কে, কিভাবে আমাদের বাক্যগুলিকে তাঁর উপহার হিসাবে ব্যবহার করে একে অপরের সাথে আমাদের সম্পর্ক বজায় রাখা যায়, গভীর এবং সমৃদ্ধ করা যায়।

এবং আবারও, আমি হাইডেলবার্গ ক্যাটেকিজমের বাক্যগুলি ধার করতে পারি। তারা এই নবম মন্তব্যের ব্যাখ্যায় যোগ করে যে, আমরা আমাদের যোগাযোগকে "আমার প্রতিবেশীর সম্মান এবং ভালো চরিত্রকে যতটি সম্ভব রক্ষা ও প্রচার করার জন্য" ব্যবহার করি। নবম আজ্ঞার এটিই নির্দেশমূলক অংশ, এবং পবিত্র ত্রিত্বের ব্যক্তিত্বদের মধ্যে এর কত সুন্দর উদাহরণ আমাদের কাছে রয়েছে। তারা যেভাবে একে অপরের সম্পর্কে কথা বলে, একে অপরকে সম্মান করে, শাস্ত্রের প্রকাশেও, তা সুন্দর। তারা কখনও অপবাদ দেয় না। তারা কখনও গুজব ছড়ায় না। তারা কখনও একে অপরের সম্পর্কে খারাপ কথা বলে না, কিন্তু তারা তাদের যোগাযোগের মাধ্যমে সম্পর্কের সৌন্দর্যকে উচ্চারণ করে, মহিমা গায়, ভালোবাসা প্রকাশ করে, গভীর করে, যেমনটি ছিল। যদিও, আমি অনুভব করি যে এটি কখনই একজন যথার্থ ঈশ্বরের মধ্যে গভীর হয় না।

এখন, নবম আজ্ঞা অনুসারে যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা কিভাবে আমাদের ভালোবাসা প্রকাশ করব? প্রথমত, অবশ্যই, আমি আমাদের প্রতিবেশী সম্পর্কে অসত্য বলতে চাই না মানে আমাদের সত্য বলতে হবে, আদালতের অধিবেশনে আমাদের প্রতিবেশী সম্পর্কে সত্য সাক্ষ্য দিতে হবে। ঈশ্বরের কাছে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঈশ্বর আদালতের অধিবেশনে একজন মিথ্যা সাক্ষীর মৃত্যু দাবি করেন কারণ তিনি জানেন যে আমি যখন একজন মিথ্যা সাক্ষী আনি তখন এটি কি ক্ষতি করে। এর অর্থ অন্য কারো মৃত্যু হতে পারে, অথবা এর অর্থ তার জীবন হতে পারে। এটি তার মুক্তি হতে পারে, অথবা এটি তার কারাবাস হতে পারে। তাই, আমাদের সত্য কথা বলা উচিত। এছাড়াও, যখন আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয় না, এবং আমরা সত্য জানি, তখনও সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের। আচ্ছা, এটি যীশুর কিছু আজ্ঞার সমষ্টি নয় কি যেমন বলেন, "অতএব সর্ব্ববিষয়ে তোমরা যাহা যাহা ইচ্ছা কর যে, লিকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ করিও; কেননা ইহাই ব্যবস্থার ও ভাববাদি-গ্রন্থের সার।" যখন তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়, এবং কেউ সত্য জানে, তখন তোমরা কৃতজ্ঞ হবে যদি সে এগিয়ে এসে সেই পরিস্থিতিতে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

সাক্ষ্য দেওয়া বা মিথ্যা সাক্ষ্য না দেওয়া মানে হল আমি আদালতের বাইরে সমস্ত সভায় সত্য বলব। আমাদের প্রভু পর্বতে দত্ত উপদেশে শিক্ষা দিয়েছিলেন যে আমাদের কথা *হ্যাঁ হ্যাঁ* হবে এবং আমাদের *না না* হবে। আমাদের সংস্কৃতির বিপরীত হতে হবে। আমরা যেখানেই থাকি বা না থাকি, আমাদের সংস্কৃতিতে মিথ্যা বলা খুবই সাধারণ, কিন্তু কতবার আমরা এর জন্য দোষী নই। আমরা প্রতিশ্রুতি দিই এবং তারপর তা পালন করি না, এমনকি কখনও তা পালন করার ইচ্ছাও করি না। এটি একটি মিথ্যা। যখন আমরা গল্পটিকে আরও সুন্দর করে তোলার জন্য তথ্য বিকৃত করি, তখন সেটি মিথ্যা। যখন আমরা কেবল অন্য কাউকে প্রভাবিত করার জন্য বা নিজের পছন্দমতো করার জন্য অতিরঞ্জিত করি, তখন সেটি মিথ্যা। আমাদের সত্য কথা বলতে, সত্যকে ভালোবাসতে, এবং একে অপরের সাথে সত্য আচরণ করার চেষ্টা করতে হবে।

ইফিষীয় ৪-এর প্রসঙ্গে, যোগাযোগের উপর অধ্যায়টিতে, পৌল ইফিষীয় মণ্ডলীকে লেখেন, "অতএব তোমরা, যাহা মিথ্যা, তাহা ত্যাগ করিয়া প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিবাসীর সহিত সত্য আলাপ করিও; কারণ আমরা পরস্পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ" (২৫ পদ)। এখন, প্রেরিত সেখানে এই মণ্ডলীর মধ্যে যে সংগ্রাম, সমস্যা এবং চাপ চলছে তার কথা উল্লেখ করছেন ও তাদেরকে মিথ্যা কথা বর্জন করার নির্দেশ দিচ্ছেন, এই অর্থে, 'ভাইয়েরা, এই বিষয়গুলিকে ঢেকে রেখো না। এই পাপের বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করো না। যে সকল বিষয় তোমাদের সম্পর্ক ধ্বংস করছে, যা তোমাদের বিভক্ত করছে, সেগুলি মোকাবিলা করো। সেগুলির সাথে মোকাবিলা করো। ভালোবাসায় সত্য কথা বলি। কার্পেটের মধ্যে লুকিও না। এটিকে উপেক্ষা করো না, বরং ভালোবাসায় সত্য কথা বলি এবং একে অপরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলি।' আর তাই, নবম আজ্ঞাটি কেবল মিথ্যা না বলা নয়।

নবম আজ্ঞার অর্থ হল আমাকে বিপরীত কাজ করতে হবে, আমার প্রতিবেশীর সুবিধা, সুনাম এবং চরিত্রকে উন্নীত করতে হবে। ওহ, মিথ্যা বলা শয়তানের কাজ। এটি একটি চরিত্রের উপর ছায়া ফেলে। এটি আমার সুনাম নষ্ট করতে পারে বা ক্ষতি করতে পারে এবং বন্ধুদের, স্বামী-স্ত্রীর, মণ্ডলীর একজন পরিচারকের, একজন নেতার এবং তার প্রজাদের সুন্দর সম্পর্ক শেষ করতে পারে। তাই আবারও, বন্ধুরা, আসুন আমরা ইফিষীয় ৪:২৯ পদে ফিরে যাই। ঈশ্বর আমাদের আহ্বান জানান যে আমাদের মুখ থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত যোগাযোগ বের হতে না দিই, বরং এমন কিছু বের করতে দিই যা উন্নত করতে ব্যবহৃত হয় যাতে তা শ্রোতাদের অনুগ্রহ প্রদান করতে পারে। এখন, যখন আমরা এটি পরীক্ষা করি, এবং এটি ঘনিষ্ঠভাবে দেখি, আমাদের বাক্যগুলি কিভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন কি সেগুলি কি অন্য কারো অনুভূতিকে দূষিত করছে? সেগুলি কি রাগিয়ে তোলে? সেগুলি কি হৃদয়কে আঘাত করে? সেগুলি কি বন্ধুদের বিভক্ত করে? সেগুলি কি কোনও চরিত্রকে অপমান করে? সেগুলি কি সম্পর্কের উপর চাপ সৃষ্টি করে? নাকি, আমার কথা যারা শোনে তাদের জন্য আমি অনুগ্রহ, ঐক্য, ঘনিষ্ঠতা, সম্মান, শ্রদ্ধা, পুষ্টির পরিচর্যা প্রদান করছি? ঈশ্বর আমাদের যে যোগাযোগ ব্যবহার করতে বলেন তার সকল উদ্দেশ্য এটিই।

তাহলে এখন, আসুন আমরা তৃতীয় আজ্ঞাটি দিয়ে শেষ করি। ঈশ্বর আমাদের কিভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে আমাদের প্রতিবেশীকে রক্ষা করতে শেখান? আচ্ছা, আসুন আমরা শয়তানের যোগাযোগের উদাহরণ থেকে সরে আসি। মিথ্যার এই পিতা, যেমন যীশু তাকে বলছেন (যোহন ৮:৪৪), এই পৃথিবীতে সমস্ত ঝামেলা মিথ্যা দিয়ে শুরু করেছিল, কিন্তু আদিপুস্তক ৩-এ লক্ষ্য করুন যে, স্পষ্ট, সরাসরি মিথ্যা নয়। সে যেভাবে সত্যকে বিকৃত করেছে তাতে সে প্রতারণাপূর্ণ। এবং তাই, যখন আমরা আমাদের প্রতিবেশীর

মঙ্গল রক্ষা করতে চাই এবং নবম আজ্ঞা, ''মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না''-কে সম্মান করতে চাই, তখন আসুন আমরা কিভাবে [এটি] করি তার কিছু বিশদ বিবেচনা করি।

আমরা সত্যকে বিকৃত করতে চাই না। সত্যকে এমনভাবে বিকৃত করা যেতে পারে যাতে আমি প্রতারণাকে প্রচার করি। শয়তান খুব চালাকির সাথে হবার কাছে এসেছিল। সে ঈশ্বরকে মন্দ দেখাতে শুরু করেছিল। সে ঈশ্বরকে [এমনভাবে] দেখাতে শুরু করেছিল যে তিনি যেন দেওয়ার পরিবর্তে [প্রতিরোধ করছেন]। একবার শুনুন কিভাবে সে হবার কাছে গিয়ে এই কথাগুলি নিয়ে প্রবেশ করেছিল এবং বলেছিল, 'ঈশ্বর কি বাস্তবিক বলিয়াছেন, তোমরা এই উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল খাইও না?' কিন্তু ঈশ্বর তা বলেননি। ঈশ্বর বলেছিলেন, 'তুমি এই উদ্যানের সমস্ত বৃক্ষের ফল স্বচ্ছন্দে ভোজন করিও; কেবল এই বৃক্ষ ছাড়া।'

ঈশ্বরের প্রকাশ উদার। 'আমি যে গাছগুলি তৈরি করেছি তা থেকে তুমি যতবার ইচ্ছা খেতে পারো। তবে, এমন একটি গাছ আছে যা থেকে আমি তোমাকে খেতে দিতে চাই না।' শয়তান কেবল সেটিকে বিকৃত করেছিল, তাই না, সে সত্যকে বিকৃত করেছিল এবং মনে করাচ্ছিল ঈশ্বর যেন তোমাকে সীমাবদ্ধ করছেন: 'তুমি বাগানের সমস্ত গাছ থেকে খেতে পারো না?' এখন, সত্যের এই বিকৃতকরণ কি করেছিল? এটি হবাকে সতর্ক করেছিল এবং তাকে বিপথে নিয়ে গিয়েছিল। এটি ঈশ্বর এবং তার মধ্যে, তার এবং তার স্বামীর মধ্যে সম্পর্ক ভেঙে দিয়েছিল। মিথ্যা এটিই করে, সত্যকে বিকৃত করে।

এখন, নবম আজ্ঞাটির বিপরীতে শয়তানের দ্বিতীয় কৌশল হল [যে] সে সত্যকে অতিরঞ্জিত করেছিল, অবশ্যই মিথ্যা বলার মতো। সে সরাসরি বলেছিল, ''তুমি মরিবে না।'' সে ঈশ্বরকে মিথ্যাবাদী বানিয়েছে, কিন্তু সে সত্যকেও অতিরঞ্জিত করেছে। আচ্ছা, সে কি বলে তা শুনুন। ''তুমি মরিবে না,'' এই স্পষ্ট মিথ্যা কথা ছাড়াও, সে আরও বলেছিলেন, ''তোমরা ঈশ্বরের সদৃশ হইয়া সদসদ্-জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে।'' প্রকৃতপক্ষে, আদম ও হবা ভালো-মন্দ জানবে। তারা পার্থক্য জানবে, কিন্তু তারা ঈশ্বরের মতো হবে না, কারণ তারা ভালোর ঘৃণাকারী এবং মন্দের প্রেমিক হয়ে উঠবে।

সুতরাং, অতিরঞ্জন হল যখন আমি, তুমি যা করেছ বা অন্য কেউ কি করেছে বা কাউকে বিপথে নিয়ে যাওয়ার জন্য কি ঘটতে পারে সে সম্পর্কে তথ্যগুলিকে বাড়িয়ে বলি। মানুষ অতিরঞ্জিত করার অনেক কারণ আছে, কিন্তু সেগুলি সবই মন্দ, এবং সেগুলি সবই আমাদের প্রতিবেশীকে আঘাত করার জন্য বা আমাদের পথ পাওয়ার জন্য। এটি কারও অনুগ্রহ পেতে এবং তাদের বিশ্বাস জয় করার জন্য হতে পারে। আমি নিজের সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা তৈরি করার জন্য বা অন্য কাউকে তাদের সাফল্য সম্পর্কে খারাপ বোধ করার জন্য অতিরঞ্জিত করতে পারি যখন [আমি] [আমার] নিজের কথা অতিরঞ্জিত করি। এ সকলই নেতিবাচক, ক্ষতিকারক। এটি সম্পর্কের সৌন্দর্যকে ধ্বংস করে, যা আনন্দের হল হৃদয়। আসুন আমরা বারবার নিজেদেরকে স্মরণ করিয়ে দিই যে ঈশ্বর তাঁর মূল বিধানের সারাংশে আমাদের সমস্ত নির্দেশনা দিয়েছেন [কারণ] তিনি আমাদের যত্ন নেন, আমাদের সুখের জন্য।

সেইজন্য, আমাদের প্রতিবেশীদের মঙ্গল রক্ষা করার তৃতীয় উপায় হল [যেন] আমরা সত্যের পরচর্চা না করি। পরচর্চা সাধারণত দুটো জিনিস নিয়ে কাজ করে। কিছু সত্য হতে পারে, কিন্তু কিছু অন্য কারো সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য, সদয় নাও হতে পারে, এবং অবশ্যই প্রয়োজনীয়ও নয়। আর, পরচর্চা হল সেটিই ইচ্ছাকৃতভাবে করা। পরচর্চাকারীরা কোন ব্যক্তিকে রক্ষা করছে কিংবা প্রচার করছে না বরং [অন্যদের] সাথে তাদের দোষ বা ব্যর্থতা ভাগ করে বা বড় করে দেখিয়ে তাদের ভেঙে ফেলছে। এটি একটি সাধারণ পাপ, এমনকি খ্রিস্টানদের মধ্যেও দেখা যায়, যখন আমরা আমাদের গল্পকে উদ্বিগ্নতার আড়ালে লুকিয়ে রাখি। ''আমি চাই আপনারা অমুকের জন্য প্রার্থনা করুন কারণ সে এটি-ওটি করেছে।'' আপনার উদ্দেশ্য পরীক্ষা করুন। আপনি কি সেই গল্পটি ভাগ করে নিতে চান, এবং আপনি কি তা কোন ধর্মীয় আবরণের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চান? বন্ধুরা, পরচর্চা অন্যদের সুনামকে গভীরভাবে আঘাত করে এবং অন্যদেরকে কঠোরভাবে বা অশ্রুতভাবে নিন্দা করতে পরিচালিত করে। ঈশ্বর অপবাদ, গুজব ছড়ানোও নিষেধ করেন, যা সাধারণত অসত্য সম্পর্কে হয়। এটি পরচর্চার উর্ধ্বে যায়। অপবাদের ক্ষেত্রে, আমি এমন তথ্য ছড়িয়ে দিই যা আমি জানি না যে সত্য কি না। এগুলি যাচাই করা হয়নি, হয়তো শোনা কথা। আর এটি কেবল রাজনৈতিক জীবনে ঘটে যাওয়া পাপ নয়, [কিন্তু] এটি এমন একটি পাপ যা খ্রিস্টান জীবনেও ঘটে। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টকেও মহানিন্দার স্বীকার হতে হয়েছিল। ধর্মীয় নেতারা গল্প ছড়িয়েছিলেন, তাঁকে অপবাদ দিয়েছিলেন। 'তিনি বিশ্রামবারকে অপবিত্র করেন। তিনি পাপী ও কর আদায়কারীদের বন্ধু, এই অর্থে যে তিনি তাদের সাথে যুক্ত। তিনি একজন মাতাল।'

অপবাদের এই পাপ কতটা ধ্বংসাত্মক তা একজন পরিচর্যাকারীর সুপরিচিত গল্পে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, সে তার এমন একজন সদস্যকে তা বলেছিল, যে সর্বদা মানুষের নাম ও জীবনের অপবাদ দিতো, তাকে বলল একটি হাঁসের পালক দিয়ে তৈরী বালিশ নিয়ে একটি টিওয়ারে গিয়ে গ্রামের সর্বত্র পালক ছড়িয়ে দিতে। আর সে তা করল এবং তার কাছে ফিরে এসে বলল, ''আমি এটি করেছি।'' তারপর সে তাকে বলল, ''এখন, গ্রামে ফিরে যাও ও তুমি যে সমস্ত পালক ছড়িয়ে দিয়েছিলে তা সংগ্রহ করো।'' আর তার [বিস্ময়কর কথা] বেরিয়ে এল, ''এটি অসম্ভব!'' তখন সে তার জীবনের কৃত পাপের কথায় ফিরিয়ে আনল। ''আর তুমি অন্যদের সম্পর্কে যে সমস্ত গল্প শেয়ার করো যা সত্য নয় তা সেই হাঁস পালকের তৈরী বালিশের মতো।'' আসুন, অপবাদের পাপকে ঘৃণা করি।

সর্বশেষে, ঈশ্বর তোষামোদও নিষিদ্ধ করেছেন। তোষামোদ সত্যের সাথে হতে পারে, কিংবা অসত্যের সাথেও হতে পারে। এটি কোনও কিছু অতিরঞ্জিত করা হতে পারে, অথবা এটি প্রকৃত ঘটনা না বলার সাথেও হতে পারে। তোষামোদ হল কেবল নিজের সুবিধার জন্য কাউকে অকৃত্রিম প্রশংসা করা। হ্যাঁ, আপনি আপনার বসের কাছে ভালো নাম পেতে চান, এবং তার কর্মক্ষমতা খারাপ থাকা সত্ত্বেও আপনি তার উপরে-নিচে প্রশংসা করেন। অথবা, আপনি কাউকে বলতে পারেন যে সে সুন্দর, সুন্দরী এবং দুর্দান্ত, অনুগ্রহ পাওয়ার জন্য তাকে তোষামোদ করা। এটি ঠিক বলা হয়েছে যে পরচর্চা হল ব্যক্তির পিছনে এমন কথা বলা যা আমরা তার মুখে কখনও বলব না, এবং তোষামোদ হল মুখের পিছনে এমন কথা বলা যা আমরা তার পিছনে কারও সম্পর্কে কখনও বলব না। তাই, নিজেকে মনে করিয়ে দিতে থাকুন যোগাযোগ কি করে। এটি গড়ে তোলে। এটি ভেঙে যায়। এটি অনুগ্রহ প্রদান করে, বা এটি ক্ষতি করে। এটি কলুষিত করে, বা এটি উন্নত করে। সুতরাং, উপরের সমস্ত কথা যোগাযোগের মহান বিষয়ের একটি ছোট সূচনা মাত্র। আর পরিশেষে আমি আপনাকে সতর্ক করে দিচ্ছি যে, নবম আজ্ঞার আওতায় এমন কিছু বাক্যহীন যোগাযোগও আছে। আমরা একটিও কথা না বলে নেতিবাচক কথা বলতে পারি। আমার শরীরের ভাষা একটি শক্তিশালী যোগাযোগকারী হতে পারে, কিন্তু যার সাথে আমি দেখা করি তার প্রতি অনুগ্রহের সেবা করার মতো নীরব আচরণ নয়। কেউ কেউ তাদের স্ত্রীর সাথে নীরব আচরণ ব্যবহার করে। কেউ কেউ ঠান্ডা কাঁধে বা মুখ ফিরিয়ে কাউকে উপেক্ষা করছে বা পাশে সরিয়ে দিচ্ছে। এটি অনুগ্রহের যোগাযোগ নয়। এটি সেবা করার জন্য, যোগাযোগের মূল চেতনার বিরুদ্ধে। একটি চোখ টেপা, একটি হাসি, সবকিছুই নেতিবাচক। অন্যদিকে, একটি হাসি, একটি সদয় বাক্য, একটি ইশারা এবং একটি উষ্ণ দৃষ্টি তাদের প্রতি অনুগ্রহের বার্তা পাঠাতে পারে যারা সেটি গ্রহণ করছে। আপনি জানেন যে গবেষণা আমাদের বলে যে যোগাযোগের কথার মধ্যে, আমরা যা বলি তা মাত্র ১০%। আমাদের কণ্ঠের স্বর, কেউ কেউ বলে, ৪০%। আমাদের শরীরের অমৌখিক ভাষা ৫০%। আর নবম আজ্ঞা সম্পর্কে চিন্তা করার সময় এই সমস্ত কিছু অন্তর্ভুক্ত করা উচিত: স্বাস্থ্যকর এবং নিরাময়কারী যোগাযোগ।

দাউদ ত্বরায় লিখেছিলেন, ''সকল মনুষ্যই মিথ্যাবাদী।'' আমরা জানি যে একজনই ব্যতিক্রম ছিলেন, কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে সত্যবাদী ছিলেন: বাকি মানুষও তাই। যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে কোন মিথ্যা ছিল না। তাঁর মুখ সর্বদা প্রেমে সত্য কথা বলতো, তাঁর প্রকাশ্য বক্তৃতায়, তাঁর ব্যক্তিগত কথোপকথনে, নিঃসন্দেহে তাঁর ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনায় শ্রোতাদের অনুগ্রহ প্রদানের চেষ্টা করতেন। আর বন্ধুরা, তাই, যীশুর ঘনিষ্ঠ প্রেরিতদের একজন পিতর যখন প্রথম বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পদে নবম আজ্ঞার বিরুদ্ধে পাপ সম্পর্কে লেখেন, তখন তিনি বলেন, ''অতএব তোমরা সমস্ত দুষ্টতা ও সমস্ত ছল এবং কপটতা ও মাৎসর্য্য ও সমস্ত পরীবাদ ত্যাগ করিয়া,'' লক্ষ্য করুন যে এই বাক্যগুলির মধ্যে কতগুলি নবম আজ্ঞার সাথে জড়িত।

সেই একই অধ্যায়ে, তিনি তাঁর মহান প্রভুর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি তাঁর প্রভুর বিরুদ্ধে অপবাদ শুনেছিলেন। তিনি কিছুটি হলেও, তাঁর প্রভু সম্পর্কে এই মিথ্যা কথা শুনে তিনি যে কষ্ট ভোগ করেছিলেন তা অনুভব করেছিলেন। কিন্তু, তিনি তাঁর প্রভুর উদাহরণ স্মরণ করে লেখেন, ''তিনি পাপ করেন নাই, তাঁহার মুখে কোন ছলও পাওয়া যায় নাই''। তিনি নিন্দিত হইলে প্রতিনিন্দা করিতেন না; দুঃখভোগ কালে তর্জ্জন করিতেন না, কিন্তু যিনি ন্যায় অনুসারে বিচার করেন, তাঁহার উপর ভার রাখিতেন'' (১ পিতর ২:২২-২৩)। আপনাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো মিথ্যা সাক্ষীদের অপবাদ, মিথ্যাচার, অবিচারের যন্ত্রণা অনুভব করতে পারেন, তিনি অগ্নিময় জিভ, পরচর্চা, অথবা কপট প্রশংসার মাধ্যমে ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করেন। যীশু যেমন করেছিলেন তেমনই করুন। ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচারকারী পিতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করুন।

তাই এটি আমাদের নবম বক্তৃতার শেষের দিকে নিয়ে যাবে, এবং এটি আমাদের পরবর্তী বক্তৃতার দশম বক্তৃতাটি গ্রহণ করতে পরিচালিত করবে। ঈশ্বর এই কথাগুলিকে আশীর্বাদ করুন। ধন্যবাদ।

বক্তৃতা ১৭

দশম আজ্ঞা

তরুণ শৌল ধার্মিক ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের প্রতি উৎসাহী ছিলেন। তিনি তাদের মধ্যে একজন ছিলেন যারা মনে করতো তিনি ঈশ্বরের বিধান নিখুঁতভাবে পালন করেন। তিনি নিজেকে আনুগত্যের ক্ষেত্রে নির্দোষ বলে দাবি করতেন। যতক্ষণ না ঈশ্বর তাকে ঐশ্বরিক বিধান স্কুলে ভর্তি করেন। তারপর ঈশ্বর তাকে দশম আজ্ঞার সম্মুখীন হতে বাধ্য করেন। প্রথমবারের মতো শৌল বুঝতে পারলেন যে দশম আজ্ঞা কেবল দশম আজ্ঞা নয়। এই আজ্ঞা অন্য সকল নয়টি আজ্ঞার বাহক ছিল। এটি বুঝতে পেরে, শৌল স্বীকার করলেন যে তিনি মৃত। তিনি তার আত্মমর্যাদা এবং তার মিথ্যা প্রত্যাশার জন্য মৃত। তবে, সেই আবিষ্কার ছিল একটি নতুন জীবনের সূচনা।

প্রতিলিপি বক্তৃতা ১৭

দশম আজ্ঞা অধ্যয়নে আপনাকে স্বাগতম। আমি এই বক্তৃতার শিরোনাম দিয়েছি, *প্রতিটি আজ্ঞা পালনে নিখুঁত হওয়ার আদেশ।* যাত্রাপুস্তক ২০-তে প্রভুর দেওয়া দশম আজ্ঞার কথাগুলি নিম্নরূপ, "তোমার প্রতিবাসীর গৃহে লোভ করিও না; প্রতিবাসীর স্ত্রীতে, কিম্বা তাহার দাসে কি দাসীতে, কিম্বা তাহার গোরুতে কি গর্দ্দভে, প্রতিবাসীর কোন বস্তুতেই লোভ করিও না।" এখন আপনাদের মধ্যে যারা কখনও পাহাড়ে উঠেছো তারা জানে যখন আপনি অবশেষে চূড়ায় পৌঁছাবেন তখন কেমন অনুভূতি হবে। [একটি] স্বস্তির অনুভূতি হয় যখন আপনি অবশেষে চূড়ায় পৌঁছান এবং যে সৌন্দর্যে আরোহণ করেছেন তা দেখতে পান, কিন্তু আমি আপনাদের হতাশ করতে চাই যে যখন আমরা অবশেষে দশম আজ্ঞায় পৌঁছেছি তখন এমন অনুভূতি হবে না। যদিও এটি শেষ আজ্ঞা, এটি কোনওভাবেই সেগুলির মধ্যে নিত্যান্তই কম নয়।

আপনার কি মনে আছে আমাদের প্রথম বক্তৃতায় যখন আমরা একসাথে এই কোর্সের সারসংক্ষেপটি দেখেছিলাম, তখন আমি বর্ণনা করেছিলাম যে আমাদের যাত্রা সিনয় পর্বতে যাওয়ার জন্য একটি যাত্রা হবে? আমরা বিভিন্ন দিক পর্যালিচনা করেছিলাম, এবং তারপর যখন আমরা ঈশ্বরের বিধান বিবেচনা করতে আসলাম, তখন আমি একটি ভবনের উপমা ব্যবহার করেছিলাম, দশ তলার একটি ভবন, কিন্তু আজ আপনারা যেমন আবিষ্কার করবেন, দশম তলা আসলে একটি পৃথক মেঝে নয়। দশম তলাকে সমগ্র ভবনের অভ্যন্তরীণ কাঠামো এবং তারের গুচ্ছ হিসাবে বিবেচনা করা ভালো। সেইজন্য, দশম আজ্ঞা বিধানের শীর্ষ নয়, বরং এটি পূর্ববর্তী নয়টিতে ঈশ্বর যে প্রতিটি আদেশ দিয়েছেন তার একটি আধ্যাত্মিক হৃদয়। এবং তাই, বন্ধুরা, প্রস্তুত থাকুন। দশম আজ্ঞা বিশ্লেষণ করা ঈশ্বরের আদেশের প্রতি আমাদের আনুগত্যের সাথে সম্পর্কিত আমাদের ভুল আত্ম-চিত্রের জন্য সবচেয়ে প্রকাশক এবং সবচেয়ে ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হবে।

তর্শীশের শৌল নামে একজন ব্যক্তির চেয়ে আর কেউ এই আবিষ্কারকে ভালোভাবে বর্ণনা করতে পারেনি, যিনি পরে প্রেরিত পৌল হয়েছেন। কিছু সময়ের জন্য,তর্শীশের শৌল ছিলেন শ্রেণীর তারকা, এবং তিনি নিজেকে শ্রেণীর তারকাও মনে করতেন। তিনি লিখেছিলেন যে, তিনি নিজেকে সমস্ত ফরিসীদের মধ্যে সবচেয়ে নির্দোষ দাস বলে মনে করতেন, যতক্ষণ না ঈশ্বর দশম আজ্ঞাটি জারি করেন, "তুমি লোভ করিও না।" আর শৌল দেখতে পেলেন যে ধর্মের সাথে ঝলমলে তার জীবনও ছিল একটি সম্পূর্ণ কলুষিত পাপী জীবন, এবং তিনি ভাগ করে নিয়েছিলেন যে তিনি নিজের আত্ম-প্রতিচ্ছবিতে মৃত। আপনি এটি রোমীয় ৭ অধ্যায়ে পড়তে পারেন। দশম আজ্ঞাটিই ছিল যা প্রথমে প্রেরিত শৌলকে, পরে পৌলকে, তার পাপের গভীরতা দেখিয়েছিল।

সেইজন্য, আমি দশম আজ্ঞা এবং কোনওভাবে, সমস্ত আজ্ঞার তুলনা চিকিৎসা প্রযুক্তির MRI-এর সাথে করতে চাই। পূর্ববর্তী সময়ে, আমাদের এক্স-রে ছিল যা আপনাকে আপনার শরীরের কিছু অংশের, বেশিরভাগ আপনার হাড়ের, সামনের দিকে বা পাশের দিকের দৃশ্য দিত। কিন্তু MRI আমাদের অভ্যন্তরীণ শরীরের প্রতিটি অংশের টুকরো টুকরো ছবি প্রদান করে: আমাদের মস্তিষ্ক, আমাদের হৃদয়, আমাদের শিরা। এবং পুরানো এক্স-রে-এর মতো, একটি কোণ থেকে নয়, বরং, চিকিৎসক আমাদের ভিতরের প্রতিটি কোণে MRI করে দেখতে পারেন। আর সেটিই, একরকমভাবে, আমি দশম আজ্ঞার সাথে তুলনা করতে চাই। এটি একটি MRI-এর মতো: আমরা কিভাবে নয়টি আজ্ঞা পালন করি।

আমরা মনে রাখি যে প্রতিটি বক্তৃতায় আমি আজ্ঞাটিকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করার আগে একটি নীতি দিয়ে শুরু করেছি। এই শেষটিতে, আমি তা করব না। কারণ হল দশম আজ্ঞা হল আমাদের দশম নীতি, এবং এটি *"প্রতিটি আজ্ঞায় নিখুঁত হওয়ার আদেশ"* শিরোনামে প্রতিফলিত হয়েছে। তাই, আমার সাথে একসাথে বিবেচনা করুন যে ঈশ্বর এখন দশম আজ্ঞায় আসলে কি

নিষেধ করেছেন এবং দশম আজ্ঞায় ঈশ্বর কি আদেশ করেছেন। ঈশ্বর কি নিষেধ করেছেন? ঈশ্বর আমাদের লোভ করতে নিষেধ করেন না, কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতিবেশীদের যা দেওয়া হয় তা লোভ করতে নিষেধ করেছেন।

লোভ শব্দের একটি খুব ইতিবাচক অর্থ রয়েছে। এর অর্থ হল আন্তরিকভাবে কিছু কামনা করা। এর অর্থ হল কিছুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করা, চাওয়া বা আকুল হওয়া। এবং যদিও আমরা সাধারণত লোভ বাক্যটিকে নেতিবাচক প্রেক্ষাপটে ভাবি, এটি বাইবেলে একটি দিকনির্দেশনা হিসাবে, একটি অনুমোদিত আচরণ হিসাবে ব্যবহৃত একটি ইতিবাচক বাক্য। আমি আপনাকে নতুন নিয়ম থেকে কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি। ১ করিন্থীয় ১২:৩১ পদে, পবিত্র আত্মা পৌলকে লিখতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন, "শ্রেষ্ঠ দান সকল প্রাপ্ত হইতে যত্নবান্ হও।" আর শ্রেষ্ঠ দান কি? দান করা, প্রেম করা, ঈশ্বরের মতো প্রেম করা। আমাদের সেই লোভ (যত্নবান) করতে হবে। এটি কেবল অনুমোদিত নয়। এটিই আদেশ করা হয়েছে।

১ করিন্থীয় ১৪:৩৯ পদে, প্রেরিত পৌল নতুন নিয়মের মণ্ডলীকে প্রদত্ত আধ্যাত্মিক উপহার সম্পর্কে শিক্ষা দিচ্ছেন এবং সেই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "অতএব, হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা ভাববাণী বলিবার জন্য উদ্যোগী হও।" এই সমস্ত বরদানের মধ্যে সর্বোত্তম দান ছিল আমরা মানুষকে বাক্য থেকে শিক্ষা দিতে পারি, ঈশ্বরের বাক্য ব্যাখ্যা করতে পারি। *ভবিষ্যদ্বাণী* বলতে এটিই বোঝায়। পৌল বলেন, লোভ (উদ্যোগী হও) করো। কতই না ভালো হতো যদি আমাদের জীবনে এই লিভের অনেক পরিমাণ পাওয়া যেত, ধার্মিক হওয়ার জন্য লোভ, নম্র হওয়ার জন্য লোভ, ঈশ্বরের রাজ্যে তাঁর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য লোভ, আমাদের জীবনে ঈশ্বরের জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য লোভ। এগুলি লিভের ইতিবাচক [উদাহরণ]।

১ তীমথিয় ৩:১ পদে *"লোভ"* বাক্যটি ব্যবহার করা হয়নি, কিন্তু প্রেরিত একজন ব্যক্তির বিষয়ে অনুমোদনের সাথে কথা বলেছেন যিনি বিশপের পদ কামনা করেন। তিনি নেতৃত্বের পদে ব্যবহৃত হতে চান। এটি অগ্রহণযোগ্য নয়। এটি একটি ভালো লোভ। হিতোপদেশ ১৮:২২ পদে এই বিষয়ে কথা বলা হয়েছে স্ত্রী খুঁজে পাওয়া [একটি ভালো জিনিস]। এখন, স্ত্রী খুঁজে পাওয়ার আগে স্ত্রী খুঁজে পাওয়ার একটা আকাঙ্ক্ষা থাকে। এটি একটি লোভ, একটি আন্তরিক অভিলাষ, একটি আকাঙ্ক্ষা। এটি খারাপ নয়। এটি পাপপূর্ণ নয়। তাই, দশম আজ্ঞা [লোভ] নিষিদ্ধ করে না। এটি আমাদের পাপপূর্ণভাবে লোভ করতে নিষেধ করে, এবং লোভ তখনই পাপী হয়ে ওঠে যখন আমি অন্যের সম্পত্তি বা [এমন কিছু] অধিকার করতে চাই যার উপর আমার কোন অধিকার নেই।

হবক্কূক ২:৯ পদে, ভাববাদী এমন একজনকে নির্দেশ করেছেন যিনি "তার ঘরের জন্য মন্দ লোভ" নিয়ে লোভ করেন। *মন্দ লোভ* শব্দটি হল, যখন আমি আমার প্রতিবেশীর ঘর, অথবা আমি আমার প্রতিবেশীর স্ত্রী, অথবা আমি তার সন্তান, অথবা তার দাস-দাসী, অথবা তার ব্যবসা, অথবা সম্ভবত তার পদবি, তার পদ বা তার মর্যাদা মন্দভাবে পেতে চাই। আমি আমার প্রতিবেশীর কাছ থেকে পাপপূর্ণ উপায়ে যা কিছু চাই তা হল লোভ, এবং লোভ করার অর্থ হল আমি সেই আকাঙ্ক্ষায় গ্রাস হয়ে গেছি। আমার এটি অবশ্যই থাকা উচিত। হয়তো আমি যে উপায় ব্যবহার করবো তাও ভুল এবং পাপপূর্ণ হবে। এটিই লোভ। আর অবশ্যই, আমাদের সকলের এই বিষয়ে সতর্ক থাকা উচিত যে একটি বৈধ ইচ্ছা প্রায়ই অবৈধ ইচ্ছাতে পরিণত হতে পারে অথবা একটি মন্দ লিভে পরিণত হতে পারে।

সন্তানরা প্রভুর দেওয়া উপহার, এবং প্রত্যেক দম্পতির জন্য তাদের বিবাহে সন্তান বরদানের লোভ, আন্তরিকভাবে কামনা করা স্বাভাবিক। এটি বৈধ, কিন্তু এমন একটি ইচ্ছা যা এখন অন্য কারো সন্তান ধারণ করতে দেখে আমাকে ঈর্ষান্বিত করে, তা খারাপ লিভে পরিণত হয়, অথবা এটি আমাকে সন্তান উৎপাদনের জন্য অবৈধ উপায় ব্যবহার করতে বাধ্য করে, অথবা এটি আমাকে একটি সন্তান চুরি করতে পরিচালিত করে। এখন, একটি বৈধ ইচ্ছা একটি মন্দ লিভে পরিণত হয়। এমনকি যখন এটি আমার প্রতিবেশীর যা আছে তা হারানোর জন্য আমাকে কোনওভাবে আনন্দিত করে, [সেটি] একটি লোভ যা মন্দ। মন্দ লোভ একটি নীরব ঘাতক এবং একটি প্রতারণামূলক পথ। এটি কেবল আমাদের যা আছে তা সম্পর্কে অন্ধই করে না, [বরং] এটি আমাদের পাপপূর্ণ কর্মেও বিপথগামী করতে পারে। তাহলে দশম আজ্ঞার সারমর্ম হলো, "তোমরা লোভ করিও না।" কিন্তু বন্ধুরা, দশম আজ্ঞার সাথে আমার এই কয়েকটি মন্তব্য ছাড়াও আরও অনেক কিছু আছে।

আসুন আবার পড়ি, দশম আজ্ঞায় বলা হয়নি, "তোমরা লোভী হইও না।" এটি বলে, "তোমরা লোভ করিও না।" এটি আরও গভীরে যায়। আসুন আবার স্মরণ করি, এবং এক মুহূর্তের জন্য পিছনে ফিরে যাই, বিধান কি? এই বক্তৃতাগুলিতে আমরা ঈশ্বরের বিধান সম্পর্কে কি শিখেছি? বিধান হল আমাদের স্রষ্টার প্রতিফলন, ঈশ্বরের সত্ত্বার হৃদয়ের প্রতিফলন। আমরা তাঁর সাদৃশ্যে তৈরি হয়েছি। আমরা কিভাবে জীবনযাপন করি এবং কিভাবে ভালোবাসি তাতে তাঁর সাদৃশ্য প্রতিফলিত করার জন্য আমাদের তৈরি করা হয়েছিল, কেবল বিভিন্ন গুণাবলীতেই নয় বরং নিখুঁত হওয়ার ক্ষেত্রে, পাপহীন হওয়ার ক্ষেত্রেও। এবং আমরা কিভাবে ঈশ্বরের সামনে বাস করি এবং আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে বাস করি তাতেও এটি প্রতিফলিত হয়েছিল। ঈশ্বর আমাদের এভাবেই তৈরি করেছিলেন।

আর এখন ঈশ্বর দশম আজ্ঞায় আমাদের আদেশ দেন, 'নয়টি আজ্ঞার প্রতিটি পালনে তোমরা নিখুঁত হও।' ঈশ্বর প্রতিটি আজ্ঞার সাথে তাঁর নিজের সত্ত্বার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দাবি করেন। আমাদের অস্তিত্বের মূল থেকে, একেবারে অন্তর থেকে, তিনি চান আমরা সর্বদা, সর্বসময়ে, সকল পরিস্থিতিতে, তাঁর পূর্ণতা প্রতিফলিত করি: "তুমি লোভ করিও না।" হাইডেলবার্গ ক্যাটেকিজম প্রশ্ন ১১৩,

এবং উত্তর, আমাদের দশম আজ্ঞার উপর অত্যন্ত উপযুক্ত ব্যাখ্যা দেয়। প্রথমে পুরো ব্যাখ্যাটি পড়ি। এতে লেখা আছে, ‘‘যেকোনো ক্ষুদ্রতম প্রবণতা বা চিন্তাও ঈশ্বরের আজ্ঞার বিপরীত,’’ লক্ষ্য করুন নয়টি আজ্ঞার কোনোটিই, ‘‘আমাদের হৃদয়ে কখনই জাগা উচিত নয়; বরং আমরা সর্বসময়ে আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে পাপকে ঘৃণা করি এবং সর্বসময়ে সমস্ত ধার্মিকতায় আনন্দ করি।’’ এটিই দশম আজ্ঞার মূল কথা।

আমি এটিকে কুষ্ঠরোগের বিধানের সাথে তুলনা করতে পারি। একটি ক্ষুদ্র কণা, একটি চুল সাদা হয়ে যাওয়া, কাউকে সম্পূর্ণরূপে অশুচি ঘোষণা করে কুষ্ঠরোগী। এবং দশম আজ্ঞার ক্ষেত্রেও তাই। দশম পদে, ঈশ্বর ঘোষণা করেছেন যে তাঁর প্রদত্ত নয়টি আজ্ঞার বিরুদ্ধে যে কোনও ইচ্ছা বা চিন্তা নিষিদ্ধ। না, এটি কেবল আমাদের হৃদয়ে বাস করাই উচিত নয়। এটি আমাদের হৃদয়েই বেঁচে থাকা বা থাকতে দেওয়াও উচিত নয়। না, আমাদের ধর্মতত্ত্ব যেমন ব্যাখ্যা করে, এটি কখনও আমাদের হৃদয়ে উত্থিত হওয়া উচিত নয়। ‘‘তুমি লিভী হইও না,’’ আমি বলেছিলাম, ‘‘তুমি লোভ করিও না’’- এর চেয়ে আলাদা। না, নয়টি আজ্ঞার বিরুদ্ধে যে কোনও ক্ষুদ্রতম আকাঙ্ক্ষাও আমাদের হৃদয়ে উত্থিত হওয়া উচিত নয়।

দশম আজ্ঞার চিমটি [সত্যিই] গভীরে যায়। এটি আমাদের দৈনন্দিন অস্তিত্বে আমাদের হৃদয়ের গভীরতম স্তরে প্রবেশ করে। আসুন একবার ভাবি যখন আমরা ক্লান্ত, চাপগ্রস্ত এবং বিহ্বল থাকি এবং সেই পরিস্থিতিতে আমরা উত্তেজিত হই, তখন দশম আমাকে কি বলে? গর্জন করার, ফিরে আসার, বা প্রতিশোধ নেওয়ার ইচ্ছাও আমার হৃদয়ে জাগবে না। যখনই এটি জাগে, আমি সপ্তম, ষষ্ঠ বা অষ্টম আজ্ঞা ভেঙে ফেলি। এটি ইতিমধ্যে নিজেই ভুল, কিন্তু এটি আমার হৃদয়ে জাগানো উচিত নয়। ‘‘তুমি লোভ করো না।’’ কিছুতেই না। যখন আমার চারপাশের অন্যরা সমৃদ্ধ হয়, তখন আসুন আমরা এটিকে সেভাবেই নিই, যখন আমার চারপাশের অন্যরা তাদের প্রত্যাশার চেয়ে বেশি কিছু পায়, যখন আমি সংগ্রাম করছি, যখন অন্যরা আনন্দ করছে, যখন আমি একের পর এক বিপর্যয় ভোগ করছি, তখন *তুমি লোভ করিও না* মানে তাদের সমৃদ্ধির জন্য অনিচ্ছাজনিত কোনও চিন্তাভাবনা আমার হৃদয়ে জাগবে না, অথবা তাদের কিছু ছিনিয়ে নিতে চাই এমন কোনও ঈর্ষা আমার হৃদয়ে জাগবে না, অথবা যখন অবশেষে তাদের ক্ষতি তাদের সাথে দেখা করে তখন কোনও গোপন আনন্দ জাগবে না। আমার হৃদয়ে জেগে উঠবে। ‘‘তুমি লোভ করিও না।’’ এটি আসা উচিত নয়।

অথবা, একজন কৃষকের উদাহরণ, ধরুন যিনি বিশ্রামবার পালন করছে। সূর্য উত্তপ্ত। ফসল দেরিতে এসেছে, অথবা মাঠে খড় [পড়ে আছে], এবং আগামীকাল বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ‘‘তুমি লোভ করিও না।’’ কি? রবিবার শেষ হয়ে গেলে আমরা ফসল কাটতে পারব এমন কোন ইচ্ছা নেই। এটি চতুর্থ দিনের বিরুদ্ধে অপরাধ হবে। অথবা, আমাদের প্রতিবেশীরা যারা তাদের ফসল কেটেছে তাদের প্রতি আমাদের হৃদয়ে কোন ঈর্ষা জাগবে না। আপনি কি অনুভব করতে পারেন যে এই দশম আজ্ঞা কতটা গভীর? দশম আজ্ঞায়, ঈশ্বর আদেশ দেন যে আমরা অন্য নয়টি আজ্ঞাকে যেন নিখুঁতভাবে পালন করি। ঈশ্বর আমাদের কেবল পবিত্র করতে আদেশ দেন না, বরং পবিত্র হতে আদেশ দেন। পবিত্র হওয়া আমাদের সত্ত্বার অন্তঃস্থলে যায়।

বন্ধুরা, দশম আজ্ঞায়, ঈশ্বর অন্য সমস্ত নয়টি আজ্ঞার ভিত্তি স্থাপন করেন। এটি আপনার কাজের আগে, আপনার কথার আগে, আপনার চিন্তার আগে আসে। আমাদের হৃদয় কেবল স্ফটিকের ঝর্ণা হতে হবে যা আমরা চিন্তা করি বা কাজ করি বা ইচ্ছা করি বা কল্পনা করি। আর তাই, ঈশ্বর দশম আজ্ঞায়, আমরা যাকে আদি পাপ বলি, সেখানে পৌঁছান। আমাদের হৃদয়ের সেই ঘোলাটে, নোংরা ঝর্ণাটিকে সেখানে থাকতে দেওয়া হয় না এবং কাজ করাতে দেওয়া হয় না, বরং এটিই আমাদের গভীরতম প্রয়োজন।

এখন আমাদের সমাজে আদি পাপের বাস্তবতাকে চরমভাবে অস্বীকার করা হচ্ছে এবং উপেক্ষা করা হচ্ছে। ধর্মনিরপেক্ষ জগৎ আমাদের হৃদয়ের পাপপূর্ণতা সম্পর্কে শুনতে চায় না। আমাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা এবং প্রবণতাগুলিকে প্রকাশ করার জন্য স্থান দেওয়া উচিত। আমরা শুনি, মানুষের স্বাধীনতার প্রয়োজন। আমাদের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার স্বাধীনতা তার প্রয়োজন, যতক্ষণ না আমরা অন্যদের ক্ষতি করি। কিন্তু, এটি ঈশ্বরকে অসন্তুষ্ট করে কিনা বা বিবাহ, আমাদের যৌনতা, সমাজ বা মণ্ডলীর ক্ষেত্রে ঈশ্বরের নির্ধারিত ইচ্ছার বিরোধিতা করে কিনা, যতক্ষণ না আমাদের নিজেদের মতো থাকার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, ততক্ষণ তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটি দশম আজ্ঞার পরিপন্থী। ঈশ্বরের ইচ্ছা হল: ঈশ্বর এবং আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি ভালোবাসার বিশুদ্ধ ও নিখুঁত বিধানের বিরুদ্ধে তুমি কিছু লোভ করো না, আমাদের চিন্তাভাবনায় নয়, আমাদের কথায় নয়, আমাদের কাজেও নয়, এমনকি আমাদের নিজের হৃদয়ের উৎসেও নয়।

এখন যদি আপনি অনুভব করেন যে আমাদের আত্মার এই আধ্যাত্মিক MRI আপনার আত্ম-প্রতিচ্ছবিকে মারাত্মক আঘাত করে, তাহলে আপনি তা ভালোভাবেই অনুভব করেছেন। রোমীয় ৭ পদে প্রেরিত কি এই বিষয়েই লিখেছিলেন, যখন তিনি অনুভব করলেন যে ঈশ্বর তাঁর কাছে ‘‘লোভ করিও না’’ নিয়ে আসলেন? তিনি নিজের আত্ম-প্রতিচ্ছবিতে মারা গিয়েছিলেন। তাই ঈশ্বর দশম আজ্ঞায় এটিই নিষেধ করেছিলেন, কিন্তু এখন দশম আজ্ঞায় ঈশ্বর কি দাবি করেন? তিনি যা নিষেধ করেছিলেন তার চেয়েও এটি আরও কঠিন। বন্ধুরা, দশম আজ্ঞার গভীরতা আমরা সত্যিকার অর্থে তখনই বুঝতে পারব, যখন আমাদের জীবনের শুরুটি ঈশ্বরের সাথে নেওয়া হবে, যাঁকে আমাদের জীবনে প্রতিফলিত করতে হবে আমরা যেমত সৃষ্টি হয়েছি।

আর, যীশু আমাদের মথি ৫-এ আদেশ দেন, ‘‘তোমাদের স্বর্গীয় পিতা যেমন সিদ্ধ, তোমরাও তেমনি সিদ্ধ হও।’’ আর এর অর্থ কি? সিদ্ধ (নিখুঁত) মানে কি? এর অর্থ হল আমরা আমাদের সমস্ত পাপকে আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে ঘৃণা করি। ঘৃণা একটি

তীব্র বাক্য। ঘৃণা কেবল অনুভূতি নয়; এটি কর্মও। নিখুঁত হওয়ার অর্থ হল আমরা আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে সমস্ত পাপকে ঘৃণা করি। আমাদের সকলেরই আমাদের অন্তরের পাপ আছে, আমাদের ব্যক্তিগত পাপ, তা সে গর্ব, ক্ষমতা, যৌন কামনা, অর্থের প্রতি ভালোবাসা, প্রতিপত্তি, নিয়ন্ত্রণ, আনন্দ যাইহোক। এখন, নিখুঁত হওয়ার অর্থ হল আমরা কেবল এই পাপগুলির বিরুদ্ধে লড়াই ও প্রতিরোধ করি এবং সেগুলিকে কেটেই ফেলি না, বরং আমাদের ঘৃণা করা উচিত। এই সমস্ত পাপ কখনও আমাদের হৃদয়ে উঠা উচিত নয়। আমাদের ঈশ্বরকে প্রতিফলিত করতে হবে। আমাদের তাঁর মতো হতে হবে। এটি ঈশ্বরের হৃদয়ে নেই। এই পাপগুলির কোনওটিই তাঁর হৃদয়ে নেই। এগুলি আমাদের হৃদয়ে উঠা উচিত নয়।

নিখুঁত হওয়ার অর্থ হল আমাদের সর্বদা আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে সমস্ত পাপকে ঘৃণা করা উচিত। আমাদের সকলেরই এমন মুহূর্ত থাকে যখন আমরা আমাদের অহংকার, বা আমাদের মন্দ কামনা এবং আমাদের পরামর্শগুলিকে প্রশ্রয় দিতে চাই। [এটি] বিশেষ করে সেই মুহূর্তগুলি যখন আমরা একা থাকি বা যখন আমরা একান্তে থাকি তখন শয়তান তার প্রচেষ্টা দ্বিগুণ করে দেয় যেমনটি সে প্রান্তরে যীশুর সাথে করেছিল। কিন্তু এখানেই সকল সত্য ধর্মের মূল কথা, কেবল শয়তান এবং তার মিথ্যাচারকে না বলা নয়, বরং সর্বদা, সকল পরিস্থিতিতে তার পরামর্শের বিরুদ্ধে সর্বদা একটি নিখুঁত হৃদয় থাকা। এটিই কি পরিপূর্ণ হওয়ার শেষ এবং মাত্রা? না, হাইডেলবার্গ ক্যাটেকিজমের আরও একটি বক্তব্য রয়েছে। এটি বলে যে "আমরা সর্বদা আমাদের সমস্ত হৃদয় দিয়ে সমস্ত ধার্মিকতায় আনন্দ করি।"

এখন, আনন্দ বাক্যটি লক্ষ্য করুন। ঈশ্বর ধার্মিকতায় আনন্দিত হন। আমাদের আনন্দ করা, আনন্দ গ্রহণ করা, আনন্দ খুঁজে পাওয়া, কেবল জীবনের ভালো জিনিসগুলিতে নয়, বরং ধার্মিকতায়। এখন ধার্মিকতার অর্থ কি? এর অর্থ সঠিক হওয়া এবং সঠিক কাজ করা। ধার্মিকতা, বন্ধুরা, অন্য গাল ঘুরিয়ে আনন্দ করা এবং তা করতে আনন্দ করা। ধার্মিকতা হল অতিরিক্ত মাইল যেতে এবং তা করতে আনন্দ করা। এটিই ধার্মিকতা। যারা আমাদের অসন্তুষ্ট করেছে তাদের ক্ষমা করতে প্রস্তুত থাকতে এবং তারপর তা করতে প্রস্তুত থাকতে আমাদের আনন্দ করতে হবে, এবং তারপর তা প্রস্তুত, আনন্দ এবং খুশির সাথে করতে হবে। এটিই ধার্মিকতা।

সিনয় পর্বতে প্রদত্ত এই শেষ আদেশে এই আদেশটি কতটা গভীরভাবে প্রবেশ করেছে তা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন? দশম আজ্ঞায় ঈশ্বর আমাদের মনোযোগ আমাদের হৃদয়ের দিকে চালিত করেন, প্রতিটি আজ্ঞার সাথে সম্পর্কিত। তাই আমি বলেছি এটি দশম তলার মতো নয়। এটি নয়টি তলার অভ্যন্তরীণ কাঠামো এবং তারগুচ্ছের মতো। এটি সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।

ঈশ্বর বলেন, আমাদের প্রতিটি আদেশে আমাদের স্রষ্টার হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি প্রদর্শন করতে হবে। এই আদেশের গভীরতা দেখে কে অভিভূত হয় না? কিন্তু আপনি কি এটিও বুঝতে পারেন কেন এটি এত গুরুত্বপূর্ণ? এবং কেন এটি ঈশ্বরের সাথে এবং একে অপরের সাথে আমাদের জীবনের আনন্দ, সুখ এবং সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থিত? এই দশম আদেশে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কেবল আমাদের অভিভূত করা। তাঁর উদ্দেশ্য হল আমাদের দোষী সাব্যস্ত করা, গভীরভাবে ক্ষতবিক্ষত করা, এই সত্যটি ফিরিয়ে আনা যে আমাদের একজন ত্রাণকর্তার প্রয়োজন।

আর বন্ধুরা, এই সত্যটি আরও বেশি করে প্রকাশিত হয় যখন আমরা নিজেদেরকে মনে করিয়ে দিই যে সমস্ত আদেশের বিরুদ্ধে পাপ আমাদের কাছ থেকে মুছে ফেলা যায় না। পাপ মোকাবিলা করার জন্য মানুষের উপায় অপর্যাপ্ত। আমাদের অস্তিত্বের গভীরে এই পাপগুলি, যেমন আমি এই দশম আদেশে এখন এখানে তুলে ধরেছি, প্রায়ই আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। এবং প্রকৃতপক্ষে, এই নয়টি বক্তৃতায়, এই দশম বক্তৃতা সহ, বিধানের দিকে তাকানোর ক্ষেত্রে আমরা যা করেছি তা হিমশৈলের ডগা মাত্র। এটি কেবল ঈশ্বরকে আমাদের সমস্ত হৃদয়, মন, শক্তি এবং আত্মা দিয়ে ভালোবাসা এবং আমাদের প্রতিবেশীকে নিজেদের মতো করে ভালোবাসার অর্থ কি, সেই বিষয়ে উপরিভাগে খোঁচা মারা মাত্র। ঈশ্বর আমাদের অপরাধবোধের অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞতা কিছুটি তুলে ধরেছেন। এবং, আসুন আমরা একমত হই; এটি একটি ভয়ঙ্কর অবস্থা যা চোখের সামনে আসে যখন আমরা ঈশ্বরের বিধানের আয়নায় তাকাতে শুরু করি এবং নিজেদের প্রতিফলন দেখতে শুরু করি।

তাই, আসুন আমরা ঈশ্বরের বিধানের উপর এই বক্তৃতাটি শেষ করি, কেবল এই নোটে নয়। ঈশ্বরের বিধান, যেমন আমরা প্রায়ই বলেছি, পাপ প্রকাশ করার জন্য তাঁর উপায়, কিন্তু তা অপসারণের জন্য তাঁর উপায় নয়। আমরা কতটা দোষী এবং কতটা নোংরা তা দেখানোর জন্য এটি আয়না, এবং আমরা এই আদেশেও লক্ষ্য করেছি। ঈশ্বর আমাদের অহংকার ভাঙতে এবং আমাদের অহংকারকে বিনীত করার জন্য বিধানকে হাতুড়ি হিসাবে ব্যবহার করবেন, এবং আমরা যত বেশি আমাদের "করুন" বলার বিধানের কণ্ঠস্বর শুনতে পাব, তত বেশি আমাদের বুঝতে হবে যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য আমাদের কাছে সেই সুসমাচারের কণ্ঠস্বরের প্রতি সতর্ক করা, যা "সম্পন্ন" ঘোষণা করে। আর তাই, আমি এই দশম আজ্ঞাটি শেষ করতে চাই যর্দন নদীর ধারে দাঁড়িয়ে যোহন বাপ্তিস্মদাতা যা বলেছিলেন তার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, "ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান।"

শেষ আদম পাপীদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে এসেছিলেন, পাপীরা যারা তাদের ধার্মিক বিচারকের সামনে দোষী সাব্যস্ত হয়, পাপীরা যারা একজন মহিমান্বিত এবং পবিত্র ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছে, এবং পাপীদের যাদের তাঁকে সন্তুষ্ট করার মতো কিছুই নেই যিনি সমস্ত অপবিত্রতার জন্য ভস্মীভূত আগুন। এবং, যোহন সকলের দৃষ্টি যীশু খ্রীষ্টের দিকে নিবদ্ধ করেছিলেন, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপ দূর করেন। তিনি কিভাবে তা করেছিলেন? তিনি ব্যবস্থা পূর্ণ করতে এসেছিলেন। মথি ৫ স্মরণ করুন,

“আমি ব্যবস্থা লোপ করিতে আসি নাই, কিন্তু পূর্ণ করিতে আসিয়াছি।” শুধুমাত্র ঈশ্বর জীবন্ত ও প্রেমিক এবং তাঁর প্রতিবেশী পথ [বিধানের] গভীরতা এবং চাহিদার পরিপূর্ণতাও ছিলেন না, বরং ক্রুশে মারা যাওয়ার সময় প্রেমের চূড়ান্ত উপহারে পাপীদের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার পথও ছিল [বিধানের একটি পরিপূর্ণতা]।

আর তাই, আমি আপনাকে একজন প্রাচীন প্রচারকের উক্তিটি মনে করিয়ে দিতে পারি, ‘পতিত পাপী হিসেবে আমাদের আশা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাজ করা এবং মৃত্যুতে নিহিত।’ তিনি হলেন একজন পাপীর ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসার দরজা, একমাত্র দরজা। ঈশ্বর পারেন না, এবং তিনি তাঁর ১০টি আজ্ঞার মানকে কমিয়ে আনবেন না। তিনি পূর্ণতার চেয়ে কম কিছুতেই সন্তুষ্ট হবেন না। এবং এখন যীশু খ্রীষ্টের মধ্যে, তিনি আমাদের জন্য এমন একটি বিধান-আনুগত্যের ব্যবস্থা করেছেন যা তাঁকে সর্বোচ্চ স্তরে সম্মান করে। সেই মহান মহাযাজক প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দিকেও ফিরে যেতে দ্বিধা করবেন না, কারণ তাঁর মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে আসা সকলকে তিনি সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করতে সক্ষম। এবং তাই, তাঁর জরুরি আহ্বানে মনোযোগ দিন।

এই ১০টি আজ্ঞা পড়ার পর, যখন আমরা আমাদের করুণাময় ঈশ্বর আমাদের যা করতে বলেন এবং আমাদের পবিত্র ঈশ্বর আমাদের যা করতে বলেন, তা করতে ব্যর্থ হই, তখন কে ভারী হৃদয় অনুভব করে না। আর তাই, আজও যীশু আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন, “তোমরা যারা বিধান মেনে চলার চেষ্টা করো, বিধানকে সম্মান করার চেষ্টা করো, অপরাধবোধ দূর করার চেষ্টা করো এবং ভারী বোঝা বহন করো, তোমরা সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।” আর সেই বিশ্রাম কি? সেই বিশ্রাম হল পাপের মূল্য হিসেবে তাঁর বলিদান। সেটি হল শান্তির বালিশ হিসেবে তাঁর আনুগত্যের বিশ্রাম, এবং সেটিই হল তাঁর ক্ষমতা ও শক্তির বিশ্রাম যা আমাদের পবিত্রতার পথে পরিচালিত করে।

ধন্যবাদ। ঈশ্বর এই কথাগুলিকে আশীর্বাদ করুন। ঈশ্বরের বিধান এবং অনন্তকাল সম্পর্কে আমাদের একসাথে বিবেচনা করার জন্য আরও একটি বক্তৃতা আছে।

বক্তৃতা ১৮

শ্বাশতকালের বিধান

আর ঈশ্বর এই সমস্ত কথা বললেন... এভাবেই দশ আজ্ঞা শুরু হয়, যেমনটি মোশি লিখেছিলেন। ধূঁয়ায় ভরা পাহাড়ের চূড়া থেকে মহিমাময় ঘোষণার পর, ঈশ্বর নিজেই দুটি পাথরের ফলকের উপর দশটি আজ্ঞা লিখেছিলেন। যদিও আজ পাথরের ফলকগুলি হারিয়ে গেছে, তথাপি আমাদের উপর এর তাৎপর্য হারিয়ে যাওয়া উচিত নয়। এগুলি স্থায়ী হওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এগুলি এখনও ঈশ্বরের নিখুঁত ইচ্ছা এবং সত্ত্বার প্রতিফলন। এগুলি ঘোষণা করে যে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি এবং আমাদের সহমানবদের প্রতি আমাদের প্রেম আসলে কেমন দেখায়। কিন্তু যীশু যখন নতুন আকাশের নীচে নতুন জগতে প্রবেশ করবেন তখন বিধানের স্থান এবং বিষয়বস্তু কি হবে? সিনয় পর্বতের বিধান কি ইতিহাস হয়ে থাকবে?

প্রতিলিপি বক্তৃতা ১৮

প্রিয় বন্ধুরা, ঈশ্বরের বিধানের উপর আমাদের সিরিজের শেষ বক্তৃতায় আপনাকে স্বাগতম। এটি "অনন্তকাল ধরে ঈশ্বরের বিধান" শিরোনামে থাকবে। ঈশ্বরের বিধান অধ্যয়নের জন্য আমাদের যাত্রায়, আমি আশা করি আপনার মনে আছে যে আমরা বিধানদাতার মহিমা এবং বিধানের সাথে তাঁর সম্পর্কের দিকে দৃষ্টিপাত করা ও বিবেচনা করার মাধ্যমে শুরু করেছিলাম। এবং আমরা আবিষ্কার করেছি যে ঈশ্বরের মহিমা কেবল সৃষ্টি, বস্তুজগতেই নয়, বরং তাঁর পবিত্র বিধানের সৌন্দর্যে নৈতিকভাবেও আমাদের কাছে প্রকাশিত হয়, যা প্রায়ই বাইবেলে তাঁর পবিত্রতার সৌন্দর্য হিসাবে উদযাপিত হয় (১ম বংশাবলি ১৬:২৯, গীতসংহিতা ৯৬:৯)।

অবশেষে আমরা যখন বিধানটি বিবেচনা করতে এসেছি, তখন আমরা লক্ষ্য করেছি যে এমনকি বিধানপুস্তকেও, অধিকতর বিধানপুস্তকের জন্য অসাধারণ, ঈশ্বরের মহিমা বিভিন্ন বিন্দুতে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। এটি ইতিমধ্যেই প্রস্তাবনা থেকে শুরু হয় যখন প্রভু আমাদের সেই করুণাময় প্রেক্ষাপটের কথা মনে করিয়ে দেন যেখানে তিনি আমাদের বিধান দিয়েছেন। দ্বিতীয় আদেশে যা *"করুণা"* শব্দটির মধ্য দিয়ে এসেছে, যেখানে তিনি করুণার প্রতিশ্রুতি দেন যদিও আমরা বিধানটি পুরোপুরি পালন করি না। কেউই তা করে না। পঞ্চম আজ্ঞায় দীর্ঘস্থায়ী এবং আশীর্বাদপূর্ণ জীবনের প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়েছে যদি আমরা পঞ্চম আজ্ঞাকে সম্মান করি।

সুতরাং, আমরা এখান থেকে শিখেছি যে ঈশ্বরের বিধান কেবল একজন সার্বভৌম রাজার করণীয় এবং [অনুচিত] বিধিগুলির একটি কঠোর নিয়ম বই নয় যা আমাদের বলে, 'আমি চাই তোমরা এভাবেই জীবনযাপন করো।' না, আমরা দেখেছি যে বিধান হল ঈশ্বর ও আমাদের মধ্যে এবং আমাদের ও অন্যদের মধ্যে সম্পর্ক রক্ষা করার নিয়ম বই। ঈশ্বরের পবিত্র বিধানের মূল উদ্দেশ্য ছিল এটি। এগুলি একে অপরের সাথে আমাদের সম্পর্ককে সংজ্ঞায়িত করার জন্যও ছিল। সেইজন্য, ঈশ্বরের বিধান কেবল বাধ্যতা বা বশ্যতার জন্যই পালন করা উচিত নয়। বিধানে তিনি তাঁর প্রেম ও উদ্বেগ ঘোষণা করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন যে আমরা কিভাবে এই পৃথিবীতে বাস করতে পারি, জীবনের সৌন্দর্য এবং তাঁর মহাবিশ্বের মধ্যে আমাদের অস্তিত্বের সৌন্দর্য উপভোগ করতে পারি। যোহন ১৩-এর একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে যীশু এটিকে খুব সংক্ষেপে বলেছেন, যখন তাঁর ভক্তিমূলক প্রেমের একটি সুন্দর উদাহরণের পরে, তিনি লিখছেন "এ সকল যখন তোমরা জান, ধন্য তোমরা, যদি এ সকল পালন কর" (পদ ১৭)।

যে বিষয়গুলির কথা যীশু বলছেন তা হল তাঁর শিষ্যদের পা ধোওয়ানোর সময় তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রতি যে ভক্তিপূর্ণ ভালোবাসা দেখিয়েছিলেন, তা কেবল তাঁর ভক্ত শিষ্যদেরই নয়, ঈষ্করোতীয় যিহূদার পাও ছিল। আমরা যদি এই কাজগুলি করি তবে আমরা ধন্য। এবং এটি ঈশ্বরের পবিত্রতা সম্পর্কে আমরা যা শিখেছি তার সাথে সম্পর্কিত, কেবল এটিকে পাপহীনতা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করার জন্য নয়, যদিও এটি একটি ভালো সংজ্ঞা। পবিত্রতা তার চেয়েও বেশি। এটি ঈশ্বরের ভক্তিমূলক প্রেম বর্ণনা করার জন্য বাক্য যা বিশুদ্ধ ও একচেটিয়া এবং তীব্র ও স্থায়ী। এবং ঈশ্বরের ভক্তিমূলক প্রেমের এই চরিত্রটি তাঁর সত্ত্বার সারাংশ এবং এক অর্থে বিধানেরও সারাংশ। যীশু আমাদের যেমন শিখিয়েছিলেন, বিধানকে এক কথায় সংক্ষেপিত করা হয়েছে, সমস্ত ১০টি আদেশ হল: প্রেম।

এখন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মতো নিখুঁতভাবে কেউ প্রেম করেনি এবং ভক্তিপূর্ণভাবে কেউ ভালোবাসেনি। কিন্তু সেখানে আমরা দেখতে পাই যে প্রেমের অর্থ কি। ঈশ্বরকে ভক্তিপূর্ণভাবে প্রেমের অর্থ হল তিনি তাঁর পিতার পানপাত্রটি গ্রহণ করেছিলেন এবং তা একেবারে পান করেছিলেন, আর প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে প্রেমের অর্থ হল তিনি তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এবং ভক্তির

পরিধি দেখানোর জন্য স্বর্গের ঊর্ধ্বে নরক বেছে নিয়েছিলেন। আর তাই, আসুন আমরা বারবার নিজেদেরকে স্মরণ করিয়ে দিই যে আমরা যা শিখেছি তার প্রেমই হল মূল কথা। যীশু ফরিসীদের [সেটি] মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, এবং আমরা শিখেছি যে আমাদের প্রতি একটি বক্তৃতায়, যখন তিনি [ইঙ্গিত করেন] তাঁহাকে [ঈশ্বরকে] প্রেম করা এবং প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করা সমস্ত হোম ও বলিদান হইতে শ্রেষ্ঠ, [যেমন একজন শাস্ত্রবিদ তাঁর পূর্ববর্তী শিক্ষা থেকে অনুমান করেছেন] (মার্ক ১২:৩৩), ধর্মের যেকোনো প্রকাশের চেয়েও বেশি।

তাই আমরা গভীরভাবে বিবেচনা করার পর, বিধানদাতা, আমরা স্বর্গের প্রথম মানবদের সম্পর্কে চিন্তা করেছি। আমরা দেখেছি যে তারা ঈশ্বরের বিধান, আদি বিধান, যা তাদের হৃদয়ে লেখা ছিল, তা জানত। এবং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, রোমীয় ২ অধ্যায়ে আমরা যা পড়েছি যেখানে পৌল মানুষ, পতিত মানুষ, অর্থাৎ, এই পতিত পরিস্থিতিতেও এবং বাইবেলে ব্যবস্থার জ্ঞান ছাড়াই, মানবজাতি পূর্বে যা ছিল তার ছাপ বা ঝলমলে অবশিষ্টাংশ প্রকাশ করে। আমরা রোমীয় ২:১৪ পদে এটি পড়তে পারি যখন পৌল অইহুদিদের কথা উল্লেখ করেন যাদের কাছে ব্যবস্থা নেই এবং তারা কিছু পরিমাণে ব্যবস্থায় লিখিত কাজ করে, যার ফলে তাদের হৃদয়ে বিধানের কাজ যে লেখা আছে তা দেখা যায়। এমনকি তাদের বিবেকও তারা কি করে বা করে না সে সম্পর্কে চিন্তিত করছে।

প্রথম আদম সম্পর্কে সেই প্রথম বক্তৃতা আমাদের শেষ আদম, যীশু খ্রীষ্টকে বিবেচনা করতে নিয়ে আসে। তিনি পৃথিবীতে একজন পাপহীন সত্ত্বা হিসেবে এসেছিলেন এবং তিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন যে তিনি বিধান ধ্বংস করতে বা বাতিল করতে বা পরিবর্তন করতে বা পুনর্লিখন করতে আসেননি, বরং তিনি তা পূর্ণ করতে এসেছেন। তাই আমরা যীশুর জীবনের দিকে তাকালে, বিধান পূরণ কেমন দেখাত তা অধ্যয়ন করেছি। আর এই বাক্যটির বিভিন্ন দিক আছে, কিন্তু আজকের আলোচনার জন্য সবচেয়ে [প্রাসঙ্গিক] দিকটি হল, তিনি তাঁর পিতা এবং তাঁর প্রতিবেশীর প্রতি আনুগত্য ও সেবার মাধ্যমে বিধানটি পূর্ণ করলেন। আর আপনার ব্যক্তিগত ভক্তির জন্য সেই সংযোগ, যদি আপনি ১ করিন্থীয় ১৩ পদে যান, যা প্রেম বা দয়ার কাজ সম্পর্কে মহান অধ্যায়, এটি একবার পড়ুন এবং *দয়ার কাজ* শব্দটির পরিবর্তে *যীশু* শব্দটি ব্যবহার করুন, এবং আপনি যীশু যেমন ছিলেন ও আমাদের যেমন হওয়া উচিত তেমনই প্রেমের একটি সম্পূর্ণ চিত্রকে সবচেয়ে বেশি পাবেন।

এখন এই শেষ বক্তৃতায়, আমি অনন্তকালীনতায় সেই বিধানের অর্থ কি তা অন্বেষণ করতে চাই। ঈশ্বর যখন তাঁর নির্বাচিতদের একটি নতুন স্বর্গ এবং নতুন পৃথিবীতে একত্রিত করবেন তখন তাঁর বিধানের অবস্থা কি হবে? ঈশ্বর কি তখন বিধান প্রতিস্থাপন করবেন? এটি কি নতুন জগতের সাথে পুনর্লিখিত বা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে, নাকি মূল বিধান এখনও কার্যকর থাকবে? এই প্রশ্নে ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করার পর আমার উপসংহার হল যে আদম ও হবার হৃদয়ে যে মূল বিধান লেখা হয়েছিল এবং স্বর্গে পরিপূর্ণতার সময় সংক্ষিপ্তভাবে বেঁচে ছিল তা একটি নতুন পৃথিবীতে, এখনও সেই বিধান হবে যা মানবজাতিকে পরিচালনা করবে, মুক্তিপ্রাপ্ত করবে এবং নতুনীকরণ করবে। যে বিধান অন্তত তার প্রাথমিক পর্যায়ে ঈশ্বরের সন্তানদের হৃদয়ে নতুন জন্ম এবং পবিত্রীকরণে পুনর্লিখিত হয়েছিল, তা হবে পরিপূর্ণতার বিধান যখন ঈশ্বর তাঁর লোকদের নতুন পৃথিবীতে নিয়ে আসবেন। এবং তাই, আমার উপসংহারে, আমি সাতটি প্রমাণ দিয়ে ঈশ্বরের মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের জন্য স্থায়ী এবং চিরন্তন বিধান হিসাবে অনন্তকালের এই বিধানকে সমর্থন করতে চাই। এই প্রমাণগুলি কি?

আমার কাছে সাতটি আছে, এবং প্রথমটি সেই সরল বিবৃতিতে ফিরে যায় যে ঈশ্বর তাঁর নিজের আঙুল দিয়ে দুটি পাথরের ফলকের উপর বিধান লিখেছিলেন। বন্ধুরা, বাইবেলের কোনও অংশ কখনও ঈশ্বরের ব্যক্তিগত আঙুল দিয়ে দুটি পাথরের ফলকের উপর লেখা হয়নি। তিনি এটি অর্পণ করেননি। তিনি অন্য কাউকে তা করার অনুমতি দেননি। তিনি নিজেই ঈশ্বরের বিধানের গুরুত্ব ঘোষণা করার জন্য, নিঃসন্দেহে প্রতীকিভাবেও স্থায়ীত্ব ঘোষণা করার জন্য এটি করেছিলেন। মোশি মারা গেছেন; হারোণ মারা গেছেন, এবং সিনয় পর্বতের চারপাশে দাঁড়িয়ে থাকা ইস্রায়েলীয়রাও মারা গেছেন, কিন্তু ঈশ্বরের বিধান আজ চিরকাল স্থায়ী। আমার মনে হয়, পবিত্র শাস্ত্রে আমরা সাতবার লিপিবদ্ধ পাই যে ঈশ্বর তাঁর নিজের আঙুল দিয়ে দুটি পাথরের ফলকে ১০টি আদেশ লিখেছিলেন। এটিই আমার প্রথম যুক্তি।

অনন্তকালের বিধান একই থাকবে এই আশার পক্ষে, অথবা এই দৃঢ় বিশ্বাসের পক্ষে আমার দ্বিতীয় যে প্রমাণ তা হল ঈশ্বরের বাক্য যিরমিয় ৩১:৩১-৩৪ পদে তাঁর নির্বাচিত মণ্ডলীর প্রতি তাঁর চুক্তির প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ করে। সম্পূর্ণ অনুচ্ছেদটি না পড়ে আমি বরং কয়েকটি বিবৃতি তুলে ধরি। ঈশ্বর বলেন, 'আমি ইস্রায়েল-কুলের ও যিহূদা-কুলের সহিত এক নূতন নিয়ম স্থির করিব। মিসর দেশ হইতে তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে বাহির করিয়া আনিবার জন্য তাহাদের হস্তগ্রহণ করিবার দিনে আমি তাহাদের সহিত যে নিয়ম স্থির করিয়াছিলাম, সেই নিয়মানুসারে নয়; আমি তাহাদের স্বামী হইলেও তাহারা আমার সেই নিয়ম লঙ্ঘন করিল, ইহা সদাপ্রভু কহেন। কিন্তু সেই সকল দিনের পর আমি ইস্রায়েল-কুলের সহিত এই নিয়ম স্থির করিব, ইহা সদাপ্রভু কহেন, আমি তাহাদের অন্তরে আমার ব্যবস্থা দিব, ও তাহাদের হৃদয়ে তাহা লিখিব; এবং আমি তাহাদের ঈশ্বর হইব, ও তাহারা আমার প্রজা হইবে। আর, 'তোমরা সদাপ্রভুকে জ্ঞাত হও,' এই কথা বলিয়া তাহারা প্রত্যেকে আপন আপন প্রতিবাসীকে ও আপন আপন ভ্রাতাকে আর শিক্ষা দিবে না; কারণ তাহারা ক্ষুদ্র ও মহান সকলেই আমাকে জ্ঞাত হইবে।'

এখন সেটা কোন বিধান হবে? ঈশ্বর তাঁর লোকেদের হৃদয়ে শেষকালে কোন বিধান লিখবেন? আদম ও হবার হৃদয়ে তিনি যে বিধান লিখেছিলেন তার চেয়ে কি এটি আলাদা হবে? আমরা ঈশ্বরের বিধান এবং সাধুদের দিকে তাকিয়ে ইতিমধ্যেই এটি বিবেচনা করেছি। এখন বন্ধুরা, ঈশ্বর কি তাহলে এই লোকেদের উপর ১০টি আদেশের বিধান লিখবেন যাতে তারা যখন গৌরবান্বিত হবে তখন তিনি তাদের হৃদয়ে যা লিখেছিলেন তা পুনর্লিখন করতে বা পরিবর্তন করতে পারেন, যখন আমরা অনন্তকালীন আবাসে পৌঁছে যাব তখন কি তিনি তাদের হৃদয়ে যা লিখেছিলেন তা সত্যিই বাতিল করতে পারেন? না। বাইবেলে লেখা আছে যে বিশ্বাস চলে যাবে, এবং আশা শেষ হয়ে যাবে, আর প্রয়োজন হবে না, কিন্তু দয়ার কাজ চিরকাল স্থায়ী হয়, এবং দয়ার কাজ হল ঈশ্বরের ব্যবস্থার সারাংশ।

তৃতীয় সমর্থন হল ঈশ্বরের বাক্য মথি ৫:১৮ পদে ঈশ্বরের ব্যবস্থার স্থায়ীত্ব সম্পর্কে যীশুর জোরালো শিক্ষা লিপিবদ্ধ করে। তিনি সেখানে বলেন, "কেননা আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ব্যবস্থার এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে।" আমাদের পক্ষে এই সিদ্ধান্তে আসা কতটা অযৌক্তিক যে বর্তমান আকাশ ও পৃথিবী আক্ষরিক অর্থেই চলে যাওয়ার পরে, ঈশ্বরের ব্যবস্থাও লোপ পাবে। এর অর্থ ঈশ্বরের চরিত্রের পরিবর্তন। এর অর্থ ঈশ্বরের ব্যবস্থার প্রতিফলনে পরিবর্তন, এবং এটি প্রয়োজনীয় বা সম্ভব নয়। তাই, আমরা কেবল এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি যে সেই একই বিধান এই আকাশ ও পৃথিবীর বাইরেও থাকবে, এবং এটি আমাকে আমার চতুর্থ সমর্থনকারী প্রমাণে নিয়ে আসে: ঈশ্বরের বাক্য একটি নতুন আকাশ ও একটি নতুন পৃথিবীর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করে।

দ্বিতীয় পিতরের পুস্তকে [এবং] প্রকাশিত বাক্য পুস্তকে, একটি নতুন স্বর্গ এবং একটি নতুন পৃথিবী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এখন গ্রীক ভাষায় *"নতুন"* শব্দটির অর্থ হল নতুনীকরণ, নতুন করে তৈরি করা যা ক্ষয়প্রাপ্ত বা দুর্বল বা পুরাতন, একেবারে নতুন নয় এবং সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে নতুন কিছু দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় না, বরং এমন কিছু যা সেখানে ছিল এবং নতুনীকরণ করা হয়। একটি উদাহরণ যা এই বাক্যটিকে স্পষ্ট করে তুলবে তা হল ঈশ্বর যখন আমাদের একটি নতুন হৃদয় দেন তখন আমাদের নতুন জন্মের কথা উল্লেখ করা হয়। সেই নতুন হৃদয় সম্পূর্ণ নতুন ব্যক্তি নয়। এটি একটি হৃদয় এবং ব্যক্তি যা তিনি নতুনভাবে গঠন করেন, তিনি নতুন জন্ম দেন। তিনি পাপ দূর করেন, এবং তিনি পতনের ফলাফল দূর করেন, এবং আমরা পাপবিহীন এক ব্যক্তি হব। এবং এটিই *নতুন* শব্দ যা নতুন পৃথিবী এবং নতুন স্বর্গকে নির্দেশ করে।

পিতর আরও বলেন যে সেই নতুন পৃথিবী এবং নতুন স্বর্গে, যা এই নতুন জন্মের স্থান, ধার্মিকতা বাস করে। এখন, ধার্মিকতা হল পুরাতন এবং নতুন নিয়মের একটি মূল বাক্য। এর অর্থ সঠিক হওয়া এবং সঠিক কাজ করা। এটি সঠিকতার মানদণ্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া, এবং সেই অধিকার ঈশ্বরের বিধান ছাড়া আর কিছুই নয়। আর সেটাই ছিল যীশু খ্রীষ্টের ধার্মিকতা যেটা হলো তিনি যা কিছু ছিলেন এবং যা কিছু করেছিলেন সেই সমস্ত কিছুতেই তিনি বিধান মেনে চলেছিলেন। *"ধার্মিকতা"* শব্দটিকে কি সংজ্ঞায়িত করা যুক্তিসঙ্গত যেটা নতুন স্বর্গ এবং নতুন পৃথিবীর পরিবেশে বাস করবে, অধিষ্ঠান করবে, যেন অনুগ্রহের কাজের সম্পর্কে আমাদের পাঠ করা নতুন নিয়মের শিক্ষার থেকে একটা ভিন্ন ধার্মিকতা হতে পারে?

পঞ্চম স্থানে ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে যিশাইয় ১১:৬-৯ পদে একটি সুন্দর এবং মর্মস্পর্শী ভবিষ্যদ্বাণীতে নতুন পৃথিবী এবং নতুন পৃথিবীতের অবস্থা সম্পর্কে আরও জানায়। আমাকে একটু সময় নিয়ে নেকড়ে সম্পর্কে এই সুপরিচিত কথাগুলি পড়তে দিন যে মেষশাবকের সাথে বাস করবে। [এটি] অস্বাভাবিক। 'চিতাবাঘ [ছাগলছানার সাথে] শুয়ে থাকবে।' এটি আজ ঘটছে না। 'বাছুর, ছোট্ট সিংহ এবং মোটাসোটা বাচ্চা একসাথে [থাকবে], এবং একটি ছোট শিশু তাদের নেতৃত্ব দেবে। এবং গরু ও ভালুক একত্রে খাবে, এবং [তাদের] বাচ্চারা [একসাথে শুয়ে থাকবে]। সিংহ ষাঁড়ের মতো খড় খাবে, আর দুধ খাওয়া শিশুটি সাপের গর্তে খেলবে, আর দুধ ছাড়ানো শিশুটি সাপের গর্তে হাত দেবে। তারা আমার [সমস্ত] পবিত্র পর্বতে ক্ষতি করবে না, ধ্বংস করবে না। কারণ সমুদ্র যেমন জলে ঢাকা থাকে, পৃথিবী ঈশ্বরের জ্ঞানে পূর্ণ হবে।'

এখন, এই সুন্দর ভবিষ্যদ্বাণীটি স্বর্গীয় চিড়িয়াখানার কথা বলছে না, বরং ঈশ্বর যখন পৃথিবীকে নতুনীকরণ করবেন তখন সেখানে কি অবস্থা হবে সে সম্পর্কে কথা বলছে। প্রাণীদের বিভিন্ন চরিত্র, বিভিন্ন মানুষ, বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের ছবি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। আজকের পার্থক্যগুলি প্রায়ই আমাদের পাপী বিশ্বে ঘর্ষণের কারণ। শক্তিশালীরা দুর্বলদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। সাহসীরা ভীতুদের ভয় দেখায়। [এখানে] ধ্বংসাত্মক আচরণ, খারাপ প্রতিযোগিতা, দংশনকারী পরনিন্দা। এটি কষ্ট দেয়। এটি ধ্বংস করে। স্বর্গীয় মহিমায়, এর কিছুই থাকবে না।

কেউ কখনও খুব কম থাকার বা খুব ছোট হওয়ার অভিযোগ করবে না। তৃপ্তি থাকবে। ঐক্য থাকবে। আমার পবিত্র পর্বতে কেউ আঘাত করবে না, ধ্বংস করবে না। দুঃখের বিষয় হল, আজকাল যখন ভাইয়েরা একসাথে থাকতে পারে না, তখন মণ্ডলীর ঈশ্বরের লোকেদের যেভাবে বিকৃত করে, সেখানে তা হবে না। আর নেকড়ে এবং মেষশাবক একসাথে বাস করবে। আর কেন? কারণ ঈশ্বরের জ্ঞান সমুদ্রকে জলে ঢেকে ফেলার মতো সবাইকে পূর্ণ করবে। আর সেটি কি জ্ঞান? এটি কেবল ঈশ্বর সম্পর্কে জ্ঞান, তাঁর ব্যক্তিত্বের জ্ঞান কিংবা তাঁর মহিমার জ্ঞান নয়, বরং একে অপরের প্রতি ভক্তিমূলক প্রেমে প্রতিফলিত তাঁর ব্যবস্থার জ্ঞানকেও বিবেচনা করে।

আর এটি আমাকে আমার ষষ্ঠ প্রমাণে নিয়ে আসে। ঈশ্বরের বাক্য পরিত্রাণের চূড়ান্ত উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণ পবিত্রতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে। ১ পিতর ১:১৫-১৬ পদে, ঈশ্বরের সাধুরা নির্দেশনা পান, 'সেই পবিত্রতমের ন্যায় আপনারাও সমস্ত আচার ব্যবহারে পবিত্র হও; কেননা লেখা আছে, ''তোমরা পবিত্র হইবে, কারণ আমি পবিত্র''।' যীশু তাঁর শিষ্যদের আদেশ দেন, ''তোমরা সিদ্ধ হও,'' কেবল সিদ্ধ আচরণই করো না, বরং তোমাদের অন্তরে *সিদ্ধ হও,* যেমনটি আমরা পূর্ববর্তী দশম আদেশে দেখেছি। বেশ, এই জীবনে এটি অপ্রাপ্য, কিন্তু আগামী জীবনে এটি অপ্রাপ্য নয়। কেন নয়? কারণ ঈশ্বর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি অবশেষে পরিত্রাণের কাজের সম্পূর্ণ পরিণতি সম্পন্ন করবেন।

আর সেটি কি? রোমীয় ৮-এ আমাদের বলে, 'তিনি যাহাদিগকে পূর্ব্বে জানিলেন, তাহাদিগকে আপন পুত্রের প্রতিমূর্ত্তির অনুরূপ হইবার জন্য পূর্ব্বে নিরূপণও করিলেন' (২৯ পদ)। ঈশ্বরের পুনরুদ্ধার কাজের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হল পরমদেশে যা ছিল তা ঈশ্বরের প্রতিচ্ছবিতে একটি নিখুঁত সামঞ্জস্য [এবং] প্রতিফলনে পুনরুদ্ধার করা, এবং ঈশ্বর তাঁর সন্তানদের ঈশ্বরের পুত্রের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যে নতুনীকরণ করবেন, যেমনটি যীশু খ্রীষ্টে দেখা যায়। আবার, ইফিষীয় ১:৪ পদ এটিকে সমর্থন করে যখন তিনি বলেন, ''কারণ তিনি জগৎপত্তনের পূর্ব্বে খ্রীষ্টে আমাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলেন, যেন আমরা তাঁহার সাক্ষাতে প্রেমে পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হই।'' আবারও সেই *প্রেম* শব্দটি আছে, ঈশ্বরের মহিমার ভক্তিমূলক প্রতিফলন।

বন্ধুরা, আমার শেষ প্রমাণ হল যে ঈশ্বরের বাক্য লিপিবদ্ধ করে যে যীশু আজ তাঁর মণ্ডলীর প্রধান হিসেবে মহিমান্বিত। পৌল লেখেন তাঁর মণ্ডলী ''তাঁহার দেহ, তাঁহারই পূর্ণতাস্বরূপ'' (ইফিষীয় ১:২৩)। সমগ্র মণ্ডলী মস্তক, যীশু খ্রীষ্টের সাথে একত্রিত। এই মস্তক, যিনি পৃথিবীতে ঈশ্বরের ব্যবস্থা পূর্ণ করেছিলেন, তিনি কি স্বর্গীয় মহিমায় তা পূর্ণ করবেন না? এর বিপরীত কিছু বলা নিন্দনীয়। কিন্তু যদি তিনি মস্তক হন, তাহলে কি তিনি এমন একটি দেহের সাথে একত্রিত হবেন যা ঈশ্বরের মহিমার প্রতিফলনেও নিখুঁত নয়? মস্তক এবং দেহের মধ্যে কি অনৈক্য থাকবে? যোহন ১৭-এর প্রার্থনায় খ্রীষ্টের কথা শুনুন যখন তিনি বলেন, ''আর তাহাদের নিমিত্ত আমি আপনাকে পবিত্র করি, যেন তাহারাও সত্যই পবিত্রীকৃত হয়... যেন তাহারা সকলে এক হয়; পিতঃ, যেমন তুমি আমাতে ও আমি তোমাতে, তেমনি তাহারাও যেন আমাদিগেতে থাকে'' (পদ ১৯ এবং ২১)। বিধানে দেখানো ঈশ্বরের মহিমার প্রতিফলনে এক না হয়ে কি তা উপলব্ধি করা যেতে পারে?

বন্ধুরা, মহিমায় পৌঁছে, ঈশ্বরের সমস্ত সাধু সেই পরিপূর্ণতায় পৌঁছে যাবেন যার জন্য প্রেরিত পৌল এত আন্তরিকভাবে আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন যখন তিনি বলেন, 'কারণ আমরা স্বর্গপুরীর প্রজা; আর তথা হইতে আমরা ত্রাণকর্ত্তার, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের, আগমন প্রতীক্ষা করিতেছি; তিনি আমাদের দিনতার দেহকে রূপান্তর করিয়া নিজ প্রতাপের দেহের সমরূপ করিবেন, যে কার্য্যসাধক-শক্তিতে তিনি সকলই আপনার বশীভূত করিতে পারেন, তাহারই গুণে করিবেন' (ফিলিপীয় ৩:২০-২১)। আর কিভাবে তা সম্পন্ন হবে? কর্ম অনুসারে, তাঁর কর্ম, যার মাধ্যমে তিনি সকল কিছুকে নিজের কাছে বশীভূত করতে সক্ষম। আর তখন পৌলকে আর কখনও বলতে হবে না, ''দুর্ভাগ্য মনুষ্য আমি! এই মৃত্যুর দেহ হইতে কে আমাকে নিস্তার করিবে?'' (রোমীয় ৭:২৪)।

ঠিক আছে, এই সাতটি প্রমাণ এই দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে যে ঈশ্বরের ব্যবস্থা চিরকাল স্থায়ী হবে এবং নতুন জগতে বিধান হবে। এই নতুন জগতে মুক্তিপ্রাপ্তরা চিরকাল সত্য এবং ঈশ্বরের পবিত্রতার সৌন্দর্যের প্রকাশ প্রদর্শন করবে। স্বর্গ শুরু হয় সেখানে যেখানে পাপ শেষ হয়, এবং পাপ শেষ হয় সেখানে যেখানে আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে রূপান্তরিত হই, অর্থাৎ বিধানদাতা। অনুগ্রহ হল গৌরবের সূচনা, এবং গৌরব হল অনুগ্রহের পূর্ণতা। অথবা অন্যভাবে বলতে গেলে, অনুগ্রহ হল গৌরবের সর্বনিম্ন স্তর, এবং গৌরব হল অনুগ্রহের সর্বোচ্চ স্তর।

এবং এটি আমাদের কেবল এই বক্তৃতার সাথেই নয় বরং ঈশ্বরের ব্যবস্থার উপর আমাদের সমস্ত বক্তৃতার সমাপ্তিতে নিয়ে আসে। আমার প্রার্থনা ছিল যে এই বক্তৃতাগুলি যেন আপনাদের মধ্যে ব্যবহার করা হয় যেমন ঈশ্বর আমার কাছে ব্যবহার করেছেন, আমার প্রশংসা বৃদ্ধি করেছে এবং ঈশ্বরের প্রতি আমার আরাধনা বৃদ্ধি করেছে কারণ তিনি তাঁর বিধানে তাঁর প্রেম, পবিত্রতার সৌন্দর্য প্রকাশ করেছেন। এটি ঈশ্বর আমাদের যে বাধ্যতার মূল উদ্দেশ্যের দিকে আহ্বান করেন, [তা হল] তাঁর মতো, যীশুর মতো প্রেম, সে সম্পর্কে আমার বোধগম্যতা আরও গভীর করেছে। এটি আমাকে আবারও নিশ্চিত করেছে যে আমাদের নিজেদের কাজের মাধ্যমে পরিত্রাণ পাওয়া কতটা অসম্ভব। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রয়োজন।

এখন, আমি হাইডেলবার্গ ক্যাটেকিজমের দুটি উত্তরের দিকে নির্দেশ করে শেষ করছি। এবং প্রথমটি হল উত্তর ১১৪ যেখানে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, 'যারা পরিত্রাণ পেয়েছে তারা কি ঈশ্বরের আদেশ নিখুঁতভাবে পালন করতে পারে?' উত্তরটি যাজকিয় এবং বাইবেল ভিত্তিক। তারা বলে, ''না, কিন্তু পবিত্রতম পুরুষরাও, এই জীবনে, এই বাধ্যতার একটি ছোট শুরু আছে; তবুও, যাতে তারা আন্তরিক সংকল্পের সাথে জীবনযাপন শুরু করে, কেবল কারও কারও মতে নয়, ঈশ্বরের সমস্ত আদেশ অনুসারে।'' এটি একটি যাজকিয় এবং শাস্ত্রীয় উত্তর। 'কিন্তু কেন,' পরবর্তী প্রশ্ন হল, 'আমাদের অবশ্যই আজ্ঞাগুলি অধ্যয়ন করতে হবে?' ঈশ্বরের বিধান এবং এর আগেকার পূর্ববর্তী বক্তৃতাগুলিতে আমরা যেমন করেছি, কেন আমাদের বিধান সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে আরও গভীর করতে হবে? হাইডেলবার্গ ক্যাটেকিজমের উত্তর ১১৫। অধ্যয়ন এবং অনুসন্ধান করার কারণ, যদিও আমরা [সেগুলি] ধরে রাখতে পারি না, তা হল ''প্রথমে, আমাদের সারা জীবন ধরে আমরা আমাদের পাপপূর্ণ প্রকৃতি জানতে আরও বেশি করে শিখতে পারি, এবং

এইভাবে খ্রীষ্টে পাপের ক্ষমা এবং ধার্মিকতা অর্জনের জন্য আরও বেশি আন্তরিক হয়ে উঠতে পারি; এবং একইভাবে, আমরা পবিত্র আত্মার অনুগ্রহের জন্য ঈশ্বরের কাছে ক্রমাগত [প্রচেষ্টা] এবং প্রার্থনা করি, যাতে আমরা ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে আরও বেশি করে অনুকূল হতে পারি, যতক্ষণ না আমরা ভবিষ্যতের জীবনে আমাদের জন্য প্রস্তাবিত পরিপূর্ণতায় পৌঁছাই।'' এবং বন্ধুরা, হাইডেলবার্গ ক্যাটেকিজমের শিক্ষার সারাংশের এই কথাগুলি এবং এই বক্তৃতার পূর্ববর্তী সমস্ত শিক্ষার উপর আমি কেবল আমেন আর আমেন বলতে চাই। ঈশ্বর আপনাদের মঙ্গল করুন।